প্রকাশনায়
শ্রীপ্রণবগোপাল গোস্বামী
গোস্বামী প্রকাশনী
৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশ -১৯৬০

মুদ্রাকর
শ্রীমন্মথনাথ পান কর্তৃক
'নবীন সরস্বতী প্রেস' হইতে মুদ্রিত।
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য ভারতবর্ষের চিরায়ত সংস্কৃতির এক বাঙ্ময় প্রকাশ। উহার ইতিহাস কালপ্রবাহিত জীবন-সংস্কৃতির প্রকাশ এবং বিকাশের এক গৌরবময় ইতিহাস। সেই ইতিহাসের ব্যাপ্তি ও গভীরতা আমাদের মনে শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও আনন্দের প্রেরণা জাগায়।

আমার সুদীর্ঘ শিক্ষকজীবনে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার সহিত ঘটিয়াছে নিবিড় সংযোগ। সেই পরিশীলিত চর্চা এবং পরিপোষিত চিন্তার আভাসেই সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসরচনায় এই অভিনব প্রয়াস। শিক্ষাসংসদ্ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-সম্পর্কিত বিষয়বস্তুকে কয়েকটি সীমারেখার মধ্যে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে উহার এক যথাসম্ভব আদর্শ রূপরেখার পরিকল্পনা করিলাম। এই প্রসঙ্গে পূর্বসূরিদের ঋণ অবশ্যই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। সাহিত্যের ইতিহাস কেবল যে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যপঞ্জী তাহা নহে, সাহিত্যচিন্তার সামগ্রী ও কবির প্রত্যয়ালোক আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তাও উহার মধ্যে নিহিত আছে। সেই সব প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্বল্প পরিসরের মধ্যেও যথোচিত তথ্য ও তত্ত্ব সমাবেশে সংস্কৃত সাহিত্যের এই ইতিহাস রচনা করিলাম। সুধী শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দের পরিতোষ বিধানেই উহার সফলতাবিচার। 'আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।'

উচ্চতর পর্যায়ে **রচনা, অনুবাদ** এবং **ব্যাকরণ**—এই ত্রিবিধ তথ্যের সমন্বয়ে **সংস্কৃতের ত্রিধারা** নামে দ্বিতীয় পত্রের আর একখানি আদর্শ পুস্তকও ইহার সহিত যুক্ত করিলাম।

সূচীপত্র

***SYLLABUS : Paper II**

(Classes XI & XII)

Outline of History of Classical Sanskrit Literature (not exceeding 100 pages). Select topics : **Epics** (Rāmāyaṇa, Mahābhārata), Kāvya : (Aśvaghoṣa, Kālidāsa)

Drama : (Bhāsa, Kālidāsa, Śudraka, Bhavabhūti, Viśākhadatta.) **Fables** : Pañcatantra, Hitopadeśa, Kathāsaritsāgara.) **Prose Romances** : (Daṇḍin, Subandhu, Bāṇabhaṭṭa.) **Lyrics** . Meghadūta, Bhartṛhari's Śatakas, Gitagovinda) 25 Marks

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ঃ সংস্কৃত ভারতবর্ষের চিরায়ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যে পূর্ণতার মধ্যে ভারতসভ্যতা সমস্ত খণ্ডতার সুষমা এবং সমস্ত বিরোধের শান্তি খুঁজিয়াছে, সংস্কৃত তাহারই পরিচয় বহন করে। সংস্কৃত সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বাঙ্ময় প্রকাশ।

সংস্কৃতভাষায় নিহিত উদাত্ত ভাবসম্পদ্ ও উন্নত চিন্তাপর্যায় সুবিদিত। আসমুদ্র হিমাচল সংস্কৃত ভারতবাসীকে অভিন্ন ভাববন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সংস্কৃত প্রাচীন ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যমণি। ধ্বনিবিজ্ঞানের পরিপাটিতে, শব্দের ঝঙ্কারে, গঠনরীতির বৈশিষ্ট্যে এবং অর্থের সৌষ্ঠবে সংস্কৃত অনেক পূর্ণতাপ্রাপ্ত। স্যর্ উইলিয়াম জোন্স বলেন—**Sanskrit is more perfect than Greek, more copious than Latin and more exquisitely refined than either.**

সংস্কৃতের প্রভাব ঃ সংস্কৃতের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই ভাষা ভারতের প্রায় সর্ব অঞ্চলের যাবতীয় ভাব ও ভাষার জননী এবং জীবনধাত্রী। উহারই অমৃতরসে মধ্য-ইন্দো-আরিয়ান ভাষা এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার পুষ্টি হয়। আঞ্চলিক ভাষার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিও সংস্কৃতের উপর নির্ভর করে। অতএব গ্রীক ও লাতিনের দৃষ্টান্তে সংস্কৃতকে মৃত মনে করিলে অবশ্যই ভুল করা হইবে। গাছের মূল মাটির নীচে থাকে, উহাকে আমরা বাহিরে দেখিতে পাই না। তাই বলিয়া উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার নহে। কারণ মূলের রসেই শাখাপল্লবে সজীবতা প্রকাশ পায় এবং ফুলেফলে সমৃদ্ধি ঘটে। আমাদের বিভিন্ন ভাষার উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রে মূল রহিয়াছে সংস্কৃতে নিহিত। তাই সংস্কৃতভাষার প্রভাব বহুব্যাপ্ত। অধ্যাপক টি. বারো (T. Burrow) বলেন—'সংস্কৃতভাষা কথা ভাষার ক্ষেত্র হইতে যে হারে দূরে সরিয়া গিয়াছে, ঠিক তাহার বিপরীত হারে উহা তাহার প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।' আমরা বলি এই ভাষা তাহার নিজস্ব গুণে অতি স্বাভাবিক ভাবেই সর্বত্র প্রবেশের অধিকার পাইয়াছে।

ইহার ভাবসম্পদের গুরুত্বও কম নহে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দূরপ্রান্তেও ইহার ভাবধারা প্রসারিত। দেশ ও কালের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে সত্য।

কিন্তু আজিও ভারতের জনজীবনে সংস্কৃতের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা যে-ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব করি, বিশ্বের কাছে আমাদের যে-সংস্কৃতি শ্রদ্ধার আসনে স্থাপিত, সংস্কৃত উহার মূলভিত্তি। আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক শুভ কর্মে, মাঙ্গলিক আচার ও অনুষ্ঠানে, আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে ও সমৃদ্ধিসাধনে, জ্ঞানবিজ্ঞানের উপযোগী নিত্যনূতন শব্দ ও পরিভাষা সঞ্চয়নে, বিশেষতঃ অতীতের ভাবরসে হৃদয়ের নূতনতর মঙ্গলাভিষেকে—সংস্কৃত অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য। এই ভাষার স্রোতোধারা আধুনিক ভারতে ক্ষীণ হইলেও উহা বিলীন হয় নাই। উহার মধ্যে অতি আশ্চর্যকর প্রাণশক্তি আছে।

সংস্কৃত সাহিত্য: ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মচিন্তা বহু শতাব্দী ধরিয়া সংস্কৃত ভাষাতেই রূপ লাভ করিয়াছে। এই ভাষায় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের এবং বিকাশের আশ্চর্য শক্তি ছিল। তাই বেদ-উপনিষদ্, রামায়ণ-মহাভারত, ধর্ম, দর্শন, গণিত, পুরাণ ও ব্যাকরণ, কথা, কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার—এমন অজস্র সম্ভারে সংস্কৃতের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে। মানবমনের অন্তস্তলশায়ী শাশ্বত মূল্যবোধের যে-প্রেরণা আছে, সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনে উহার অসামান্য অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ তাহার স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে ও চারুকলায় সেই সব ভাবসত্যকে নিত্য উদ্বোধিত করিয়াছে, সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনে যাহা বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ভারতীয় সংস্কৃতির সেই এক গৌরবময় ধারার ইতিহাস।

বৈদিক ভাষা: প্রাচীন ভারতের ভাষার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুইটি ক্রম উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি **বৈদিক ভাষা**, দ্বিতীয়টি **লৌকিক** বা **ক্লাসিক্যাল ভাষা**। প্রাচীন ভারতে আর্যসভ্যতা উন্মেষের প্রথম পরিচয় রহিয়াছে বৈদিক ভাষায়। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ ঋষির চিত্তে বিস্ময় ও আনন্দের প্রেরণা জাগায়। ছন্দে গ্রথিত হয় উহার আবেগময় প্রকাশ। ইন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতার মহিমা বর্ণনায় রচিত হয় স্তব। **ঋক্, সাম, যজুঃ** ও **অথর্ব**—এই চারি বেদের সংহিতায় মন্ত্রভাগ সংকলিত হয় এবং মন্ত্রপাঠে স্বরের নিয়ম প্রচলিত ছিল।

গদ্যে রচিত বেদভাগের নাম **ব্রাহ্মণ** সাহিত্য। উহাতে মন্ত্রব্যাখ্যা ও যজ্ঞাদি ধর্মকর্মের বিধি আলোচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণভাগ কর্মযজ্ঞের সাহিত্য। **আরণ্যক** ও **উপনিষদে** বিধৃত হয় জ্ঞানমার্গের অমূল্য সম্পদ্। যজ্ঞকর্মের সাড়ম্বর পরিবেশ হইতে দূরে তপোবনের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় মানুষের মনে

প্রশ্ন জাগে 'কে আমি ?' উহারই প্রত্যুত্তরে উপনিষদে ঘোষিত হয়—'এক ব্রহ্মই সত্য'। নিজের আত্মার মধ্যে ব্রহ্মরূপ সত্যের উপলব্ধি করাই জ্ঞানের সাধনা।

বৈদিক ভাষার ক্ষেত্রে ক্রমবিবর্তন লক্ষণীয়। প্রাচীনতম বৈদিক ভাষায় দুইটির বেশী পদে সমাস হইত না, সন্ধিপ্রয়োগও যথাসম্ভব সীমিত ছিল। উপসর্গ যে কেবল ধাতুর পূর্বেই বসিবে—এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। শব্দরূপ, ধাতুরূপ এবং প্রত্যয়ের ব্যবহারে এবং কালক্রমে শব্দেরও বহু পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। অনেক পুরাতন শব্দ একেবারেই লুপ্ত হইয়া গেল এবং কতকগুলি শব্দে আবার অর্থের পরিবর্তন ঘটিল।

লৌকিক সংস্কৃত : অতএব ভাষায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধিরক্ষায় বৈদিক সাহিত্যের শেষভাগে মহামুনি **পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী** ব্যাকরণ রচনা করেন। অসাধারণ প্রজ্ঞায় বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়মে তিনি ভাষার সংস্কার করেন। তখন হইতে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের প্রবর্তন হয়। 'সংস্কৃত' এই নামকরণের মধ্যেই সেই পরিচয় নিহিত আছে। এই ভাষা যে শিষ্ট সমাজের লোকব্যবহারে প্রযুক্ত হইত, 'লৌকিক'—এই বিশেষণও উহার সাক্ষ্য দেয়। বাস্তবিক বেদের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের চিন্তা, ভাবনা, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য প্রায় সব কিছুই সুদীর্ঘ কাল এই ক্লাসিক্যাল বা লৌকিক সংস্কৃতে প্রকাশিত ও বিকশিত হইয়া আসিতেছে।

পাণিনি লৌকিক ভাষার সুচিন্তিত সংস্কার করিয়া অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার হাত হইতে উহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ফলে অতীত যুগের সহিত পরবর্তী যুগের ভাষার যোগসূত্র অব্যাহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে, সন্ধি ও সমাস ব্যবহারে শব্দগঠনের অজস্র সম্ভাবনার পথও প্রশস্ত হয়। অতএব ব্যাকরণের শাসন সংস্কৃতভাষার ক্ষেত্রে শৃঙ্খল নহে, উহা তাহার অলঙ্কার। সংস্কৃতভাষার মত ঐশ্বর্য, গাম্ভীর্য ও এবং অর্থের সূক্ষ্ম পরিপাটি পৃথিবীর খুব কম ভাষাতেই দৃষ্ট হয়। তাই প্রাচীনকাল হইতে এই সেদিন পর্যন্তও ভারতবর্ষের বহুমুখী মনীষার ক্ষেত্রে এই ভাষাতে সোনার ফসল ফলিয়াছে। উহার পরিমাণ, মাত্রা ও গুণগত মূল্য কম নহে। বিশ্বের মনীষিগণ এই ভাষার এবং উহার কালজয়ী সাহিত্যের ও দর্শনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনার সূচনায় সংস্কৃত ভাষা ও ভাবের গৌরবময় ঐতিহ্যের যৎকিঞ্চিৎ সংকেত দিলাম। আশা করি উহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

আর্য মহাকাব্য : রামায়ণ ও মহাভারত

সূচনা : বৈদিক সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্যের মধ্যবর্তী যুগে ভারতবর্ষে যুগসঞ্চিত হৃদয়াবেগে দুই মহাকাব্যের আবির্ভাব ঘটে। উহাদের নাম **রামায়ণ** ও **মহাভারত**। প্রথমটি আদিকাব্য বলিয়া খ্যাত। বলা হয়—'আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্' (যুদ্ধকাণ্ড, ১৩০, ১০৫)। দ্বিতীয়টি 'ভারতসংহিতা'-রূপ পঞ্চম বেদ যাহার নাম মহাভারত। উহার পরিচয়-প্রসঙ্গে কথিত হয়—'মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে' (আদিপর্ব, ১.২৭৪)। বিরাট্ সেই কাব্যকৃতি,—বিষয়বস্তুর গুরুভারে এবং বৃহৎ সৃষ্টির বিশালতায় সত্যই উহা অনন্য। 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'—'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ' (আদিপর্ব, ৬২.৩৫)—এই উক্তি সার্থক সন্দেহ নাই।

আর্য মহাকাব্যের আবির্ভাব : অতীত যুগে ঠিক কোন্ সময়ে এই দুই মহাকাব্যের আবির্ভাব ঘটে, সেই ইতিহাস আবিষ্কারের তথ্যভিত্তিক প্রমাণ দুর্লভ। বিশেষতঃ এই দুই মহাকাব্যের স্রষ্টা এমন এক শ্রেণীর মহাকবি, 'যাঁহাদের রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে' (রবীন্দ্রনাথ)। আমাদের মনে হয় উহা যেন বহু কবির যুগসঞ্চিত সমবায়-কর্ম এবং বহু শতাব্দীর মধ্যে উহা ব্যাপ্ত। বাল্মীকি ও ব্যাস সেই যুগযুগ-সঞ্চিত ঐতিহ্য ও কিংবদন্তীর স্তরপর্যায়কে দুই মহাকাব্যের গ্রন্থনার মধ্যে যোজিত করিয়াছেন এবং উহাতে তাঁহাদের 'অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণক্ষম' প্রতিভার অসাধারণ সাক্ষ্য রাখিয়াছেন। যুগসঞ্চিত ইতিহাস বা পুরাণকথার ধর্মই এই যে তাহা একই বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া, দেশের ভূতলগর্ভ হইতে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হয়। রামায়ণ-মহাভারত তেমন দুই বনস্পতি—জাতির সঞ্চিত প্রাণরসে পুষ্ট হইয়া জাতিকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। আমরা ভারতবাসী বিশ্বাস করি রামায়ণ-মহাভারত একাধারে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য। উহাদের মধ্যে জাতির সমগ্র হৃদয়ের স্পন্দন অনুভূত হয় এবং সেই স্পন্দনাবেগ আমাদিগকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করে।

বৈদিক সাহিত্যে আখ্যান, ইতিহাস, গাথা ও নারাশংসীর দৃষ্টান্ত আছে। অতীতে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে দেবদেবী এবং বীরবৃন্দের শৌর্যবীর্য ও মহত্ত্বের কীর্তি-কাহিনী আবৃত্তি করা হইত। কালক্রমে রাজসভায় পূর্বপুরুষগণের স্তুতিগানের উদ্দেশ্যে 'সূত'-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। তাহারা যুদ্ধের ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করিত এবং যশোগাথা রচনা করিয়া উহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইত। 'কুশীলব' নামে আর এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। তাহারাও বীর্যগাথা দেশে দেশে গাহিয়া বেড়াইত। এই ভাবে নানা কিংবদন্তী ও ঐতিহ্য নানারূপে আখ্যায়িকায় বিবর্তিত হইত। শেষপর্যন্ত সেগুলি যুগপ্রতিনিধি কবির মহতী প্রতিভার সংযোগে শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া মহাকাব্য-পদবী লাভ করিয়াছিল। এই ভাবেই রামায়ণ-মহাভারতের আবির্ভাব ঘটে। যেহেতু উহারা সর্বসাধারণের সম্পদ্, সেই হেতু উহাদের মধ্যে সংযোজন, পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের অন্তপ্রবেশে বাধা ঘটে নাই। এই দিক দিয়া উহাদিগকে বলা যায় বহু কবির যুগব্যাপ্ত কর্ম।

এপিক : আমাদের দেশে ও পাশ্চাত্ত্যে মহাকাব্যের লক্ষণ লইয়া নানা আলোচনা আছে। ইংরাজীতে মহাকাব্যকে এপিক বলে। গ্রীক epos শব্দ হইতে পদটি গঠিত। epos পদটির অর্থ শব্দ বা সঙ্গীত। অর্থপ্রসারের ফলে উহা বীর্যগাথা বা শৌর্যবীর্যের কাহিনীর পরিচায়ক হয়। এপিক তাহারই বাঙ্ময় প্রকাশ।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে এপিক দুই প্রকার : **Epic of growth** বা **Authentic epic** অর্থাৎ ক্রমবিকশিত অকৃত্রিম মহাকাব্য, এবং **Literary epic** বা **Epic of art**—'সাহিত্যিক' মহাকাব্য বা কলাসম্মত 'মহাকাব্য'। ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারত ও গ্রীসের 'ইলিয়াড্' ও 'অদিসি' প্রথমোক্ত মহাকাব্যের নিদর্শন। পাশ্চাত্ত্য মতে সেই সব মহাকাব্য কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নহে। পুরাতন কিংবদন্তী ও গাথা নানা স্তর বহিয়া যুগচেতনার অন্তপ্রেরণায় জাতির সাধারণ সম্পদরূপে উহা প্রকাশিত হয়। যে যুগে এই সব আদি মহাকাব্যের আবির্ভাব ঘটে, উহা শূরযুগ (**Heroic age**) নামে খ্যাত। অনেকের মতে সেই যুগের সভ্যতার আর পুনরাবৃত্তি সম্ভব নহে। কাজেই বর্তমানে সেই শ্রেণীর মহাকাব্যের আবির্ভাব অসম্ভব। আধুনিক কাব্যের মধ্যে এমন ব্যাপকতা, এমন উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা নাই। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'মহাকাব্যের লক্ষণ' প্রবন্ধে অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—"সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে।

মহাকাব্যগুলিকে আমরা অদ্ভুত পিরামিডের সহিত তুলনা করিতে পারি।" আচার্যপ্রবর মহাভারতকে শেষপর্যন্ত বিশাল হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। উহার বক্ষোদেশে সহস্র কথা ও কাহিনীর স্রোতোধারা উৎসারিত, এবং দেহের অভ্যন্তরে শিলাস্তরের ন্যায় প্রাচীন ইতিহাসের স্তরপরম্পরা পুঞ্জীভূত। রামায়ণ-মহাভারত দুই মহাকাব্য ভারতবর্ষের হৃদয়াবেগের ইতিহাস—'মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমালয়ের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র' (রবীন্দ্রনাথ)।

রামায়ণ-মহাভারত সেই শ্রেণীর বিরাট মহাকাব্য—যাহা পরবর্তী অলঙ্কার-সম্মত সুসংহত সূক্ষ্ম কবিকর্ম হইতে বিভিন্ন। অতএব কালিদাস ও ভারবির মহাকাব্য এবং ভার্জিলের 'ঈনীড্' ও মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট্' মহাকাব্য আর্ষ মহাকাব্য হইতে পৃথক সন্দেহ নাই। পরবর্তী কাব্যগুলির মধ্যে ভাষার গাম্ভীর্য, ছন্দের মাধুর্য, রসের গভীরতা এবং সূক্ষ্ম কবিকলার চাতুর্য যতই কেন থাক না, উভয় শ্রেণীর কবিকৃতিকে একই পঙ্ক্তিতে স্থান দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের কলামণ্ডিত অলঙ্কারসম্মত মহাকাব্যকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ Court-epic বা রাজসভাশ্রিত কাব্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ রাজার সাহায্যপুষ্ট কবিবৃন্দই তখন বিদগ্ধজনের তৃপ্তির জন্য অলঙ্কার-সম্মত সেই সব কাব্য রচনা করিতেন।

আলঙ্কারিকের দৃষ্টিতে রামায়ণ ও মহাভারত : এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে ভারতবর্ষের আলঙ্কারিকগণ রামায়ণ-মহাভারতকে ইতিহাস, পুরাণ বা ধর্মশাস্ত্র যাহাই বলুন না কেন, মূল মহাকাব্য হিসাবে এবং পরবর্তী কাব্যরীতির প্রধান আদর্শরূপে ইহাদিগকেই তাঁহারা মান্য করিয়াছেন। রামায়ণ তো স্পষ্টই আদিকাব্য সংজ্ঞায় অভিহিত। করুণ রস উহার মূল উপজীব্য। ক্রৌঞ্চবধূর ক্রন্দনে বাল্মীকির শ্লোকচ্ছন্দে করুণ রসের উৎসার হয়। রাম-সীতার জীবন-ইতিহাসের ক্ষণে ক্ষণে সেই করুণ গীত কতই না অনুরণিত হয়। সাহিত্য-মীমাংসক **আনন্দবর্ধন** বলেন—আদিকাব্য রামায়ণ করুণ রসের মহাকাব্য। মহাভারতকে তিনি শান্ত রসের মহাকাব্য বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ধর্মযুদ্ধে অর্জিত জয়ের শেষে নিদারুণ হাহাকার ও বেদনার মধ্যে বৈরাগ্যের আকৃতিতে শান্তরসেই এই কাব্যের পর্যবসান। মহাভারত সকল কবিপ্রধানের উপজীব্য—'সর্বেষাং কবিমুখ্যানামুপজীব্যো ভবিষ্যতি' (আদি, ১.৯২)—ইহা মহাভারতের সার্থক উক্তি। ভারতবর্ষের আর্ষ দুই মহাকাব্য সম্বন্ধে ইহাই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা।

॥ রামায়ণ ॥

রামায়ণের গৌরব ঃ রামায়ণ ভারতবর্ষের রমণীয় মহাকাব্য। আদিকবি বাল্মীকি তাঁহার হৃদয়ের অপূর্ব মাধুরী দিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ ও হৃদয়াবেগ চিরন্তন সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস-প্রবাহিত কালের বিচারে ইহার মহিমা অক্ষুণ্ণ। তমসার তীরে এক ব্যাধের শরাঘাতে নিহত ক্রৌঞ্চের বিরহে ক্রৌঞ্চবধূর করুণ ক্রন্দন ঋষির অন্তর বিদীর্ণ করে। তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেলিত শোক শ্লোকচ্ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করে —'শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ' (বালকাণ্ড, ২ ৪০)। কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥ (বালকাণ্ড, ২.১৫)

দেবর্ষি নারদ আসিয়া বাল্মীকিকে নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের চরিতকথার সঙ্কেত দেন। এবার ব্রহ্মা আসিয়া আদেশ করিলেন, তাঁহার সেই অনুষ্টপ্ ছন্দে জগদ্বাসীকে তিনি যেন উপহার দেন দেবদুর্লভ রামচন্দ্রের রমণীয় চরিতকথা। বাস্তবিক রামায়ণের কাব্যলক্ষ্মী সেই নরচন্দ্রমাকে আশ্রয় করিয়াছেন, যিনি মানুষ হইয়াও নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। সেকালের কবিগুরু বাল্মীকির অন্তরের সেই আগ্রহ অনুরণিত করিয়া একালের কবিগুরু বলিয়াছেন—

"হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহপায়ে
স্বর্গ হতে যাহা এলো স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে,
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে ॥" (রবীন্দ্রনাথ)

মহর্ষি বাল্মীকি সূর্যবংশের ইতিহাস ও বিশেষভাবে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের চরিতকথা বর্ণনা করিয়াছেন। রামায়ণের ভাষা প্রাঞ্জল, সরস ও প্রসাদগুণযুক্ত। যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য এবং লালিত্যও উহাতে কম নহে। সার্থক উপমা, রূপক ও স্বভাবোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার-প্রয়োগে কবি বাল্মীকি সত্যই কবিগুরু। রামরাবণের যুদ্ধের বর্ণনায় প্রতিভাধর কবি উপমা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন—রামরাবণের যুদ্ধ রামরাবণের যুদ্ধেরই মত—'রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।' কী অপূর্ব ব্যঞ্জনা! **প্রকৃতির শোভাচিত্রণে** এবং মানুষের বিচিত্র ভাবের সহিত প্রকৃতির সহমর্মিতার আবেগ প্রতিফলনে কবির অসাধারণ দক্ষতা। দণ্ডকারণ্যের ও দাক্ষিণাত্যের অরণ্যানীর ভীষণতা, মাল্যবান্ পর্বতে ঋতুর আবর্তনে প্রকৃতির বিচিত্র শোভা, তাপসাশ্রমের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ, পম্পাসরোবরের বসন্তশোভায় উদ্দীপিত

অনুরাগি-হৃদয়ের বেদনা এবং **উর্মিমালাক্ষুব্ধ** ফেনিল অম্বুরাশির দিগন্তবিস্তৃত অসীমতার রূপচ্ছবি—সবই মহাকবির গভীর অন্তর্দৃষ্টির ও অসামান্য প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত।

কিন্তু সবার উপরে রহিয়াছে **চরিত্রচিত্রণের আদর্শ**। বাস্তবিক মানুষের জগতে এমন কোন গুণসম্পদ্ নাই, যাহা রামায়ণের সুমহৎ চরিত্রগুলির মধ্যে অসাধারণ গৌরবে প্রকাশিত হয় নাই। পিতার প্রতি পুত্রের ভক্তি, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার কর্তব্য, পত্নীর প্রতি পতির প্রেম, পতির প্রতি পত্নীর নিষ্ঠা, প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য এবং রাজার প্রতি প্রজার প্রত্যয়,—এই সব ভাবের আদর্শ রামায়ণ-কাব্যের প্রাণস্বরূপ। যুদ্ধের ঘটনা, শৌর্যবীর্য ও বাহুবলের অমিত গৌরব অবশ্যই আছে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা, সেবা, ভক্তি, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা ব্যক্তিগত সুখদুঃখ এবং স্বার্থচিন্তার তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া বেদনার মধ্যেও কেমন অসামান্য প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। রামায়ণের নায়কপুরুষ রামচন্দ্রের জীবনের বড় কথা এই যে তিনি কোন নৈতিক উচ্চ আদর্শকে কথার কথা করিয়া রাখেন নাই। তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নির্ভীক, নিষ্কম্প ও নিষ্করুণ ভাবে পালন করিয়াছেন তাঁহার কুলধর্ম, রাজধর্ম ও স্বধর্ম। ইহাই তাঁহার মহামানবতার প্রমাণ। তিনি একাধারে অদ্বিতীয় কর্মবীর ও ধর্মবীর। তাঁহার সম্বন্ধে সুন্দরকাণ্ডের শ্লোকটি সত্যই বড় সুন্দর—

রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য স্বজনস্যাপি রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য চ পরন্তপ ॥ (সুন্দরকাণ্ড, ৩৫।৬)

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্যের প্রতিমূর্তি সীতার তুলনা নাই। ব্রততীর ন্যায় সীতা কোমলা, কিন্তু বিদ্যুল্লতার ন্যায় সতীত্বের তেজে তেজস্বিনী। প্রজাজনের কথায় পতি কর্তৃক নির্বাসিতা সীতা নীরবে অশ্রু মোচন করিলেন, তথাপি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন—'পতির্হি দেবতা নার্যাঃ'—'সেই পতির কার্য তাঁহার প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়'। করুণাময়ী দুঃখিনী সীতার পবিত্রতা, ত্যাগ ও পাতিব্রত্য ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে পুণ্যশক্তি সঞ্চার করে। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, ভরতের ত্যাগ, হনুমানের প্রভুভক্তি—সবই অপূর্ব গৌরবে মণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—'গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।'

রামায়ণের কাহিনী: রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড।

বালকাণ্ডে (বা আদিকাণ্ডে) আছে রামায়ণ-রচনার সূচনা। রামচন্দ্রের জন্ম এবং বাল্যকালের বিবরণ দৃষ্ট হয়। ইক্ষ্বাকুকুলের অযোধ্যারাজ দশরথ দেবতার বরে লাভ করেন চারিটি পুত্ররত্ন—রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। অল্পকাল মধ্যেই রাজকুমারগণ শস্ত্র ও শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া গেলেন যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে বধ করাইবার জন্য। পরে জনকের রাজসভায় হরধনু ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্র জনকতনয়া সীতাকে বিবাহ করেন।

অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাই রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন আসন্ন। এমন সময় দাসী মন্থরার পরামর্শে দশরথের দ্বিতীয় পত্নী কৈকেয়ী রাজার নিকট পূর্বপ্রতিশ্রুত দুই বর চাহিলেন। একটিতে রামের চৌদ্দবৎসর বনবাস এবং আর একটিতে কৈকেয়ীর পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক। রামচন্দ্র সুখদুঃখে নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিচারে পিতার আদেশ পালনই তাঁহার ধর্ম। তিনি কৈকেয়ীর প্রদত্ত বল্কল পরিয়া দণ্ডকারণ্যের গহন বনে যাত্রা করিলেন। কোন চিত্তবিকার লক্ষিত হইল না। সঙ্গে চলিলেন জ্যেষ্ঠের অনুগামী লক্ষ্মণ ও সহধর্মচারিণী পতিব্রতা সীতা। দশরথ শোকে ও দুঃখে মৃত্যুবরণ করিলেন। ভরত মাতুলালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া চিত্রকূট পর্বতে গিয়া রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কত মিনতি করিলেন। কিন্তু রামের সঙ্কল্প অটল। তিনি ভরতের হাতে তাঁহার পাদুকা তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। ত্যাগী রাজকুমার ভরত জ্যেষ্ঠের পাদুকার উপর ছত্র ধারণ করিয়া নন্দিগ্রামে ভৃত্যের মত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

অরণ্যকাণ্ডে বিবৃত হয় দণ্ডকারণ্যের মুনিগণের অনুরোধে রামচন্দ্র কর্তৃক অগণিত রাক্ষসবধের ঘটনা। লক্ষ্মণ কর্তৃক লঙ্কাধিরাজ রাবণের ভগিনী শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদের ঘটনায় রাবণ ক্রোধোন্মত্ত হন। তিনি মারীচের সাহায্যে মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ অতিথির বেশে পঞ্চবটী হইতে সীতাকে অপহরণ করেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতাশূন্য গৃহে ফিরিয়া শোকোন্মত্ত হইলেন। পঞ্চবটীবনও যেন অবনত শাখায় কাঁদিতেছিল। গিরিনদী-কান্তারে দুই ভাই ব্যাকুলভাবে খুঁজিলেন। মুমূর্ষু জটায়ু রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের কথা জানাইলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দক্ষিণাপথে যাত্রা। কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মৈত্রী স্থাপিত হইল। বালিবধের পর সুগ্রীব সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। সুগ্রীবের আদেশে হনুমান সীতার খোঁজে বাহির হইলেন।

সুন্দরকাণ্ডে দেখি হনুমান্ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় অশোকবনে সীতার সহিত মিলিত হন। সেখানে রামচন্দ্রের দেওয়া অভিজ্ঞান (স্মারক অঙ্গুরীয়) তিনি দেখাইলেন। হনুমান্ রাবণকে রামচন্দ্রের বীর্যবত্তার কথা বলিয়া সীতা প্রত্যর্পণের উপদেশ দেন। মদগর্বিত রাবণ উহাতে ক্রুদ্ধই হন। হনুমান ফিরিয়া আসেন। এই কাণ্ডে হনুমান লঙ্কাপুরীর সমৃদ্ধির যে বর্ণনা দিয়াছেন, সেই বর্ণনা চিত্রকল্পের মত সুন্দর। অনেকে বলেন এই কারণেই কাণ্ডটির নাম সুন্দরকাণ্ড।

যুদ্ধকাণ্ডে (বা লঙ্কাকাণ্ডে) প্রথমেই দেখি সুগ্রীবসৈন্য সহ রামচন্দ্র সমুদ্রকূলে উপনীত। অগণিত শিলা নিক্ষেপে সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন হইল। লঙ্কায় উপস্থিত হইলে রাবণের ভ্রাতা ধার্মিক বিভীষণ রামের সহিত যুক্ত হইলেন। ভীষণ যুদ্ধে রাবণ সবংশে নিহত হইলেন। সীতাদেবী তাঁহার পতিদেবতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কুলের অপবাদভয়ে রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইলেন। সীতা সাশ্রুনেত্রে লক্ষ্মণকে চিতা সাজাইতে বলিলেন এবং সেই চিতার অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অগ্নিদেব তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি সহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। তথায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। রামরাজ্য ধর্মরাজ্যের নামান্তর। ইহার পরেই রামায়ণপাঠের ফলশ্রুতির বর্ণনা আছে।

উত্তরকাণ্ডে প্রথমাংশে নানা প্রাচীন গল্পকাহিনীর সমাবেশ দেখা যায়। রামসীতার পরবর্তী জীবনের ঘটনা অবশ্য খুবই অল্প, কিন্তু উহার করুণ আবেদন কম নহে। রাজধানীতে প্রজার মধ্যে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদের গুঞ্জন উঠে। সীতা শুদ্ধিমতী ইহা জানিয়াও রামচন্দ্র প্রজার কথায় তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করেন প্রজাগণের কাছে রাজার আচরণ হইবে সকল সন্দেহের, সকল অপবাদের উর্ধ্বে। লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসেন। সেখানে লব কুশ দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। বাল্মীকি তাহাদিগকে রামায়ণ গান শিক্ষা দেন। এদিকে স্বর্ণসীতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামচন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করেন। বাল্মীকি লবকুশকে রামায়ণ গানের জন্য তথায় পাঠাইলেন এবং সীতার প্রত্যাবর্তন ঘটাইলেন। কিন্তু সেখানে পুনরায় বিশুদ্ধির প্রমাণ দিতে গিয়া অশ্রুমতী জানকী শপথবাক্যে ধরিত্রীর অঙ্কাশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ধরণী দ্বিধা হইল। সীতাদেবী উহাতে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে নিদারুণ হাহাকার পড়িয়া গেল।

রামায়ণের মূল স্রোত : ইক্ষ্বাকুকুলের রাজগণের শৌর্যবীর্য ও মহত্ব-মণ্ডিত কীর্তিকলাপ সূতবৃন্দের মধ্যে গল্পগাথা রচনার প্রেরণা দেয়। বাল্মীকি সম্ভবতঃ উহা হইতেই উপাদান সংগ্রহ করেন। ইক্ষ্বাকু রাজার নাম ঋগ্বেদেও দেখা যায় (১০.৬০.৪)। দানস্তুতি প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে (১.১২৬.৪) দশরথ রাজার উল্লেখ আছে। বিদেহরাজ জনকের নাম 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' (৩.১০.৯) দৃষ্ট হয়। ভৃগুর পুত্র মহর্ষি চাবন রামকাহিনী রচনা করেন—ইহাও প্রসিদ্ধি আছে।

রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ : বর্তমান সাতকাণ্ডের রামায়ণটি যে-রূপে আমাদের কাছে আসিয়াছে, উহাই প্রকৃত রূপ কিনা এবং ইহা একই ব্যক্তির রচনা কিনা—নানা কারণে এই প্রশ্ন উঠে :—(১) প্রথমকাণ্ড এবং সপ্তম-কাণ্ডের রচনাশৈলী, ভাব ও ভাষা অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের। (২) প্রথম কাণ্ডের প্রথম সর্গে এবং তৃতীয় সর্গে পর পর যে দুইটি বিষয়সূচীর উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর বৈষম্য দেখা যায়। (৩) প্রথম সূচী অনুসারে উত্তর-কাণ্ডের সীতানির্বাসনরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় সূচীতে ঐ ঘটনার উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয় উত্তরকাণ্ডের যোজনা হয় পরবর্তী কালে এবং তাহার পরেই দ্বিতীয় বিষয়সূচীর সন্নিবেশ ঘটে। (৪) বলিদ্বীপে প্রাপ্ত রামায়ণে উত্তরকাণ্ড নাই। (৫) বালকাণ্ডটিও পরবর্তী যোজনা। কারণ উত্তরকাণ্ডের বর্ণনার মত এই বালকাণ্ডেও রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ মানবের গৌরব হইতে একেবারে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। (৬) এই দুই কাণ্ডে নানাবিধ আখ্যান ও উপাখ্যান যোজিত হওয়ায় মূল ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় ব্যাঘাত দৃষ্ট হয়। (৭) উত্তরকাণ্ডে রামসীতার কাহিনী মাত্র এক-তৃতীয়াংশে স্থান পাইয়াছে। (৮) যুদ্ধকাণ্ডের শেষে রামায়ণপাঠের ফলশ্রুতির উল্লেখ আছে। উহা প্রাচীন মূলগ্রন্থের সমাপ্তিবাক্য বলিয়াই মনে হয়। (৯) প্রক্ষিপ্ত অংশে দেখা যায় বাল্মীকি রামচন্দ্রের সময়কালীন কবি। কিন্তু মূল রামায়ণের কবি এক পৌরাণিক ব্যক্তি। (১০) বালকাণ্ডের চতুর্থ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকের উক্তি হইতে জানা যায় ২৪০০০ শ্লোকে রামায়ণ সমাপ্ত। কিন্তু বস্তুতঃ উহা অপেক্ষা বেশী শ্লোক দৃষ্ট হয়।

অধ্যাপক ইয়াকোবির (Jocobi) মতে বর্তমান রামায়ণের বালকাণ্ডের পঞ্চম সর্গ হইতে রামায়ণের আরম্ভ এবং উহা অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথমাংশ। অবশ্য প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডের এই সকল যোজনা বা পরিবর্তন বহুকাল পূর্বেই হইয়াছে। তথাপি মূল রামায়ণের রচনাকাল হইতে প্রক্ষিপ্ত অংশযোজনার কালের ব্যবধান কম্ নহে।

রামায়ণের সংস্করণ: রামায়ণের প্রধানতঃ তিনটি সংস্করণ। সেই তিনটিতেই সাতকাণ্ড রামায়ণের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু কাণ্ড ও সর্গের সংখ্যা হিসাবে মোটামুটি মিল আছে। তিনটি সংস্করণই প্রাদেশিক: (১) বঙ্গীয়, (২) উত্তরপশ্চিম-প্রদেশীয় এবং (৩) বোম্বাই-প্রদেশীয় (সৌরাষ্ট্র বা মহারাষ্ট্রিয়)। এই সংস্করণগুলিতে মোট প্রায় আট হাজার শ্লোকে পাঠভেদ দেখা যায়। মুখে মুখে রামায়ণ গীত বা প্রচারিত হইত বলিয়াই ইহার মধ্যে গায়ক বা কুশীলবরা অনায়াসেই বিক্ষিপ্ত অংশের অন্তপ্রবেশ ঘটাইয়াছিলেন। বোম্বাই প্রদেশের সংস্করণটি সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বাংলায় সমাসবহুল গৌড়ী রীতির প্রাধান্য এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সরল বৈদর্ভী রীতির প্রচলন। সেই কারণেই সম্ভবতঃ পাঠভেদ।

রামায়ণের রচনাকাল ও রামায়ণ মহাভারতের পৌর্বাপর্য: রামায়ণের রচনাকাল নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কারণ পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে রামায়ণে পরবর্তী নানা প্রক্ষিপ্ত অংশ যোজনায় ইহার প্রকৃত রূপের পরিবর্তন হইয়াছে। তবুও ইহা মনে করা যায় যে মূল রামায়ণ, এমন কি প্রক্ষিপ্ত অংশসমেতও রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী। রামায়ণের রচনাকাল প্রসঙ্গে নিম্নের তথ্যগুলি কিছুটা আলোকপাত করে। (১) মহাভারতে বনপর্বে যে **রামোপাখ্যান** আছে, উহা বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। মহাভারতের 'হরিবংশে' রামায়ণ অবলম্বনে নাটকে রূপান্তরিত বিবরণের উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে রামায়ণের মধ্যে মহাভারতের কোন সংকেত নাই। (২) বাল্মীকি আদিকবি বলিয়া খ্যাত। ইহাও উহার আপেক্ষিক প্রাচীনতা সমর্থন করে। (৩) মহাভারতে (সপ্তম পর্বে ১৪৩.৬৭) রামায়ণের ষষ্ঠ কাণ্ডের (৮১.২৮) মূল অংশ হইতে একটি শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। (৪) বাল্মীকি ঋষির নাম মহাভারতে একাধিকবার দৃষ্ট হয়। (৫) রামায়ণের সূর্যবংশের এবং মহাভারতের চন্দ্রবংশের নৃপতিগণের মধ্যে পৌর্বাপর্যের ব্যবধান সুবিদিত। (৬) বৌদ্ধ-ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে রামায়ণ রচিত হয়। অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালির নাস্তিক মতের ভর্ৎসনায় রামচন্দ্র যে বুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন—'যথা হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি' (১০৯.৩৪)—উহাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার কারণ আছে। (৭) বৌদ্ধজাতক কাহিনীগুলিতে রামায়ণের প্রভাব আছে। এমন কি **'দশরথজাতকে'** রামায়ণ হইতে ৬.১২৮ শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভীর (Sylvan Levi) মতে

'সদ্ধর্মস্মৃত্যুপস্থান' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে জম্বুদ্বীপের যে বর্ণনা আছে, উহা রামায়ণ হইতে গৃহীত। (৮) রামায়ণে 'যবন' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর ইহা রচিত হয়—এই যে 'বেবার্' (Weber)-এর মত—উহা যথার্থ নহে। ইয়াকোবি উহা অস্বীকার করেন। যবন শব্দটি খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত, অথবা বলা যায় অলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্বেও বিদেশীয়দের যবন নামে উল্লেখ করা হইত।

অন্তরঙ্গ প্রমাণের দিক হইতেও কয়েকটি তথ্য উল্লেখযোগ্য, যথা—(১) রামায়ণে কোশল দেশের রাজধানীর নাম অযোধ্যা, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' ও বৌদ্ধ সাহিত্যে বা গ্রীকরাজত্বকালে উহার নাম হয় সাকেত। (২) রামায়ণে বালকাণ্ডে মিথিলা ও বিশালা—এই দুই পৃথক্ নগরীর রাজার কথা আছে। কিন্তু বুদ্ধদেবের সময় উহারা মিলিত হইয়া বৈশালী নাম ধারণ করে। (৩) রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকটে শোণনদতীরের নগর ও দেশের পরিচয় দিয়াছেন (বালকাণ্ড, ৩৫ সর্গ), কিন্তু গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গমস্থলের পাটলিপুত্র (পাটনা) নগরের কোন উল্লেখ করেন নাই। ঐ নগরটি অজাতশত্রু কর্তৃক (৫০০ খ্রীষ্টপূর্বে) স্থাপিত হয়। মেগাস্থিনিস বলেন খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে অজাতশত্রুর পৌত্র উদয়ী রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে রাজধানী লইয়া যান। উহা রামায়ণ-রচনার পরবর্তী ঘটনা। (৪) রামায়ণে যে-সভ্যতার প্রতিফলন হইয়াছে, উহা মহাভারতের সভ্যতা হইতে প্রাচীন। মহাভারতযুগের রাজনীতি, যুদ্ধনীতি প্রভৃতির যে সব জটিলতা দেখা যায়, রামায়ণে উহা দুর্লভ। (৫) রামায়ণে দক্ষিণাপথে আর্যপ্রতিষ্ঠিত রাজত্বের বা কোন বিশিষ্ট নগর বা জনপদের পরিচয় দৃষ্ট হয় না। (৬) রামায়ণে আর্যসভ্যতা ব্যতীত বানরসভ্যতা ও রাক্ষসসভ্যতা—এই দুই সভ্যতার পরিচয় পাই। রাক্ষসসভ্যতা আর্য সভ্যতার বিদ্বেষী মনে হয়, কিন্তু উহাতে উন্নত কলাবিদ্যা ও সমৃদ্ধির নিদর্শন রহিয়াছে। উদ্ধৃত তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে মূল রামায়ণ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্ববর্তী এবং উহা যে **খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে** রচিত হইয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। প্রথম ও সপ্তম কাণ্ড পরে যোজিত হইলেও খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণ হয়। যে মহাভারত আমরা বর্তমানে পাই, রামায়ণ তাহার **অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্বে** উহার পরিণত রূপ লাভ করে।

সমাজ ও সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব : রামায়ণ একাধারে ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য। উহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের রত্নময় আধার। মহাসমুদ্রের মত উহা গভীর ও শ্রুতিমনোহর। মহর্ষিরচিত সেই চরিতবৃত্ত—

কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণ-বিস্তরম্ ।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্ ।। (বালকাণ্ড, ৩,৮)

বাস্তবিক ভারতবর্ষের যাহা কিছু উচ্চাদর্শ,—যাহার মধ্যে রহিয়াছে শ্রেয়োধর্মের ধ্রুবত্ব, সেই সব আদর্শের সুসংহত এক জীবন্ত চিত্রকল্প রামায়ণে অঙ্কিত হইয়াছে। বাল্মীকি তাঁহার রচনায় আপনার কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে রামায়ণের সুমহৎ চরিত্রগুলির মধ্যে সমগ্রতায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। আবার এমন নিবিড়তায় তাঁহাদিগকে আমাদের প্রাণের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন, যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতের আবাল-বৃদ্ধবনিতা উহাতে চির-অনুপ্রাণিত। রামায়ণ গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে পঠিত হয়—সাধারণ মুদীর দোকান হইতে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই ইহার সমান আদর। **সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন** এবং **ধর্মজীবন**—সর্বক্ষেত্রেই ইহার অমিত প্রভাব। স্বধর্ম ও কর্তব্য-নিষ্ঠার অসাধারণ বিগ্রহ রামচন্দ্র মানুষের জগতে নিজগুণে দেবতা হইয়াছেন। রামের চরিত্রে পিতৃভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, সংযম, ধৈর্য ও পৌরুষতেজ এবং প্রজারঞ্জনের কর্তব্যে ত্যাগের মাহাত্ম্য—সবই যেন লোকোত্তর চরিত্রের আদর্শে আমাদিগকে পবিত্রতায় ও বিস্ময়ের আবেশে অভিভূত করে। সীতার অপূর্ব সতীত্বের ও পাতিব্রত্যের মহিমা ভারতবর্ষের গৃহলক্ষ্মীকে নিত্য পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের নরনারী অহরহ সীতারামের পরম পবিত্র নাম জপ করে। উত্তরভারতের লোকমাত্রেই 'রামরাম' বলিয়া পরস্পর মিলনসম্ভাষণ করে। রামায়ণ সর্বত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে শ্রদ্ধাভরে পূজিত হয়। শ্রাদ্ধাদি নানা ধর্মানুষ্ঠানে রামায়ণের আবৃত্তি হয়। উহার উচ্চাদর্শ আমাদের জীবনের ও সমাজের ধ্রুবতারা। যৌথ পরিবারের বিচিত্র প্রীতির সম্বন্ধ সেই ত্যাগের আদর্শে মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। সমাজকল্যাণে গৃহধর্মকে উহা যে কেমন এক অখণ্ড সৌন্দর্যের তাৎপর্য দেয়, রামায়ণ-মহাকাব্যের সেই প্রভাব আমরা ভুলিতে পারি না। হনুমানের অটল প্রভুভক্তির জন্য তিনিও মন্দিরে মন্দিরে পূজিত। ভারতের নেতৃবৃন্দ দেশ স্বাধীন হইবার পর রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকেই আদর্শ মনে করিয়াছেন। 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম'—মহাত্মা গান্ধীর এই প্রার্থনাসঙ্গীতে প্রজারঞ্জক রাজার এক আবেশময়ী মূর্তি মনে জাগে। রামরাজ্য বলিতে

রামায়ণের সেই রাজ্যের কথা মনে পড়ে, যেখানে কল্যাণ ও আনন্দের হিল্লোল বহিতে থাকে, শস্যসম্ভারে পৃথিবী সমৃদ্ধ হয়, আধিব্যাধি ও দস্যুভীতি তিরোহিত হয়। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে রামাবতার ভারতবাসীর অন্যতম উপাস্য দেবতা।

রামায়ণ মৃত্যুঞ্জয়ী মহাকাব্য। বাল্মীকির এই আদিকাব্য ভাবী কালের কবিমানসের প্রধান উপজীব্য—'পরং কবীনামাধারম্' (বালকাণ্ড, ৪.২৭)। ভারতবর্ষের কবিবৃন্দ রামায়ণ হইতে অজস্র উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। রামায়ণের পুরাতন কাহিনীকে তাঁহারা অভিনব রূপ দিয়াছেন। রামায়ণের মধ্যে আছে সরস কাব্যশ্রী ও অমৃতময় চরিত্রকথার অনন্ত মাধুরী—যাহা বিন্দু বিন্দু আহরণ করিয়া ভারতবর্ষের কবিভৃঙ্গ তাহাদের কাব্যে ও সঙ্গীতে অনুস্যূত করিয়াছে। ভারতবর্ষের সাহিত্যে রামায়ণের অমিত প্রভাব। **ভাসের** 'প্রতিমা' ও 'অভিষেক' নাটক, **কালিদাসের** 'রঘুবংশ', **ভবভূতির** 'মহাবীরচরিত' ও 'উত্তররামচরিত' নাটক, ভর্তৃহরি বা **ভট্টির** 'রাবণবধ' বা 'ভট্টিকাব্য', কুমারদাসের 'জানকীহরণ', মুরারির 'অনর্ঘরাঘব' নাটক, ক্ষেমেন্দ্রের 'রামায়ণমঞ্জরী', রাজশেখরের 'বালরামায়ণ' নাটক, অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ও জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব', ভোজের 'চম্পু-রামায়ণ'—এই সব সাহিত্যকৃতি কত উহার দৃষ্টান্ত। **অশ্বঘোষের** 'বুদ্ধচরিতে', এবং কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলের' অঙ্গুরীয়-অভিজ্ঞান, 'মেঘদূতের' বিরহবেদনা এবং বার্তাপ্রেরণ-ঘটনার উপরেও রামায়ণের প্রভাব স্পষ্ট। বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে 'অধ্যাত্ম-রামায়ণ', 'অদ্ভুতরামায়ণ', 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' প্রভৃতি লিখিত। বিমল সূরির 'পউমচরিঅ' ও হেমচন্দ্রের 'জৈনরামায়ণ' উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন লোকযাত্রা এবং **প্রাদেশিক ভাষার** সাহিত্যের উপরও রামায়ণের প্রভাব কম নহে। তামিল ভাষায় 'কম্ব-রামায়ণ', কানাড়ার তোরবেয় রামায়ণ এবং হিন্দীভাষায় তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানস' বিশেষ জনপ্রিয়। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হয়। গুজরাটি, তেলেগু ও ওড়িয়া সাহিত্যেও রামায়ণের প্রভাব অসামান্য। ভানুভক্তের 'নেপালী রামায়ণও' উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ কতভাবে অনুসৃত ও অনূদিত। কবি মধুসূদন দত্ত কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম জানাইয়া 'মেঘনাদবধ' লিখিয়াছেন। রবীন্দ্র-মানসেও বাল্মীকির প্রভাব কম নহে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে বাজে মানবের কানে'। ব্রহ্মার আশীর্বাদ যথার্থই সার্থক হইয়াছে—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণী কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥ (বালকাণ্ড, ২.৩৬-৩৭)

॥ মহাভারত ॥

মহাভারতের গৌরব : ভরতবংশীয়গণের মহাযুদ্ধের বিরাট কাহিনীর নাম **মহাভারত**। কিন্তু উহার ছত্রচ্ছায়ায় কতশত কাহিনী, কতশত উপাখ্যান, কত উপদেশ, কত অনুশাসন আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ভিন্টারনিৎস (Winternitz) বলিয়াছেন 'a whole literature'—একটি সামগ্রিক সাহিত্য। আবহমান বিশ্বসাহিত্যে মহাভারত এক তুলনাহীন সমগ্রতায় বিরাজমান। বস্তুতঃ এই একটি বিপুল মহাকাব্য ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্মচেতনার সমগ্রতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের যাহা কিছু, তাহার সকল তত্ত্ব ও তথ্য ঋষি কবি তাঁহার এই 'ভারত-সংহিতায়' অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বৈশম্পায়ন যথার্থই বলিয়াছেন—

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ ॥

আদিপর্বের প্রথমাংশেই এই ভারতকথা নানা নামে চিহ্নিত হইয়াছে। ঋষিরা ইহার নাম দিলেন 'ইতিহাস' (আদিপর্ব, ১.৫৪)। স্বয়ং ব্যাসদেব বলিলেন কাব্য—'কাব্যং পরমপূজিতম্' (আদিপর্ব, ১.৬১)। পরে বলা হইয়াছে—'পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র, ইহার দ্বারা শ্রুতিরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইয়াছে'—'পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্না প্রকাশিতা' (আদিপর্ব ১.৮৬)। ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বারাই বেদার্থের বিস্তার করিতে হয়—'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ' (আদিপর্ব, ১.২৬৯)। মহাভারত এক অর্থে এমন একটা বিপুলবিস্তৃত **বিশ্বকোষ** যে এই সব ভিন্ন ভিন্ন নাম সত্ত্বেও উহাকে একটি বিশেষ সংজ্ঞার সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। ভারতভূমিতে প্রচলিত সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান, সমস্ত ভাবনা সাধনা, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সমস্ত তত্ত্ব, নীতি ও বিধিবিধান, অজস্র ইতিহাস, পুরাণ, কিংবদন্তী, উপাখ্যান ও উপকথা, বিচিত্র লোকবিদ্যা ও প্রবচন, জীবনের নানা দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংশয় ও সম্ভাবিত সমাধান—এমন বিচিত্র মননধারার সর্বাঙ্গীণ সমাবেশ মহাভারতে ঘটিয়াছে। তাই ইহাকে বলা হয় 'পঞ্চম বেদ'। স্ত্রীশূদ্র-নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে উহা জানিবার এবং বুঝিবার। উহার সহিত সূক্ষ্ম যোগসূত্র আজিও অক্ষুণ্ণ। এই ভারত-সংহিতায় অন্তর্ভুক্ত **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির অপূর্ব সঙ্গমতীর্থ। মনে রাখিতে হইবে ভারতের যুগযুগান্ত-চিন্তাধারার সবগুলি স্রোতচিহ্ন মহাভারতেই বর্তমান এবং উহা যেন সর্বকালের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মহাভারত সমুদ্রের মত

অনন্ত রত্নের আকর। উপমাটি মহাভারতেরই—

যথা সমুদ্রো ভগবান্ যথা মেরুর্মহাগিরিঃ।
উভৌ খ্যাতৌ রত্ননিধী তথা ভারতমুচ্যতে ॥ (আদি, ৬২.৪৮)।

কবিপরিচিতি: মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস পরাশরমুনির পুত্র, মাতা সত্যবতী। যমুনার দ্বীপে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি বেদকে বিভাগ করেন—তাই তাঁহার নাম বেদব্যাস। তিনি তিন বৎসর ধরিয়া মহাভারত লিখেন—এই সব বিবরণ মহাভারতের আদিপর্বে দৃষ্ট হয়।

মহাভারতের কাহিনী: মহাভারত **১৮ পর্বে** বিভক্ত। পর্বগুলি যথা—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রাস্থানিক, স্বর্গারোহণ।

আদিপর্বে চন্দ্রবংশের ইতিহাস এবং কৌরব ও পাণ্ডবগণের উৎপত্তির বিবরণ দৃষ্ট হয়। কুরুর বংশে বিচিত্রবীর্যের স্ত্রীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র জন্মে। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া পাণ্ডু রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রভৃতি শত পুত্র এবং পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়েই বাস করেন। বাল্য হইতেই তাঁহারা বলবিক্রম ও বিদ্যা প্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত হন। কৌরবগণ তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা করিতে আরম্ভ করেন। কালক্রমে দুর্যোধন মাতুল শকুনির এবং বন্ধু কর্ণের পরামর্শে পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে পাঠাইয়া জতুগৃহদাহে পুড়াইয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু সেই গোপন অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহের সুড়ঙ্গপথে কুন্তী সহ পলায়ন করেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বনে বনে ঘুরিয়া দ্রুপদের রাজসভায় উপস্থিত হন। সেখানে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় অর্জুন শরপ্রয়োগে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করেন। ফলে দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডব-ভ্রাতৃগণের বিবাহ হয়। যুধিষ্ঠির অর্ধরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণ সহ ইন্দ্রপ্রস্থনগরী নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। কিন্তু সভাপর্বে শকুনির সহিত পাশা খেলায় আমন্ত্রিত যুধিষ্ঠির রাজ্য, ভ্রাতা, এমন কি দ্রৌপদীকেও পণ রাখিয়া পরাজিত হন। সভামধ্যে দ্রৌপদীর প্রতি দুঃশাসন ও দুর্যোধন যে নির্যাতন করেন, উহা কৌরবগণের এক কলঙ্ককাহিনী। অমঙ্গল আশঙ্কায় ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদিগকে সেবার ছাড়িয়া দেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রিত যুধিষ্ঠির সেবারও পরাজিত হন এবং পরাজয়ের ফলে পাণ্ডবদিগকে দ্রৌপদী সহ তের বৎসর বনগমন করিতে হয়। বনপর্বে বনবাসের বিবরণ এবং

অর্জুনের দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের কাহিনী দৃষ্ট হয়। বনবাসের শেষ বৎসর তাঁহারা বিরাট-রাজের সভায় ছদ্মবেশে কাটান। গোধন হরণ করিবার ছলে কৌরবগণ বিরাট রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু কৌরবগণ পরাজিত হন এবং পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রকাশ পায়। বিরাটপর্বের ইহাই আলোচ্য। বনবাস হইতে ফিরিয়া যুধিষ্ঠির অর্ধরাজ্য, এমন কি পাঁচখানা গ্রাম পর্যন্তও চাহিলেন। উদ্ধত দুর্যোধন সূচাগ্র মেদিনীও দিবেন না বলিয়া জানাইয়া দিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন হইল, উহাই উদ্যোগপর্বের বিবরণ।

কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধের দামামা বাজিল। আত্মীয়স্বজনকে সম্মুখে দেখিয়া অর্জুন বিষণ্ণ হইয়া গাণ্ডীব ত্যাগ করিলেন। সারথি শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশে অর্জুনকে স্বধর্ম পালনে উৎসাহিত করিলেন। ভীষ্মপর্বে ভীষ্মের নেতৃত্বে, দ্রোণপর্বে দ্রোণের নেতৃত্বে এবং কর্ণপর্বে কর্ণের নেতৃত্বে পর পর ঘোর যুদ্ধ হইল। ভীষ্ম শরশয্যায় নিপতিত হইলেন। দ্রোণাচার্য পুত্রের মৃত্যুঘটনার সংবাদে শোকে অস্ত্রত্যাগ করিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন। কর্ণের রথচক্র বিকল হইলে তিনিও নিহত হইলেন। যুদ্ধের শেষ অষ্টাদশ দিবসে যুধিষ্ঠির কর্তৃক শল্য নিহত হন। শেষে ভীমের হস্তে গদাযুদ্ধে উরুভঙ্গ-বশতঃ দুর্যোধন নিহত হন। দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা মধ্যরাত্রে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া পিতৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে হত্যা করেন। ইহা সৌপ্তিক পর্বের ঘটনা।

যুদ্ধের অবসানে স্ত্রীপর্বে শ্মশানভূমিতে ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী ও অন্যান্য অগণিত স্ত্রীজনের সমবেত করুণ বিলাপ শ্রুত হয়। শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনার জন্য ব্যাসদেবের উপস্থিতিতে ভীষ্মের শরশয্যাকালীন উপদেশের কথা শোনান হয়। শান্তিপর্বে এই প্রসঙ্গে রাজধর্মের আলোচনা দৃষ্ট হয়। অনুশাসন-পর্বে ধর্মশাস্ত্রের নীতি ও মোক্ষধর্মের উপদেশ বিবৃত হয়। আশ্বমেধিক পর্বে উত্তরার গর্ভে অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম ও যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ দেখিতে পাই। আশ্রমবাসিক পর্বে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বানপ্রস্থ প্রবেশ এবং তাঁহাদের মৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে। মৌষলপর্বে আত্মঘাতী যুদ্ধে মুষল দ্বারা যদুবংশের ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক মৃত্যু বর্ণিত হয়। মহাপ্রস্থানপর্বে দেখি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত হিমালয়ের পথে প্রস্থান করিয়াছেন। স্বর্গারোহণ-পর্বে পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণের বিবরণ দৃষ্ট হয়। ইহাই মূল কাহিনীর পরিচয়।

অন্যান্য কাহিনী: মহাভারতে অসংখ্য অবান্তর কাহিনী কোন না কোন প্রসঙ্গ ধরিয়া অনুপ্রবেশ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে নিম্নের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য

—দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনী, যযাতির উপাখ্যান, মনু-মৎস্যকাহিনীর জলপ্লাবনের ঘটনা, রামোপাখ্যান, শিবি উপাখ্যান, সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান, বীর রাজার জননী বিদুলার পুত্রের প্রতি উপদেশের কাহিনী—এমন কত সুন্দর মনোজ্ঞ উপাখ্যান। ভিন্তারনিৎসের মতে মহাভারতে **সৌতিরচনা** বা সূতগণ কর্তৃক গীত রাজবংশের বীর্যগাথা, **ব্রাহ্মণ্যরচনা**, এবং **ভিক্ষু বা শ্রমণগণের রচনা** —এই তিনের সংমিশ্রণ আছে।

হরিবংশ :—'হরিবংশ' বা 'হরিবংশপুরাণ' মহাভারতের অংশবিশেষ। ১৬০০০ শ্লোকে নিবদ্ধ এই অংশটিকে পরিশিষ্ট বলা যায়। ইহা তিনটি পর্বে বিভক্ত, হরিবংশপর্ব, বিষ্ণুপর্ব এবং ভবিষ্যপর্ব। প্রথমটিতে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কথাপ্রসঙ্গে বৃষ্ণিবংশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয়টিতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনেতিহাস ও ভবিষ্যপর্বে ভবিষ্যৎ কলিযুগের কথা বিবৃত হইয়াছে।

মহাভারতের রচনাকাল :—বৈদিক সাহিত্যে মহাভারতের নায়কবৃন্দের কয়েকটি নাম **ব্রাহ্মণ** গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্র একটা তীর্থভূমি রূপে খ্যাত। কুরুক্ষেত্রের শাসক পরীক্ষিতের নাম অথর্ববেদে আছে। যজুর্বেদে কুরুপাঞ্চাল জাতির উল্লেখ আছে। 'আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে' (৩.৪.৪) স্পষ্ট মহাভারতের নাম দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ প্রাচীনকালের কিংবদন্তী, ইতিহাস ও গাথার নানা বিকীর্ণ আখ্যান ও উপাখ্যান সূত, কুশীলব প্রভৃতির মুখে মুখে বহুযুগ ধরিয়া মহাভারতের গ্রন্থনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎধারা মহাভারতের সাগরে মিশিয়া নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

মহাভারতকে বর্তমান কালে আমরা যে বিরাট রূপে পাইয়াছি, উহা যে একই সময়ে ঐভাবে গ্রথিত হয় নাই—ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ উহার মধ্যে ভাষার বিভিন্নতা এবং বিষয়ের নানা অসঙ্গতি ও অসমতা স্পষ্ট সন্দেহ নাই। মূল মহাভারতের রচনার কাল অবশ্যই অনেক পূর্ববর্তী। কিন্তু কোন্ অতীত হইতে ধারাক্রমে ইহা প্রচলিত, সে তথ্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। 'আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র' ছাড়াও 'বৌধায়ন-গৃহ্যসূত্রে' 'ভগবদ্গীতা' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (গীতা ৯.২৩)। 'কঠসংহিতা'য় বিচিত্রবীর্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। 'শাংখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়। **পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে** যুধিষ্ঠির, ভীম, মহাভারত প্রভৃতি শব্দগুলির উল্লেখ আছে।

ডিয়োন ক্রিসোস্টোম (Dion Chrysostom) বলেন এক লাখ শ্লোকের মহাভারত দক্ষিণ ভারতে ৫০ খ্রীষ্টাব্দে সুবিদিত ছিল। অশ্বঘোষ '**বজ্রসূচীতে**'

'হরিবংশ' **হইতে এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাস** মহাভারত **অবলম্বনে অনেক একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছেন। এই সব প্রমাণ হইতে মনে হয়, বর্তমান আয়তনের** মহাভারত **খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ** শতকে রচিত হয় এবং কোন মতেই ইহা **খ্রীষ্টীয় চতুর্থ** শতকের পরবর্তী নহে। চতুর্থ **এবং পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের** ভূমিদানের প্রস্তুলিপিতে **স্মৃতিরূপ মহাভারত হইতে** বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দীয় এক প্রাচীন লিপিতে উল্লেখ আছে—'শাতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বেদব্যাসেনোক্তম্'। সিরীয় ভাষায় শান্তিপর্বের তিনটি অধ্যায়ের অনুবাদ দর্শনে হার্টেল (**Hertel** বলেন উহা ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পরিচয় দেয়। মহাভারত বলিদ্বীপে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। সেই সময় তিব্বতী ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়। **সুবন্ধু, বাণভট্ট, কুমারিল, শঙ্করাচার্য**—সকলেই মহাভারতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্য মহাভারতকে যে আয়তনে আমরা পাই, উহাতে এক লক্ষ শ্লোক আছে। প্রথম দুই অধ্যায়ের বিষয়সূচীর সহিত যথার্থ মিল দেখা যায় না। **বেবারের** (**Weber**) মতে মূল অংশ বর্তমান মহাভারতের একচতুর্থাংশ। মহাভারতের **তিন স্তর**। উহাদের নাম যথাক্রমে 'জয়' (আদি, ৬২.২২), 'ভারত' এবং 'মহাভারত'। আদিপর্বে উল্লেখ হয় যে মহাভারতের মূল ৮৮০০ শ্লোক ছিল 'অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ' (আদি, ১.৮১)। উপাখ্যানযোগের ফলে শ্লোকসংখ্যা হয় ২৪০০০ (আদি ১.১০২)। পরে উহা একশত সহস্র শ্লোকে রূপান্তরিত হয়—'একশতসহস্রেষু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্' (আদি ১.১০৭)। ইহা হইতে তিনটি পৃথক্ স্তরের প্রমাণ পাওয়া যায়। ম্যাক্‌ডোনেল (**Macdonell**)-এর মতে পাণ্ডবযুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব দশকের ঘটনা, সম্ভবতঃ উহার তিন চারি শতক পরে মহাভারত মূল রূপ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় স্তরে উহা বর্ধিত হয় এবং তৃতীয় স্তরে পাণ্ডবগণের অনুকূলে কিছুটা রূপান্তর লাভ করে এবং উহাতে শিব ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্যও স্থান পায়। সম্ভবতঃ উহা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু বর্তমান আকারের মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থশতাব্দীর পূর্বেই ঐ রূপ পরিগ্রহ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামায়ণ প্রসঙ্গে মহাভারতের সহিত রামায়ণের পৌর্বাপর্যের আলোচনা করা হইয়াছে। ইয়াকোবির মতে রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী। 'রামায়ণের' দ্বারাই 'মহাভারত' মহাকাব্যরূপে প্রভাবিত হইয়াছে। 'রামোপাখ্যান' মহাভারতের আলোচ্য অংশ। কিন্তু রামায়ণে মহাভারতের কোন উল্লেখ নাই। রামায়ণের সভ্যতা ও সংস্কৃতির জটিলতা কম। অবশ্য ভিন্তারনিৎস্-এর মতে উভয়ের কাব্যরীতি এবং বর্ণনাভঙ্গি প্রভৃতির সমালোচনায় মহাভারতই প্রাচীনতর।

ভারতের নানা অঞ্চলের মহাভারতের বিভিন্ন পাঠ বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া পুনা হইতে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। অনন্তভট্ট, আনন্দ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি মহাভারতের টীকাকায়।

সমাজে ও সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব :—এই বিশাল মহাকাব্যটি যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের সমাজে, জনমনে ও কবিচিত্তে যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই এবং উহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভারতবর্ষের যাহা কিছু 'ইতি-হ-আস'—'এমন ছিল, এমন হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়', মহাভারত সেই দূরস্মৃত ইতিহাসের আকর-ভাণ্ডার। ইহার মধ্যে রহিয়াছে পুরাণের দূরপ্রসারী তাৎপর্য, ধর্মের শাশ্বত আবেদন এবং পুরাসাহিত্যের দ্যুতিময় চিত্রকল্প। সেই সবই ভারতবর্ষীয় জনমানসে যুগ যুগ ধরিয়া শিক্ষিত-নিরক্ষর-নির্বিশেষে চিরন্তন আদরের সামগ্রী হইয়া আছে। প্রতি ভারতবাসী রামায়ণ-মহাভারতের অমৃতসমান পবিত্র কথা শ্রবণে পবিত্রতার স্পর্শ পায়। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত গীতার বাণী ঘরে ঘরে পঠিত হয়। শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে গীতা ও বিরাট পাঠ এবং গীতাদান একটি পবিত্র অনুষ্ঠান।

ভারতবর্ষের **ধর্ম, কর্ম ও সমাজনীতির** বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিরাগত আদর্শ আছে। মহাভারতের সুমহৎ চরিত্রগুলির মধ্যে নানা দ্বন্দ্বের মধ্যেও সেগুলি স্বকীয় গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সাধুতা ও সদাচারের মূর্ত বিগ্রহ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের উদার মহত্ত্ব, অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধা অথচ সৌম্যদর্শন কর্মবীর অর্জুনের পৌরুষগৌরব, বক-কীচক-বিধ্বংসী ভীমের অজেয় বাহুবল ও দারুণ ক্ষাত্রতেজের বিস্ফোরণ সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য, ক্ষত্রিয়াভিমানিনী দ্রৌপদীর তেজস্বিতা, ধর্মশীলা গান্ধারীর মনস্বিতা, দৈবায়ত্ত কুলে জাত বীর কর্ণের নিজায়ত্ত পৌরুষ-প্রত্যয় ও দানশীলতার খ্যাতি, এবং সর্বপূজ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কর্মমন্ত্রে অখণ্ড ভারতরচনার মহিমাদর্শ—এই সব আমাদের **কর্ম ও ভাবজীবনে** শাশ্বত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মহাভারত আমাদের পঞ্চম বেদ, কিন্তু স্ত্রীশূদ্র-নির্বিশেষে উহা সকলেরই। উহা ভারতবর্ষের মানবসংস্কৃতির অনন্ত উৎস। তাই এই প্রবচন—'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ' (আদি, ৬২.৫৩)। ব্রাহ্মণ্যধর্মের তত্ত্ব ও তথ্য, আত্মত্যাগ, ও মোক্ষধর্ম, লৌকিক নীতি-উপদেশ—এমন কত সমাজ-নৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মনৈতিক উচ্চচিন্তার বিবিধ পরিচয় মহাভারতে নিবদ্ধ। উহাদের প্রভাব বলিয়া শেষ করিবার নহে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সাত শত শ্লোকে বিধৃত আছে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সকল অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গীতা সর্বত্র বিশ্বমানবের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। গীতা জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ের সাক্ষ্য দেয়। মহাভারত প্রাচীন ভারতভূমির যুগায়ত **জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিধি-বিধান ও সংস্কৃতির বিরাট চিত্রশালা**। এক অর্থে **ইহা বিশ্ব-কোষ**। মানুষের সহিত মানুষের বা যুগের সহিত যুগের যোগসাধন অর্থে সাহিত্যশব্দের এক মিলনধর্মী ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন। সেই অর্থে ইহা অবশ্যই অগ্রগণ্য সাহিত্য। দরিদ্র কুটিরবাসী হইতে প্রাসাদবাসী ধনীর দুলাল পর্যন্ত আবালবৃদ্ধবনিতা মহাভারতের কাহিনী ও গীতার বাণী শুনিবার জন্য উৎসুক। **সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে** এবং **চিত্রশিল্পেও** ইহার প্রেরণা অফুরন্ত।

বহির্ভারতেও ইহার প্রভাব কম নহে। এক সময় শ্যাম, যব ও বলি দ্বীপে রামায়ণ-মহাভারত শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইত। এই দুই মহাকাব্যের প্রভাবের নিদর্শন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার শিল্পে ও সাহিত্যে অতি সুস্পষ্ট।

সংস্কৃত সাহিত্যের উর্বর ক্ষেত্রেও মহাভারতের প্রেরণার প্রভাব অপরিসীম। নাট্যকার **ভাস দূতবাক্য, কর্ণভার, দূতঘটোৎকচ, মধ্যমব্যায়োগ** ও **উরুভঙ্গ**—এই পাঁচখানি একাঙ্ক নাটক এবং **পঞ্চরাত্র** নামক তিন অঙ্কের আর একখানি নাটক মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে লিখিয়া তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। **কালিদাস** তাঁহার **অভিজ্ঞান-শকুন্তলের** উপাদান মহাভারত হইতে লইয়া নিজস্ব প্রতিভার আলোকে উহাকে সর্বোত্তম-নাটকপদবী দিয়াছেন। 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের উপাদানও মহাভারত হইতে গৃহীত। মহাকবি **ভারবি কিরাতার্জুনীয়** মহাকাব্যে, মাঘ তাঁহার **শিশুপালবধে**, শ্রীহর্ষ তাঁহার **নৈষধচরিতে** (নলদময়ন্তী-কথায়) এবং ভট্টনারায়ণ **বেণীসংহার** ও রাজশেখর **বালভারত** নাটকে মহাভারতের আখ্যানমালা হইতে তথ্য লইয়াছেন। কবিরাজ কবি **রাঘবপাণ্ডবীয়** মহাকাব্যে রামায়ণ এবং মহাভারত—এই দুই মহাকাব্যের কথাবস্তু দ্ব্যর্থক শ্লোকে একই সঙ্গে গ্রথিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ কাশ্মীর কবি ক্ষেমেন্দ্রের **ভারতমঞ্জরী**, অমরচন্দ্রের **বালভারত**, দেবপ্রভব সূরির **পাণ্ডব-চরিত্র**, এবং শুভচন্দ্র নামক জৈন কবির কাব্য **পাণ্ডবপুরাণ**, ত্রিবিক্রম ভট্টের **নলচম্পু**—সবই মহাভারতের আখ্যানপ্রবাহের পরিচয় দেয়। রামায়ণের মত মহাভারতের অমৃতধারাও ভারতীয় কবিমানসের অন্তরপ্রকৃতিকে চির-অভিষিক্ত করিয়াছে।

নানা দেশের অনুবাদ সাহিত্যেও মহাভারতের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাংলায় কাশীরাম দাসের মহাভারত আক্ষরিক অনুবাদ নহে। তবুও বাঙালীর মধ্যযুগীয় সংস্কারের প্রতিনিধি কাশীদাসীয় মহাভারত কোথাও কোথাও মূল মহাভারতের রস ও ধ্বনিঝঙ্কার অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। কবি মধুসূদন শ্রদ্ধা জানাইয়া বলিয়াছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্॥

কবি মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা', 'শর্মিষ্ঠা', হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পাণ্ডবগৌরব', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' এবং রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' প্রভৃতি বাংলা ভাষার কাব্যবিভায় মহাভারতের দ্যুতি কতই না বিচ্ছুরিত হইয়াছে। ব্যাসদেবের প্রত্যাশা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে—

সর্বেষাং কবিমুখ্যানামুপজীব্যো ভবিষ্যতি।
পর্জন্য ইব ভূতানামক্ষয়ো ভারতদ্রুমঃ॥ (আদি, ১.৯২)

'ধ্বন্যালোকের' রচয়িতা ভারতের সাহিত্য-মীমাংসক আনন্দবর্ধন মহাভারতকে শান্তরসাশ্রিত মহাকাব্য বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। যুদ্ধের শ্মশানপ্রান্তরে যুধিষ্ঠিরের মনে বৈরাগ্যের ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে, উহাই এক উদাস শান্তির লক্ষ্যে লইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন—

বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সবল আশার বিষাদ মহান,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চিরমানবের প্রাণে। (সোনার তরী, 'পুরস্কার')

ভারতীয় সমাজ, জীবন ও সাহিত্য মহাভারতের নিকট হইতে যুগে যুগে জল ও বায়ুর মতই প্রাণসত্তার অপরিহার্য শক্তি আহরণ করিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত আমাদের জাতীয় মহাকাব্য। ভারতবর্ষকে জানিতে হইলে, ভারতবাসীর মানসিকতাকে বুঝিতে হইলে, ভারতবাসীর সংস্কৃতির নিজস্ব মর্ম উপলব্ধি করিতে হইলে অবশ্যই রামায়ণ-মহাভারতকে জানিতে হইবে। এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে আমাদের চিরকালের প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :—ইহা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মর্মবাণী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে মহাভারতে ভীষ্মপর্বে ইহা এক অভিনব ও উদাত্ত সঙ্গীতে রূপ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় নানা দার্শনিক মতবাদের কী অপূর্ব সমন্বয়! শাস্ত্রসমুদ্র

মথিত হইয়াই গীতামৃতের উদ্ভব। তাই বলা হয়—"গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ"। বিশ্বের সাহিত্যভাণ্ডারে গীতার এক অসামান্য প্রতিষ্ঠা। গীতাকে বলা হয়—উপনিষদ্ এবং যোগশাস্ত্র। গীতায় এই **যোগ** শব্দ একটি বিশেষ অর্থের পরিচায়ক। 'যোগঃ কর্মসু কুশলম্' (২.৫০)—সর্বভাবে প্রযত্নপূর্বক দক্ষতা অর্জনই যোগের সার কথা। গীতার অধ্যায়গুলিতে মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া মানবমাত্রকেই কর্মের মন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়াছেন। কর্মে ফলাসক্তি বর্জনে কর্মের বন্ধন দূর হয়। বাস্তবিক ফলাসক্তিই সকল অনর্থের মূল। উহা দূর করিতে পারিলে কর্মের বিষদাঁতই উপড়াইয়া ফেলা হয়। নিষ্কাম কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানেই পর্যবসিত হয়। সেই কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করিলে ভক্তিভাব জাগে। উহাতে একেবারে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ঘটে। গীতার আঠার অধ্যায়ব্যাপী উপদেশের সার কথা—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (১৮.৬৬)।

আত্মীয়স্বজনকে যুদ্ধে উপস্থিত দেখিয়া অর্জুন বিষাদে আচ্ছন্ন হন। তিনি গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া রথের উপর বসিয়া পড়েন। ক্ষত্রিয় বীর তিনি, তাঁহার এই ক্লীবতা শোভা পায় না। পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া গীতার শ্লোকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই ভাবেই গীতামৃতের উদ্ভব।

গীতার অসংখ্য ভাষ্য, টীকা ও ব্যাখ্যাবিবৃতি দেখা যায়। শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের আচার্যগণ টীকা রচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে গীতায় অসামান্য প্রভাব। বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির আধুনিক ব্যাখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী

১। রামায়ণের রচনাকাল স্থির কর।

২। রামায়ণ-মহাভারত কোন্ শ্রেণীর মহাকাব্য? এ বিষয়ে যথাসম্ভব আলোচনা কর।

৩। রামায়ণের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৪। রামায়ণের কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত? এই ধারণার কারণ নির্দেশ কর।

৫। সমাজে ও সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব বর্ণনা কর।

৬। মহাভারতের বৈশিষ্ট্য কি আলোচনা কর।

৭। রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্য বিচার কর।

৮। ভারতবর্ষের সমাজ ও সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব আলোচনা কর।

৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

কাব্য : অশ্বঘোষ ও কালিদাস

অলঙ্কার-সম্মত মহাকাব্য : পূর্বের আলোচনায় আমরা বলিয়াছি যে রামায়ণ-মহাভারত দুইটি মহাকাব্য। উহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের যুগসঞ্চিত সাহিত্যের প্রতিচ্ছবি আছে। ঐ শ্রেণীর মহাকাব্য ছাড়া আর এক শ্রেণীর অলঙ্কার-সম্মত সূক্ষ্ম কবিকর্ম আছে। ভারতের সাহিত্য-মীমাংসকরা অবশ্য সেই সূক্ষ্ম কবিকর্মকেও মহাকাব্য নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আর্ষ দুই মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত পরবর্তী অলঙ্কার-সম্মত মহাকাব্যেরও উৎস এবং প্রাণস্বরূপ। সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাকাব্যের লক্ষণপ্রসঙ্গে তাঁহারা কাব্যের বিষয়বস্তু, নায়ক ও রসের সুনির্দিষ্ট নানা আঙ্গিকের কথা বলিয়াছেন।

(১) মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হইবে ঐতিহাসিক বা নিতান্ত কাল্পনিক। (২) নায়ক হইবে অভিজাত বংশের বা কুলশীলযুক্ত এবং ধীরোদাত্ত প্রভৃতি গুণের অধিকারী। (৩) শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত—এই নয় রসের মধ্যে যে কোন একটি হইবে উহাতে প্রধান। আরও আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য আছে যাহা নিছক টেকনিক পর্যায়ের। সেগুলি যেমন—(১) আশীর্বচন, নমস্কার বা বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা মহাকাব্যের আরম্ভ ইত্যাদি। (২) অধ্যায় বা অংশবিশেষের নাম হইবে সর্গ এবং উহা যেন ত্রিশের বেশী, বা চারিটির কম না হয়। (৩) প্রত্যেক সর্গের শ্লোক হইবে ৩০ হইতে ২০০ সংখ্যার মধ্যে। (৪) প্রত্যেক সর্গের শেষের দুই তিন শ্লোকে পূর্ব হইতে ভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ থাকিবে। (৫) সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, জলাশয়, পর্বত, নগর, উদ্যান, বিলাস বা ভ্রমণ প্রভৃতির বর্ণনা থাকিবে, এবং (৬) মূল ঘটনার বিকাশ স্বাভাবিক হইবে এবং পঞ্চ সন্ধির সমাবেশ থাকিবে। আমরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাকাব্যের আলোচনায় উহাকে সাধারণ ভাবে কাব্য নামেই অভিহিত করিব।

কালিদাস-পূর্ব যুগ : লৌকিক সংস্কৃতে কলামণ্ডিত সূক্ষ্ম কবিকর্মের ঠিক আরম্ভ কবে উহা অজ্ঞাত। আদি মহাকাব্য রামায়ণের কাব্যলক্ষ্মী অবশ্যই অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। মহাভারত ও পুরাণগুলিতেও অসংখ্য কাব্যবিভা নক্ষত্রের মত সমুজ্জল। কিন্তু সেই যুগের পরে এবং কালিদাসের পূর্বে কাব্যসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির তেমন কোন সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। কেহ কেহ মনে করেন সে একটা অন্ধকার যুগ। উত্তরপশ্চিম ভারত তখন গ্রীক, শক প্রভৃতির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ছিল। কাব্য-

সৃষ্টির অনুকূল শান্ত পরিবেশ তখন ছিল না। তখন কাব্যলক্ষ্মী ছিলেন সুপ্ত। পরে গুপ্তরাজ্যের সুবর্ণ যুগে তিনি আবার জাগরিত হন। তখনই কাব্যাকাশে উজ্জ্বল রবি মহাকবি কালিদাস আবির্ভূত হন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই যে পুনর্জাগরণ বা রেনেশাঁস্ মতবাদ, উহার প্রবক্তা ছিলেন ভারতবিজ্ঞানী **ম্যাক্স্ মূলার।**

কেহ কেহ আবার ইহাও মনে করেন যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য সাধারণের ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইত। এমন কি রামায়ণ-মহাভারতকেও তাঁহারা প্রাকৃত মহাকাব্যের অনুবাদ বলিতে কুণ্ঠিত হন না। প্রথম প্রশ্ন এই—সত্যই কি সংস্কৃত ভাষায় কবিকর্ম কিছুকাল স্তব্ধ ছিল? সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহ কি রুদ্ধ ছিল? ইতিহাস কি একেবারেই নীরব? তাই যদি হয়, যুগব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একদিন আলোর ঝলক নামিয়া আসিল কিরূপে? সূর্যোদয়ের পূর্বে অরুণোদয়ের সূচনা অবশ্যই মানিতে হয়। কালিদাস কখনই আদিহীন পরমাশ্চর্য নন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, প্রাকৃত যুগের প্রমাণই বা কী? উহা তো নিছক একটি কল্পনামাত্র। প্রাকৃত কোনমতেই সংস্কৃতের পিতৃত্ব দাবী করিতে পারে না। বড় জোর উহা প্রতিবেশী হইতে পারে। এই সব বিচার করিয়া এবং অন্যান্য তথ্যের নিরিখে ব্যুহলর্ (Buhler), কীলহর্ন এবং ফ্লীট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ম্যাক্স্ মূলারের রেনেশাঁস্ সিদ্ধান্ত ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণের ঠিক পরের যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের বেলাভূমিতে ছন্দঃ ও কাব্যচর্চার যে সব পদচিহ্ন বর্তমান, উহা হইতে নিঃসংশয়ে সে যুগের কাব্য-পরিক্রমার পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণের প্রথম আবির্ভাব যখনই হউক না কেন, উহাতে পরবর্তী কালেও নূতন সংযোজন হইয়াছে। সেখানেও কাব্যচ্ছটার প্রবেশ ঘটিয়াছে। **পাণিনির পাতালবিজয়** এবং **জাম্ববতীবিজয়** কাব্যের উদ্ধৃত শ্লোকের বিবরণ দৃষ্ট হয়। লেখক যদি সত্যই **অষ্টাধ্যায়ীর** রচয়িতা পাণিনি হন, তবে নিশ্চিত বলা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে সংস্কৃতের কাব্যধারা প্রবাহিতই ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেও সে ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। **পতঞ্জলি** তাঁহার **'মহাভাষ্যে' বররুচির কাব্যের** কথা বলিয়াছেন, **কংসবধ** ও **বলিবন্ধ**-দুই নাটক (৩. ১. ২৬) এবং তিন আখ্যায়িকা-শ্রেণীর গদ্য-কাব্যের নাম করিয়াছেন—**বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা** ও **ভৈমরথী** (৪. ৩. ৮৭)। ইহা ছাড়া কাব্যরসসিক্ত বহু শ্লোকেরও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। **পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রে** এমন কতকগুলি ছন্দ আছে, যাহা পরে দেখা যায় না। সম্ভবতঃ

তৎকালে সেগুলি প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বৌদ্ধকবি **অশ্বঘোষ** কণিষ্কের রাজসভায় ছিলেন উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার **বুদ্ধচরিত** ও **সৌন্দরনন্দ** সংস্কৃত কাব্যশিল্পের দুই অনবদ্য নিদর্শন। কালিদাসের কাব্যে অশ্বঘোষের প্রভাব সুস্পষ্ট। **ভাসের নাটকচক্র** কালিদাস-পূর্ব যুগের নাটাকৃতির এক উজ্জ্বল অধ্যায়। **মালবিকাগ্নিমিত্রে কালিদাস** ভাসের কবিখ্যাতির প্রশংসা করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের **কামসূত্র** ও ভরতের **নাট্যশাস্ত্রে** যে সব তত্ত্ব ও তথ্য আছে, কাব্যের শ্রীবৃদ্ধির সহিত উহাদের নিবিড় সম্বন্ধ এবং ভারতের নাট্যসাহিত্য কাব্যেরই এক ভেদ—উহা দৃশ্য কাব্য।

আর একটি কথা এই যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতে চতুর্থ শতক পর্যন্ত কালের প্রস্তলিপি বা লেখমালা যাহা পাওয়া গিয়াছে, উহাও সংস্কৃত কাব্যধারার পরিচয় বহন করে। কণিষ্কের সমকালীন অশ্বঘোষের পর রুদ্রদামনের রাজত্বকালে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে **গীর্ণারলিপির** গদ্য প্রশস্তি পাওয়া যায়। উহা অবশ্যই গদ্য রচনার প্রাচীন নিদর্শন। লেখক তাঁহার রচনায় প্রসিদ্ধ কাব্যগুণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিটি এইরূপ: স্ফুটলঘু-মধুরচিত্র-কান্তশব্দঃ—'। দ্বিতীয় শতাব্দীর **নাসিক প্রশস্তি সিরি পুলুমায়ির** রচিত। উহা প্রাকৃতে লেখা। অনুপ্রাস এবং সাহিত্যিক ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় লেখক সংস্কৃত কাব্যের আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন সংস্কৃত হইতেই ইহা প্রাকৃতে অনুবাদ। **হরিষেণ** লিখিত (৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে) সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে উচ্চ মানের কাব্যরীতির পরিচয় পাই। ইহা গদ্য ও পদ্যে লেখা। শ্লোকগুলি বেশ সরল ও প্রসাদগুণযুক্ত। ছন্দেও বৈচিত্র্য আছে। গদ্যাংশে দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার লক্ষণীয়। **বৎসভট্টির মন্দশোর** শিলালিপিতেও (৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ) উচ্চমানের কাব্যগুণ লক্ষিত হয়। এই সব তথ্য হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কাব্যসাধনার প্রাণ-প্রবাহ কখনই দীর্ঘকালের জন্য রুদ্ধ হয় নাই। বরং সেই সব সারস্বত-সাধনার পথ ধরিয়াই মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

॥ অশ্বঘোষ ও তাঁহার রচনাবলী ॥

অশ্বঘোষ: অশ্বঘোষ ছিলেন কালিদাস-পূর্ব যুগের এক শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, পণ্ডিত, ধর্মপ্রবক্তা ও দার্শনিক। তিনি কণিষ্কের রাজসভায় বর্তমান ছিলেন। ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেন—নাগার্জুন, অশ্বঘোষ এবং বসুমিত্র—এই তিন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ লেখক কণিষ্কের স্মৃতির সহিত জড়িত। কণিষ্ক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের সম্রাট্।

অশ্বঘোষের জীবনবৃত্তের কিংবদন্তী ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ আমাদের কাছে নাই। চীনদেশে প্রচলিত মত এই যে তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল সুবর্ণাক্ষী এবং তাঁহার নিবাসস্থল ছিল সাকেত (অযোধ্যা)। তিনি রামায়ণ-মহাভারত, সাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের এবং জৈনধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইনি মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত আচার্য। আচার্য, মহাবাদী, ভদন্ত ও মহাকবি—এই সব বিশেষণে তিনি ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার **বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ**—এই দুইটি কাব্য, এবং **শারিপুত্র প্রকরণ** নাট্যগ্রন্থ ও **গণ্ডীস্তোত্রগাথা** গীতিকাব্য। তাঁহার এই সব সাহিত্যকীর্তি কালিদাস-পূর্ব যুগের কাব্যপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁহার রচনার ধারায় সহজ সুন্দর বৈদর্ভী রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণের প্রভাব তাঁহার দুই কাব্যে সুস্পষ্ট। অলঙ্কার ও ছন্দের প্রয়োগেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। বর্ণনার নৈপুণ্যে ও বৈচিত্র্যের প্রশংসায় ফরাসী অধ্যাপক সিলবাঁ লেভি (Sylvain Levi) বলেন—"In his richness and variety, he recalls Mitton, Goethe, Kant and Voltaire." (*Calcutta Review*, 1932)

১। **বুদ্ধচরিতঃ বুদ্ধচরিত** কাব্যটি অশ্বঘোষের কাব্যরচনা-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে ইহা রচিত। মহাকবি কালিদাসের উপরে অশ্বঘোষের রচিত এই কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। অবশ্য যাঁহারা বলেন—কালিদাস অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী, তাঁহাদের মতে কালিদাসের নিকটেই অশ্বঘোষ ঋণী। কিন্তু সেই মত তেমন প্রতিষ্ঠা পায় নাই। যাহা হউক 'বুদ্ধচরিত' ১৭ সর্গে রচিত। চীন পরিব্রাজক ই-সিং (Yi-tsing) বলেন—মূল কাব্যটি ২৮ সর্গে লিখিত, চীন ভাষার অনুবাদে ২০ সর্গের এবং তিব্বতী ভাষার অনুবাদে ২৮ সর্গের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে ১৭ সর্গের বেশী পাওয়া যায় নাই এবং তন্মধ্যে শেষের চারিটি সর্গ পরবর্তী কালে **অমৃতানন্দের** লেখা।

কাহিনী ও সমালোচনাঃ সিদ্ধার্থের জন্ম হইতে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত (পক্ষান্তরে নির্বাণপ্রাপ্তি পর্যন্ত) বুদ্ধের মহত্ত্বমণ্ডিত জীবনকাহিনী ইহার উপজীব্য। কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র গৌতম (সিদ্ধার্থ) জন্ম হইতেই সম্পদের মধ্যে লালিত। অল্পবয়সেই যশোধরা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু বাল্য হইতেই সিদ্ধার্থ বিষয়ভোগে উদাসীন। তিনি একদিন নগরভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পিতা সেই অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য সারথিকে পুত্রের প্রমোদভ্রমণের ব্যবস্থার কথা বলিলেন। দুঃখদৈন্যের বেদনাময়

দৃশ্য যাহাতে কুমারের চোখে না পড়ে, সেই ব্যবস্থাও রাজা করিয়াছিলেন। পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া রাজা পুত্রকে বিদায় দিলেন। জনবহুল নগরীর রাজপথে রথা-রোহণে সিদ্ধার্থ চলিয়াছেন—পথপার্শ্বে পুরাঙ্গনাগণের সতৃষ্ণ দৃষ্টি। পথে সহসা কুমার দেখিলেন জরাগ্রস্ত লোলচর্ম এক বৃদ্ধ, পরে দেখিলেন যন্ত্রণায় কাতর ব্যাধি-গ্রস্ত এক পথিক এবং রাজপথে বাহিত এক শবদেহ। সারথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং জীবদেহের এই সব পরিণতির কথা জানিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন। তিনি বিস্ময় বোধ করিলেন যে জগতের লোক ইহা দেখিয়াও কেমন করিয়া আনন্দে মগ্ন হয়—'ইদং চ রোগব্যসনং প্রজানাং পশ্যংশ্চ বিশ্রম্ভমুপৈতি লোকঃ'। শেষে দেখিলেন সংসারত্যাগী মুক্তিকামী এক সন্ন্যাসীকে। তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তরুণীগণের লীলাজাল সবই বিফল হইল। পক্ষান্তরে নিশীথশয়নে সুপ্ত রমণী-গণের অবস্থা দর্শনে বিষয়বিতৃষ্ণায় ও ঘৃণায় তিনি গৃহত্যাগেরই সঙ্কল্প স্থির করিলেন। রথে যাত্রা করিয়া বনপথের কাছে গিয়া সারথিকে শূন্য রথ লইয়া ফিরিতে আদেশ দিলেন। সারথি ছন্দক তাঁহাকে ছাড়িয়া শূন্য রথ লইয়া ফিরিলেন। রাজধানীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। শুদ্ধোদন তাঁহার অবস্থার সহিত দশরথের অবস্থার তুলনা করিয়া নিজেকে ধিক্কার দিলেন যে দশরথের মত তাঁহার কেন মৃত্যু হইল না। তিনি বলিলেন—

> অজস্য রাজ্ঞস্তনয়ায় ধীমতে
> নরাধিপায়েন্দ্রসখায় মে স্পৃহা।
> গতে বনে যস্তনয়ে দিবং গতো
> ন মোঘবাষ্পঃ কৃপণং জিজীব হ॥

যশোধরার বিলাপেও যেন সীতার দুঃখের ছায়া পড়িয়াছিল। সিদ্ধার্থ সত্যসন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিলেন। তাঁহার সাধনায় বাধা দেয় দৈত্যরূপ 'মার' এবং সেই 'মার' এবং তাহার অনুগামীদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধের বর্ণনায় বীররসের সার্থক পরিচয় পাই। গয়ার নিকটবর্তী স্থানে সিদ্ধার্থ সিদ্ধি লাভ করিয়া বুদ্ধ নামে পরিচিত হন এবং কালে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

মহাকবি অশ্বঘোষ বুদ্ধের জীবনধর্মী ঘটনাকে কাব্যের রসে অভিষিক্ত করিয়া প্রাণোচ্ছল করিয়া তুলিয়াছেন। 'বুদ্ধচরিতের' ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রসাদ-গুণযুক্ত। চিত্রণনৈপুণ্য, এবং ভাষা ও ভাবের সম্মিলিত আবেদন হৃদয়গ্রাহী। অলঙ্কারের ঔচিত্য, শব্দের ঝঙ্কার ও ছন্দের সুষমা সত্যই প্রশংসনীয়। তবে কয়েকটি সর্গে কাব্যের ধারার সহিত দর্শনের গূঢ়তা মিশ্রিত হওয়ায় স্বচ্ছতার কিছু হানি

হইয়াছে। কবি নিজেও ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—'কলাকৌশল প্রদর্শনের অথবা পাণ্ডিত্যস্থাপনের প্রয়োজনে তিনি এই কাব্য লিখেন নাই। জগতের কল্যাণ ও যথার্থ সদ্ধর্ম-সংকেত দিবার জন্যই তাঁহার এই কাব্য-প্রয়াস। যদি কেহ ইহা খুঁজিয়া পায়, বা সংসারের তৃষ্ণাতাপ নিবারণের উপযোগী যথার্থ ঔষধ বা পীযূষামৃত লাভ করিতে পারে, উহাতেই তাঁহার সার্থকতা।

এই কাব্যটিতে পিতার বাৎসল্য, পত্নীর প্রণয় এবং প্রমদাজনের বিলাস, হিতৈষী জনের সদিচ্ছা, মারদানবের নিপীড়ন ও প্রলোভন, এবং সব কিছু অতিক্রম করিয়া করুণাঘন বিজয়ী গৌতম যে শান্তরসের অভিযাত্রী হইয়াছেন—তাহার বর্ণনা বড়ই উপাদেয়। কবি তাঁহার অপূর্ব কৌশলে শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র প্রভৃতি অন্যরসের পোষকতায় শান্তরসেরই পরিপাক ও চমৎকারিতা দেখাইয়াছেন।

২। **সৌন্দরনন্দ :** অশ্বঘোষের আর একখানি কাব্যের নাম **সৌন্দরনন্দ**। কীথ (Keith) মনে করেন এই গ্রন্থটিই কবির প্রথম কাব্য। ইহা অষ্টাদশ সর্গে রচিত। ইহার কাব্যকলাও মনোজ্ঞ। বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার—ইহাই ইহার বিষয়বস্তু। 'মহাবগ্‌গ' ও 'নিদানকথায়'—এই কাহিনীর মূল দৃষ্ট হয়। ঐ একটি সামান্য ঘটনার সূত্রে কবি কাব্যপুষ্পের এক অপূর্ব মালা গাঁথিয়াছেন। কপিলবস্তু নগরের প্রতিষ্ঠার বিবরণ লইয়া কাব্যের আরম্ভ। সেই বিবরণে কবি কল্পনার রঙ ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের স্বপ্নজাল মিশাইয়াছেন। কপিলবস্তুর সেই বর্ণনায় অর্থগাম্ভীর্যের প্রকাশও কম নহে—

> সংনিধানমিবার্থানামাধানমিব তেজসাম্।
> নিকেতমিব বিদ্যানাং সঙ্কেতমিব সম্পদাম্॥ (১.৮৩)

রাজা শুদ্ধোদনের দুই পুত্র সর্বার্থসিদ্ধ ও নন্দ জন্মগ্রহণ করে। তাহারা বৈমাত্রের ভাই। তৃতীয় সর্গে বুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। পরবর্তী বর্ণনায় দেখা যায়—সুন্দরী এই সার্থকনাম্নী স্ত্রীর সহিত নন্দর বিবাহ হয়। নন্দ পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। নন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বুদ্ধ তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তরুণী স্ত্রী সুন্দরীর বিলাপ এবং উহাতে নন্দের দোলায়মান চিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব কিরূপ মর্মস্পর্শী হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে! কবি এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বলিয়াছেন—

> তং গৌরবং বুদ্ধগতং চকর্ষ ভার্যানুরাগঃ পুনরাচকর্ষ।
> সোঽনিশ্চয়ান্নাপি যযৌ ন তস্থৌ তরংস্তরঙ্গেষ্বিব রাজহংসঃ॥ (৪.৪২)

'ন যযৌ ন তস্থৌ'—এই প্রয়োগ কালিদাসের 'কুমারসম্ভবেও' আমরা পাই। অন্য দিকে ঐহিক সুখভোগের অসারতায় দৃষ্টান্ত, এমন কি স্বর্গসুখের ক্ষণিকতার

বিশ্লেষণও—কত চিত্রধর্মী! এই সব ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়া নন্দের জীবনে শেষ পর্যন্ত নির্বাণের আগ্রহই জাগিয়া উঠে। জগতের মঙ্গলকামনায় বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত নন্দ প্রচার করিলেন নির্বাণের আনন্দবাণী। সৌন্দরনন্দ' সেই অমৃত-কাহিনীরই সুন্দর কাব্যধারা। কবি তাঁহার নিজের কাব্যসমালোচনায় বলিয়াছেন —'জগতের লোক প্রায়ই বিষয়মগ্ন, তাহারা মোক্ষের কথা ভাবে না। কিন্তু মোক্ষই একমাত্র সত্য। আমার এই কাব্যে সেই সত্যের স্রোতোধারাই প্রকাশ করিয়াছি। কটু ঔষধ মধুর সহিত মিশ্রিত হইলে উপভোগ্য হয়। আমিও তেমনি মধুর কাব্যরসের মিশ্রণে—সেই পরম ভেষজকেই শুধুমাত্র আস্বাদ্য করিয়া তুলিয়াছি।' অশ্বঘোষের দৃষ্টিতে সদ্ধর্ম-প্রবর্তনই জীবনের এবং কাব্যের মুখ্য লক্ষ্য। দার্শনিক কবি তাঁহার দুই কাব্যে এই দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিয়াছেন।

কবির 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যেও ভাষা, অলঙ্কার ও ছন্দঃপ্রয়োগের সুষমা কুশলতারই পরিচয় দেয়। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগের সার্থকতা লক্ষণীয়। পুত্রজন্মের শুভলগ্নে রাজার হর্ষবর্ণনায় ক্রিয়াপদের ব্যবহারে কী সুন্দর প্রাঞ্জলতা!—"চচার হর্ষঃ প্রণনাশ পাপ্মা জজ্বাল ধর্মঃ কলুষঃ শশাম" (২.১৩। অশ্বঘোষের কাব্যে রামায়ণের প্রভাব সুস্পষ্ট।

৩। **শারিপুত্র-প্রকরণ:** অশ্বঘোষ শুধু কাব্যলেখক ছিলেন না, তিনি নাট্য-রচয়িতাও ছিলেন। **শারিপুত্রপ্রকরণ** তাঁহার রচিত নয় অঙ্কের প্রকরণ-জাতীয় নাট্যকাব্য। শারিপুত্র ও মৌদ্গলায়ন বুদ্ধের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন—এই ঘটনা লইয়া নাটকটি রচিত। শারিপুত্র ছিলেন ব্রাহ্মণ। তিনি তাঁহার বন্ধু বিদূষকের কাছে জানিতে চাহেন বুদ্ধের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে কি তাঁহার অভিমত। বুদ্ধ যেহেতু ক্ষত্রিয়, সেই হেতু তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মণের মত উচ্চ বর্ণের পক্ষে দীক্ষাগ্রহণ উচিত নহে। শারিপুত্র তখন যুক্তি দেখাইয়া বলিলেন, নীচ বৈদ্যও উত্তম ঔষধ দিলে রোগীর উহাতে উপকারই হয়। বস্তুতঃ তাঁহার চিত্তে বৌদ্ধ-ধর্মের দীক্ষায় বোধিলাভের ব্যাকুলতা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। উহা রোধ করিবার নহে। অতঃপর তিনি মৌদ্গলায়নের সঙ্গে মিলিত হইয়া পবিত্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। নাটকটির রচনাভঙ্গি ও কলাশিল্প অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ' —এই দুই কাব্যের রচনাশিল্পের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে। তাঁহার সময়েও সংস্কৃতে লিখিত নাট্যসাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি যে সুনির্দিষ্ট ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ বিদূষক এখানে যে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিয়াছেন, —উহা তৎকালীন নাটকের একটা অনুসৃত রীতি। অশ্বঘোষের এই নাটকটিতে

চোর, জুয়াচোর, মাতাল প্রভৃতি নিম্নস্তরের চরিত্র চিত্রণেও কবির নৈপুণ্য দেখা যায়। পুস্তকটির কিয়দংশ মধ্য এশিয়ার তুর্ফান নামক স্থানে তালপাতার পুঁথিতে পাওয়া যায়। পুস্তকের শেষে পুষ্পিকায় অশ্বঘোষের মাতৃপরিচয়ের বিবরণ আছে।

৪। **গণ্ডীস্তোত্রগাথা :** স্রগ্ধরা ছন্দে উনত্রিশটি শ্লোকে নিবদ্ধ সুন্দর এক গীতিকাব্য **'গণ্ডীস্তোত্রগাথা'**। সেকালে বৌদ্ধ মঠে এক-রকম বিশেষ বাদ্যযন্ত্র রাখা হইত, উহার নাম ছিল 'গণ্ডী'। কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা আঘাত করিলে উহা হইতে ধ্বনি উত্থিত হইত। কিন্তু সেই মনোহর শব্দের মর্মগত আবেদন ধার্মিকের নিকটে যে কিরূপ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, তাহারই ব্যাখ্যা করিয়া কবি 'গণ্ডী' যন্ত্রটির প্রশংসায় স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। ই-সিঙ্ ইহাকে অশ্বঘোষের রচনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ভিন্তারনিৎস মনে করেন ইহা অশ্বঘোষের সমকালীন কুমারলাতের রচনা। তবে বেশীর ভাগ পণ্ডিত ইহার স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য বিচারে ইহাকে অশ্বঘোষের লেখা বলিয়াই মনে করেন।

৫। **বজ্রসূচী :** অশ্বঘোষের নামে ইহা প্রচলিত। কিন্তু ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সামাজিক বর্ণব্যবস্থার নিন্দাপ্রচারে ইহা রচিত। ইহাতে শ্রুতি, স্মৃতি, এবং 'মহাভারত' হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়া যুক্তিমত্তার সহিত অথচ কঠোরভাবে বর্ণব্যবস্থার নিন্দা করা হইয়াছে। বলা হয় সকলেরই সমান অধিকার। সুখদুঃখ, লাভক্ষতি, জন্মমৃত্যু, কাজকারবার—সকল শ্রেণীর মানুষমাত্রের একই দশা। সাম্যবাদের দৃষ্টিতে এই মতটি পাশ্চাত্ত্য জগতের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন, ইহা অপরের লেখা। কারণ অশ্বঘোষ বৌদ্ধাচার্য হইলেও সমাজের বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার অন্য কোন পুস্তকে এইরূপ কোন তীব্র বিদ্বেষ তিনি প্রকাশ করেন নাই। চীনা ও তিব্বতী ঐতিহ্যে ই-সিঙ্-এর বিবরণীতেও এই পুস্তকটির কোন উল্লেখ নাই। ইহার তর্কপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের। ইহার চীন ভাষায় অনুবাদ হয় ৯৭৩—৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে। সম্ভবতঃ ইহা ধর্মকীর্তির লেখা।

৬। **সূত্রালঙ্কার :** ইহাও অশ্বঘোষের রচনা কিনা—উহা লইয়া মতভেদ আছে। তবে 'বুদ্ধচরিত' হইতে ইহাতে অনেক উদ্ধৃতি আছে। ৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে কুমারজীব চীন ভাষায় ইহার এক অনুবাদ করেন, এবং উহাতে ইহাকে অশ্বঘোষের রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মূল সংস্কৃত পুস্তক আজ পর্যন্তও পাওয়া যায় নাই। তবে অনুবাদরূপে যাহা বর্তমান, উহাতে পুরাতন ধর্মমূলক

কথাকাহিনীর কিছু পরিচয় পাই। রচনাশৈলী অনেকটা জাতক বা অবদান গ্রন্থের মত। ইহার মধ্যে 'মার' সম্পর্কিত অংশবিশেষটি প্রতীক বা রূপকজাতীয় (allegory) রচনা।

৭। **মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র :** ইহা মহাযান সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ। অধ্যাপক লেভির মতে এই গ্রন্থে অশ্বঘোষ যুগপৎ তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞান এবং নিজের হৃদয়ের উপলব্ধির অভিব্যক্তি ঘটাইয়াছেন। তিনি প্রথমে সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের ভিক্ষু ছিলেন। উত্তরকালে মহাযান সম্প্রদায়ের মত অনুসরণ করেন। ভিন্তারনিৎস অবশ্য এই পুস্তকটিকে অশ্বঘোষের লেখা বলিয়া মানেন না।

উপসংহার : অশ্বঘোষ এক সত্যদ্রষ্টা কবি। তিনি ছিলেন ধর্মাচার্য। কবির উপলব্ধির সহিত তাঁহার ছিল দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির সংযোগ। কাজেই তিনি কাব্যের মাধুরীর সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের পরম ভেষজ মিশ্রিত করিয়া মানুষের সেবায় বিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যসাধনা ছিল যুগপৎ **শিল্পকর্মের সার্থকতায়** এবং **শ্রেয়োধর্মের সম্ভাবনায়** সমুজ্জ্বল।

॥ কাব্যপ্রসঙ্গে কালিদাস ॥

সূচনা : কালিদাস ভারতের কবিকুলচূড়ামণি। ঋষি কবি ব্যাস ও বাল্মীকির পরে তিনিই শ্রেষ্ঠ মহাকবি। তাঁহার কাব্য ভারতবর্ষের হৃদয়কে অতি নিবিড়ভাবে আপ্লুত করিয়াছে। আর কোন ক্লাসিক্যাল কবির কাব্য এমন চিরন্তনরূপে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। শুধু ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই কালিদাস-কাব্যের গৌরব আবদ্ধ নহে। দেশ এবং কালের সীমা অতিক্রম করিয়া উহার আবেদন বিশ্বহৃদয়ের অভিমুখেও পৌঁছিয়াছে। বহু শতাব্দী পূর্বে কালিদাসের মেঘদূত সিংহলী ও তিব্বতী ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া সিংহল ও তিব্বতের হৃদয় হরণ করিয়াছিল। বর্তমান যুগে য়ুরোপের কবিগুরু **গ্যয়েটের** (Goethe) কিছু পূর্ব হইতেই বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে কালিদাসই ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া অভিনন্দিত।

কালিদাসের আবির্ভাবকাল : কিন্তু অতীত দিনের ঠিক কোন্ শুভ লগ্নে এবং ভারতের কোন্ কৃতার্থ জনপদে এই ক্ষণজন্মা কবির আবির্ভাব—সে সব তথ্যের আজ পর্যন্তও স্থিরনিশ্চয় হয় নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতগণ ইহা লইয়া বহু তর্কজাল উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু সুনির্দিষ্ট মীমাংসা হয় নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল॥

তাঁহার কাল সম্বন্ধে সাধারণতঃ **তিনটি মত প্রচলিত** (১) খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীরাজ শকারি বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে, (২) খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে, (৩) এবং তৃতীয় মত অনুসারে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাঁহার অবস্থিতি ছিল। প্রত্যেকটি মতের অনুকূলে প্রমাণ ও যুক্তি আছে। কিন্তু বর্তমানে দ্বিতীয় মতটিই বেশী সমর্থনযোগ্য। সেই মতটি জানিলেই চলিবে।

প্রসিদ্ধি আছে সুবিখ্যাত বিক্রমাদিত্য খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দে সংবৎ-বর্ষ প্রচলিত করেন। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে তাঁহার সভায় ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্নের মধ্যে কালিদাস ছিলেন অন্যতম। শুঙ্গবংশীয় রাজগণের যে মেডালিয়ান (পদক) এলাহাবাদের নিকটে ভিটাতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলানাটকের প্রথমাঙ্কের আশ্রমের দৃশ্য প্রতিফলিত দেখা যায়। এই মতে অশ্বঘোষই কালিদাসের কাছে ঋণী। **মালবিকাগ্নিমিত্র** নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শুঙ্গবংশীয় সম্রাট্ পুষ্যমিত্রের পুত্র। বলা হয় কালিদাস তৎকালীন রাজার জীবনালেখ্য নাটকে অঙ্কিত করেন। ইহাই কালিদাসকাল সম্বন্ধে প্রথম অভিমত। কিন্তু এই মতটি গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, যে সংবৎটির প্রচলন হয়, উহা বিক্রম-সংবৎ নহে। উহার আদি নাম 'কৃত'। নবরত্নের বরাহমিহির বস্তুতঃ ষষ্ঠ শতকের লোক। অমরসিংহও পরবর্তী কালের। নবরত্নসভার কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক এক জ্যোতিষের গ্রন্থে দেখা যায়—নাম **জ্যোতির্বিদাভরণ**। ভিটার পদকটি সম্ভবতঃ প্রাচীন অন্য কোন আদর্শে গঠিত।

তৃতীয় মতের সমর্থক মাক্স্ মুলার। ফর্গুসন্, কর্নেল প্রভৃতি ইহার প্রবক্তা। এই মতে কালিদাস মালবরাজ যশোবর্মণের সমকালীন। যশোবর্মা ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে হূণ বিজয় করিয়াছিলেন। রঘুর দিগ্বিজয়ে হূণ দিগ্বিজয়ের প্রতিফলন আছে। বরাহ-মিহির ষষ্ঠ শতকের লোক। কালিদাস তাঁহার সমসাময়িক। মল্লিনাথের মতে কালিদাস 'মেঘদূতে' চতুর্দশ শ্লোকে 'নিচুল' ও 'দিঙ্নাগের' যে উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে দ্ব্যর্থক উক্তি আছে। উহাতে কালিদাস তাঁর বন্ধু নিচুল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দিঙ্নাগের প্রতি সংকেত করিয়াছেন। ঐ দুই আচার্যের কালও প্রায় ৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী। সেই সময় উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী রাজাও

একজন বর্তমান ছিলেন। অতএব ষষ্ঠ শতাব্দী কালিদাসের আবির্ভাবকাল। কিন্তু কীথ্ নানা যুক্তিপ্রমাণ দিয়া এই তৃতীয় মতটিকে সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মতটিই সর্বাধিক সমর্থন-যোগ্য। গুপ্তরাজ্যের সুবর্ণযুগেই কালিদাসের আবির্ভাব। কালিদাসের কাব্যে যে সুখসমৃদ্ধি, যে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব দেখিতে পাই, যে শিল্প ও কলার পরিচয় পাই, গুপ্ত রাজগণের অভ্যুদয়ের যুগেই উহা সম্ভবপর হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন কালিদাসের কাব্যসমূহে সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি অখণ্ড চেতনার সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মতে গুপ্তযুগের পূর্বে এইরূপ অখণ্ড ঐক্যবোধ ভারতবাসীর মনে জাগিয়াছিল কিনা সন্দেহ। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (খ্রী ৩৮০-৪১৪) ও তৎপুত্র কুমারগুপ্তের (খ্রী ৪১৫-৪৫৫) সময়েই সেই সুবর্ণযুগের আবির্ভাব হয়। অতএব কালিদাস উহারই সমকালীন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধিও ছিল বিক্রমাদিত্য এবং উজ্জয়িনী ছিল তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী। রঘুর 'আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্' শ্লোকে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তারের ইঙ্গিত রহিয়াছে মনে হয়। পণ্ডিতগণ মনে করেন রঘুর দিগ্বিজয়ে এবং 'মালবিকাগ্নি-মিত্রের' অশ্বমেধ যজ্ঞে সমুদ্রগুপ্তের যজ্ঞের প্রতিচ্ছায়া আছে। কেহ কেহ বলেন 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের নামের মধ্যে কুমারগুপ্তের জন্মের প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। কালিদাস স্পষ্টতই তাঁহার পূর্বসূরি নাট্যকার ভাসের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিটি এইরূপ : 'প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং বহুমানঃ"। কালিদাস যে ভাসের পরবর্তী ইহাতে সন্দেহ নাই। অশ্বঘোষের কাব্যদুইটির প্রভাবও কালিদাসের উপর সুস্পষ্ট। মন্দাশোর প্রশস্তির যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, উহা রচনা করেন বৎসভট্টি নামক কবি ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। উহাতে কালিদাসের ভাব ও ভাষার এবং 'মেঘদূত' ও 'ঋতু-সংহারের' প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। এই সব প্রমাণ হইতে স্থির করা হইয়াছে যে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধের পূর্বে **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হইতে সমুদ্রগুপ্ত পর্যন্ত** সময়ের মধ্যে কালিদাসের আবির্ভাবকাল।

কালিদাসের জন্মভূমি ও জীবনকথা :—কালিদাসের জন্মভূমি লইয়াও বাদবিসংবাদের অভাব নাই। বহু প্রচলিত জনবাদ এই যে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে তিনি ছিলেন রাজসভাকবি। কালিদাসের **মেঘদূত** গীতিকাব্যে উজ্জয়িনীর প্রতি কবির এক নিবিড় আকর্ষণের পরিচয় পাই। মেঘের

পথের পরিচয় দিতে গিয়া কবি উজ্জয়িনীকে শোভাময় একখণ্ড স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ('দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্'—৩১)। এই 'শ্রীবিশালা বিশালা' নগরীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে উজ্জয়িনী ছিল সম্রাটের দ্বিতীয় রাজধানী। সম্ভবতঃ কিছুকাল কবি সেখানে বাস করিয়াছিলেন। ইহার বেশী আর কিছু আমরা অনুমান করিতে পারি না।

কবি কালিদাসের জীবনকথার খাঁটি ইতিবৃত্ত কিছুই নাই। কবিও তাঁহার কাব্যে সে সম্বন্ধে কোন স্বাক্ষর রাখিয়া যান নাই। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের গুণ-গরিমার মাহাত্ম্য ও কালিদাসের কবিপ্রতিভার মহত্ত্ব ভারতবর্ষকে এমন ভাবেই অভিভূত করে যে ভারতের পল্লীতে ও জনপদে বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের সম্বন্ধে রূপকথার মত কল্পিত কত কাহিনীই না গড়িয়া উঠে। কিংবদন্তীর বিবরণে জানিতে পারি যে তিনি বাল্যে নিতান্ত মূর্খ ছিলেন। গাছের শাখায় বসিয়া সেই ডালই কাটিতেন। কয়েকজন পণ্ডিতের ষড়যন্ত্রে এক বিদুষী রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার মূর্খতায় বিদুষী স্ত্রী তাঁহাকে অপমানিত করেন। তিনি মনের দুঃখে সরস্বতীর আরাধনায় বসেন। ফলে দেবীর প্রসাদে অপূর্ব কবিত্বশক্তির অধিকারী হন। পত্নীর সঙ্গে দেখা করিয়া বলেন 'অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্‌বিশেষঃ'। তখন পত্নীর অনুরোধে 'অস্তি', 'কশ্চিৎ' ও 'বাক্'—এই পদগুলিকে প্রথম শ্লোকের প্রারম্ভে রাখিয়া তিনি কাব্য রচনা করেন—কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও রঘুবংশ। এই কাহিনীটি অলীক হইলেও দৈব অনুগ্রহ ব্যতীত এমন লোকোত্তর প্রতিভার বিকাশ যে সম্ভব নহে—সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস হইতেই এই সব কাহিনীর উদ্ভব।

কালিদাসের কাব্যপ্রতিভা: লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের গতিপথেই মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব। প্রাক্-কালিদাসীয় যুগের কাব্যসাধনার নিদর্শনের কথা আমরা বলিয়াছি। সেই অতীত দিনের ঐতিহ্যের প্রেরণার ফলেই কালিদাস-কাব্যের অভ্যুদয়। অবশ্য কবির 'অপূর্ববস্তু-নির্মাণক্ষম' প্রতিভা ও নিরলস সারস্বত-সাধনা তাঁহাকে এক অসামান্য গৌরবের অধিকারী করিয়াছে। কবিগণের গণনাপ্রসঙ্গে তিনিই অদ্বিতীয় নাম এবং আজও তিনি অগ্রগণ্য। শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণ, ছন্দ, অলঙ্কার, সঙ্গীতকলা, চিত্রবিদ্যা, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, কামশাস্ত্র, দর্শন, লোকাচার—সব বিষয়েই তাঁহার ছিল সহজ পাণ্ডিত্য ও কৌতূহলী আগ্রহ। তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে **ভারতীয় সভ্যতার আত্মিক**

রূপ, অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা ও গভীর রসবৈশিষ্ট্য। রাজসভার নিবিড় সান্নিধ্যে অভিজাত সমাজের ঐশ্বর্য, বৈভব ও বিলাস-ব্যবহারের বর্ণনায়, নরনারীর সৌন্দর্য-মাধুর্য ও প্রেমমুগ্ধ হৃদয়ের সংবাদ, এবং গিরিনদী-প্রান্তরের নিসর্গ-শোভার আবেদনে কবি তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার ও সুগভীর অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। ভোগবিলাস, প্রেম, সম্ভোগ ও জীবনধর্মের উপরেও যে কল্যাণ-ধর্মের, সংযমের ও ত্যাগের মাধুর্য আছে; সত্য, শিব ও সুন্দরের যে-আদর্শ আছে; মহাকবি সে কথা ভুলেন নাই। কবি-মনীষী কালিদাসের কাব্যের এই আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শ উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। কালিদাসের ভাষা প্রাঞ্জল, সজীব ও সাবলীল। কোথাও জড়তা বা আড়ষ্টতা নাই। উহা যেন স্বচ্ছন্দ গতিতে লেখনীর মুখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসারিত হইয়াছে। তিনি বাচ্যার্থ দ্বারা যাহা প্রকাশ করেন, উহা অপেক্ষা তাঁহার ব্যঞ্জনার ধ্বনি বহু গভীর। উপমাতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাই 'উপমা কালিদাসস্য'—ইহা বহুশ্রুত প্রবচন। তিনি সরল বৈদর্ভী রীতির সার্থক কবি। কালিদাস সাতখানি গ্রন্থরত্ন উপহার দিয়াছেন। কালিদাসের কবিমানসিকতার গৌরবোজ্জ্বল পরিচয় তাঁহার সেই সাতখানি কাব্যকৃতির মধ্যে নিহিত আছে। **ঋতুসংহার, মেঘদূত**—এই দুইখানি খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য, **কুমারসম্ভব** ও **রঘুবংশ** মহাকাব্য এবং অবশিষ্ট তিনখানি নাটক: **মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়** ও **অভিজ্ঞানশকুন্তল।**

১। **ঋতুসংহার:** 'ঋতুসংহার সম্ভবতঃ কালিদাসের প্রথম রচনা। ইহা ছয়টি সর্গে ১৫৩ শ্লোকে বিভিন্ন ছন্দে রচিত। ইহা তাঁহার অপরিণত বয়সের লেখা। তাঁহার অন্যান্য কাব্যের রচনাশিল্পে যে-দক্ষতার পরিচয় আছে, তাহা এখানে দেখা যায় না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া রচনারীতি ও ভাবের বৈশিষ্ট্য কালিদাসের লেখনীর অযোগ্য নয়। অধ্যাপক কীথের মতে 'ঋতুসংহারকে' কালিদাসের রচনার তালিকা হইতে বাদ দিলে তাঁহার খ্যাতি হরণ করাই হয়। রচনার লালিত্য, সরলতা ও স্বচ্ছতা হৃদয়গ্রাহী। সম্ভবতঃ এই কারণেই মল্লিনাথ ইহার কোন টীকা করেন নাই। ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রকৃতির জগতে শোভার যে-বিবর্তন ঘটে, কবি তাহার মনোজ্ঞ চিত্রকল্প উপহার দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে মানবমনের উপর প্রকৃতির প্রভাব যে কতখানি, তাহাও তিনি রূপে, রসে, রঙে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কবি যেন সব ভুলিয়া প্রকৃতি ও প্রেমের লীলায় বিভোর হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'ঋতুসংহারের' মূল সুরটিকে তাঁহার উক্তিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

'হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্প কুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
... ...ছয় সেবাদাসী—
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি,
...নাই দুঃখ নাই দৈন্য নাই জনপ্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী।' —রবীন্দ্রনাথ

২। **মেঘদূত:** মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য। বিরহী যক্ষের বেদনা ও মিলনবাসনার ভাবরূপটি মেঘদূতে মন্দাক্রান্তার ছন্দে আবেগচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। গীতিকাব্য-প্রসঙ্গে পৃথক্ ভাবে আমরা ইহার বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিব। 'মেঘদূত' হইতেই পরবর্তী কালে 'দূত' শ্রেণীর নানা গীতি-কাব্য রচিত হয়—শিলাদূত, কাকদূত, পবনদূত, কোকিলদূত ইত্যাদি।

৩। **কুমারসম্ভব:** 'কুমারসম্ভব' সপ্তদশ সর্গে রচিত মহাকাব্য। অনেকে মনে করেন নবম হইতে শেষের সর্গ কয়টি পরবর্তী সংযোজন। শেষের সবগুলির রচনাভঙ্গি নিম্নমানের এবং মল্লিনাথ ঐ অংশের উপরে কোন টীকা লিখেন নাই। হিমালয়ের ভাবগম্ভীর রূপের বর্ণনায় কাব্যের আরম্ভ। শব্দের ঝঙ্কারে ও অর্থের বৈশিষ্ট্যে চমৎকার সেই চিত্ররূপ!

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥ (১.১)

গিরিরাজ-কন্যা পার্বতী দিনে দিনে শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িয়া উঠিলেন—'দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা' (১.২৫)। দেবর্ষি নারদ আশীর্বাদ করিলেন পার্বতী মহাদেবের অর্ধাঙ্গিনী হইবেন। দূরদর্শী রাজা কন্যাকে ধ্যানমগ্ন শিবের পরিচর্যায় পাঠাইলেন। এদিকে তারকাসুর কর্তৃক দেবতাগণ নিপীড়িত। তাঁহাদের অনুরোধে ব্রহ্মা জানাইলেন—পার্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ হইলে যে-কুমার জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনিই তারকাসুরের বিনাশ সাধন করিবেন। তৃতীয় সর্গের বর্ণনায় দেখি ইন্দ্রের আদেশে মদন শিবের তপোভঙ্গের জন্য সমাগত। সহসা অকালবসন্তের আবির্ভাবে চারিদিকে অজস্র সমারোহ ও প্রাণচাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। সেখানে যৌবনপুষ্পভারে ঈষৎ অবনতা পার্বতী ঠিক যেন 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' (৩.৫৪)—ধীরে ধীরে মহাদেবের পদপ্রান্তে আসিয়া প্রণাম জানাইলেন। তখনই শিবের ধ্যানভঙ্গের উদ্দেশ্যে মদন ফুলশর নিক্ষেপ

করিলেন। নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় মহাদেব ছিলেন অচঞ্চল। অকস্মাৎ মদনের ধৃষ্টতায় ক্রোধপ্রজ্বলিত মহাদেবের ললাটনেত্র হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইল। মদন ভস্মীভূত হইলেন। চতুর্থ সর্গে পতিবিয়োগ-বিধুরা মদনবধূ রতির করুণ বিলাপে বনভূমিও কাঁদিয়া ব্যাকুল—'সমদুঃখামিব কুর্বতী স্থলীম্' (৪.৪)। উমার রূপলাবণ্যের বাহ্য গৌরব অপমানিত হইল। তিনি তাঁহার অন্তর হইতে রূপকে ধিক্কার দিলেন—'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী' (৫.১)। তিনি তাঁহার হৃদয়দেবতাকে লাভ করিবার জন্য এবার দুশ্চর তপস্যায় বসিলেন—'ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ'। অরূপরতন বিরূপাক্ষকে পাইবার জন্য তিনি রূপের গৌরব জলাঞ্জলি দিয়া বল্কল পরিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী হইলেন। পঞ্চাগ্নি-তপস্যায় প্রখর সূর্যকরে তাঁহার রূপপ্রতিমা ম্লান হইল।

কিন্তু তপঃকৃশ পার্বতীর প্রেমের তপস্যায় মনোময়ী কান্তির যে দিব্যবিভা প্রকাশ পাইল, উহা তাঁহার প্রার্থিত দয়িতকে এবার বিচলিত করিল না, বরং কৃতার্থ করিল। তাঁহার আরাধ্য দেবতা চন্দ্রশেখর-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। উমা তখন বিস্ময়বিমূঢ়, তাঁহার অবস্থা যেন 'ন যযৌ ন তস্থৌ, (৫.৮৫)। চন্দ্রশেখর বলিলেন 'অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ ক্রীতস্তপোভিঃ' (৫.৮৬): 'হে অবনতাঙ্গি! আজ হইতে আমি তোমার দাস, তপস্যার দ্বারা তুমি আমাকে ক্রয় করিয়াছ।' পঞ্চম সর্গের সেই তপস্যায় পার্বতী মহাদেবকে একেবারে কিনিয়া ফেলিলেন। আত্মসংবৃত প্রেমের এই যে জয়, কালিদাস সেই ভাবসত্যকেই 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে' কবি রবীন্দ্রনাথ ইহার এক রসগ্রাহী আলোচনা করিয়া শকুন্তলা-নাটকেও সেই সুরের আভাস দেখাইয়াছেন।

ধর্ম এখানে দুই হৃদয়কে একত্র করিল। পরিণয়ের পবিত্র বন্ধনে মিলনোৎসব সংঘটিত হইল। ষষ্ঠ সর্গে তাহারই আয়োজন এবং সপ্তম সর্গে মাঙ্গল্যস্নাতা পার্বতী নূতন বসন পরিয়া পতির সহিত মিলিত হইলেন। অষ্টম সর্গে হরপার্বতীর দাম্পত্যলীলার বিচিত্র প্রেমবিলাসের সঙ্গে সঙ্গে হর-কোপানল-দগ্ধ মদন পুনর্জীবন ফিরিয়া পাইলেন। ধর্মের ধ্রুবত্বের অধীন মদনেরও যে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে, প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি কালিদাস অবশ্যই তাহা জানেন। কারণ **ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি**। তাই তিনি সৌন্দর্য ও প্রেমকে, সত্য ও শিবকে অভিন্ন সূত্রে বাঁধিয়াছেন। কুমারসম্ভব-রূপ মঙ্গলপ্রয়োজনে উহা উদ্দিষ্ট। এই সামঞ্জস্যেই ভারতবর্ষ কল্যাণের পথ খুঁজিয়াছে। 'কুমারসম্ভবে' কালিদাস তাহারই পরিচয় দিয়াছেন।

রঘুবংশ ঃ—'রঘুবংশ' অমর কবি কালিদাসের সার্থক সৃষ্টি। আজন্মশুদ্ধ রঘুরাজগণের মহত্ত্বমণ্ডিত কীর্তিকথা ইহার আখ্যানবস্তু। কবি নিজেই বলিয়াছেন —তাঁহাদের কথাশ্রুতিই তাঁহাকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে। 'তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ'। তিনি আখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন রামায়ণ হইতে। তিনি পূর্বসূরিগণের সেই ঋণ স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—

অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥ (১.৪)

কিন্তু বর্ণনার বৈচিত্র্যে, ছন্দের মাধুর্যে, উপমানৈপুণ্যে, এবং জগৎ ও জীবনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে এবং ভাবসুষমার পরিপাটিতে কবি কালিদাস রামায়ণের পুরাতন কাহিনীকে অভিনব রূপ দান করিয়াছেন।

রঘুবংশ মহাকাব্যটি ঊনবিংশতি সর্গে লিখিত। সূর্যবংশের দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র, কুশ, অতিথি প্রভৃতি রাজবৃন্দের শৌর্যবীর্য ও মহত্ত্বমণ্ডিত চরিত-বৃত্ত কবি একের পর এক চিত্রিত করিয়াছেন। এ যেন এক **বিরাট চিত্রশালা**। রঘুরাজগণের জন্ম, বিবাহ, অভিষেক, যুদ্ধযাত্রা ও দিগ্বিজয়ের বৈভব ও আড়ম্বর কবি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারত-ভূমণ্ডলের নানা দিগ্‌দেশবর্তী জনপদ ও নদগিরি-নগরীর **মানচিত্রও** উন্মোচিত করিয়াছেন। তিনি শুধু জ্ঞানী, গুণী ও ধর্মনিষ্ঠ নৃপতিগণের গুণকীর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কুশপুত্র অতিথির পরবর্তী প্রায় একবিংশতি নৃপতির কাহিনীর শেষে ইন্দ্রিয়-ভোগাসক্ত অগ্নিবর্ণের পতনকাহিনীও বিবৃত করিয়াছেন। ইহারও হেতু আছে। ভোগসর্বস্ব গর্হিত জীবনের কদর্যতার মধ্যে যে মহতী বিনষ্টি, মানব-কল্যাণের পূজারী কালিদাস সেই প্রত্যয় স্থাপনের আগ্রহেই 'রঘুবংশের' কাব্যটিকে চরম পরিণতি পর্যন্ত টানিয়া লইয়াছেন।

সূর্যবংশের প্রসিদ্ধ রাজা দিলীপ। তাঁহার মহত্ত্বের কথা লইয়াই কাব্যের প্রথম সর্গের আরম্ভ। অপুত্রক রাজা গুরু বশিষ্ঠের উপদেশে পুত্রলাভের আশায় কামধেনুর তনয়া নন্দিনী-গাভীর সেবায় নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় সর্গে নন্দিনীর পরিচর্যা, তৃতীয় সর্গে রঘুর জন্মকথা ও রঘুর রাজ্যাভিষেক। চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় ও বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। পঞ্চম সর্গে রঘুর পুত্ররত্ন লাভ—নাম অজ। ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর ও অজকে পতিত্বে বরণ। সপ্তম হইতে কয়েকটি সর্গে দশরথের রাজত্ববৃত্তান্ত। দশম হইতে পঞ্চদশ পর্যন্ত রামের রাজ্যা-

ভিষেক, বনবাস, রাবণবধ, সীতা সহ বিমানপথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, লোকাপবাদ হেতু সীতানির্বাসন, লবকুশের জন্ম এবং সীতার পাতালপ্রবেশ। ষোড়শ সর্গে রাজা কুশের রাজ্যবৃত্তান্ত। সপ্তদশ সর্গে কুশপুত্র অতিথির জন্ম ও রাজ্যাভিষেক। অষ্টাদশ সর্গে অতিথির পরবর্তী রাজগণের কাহিনী। ঊনবিংশ সর্গে অগ্নিবর্ণের ভোগাসক্ত জীবনের বৃত্তান্ত, তাঁহার মরণান্তে তৎপত্নীর রাজ্যশাসন এবং রঘুবংশের অস্তমিত গরিমা। ঘটনাবৈচিত্র্যের জন্য প্রত্যেকটি সর্গই নবনব আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে। কাব্যটির প্রথম অংশে রঘুই প্রধান চরিত্র। দিলীপ, অজ পার্শ্বচরিত্র। দ্বিতীয় অংশে রামই প্রধান চরিত্র, পার্শ্বচরিত্র দশরথ ও কুশ। শেষের দিকের রাজগণ আমাদের কাছে অপ্রসিদ্ধ।

রঘুবংশের কাব্যসৌন্দর্য : আজন্মশুদ্ধ রঘুরাজগণের ধর্মানুমোদিত জীবনধারায় **ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ** প্রথমসর্গের বর্ণনার মধ্যে কেমন প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়সর্গে নন্দিনী-পরিচর্যার দৃশ্যে দিলীপপত্নী সুদক্ষিণা অগ্রে চলিয়াছেন, মধ্যে নন্দিনী, এবং পশ্চাতে রাজা। ধেনুটি যেন দিনরজনীর মধ্যবর্তিনী সন্ধ্যা—'তদন্তরে সা বিররাজ ধেনুর্দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা' (২.২০)। কী সুন্দর উপমা! চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়ে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নানা দেশ ও জনপদের চিত্ররূপ একের পর এক উদ্ভাসিত। পূর্ব সাগরের তালীবন-শ্যামল বেলাভূমি, বাংলার কলমধান্য-শোভা, কলিঙ্গ, উৎকল ও পাণ্ড্য দেশের সমৃদ্ধি, উত্তরভারতের বাহ্লীক, কম্বোজ এবং শেষ পর্যন্ত কামরূপ জনপদের বিবরণ প্রতিভাত। ত্রয়োদশ সর্গে রাবণবধের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পথে পুষ্পকরথ হইতে সীতাদেবীকে রামচন্দ্র দেখাইলেন আরও কত ভৌগোলিক চিত্রমালা। প্রথমেই দেখা গেল শরৎকালের ছায়াপথের মত প্রতীয়মান রামেশ্বর সেতুবন্ধ—নীল সমুদ্রকে যেন দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে। তাহার পরেই দূর হইতে লৌহচক্রের ন্যায় দৃশ্যমান নীলতমাল ও তালীবন-শ্যামল কলঙ্করেখার মত শোভিত সমুদ্রের বেলাভূমি।

> দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালী-বনরাজিনীলা।
> আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা। (১৩.১৫)

কালিদাসের কাব্যে প্রতিফলিত **ভৌগোলিক চেতনার প্রকাশ** ভারতবাসীর অন্তরে মমতাময় এক **গভীর ঐক্যবোধ** সঞ্চারিত করে।

ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর 'রঘুবংশের' অন্যতম উজ্জ্বল অংশ। এখানে দেখি ভারতের নানা জনপদ হইতে রাজন্যবৃন্দ আসিয়া সমবেত হইয়াছেন বিদর্ভনগরে।

দ্বারপালিকা সুনন্দা রাজগণের পরিচয় প্রসঙ্গে নানা দেশ ও জনপদের বর্ণনায় সুকৌশলে ভূগোল ও ইতিহাসবৃত্তের বিন্দুগুলিকে ছুঁইয়া যাইতেছেন। মানস-সরোবরের সমীরচঞ্চল তরঙ্গমালা যেমন রাজহংসীকে এক পদ্ম হইতে পদ্মান্তরে লইয়া যায়, সেইরূপ সুনন্দা রাজপুত্রী ইন্দুমতীকে নৃপ হইতে নৃপান্তরে লইয়া গেলেন —'সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীম্' (৬.২৬)। উপমাপটু কালিদাসের কী সুন্দর উপমা! এখানকার দীপশিখার আর একটি প্রসিদ্ধ উপমা প্রবাদবচনে পরিণত—

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ॥ (৬.৬৭)

রাজকন্যা ইন্দুমতী মালা হাতে করিয়া যে যে রাজার সম্মুখে যাইতেছেন, সেই সেই রাজার মুখখানি আশার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইন্দুমতী সেখান হইতে যেই সরিয়া যাইতেছেন, তখন সেই সেই রাজার মুখমণ্ডল বিষাদের অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। ইন্দুমতী যেন অন্ধকাররাত্রে রাজপথের এক সঞ্চারিণী দীপশিখা। সেই দীপশিখা সন্নিহিত হইলে পার্শ্ববর্তী অট্টালিকাগুলি ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হয় আবার উহা সরিয়া গেলেই সেই সব অট্টালিকা পরপর অন্ধকারে মিশিয়া মলিন হইয়া পড়ে। **উপমা কালিদাসস্য**—এই উক্তির ইহা সার্থক দৃষ্টান্ত।

চতুর্দশ সর্গের সীতাপরিত্যাগ অংশটি করুণরসের অনবদ্য সৃষ্টি। এই সর্গটিতে পাঠকের চিত্ত করুণায় বিগলিত হইয়া যায়। কবি যেন রামচন্দ্রের মুখে ভ্রাতাগণের উদ্দেশ্যে বলিতে গিয়া পাঠকদিগকেই বলিতেছেন—'করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া তোমরা আমার এই সর্গের বর্ণনায় বাধা দিও না'—'তদেষ সর্গঃ করুণার্দ্রচিত্তৈর্ন মে ভবদ্ভিঃ প্রতিষেধনীয়ঃ' (১৪ ৪২)। এই সর্গে লক্ষ্মণের মুখে রামের নিকট প্রেরিত সীতার বিনয়নম্র জিজ্ঞাসা সীতাচরিত্রের কী মহিমারই না অভিব্যক্তি!

কালিদাস কাব্যের সমালোচনা—কালিদাসের কাব্যগুলির প্রসঙ্গে উপরের আলোচনায় কাব্যশিল্পের ও ভাবব্যঞ্জনার দৃষ্টান্ত ও পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। কালিদাসের কাব্যপ্রতিভার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের পরিচয় দেওয়া স্বল্প পরিসরে সম্ভব নহে। তবে ইহা স্পষ্ট যে ভাষার কুশলতম প্রয়োগের ফলেই কালিদাসের শিল্পসিদ্ধি। সাহিত্যের শিল্পরূপ নির্ভর করে **প্রকাশভঙ্গির সৌষ্ঠবের** উপর—যাহা শব্দার্থে, ছন্দোমাধুর্যে, ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যে এবং বাক্যরীতিতে যথার্থ রমণীয় বলিয়া গণ্য। কালিদাসের প্রাঞ্জল, স্বচ্ছ ও ভাবানুগত রসসমৃদ্ধ বাক্‌প্রতিমা

অদ্বিতীয়। তাই কবি 'রঘুবংশে' 'বাগর্থাবিব' শ্লোকে বাক্যার্থবোধের শক্তিই প্রার্থনা করিয়াছেন। শব্দ ও অর্থালংকারের এমন সুসংহত প্রয়োগ অন্যত্র দুর্লভ। 'উপমা কালিদাসস্য'—কবির কাব্যের এই প্রশংসা তাৎপর্যপূর্ণ। উপমাই তো কাব্যরঙ্গমঞ্চের প্রধানা নর্তকী। কালিদাসের শব্দার্থের মধ্যে এমন ভাবদ্যোতনা আছে, এমন **ব্যঞ্জনা** আছে, যাহা অভিধাপ্রাপ্য বা প্রচলিত অর্থকে ছাড়াইয়া বহুদূরে গিয়া রসবোধ উদ্দীপিত করিয়াছে। তাঁহার বাক্‌প্রতিমা নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার ও অসামান্য কল্পনাশক্তির আলোকে উদ্ভাসিত। ইহার উপরে আছে রুচির ঐশ্বর্য, মার্জিত **রসবোধ,** ধর্মের উন্নয়নী প্রভাব এবং **সত্য ও সুন্দরের অমল অনুভূতি।** কালিদাস-কাব্যলোকের সৌন্দর্যমাধুর্যের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কালিদাস-পরবর্তী যুগ: কালিদাসের স্বভাব-সুন্দর সাবলীল রচনার ধারাটিকে পরবর্তী যুগ অব্যাহত ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। যুগের চাহিদা ও রুচির পরিবর্তনের ফলেই হউক, অথবা কালিদাসের অসামান্য প্রতিভার সমকক্ষতার অভাবেই হউক, পরবর্তী কাব্যকাহিনী অলঙ্কারসমৃদ্ধি বা মণ্ডনকলার ঐশ্বর্যের প্রতিই আগ্রহী হইয়া পড়ে। কাব্যগত আঙ্গিকের নিয়মরক্ষা ও সাজ-সজ্জার দিকেই লক্ষ্য পড়ে বেশী। ফলে **কৃত্রিমতার অনুপ্রবেশ** ঘটে। তবুও **ভারবির কিরাতার্জুনীয়,** ভট্টির **ভট্টি-কাব্য** (বা রাবণবধ), কুমারদাসের **জানকীহরণ, মাঘের শিশুপালবধ** এবং **শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত** নিজ নিজ মহিমায় মণ্ডিত এবং এই কবিবৃন্দও যথেষ্ট নাম করিয়াছেন সত্য। নিম্নের উক্তিটি লক্ষণীয়:—

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥

ইহাদের বিবরণ পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত বলিয়া এই অধ্যায়ের এখানেই শেষ করিতে হইল।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত কর।

২। অশ্বঘোষের কাল এবং রচনাবলী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। কালিদাসের আবির্ভাবকাল আলোচনা কর।

৪। কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের বিষয়বস্তু ও কাব্যসৌন্দর্য আলোচনা কর।

৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও: বুদ্ধচরিত, ঋতুসংহার, সৌন্দরনন্দ, শারিপুত্রপ্রকরণ

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

॥ নাট্যসাহিত্য ॥

নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি: সংস্কৃতে নাট্যসাহিত্যের বা দৃশ্য কাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস রহস্যমণ্ডিত। উহা লইয়া নানা বাগ্‌বিতণ্ডা আছে। কোন কোন মতে হয়তো কিছুটা সত্য নিহিত আছে, কিন্তু সর্বাংশে সত্য এমন কোন সর্বগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই।

ভরতমুনির **নাট্যশাস্ত্র** নাট্যকলার প্রাচীনতম গ্রন্থ। আনুমানিক তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে উহা রচিত হয়। উহার মতে ব্রহ্মা ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্যাংশ, সামবেদ হইতে গীত, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া নাট্য রচনা করেন। সর্ববর্ণের লোকের চিত্তবিনোদনের জন্য ইহা পঞ্চম বেদরূপে কল্পিত হয়।

জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি ॥ (নাট্যশাস্ত্র ১.১৭)

আরও বলা হইয়াছে শিবের তাণ্ডব এবং পার্বতীর লাস্য নৃত্যের দান ইহাতে আছে। স্বর্গলোকে ভরতের নির্দেশে ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে 'অমৃতমন্থন' এবং 'ত্রিপুরদাহ' নাটক অভিনীত হয়। স্বর্গের অভিনয় কালে মর্ত্যলোকে প্রচারিত হয়।

কেহ কেহ মনে করেন ঋগ্বেদের সংবাদ-সূক্তগুলি (Dialogue hymns) নাট্যসাহিত্যের অগ্রদূত। সূক্তগুলি কথোপকথন আকারের। ঋগ্বেদে যম-যমী, পুরূরবাউর্বশী, পণি-সরমা—এই রকম প্রায় বিশটি সূক্ত দেখা দেয়। সূক্তগুলি যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে প্রযুক্ত হইলেও বস্তুতঃ উহাদের মধ্যে নাট্য বা দৃশ্য কাব্যের বীজ নিহিত আছে। ইহা **ওল্ডেনবের্গ্**-এর বিশিষ্ট মত। বৈদিক যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে মহাব্রত বা সোমক্রয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে ছোটখাট অভিনয়ের মত অনুষ্ঠান করা হইত। উহাতেও নাটকের মূল আছে মনে হয়। অধ্যাপক **কীথ** ইহা সমর্থন করেন।

পিশেল্ (Pischel) পুতুলনাচকে নাটকের মূল বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার মতে নাটকের 'সূত্রধার', 'স্থাপক' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে উহার ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু এই সামান্য পুতুলনাচ হইতে রসভাব-সঞ্চারী নাটকের উৎপত্তি মানিতে গেলে যুক্তির সারবত্তা থাকে না। বরং বলা যায়—নাটক হইতেই পুতুলনাচের

উৎপত্তি। তাই কেহ কেহ বলেন—মানুষের মনে বৎসরের কোন কোন সময়ে ঋতুর আবর্তনে, যেমন বসন্তকালে, পুলক জাগে, তখন স্ত্রীপুরুষরা সমবেতভাবে লোকনৃত্য করে—উহা হইতেই নাটকের উদ্ভব। আবার 'ছায়ারূপক' যে নাটকের মূল—এই মত স্বীকার করেন অধ্যাপক **লুডার্স** ও **স্টেন কনো** (Stein Konow)। মহাভারতে 'শৌভিক' পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহাদের মতে ছায়ারূপের বা মূক অভিনয়ের বিবরণ ঘোষণা করাই ছিল শৌভিকের কাজ। সংস্কৃতে নাট্যকাব্যের সাধারণ নাম **রূপক,** নাটক নানাবিধ রূপকের একটা প্রকারবিশেষ। এই রূপক সংজ্ঞাটিও নাকি ছায়ামূল অভিনয়ের সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এই মত অধ্যাপক কীথ বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। ছায়ারূপকের প্রাচীনতার কোন প্রমাণ নাই।

ডক্টর **রিজ্‌ওয়ে** (Ridgeway) বলেন মানুষ মরিয়া গেলে প্রয়াত মানুষটির জন্য লোকে যে কান্নাকাটি করিয়া হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিত, উহা হইতেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতের ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকৃত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন বীরপূজার প্রথা হইতে নাটকের উৎপত্তি। 'রামলীলা', 'কৃষ্ণলীলা' প্রভৃতি অভিনয় ইহার মূলে।

হিল্লিব্রাণ্ডৎ (Hillebrandt)-এর মতে ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে নাটকের বীজ নিহিত আছে সত্য, কিন্তু উহার প্রকৃত মূল নিহিত রহিয়াছে মানুষের জীবনযাত্রার স্তরে। রসবোধ ও আনন্দানুভূতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি হইতেই লীলাযাত্রাগুলির আবির্ভাব। তবে মনে রাখিতে হইবে ভারতবর্ষের প্রাচীন যাত্রা উৎসব প্রায়ই রাম, কৃষ্ণ, বা ধর্মীয় ঘটনার সহিত জড়িত।

বেবার্ (Weber) প্রথম বলেন যে ভারতের নাট্যসাহিত্যের উপরে **গ্রীক প্রভাবের** পরিচয় আছে। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর হইতে গ্রীক-সংস্কৃতির সহিত পাঞ্জাব ও গুজরাটের রাজগণের যোগাযোগ হয়। ফলে গ্রীক প্রভাবে নাট্যসাহিত্যের পুষ্টি হয়। **ভিণ্ডিশ্** (Windisch) এই মতের বিশেষ সমর্থক। সংস্কৃত নাটকে 'যবনী'ও 'যবনিকা'—শব্দ দুইটির যে ব্যবহার দেখা যায়, উহা গ্রীকপ্রভাবের ফল। কিন্তু গ্রীক নাটকে 'যবনিকার' বা 'যবনী' দেহরক্ষিণীর প্রচলনই ছিল না। বরং বিদেশীয় পণ্যবস্ত্রের তৈরী পর্দা—সম্ভবতঃ উহা বুঝাইতেই যবনিকার উল্লেখ হইত। ভারতের রাজারা গ্রীক সুন্দরীগণকে দেহরক্ষার কাজে নিযুক্ত করিতে ভালবাসিতেন। কাজেই ঐ দুই শব্দের অস্তিত্ব হইতেই গ্রীকপ্রভাব স্বীকার করা উচিত নহে—ইহাই বিরোধীদের মত। গ্রীক নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের উপযোগী অভিজ্ঞান বা স্মারক-চিহ্ন—এমন অনেক বিষয়ে

মিল দেখা গেলেও ঐগুলি গ্রীকের নিকট হইতে ভারতের ঋণের প্রমাণ দেয় না। **লেভি** সেই ঋণ অস্বীকারই করিয়াছেন। একই অবস্থায় দুই বিভিন্ন দেশে একই ধরণের রীতিনীতির প্রবর্তন হইতে বাধা নাই। রামায়ণেও রাম হনুমানকে অঙ্গুরীয়ক দেন সীতার সহিত পরিচয়ের জন্য। মোট কথা গ্রীকসংস্কৃতির প্রভাব ভারতের নাট্যসাহিত্যে যদি বা কিছু পড়িয়াও থাকে, উহাতে সংস্কৃত নাটকের মৌলিকতা ক্ষুন্ন হয় না। কারণ পূর্ব হইতেই যে সংস্কৃত নাটকের ধারা প্রচলিত ছিল, 'কুশীলব', 'শৈলূষ' ও 'নট' প্রভৃতি প্রাচীন পদের ব্যবহার হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তের উৎসমুখে যে ধারার আরম্ভ হইয়াছিল, সেই ধারায় ক্রমে রসভাবনার প্রসারবশতঃ ভারতবর্ষের দৃশ্যকাব্যের অঙ্গনে স্বাভাবিক ভাবেই নাটকের বিকাশ ও উন্নতি হইয়াছে। ভরতের '**নাট্যশাস্ত্রের**' পশ্চাতে যুগব্যাপ্ত নাট্যকলার ইতিহাস আছে—ইহা অবশ্যই অনুমানসিদ্ধ।

অবশ্য ভারতবর্ষে নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব ঠিক কিভাবে এবং কেমন করিয়া হয়—উহার রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। তবে ইহা ঠিক যে অতি প্রাচীনকালেই ভারতের অনুকূল পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই উহার বীজ অঙ্কুরিত হয়। **পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে** (৪.৩.১১০) নটসূত্রের উল্লেখ আছে। **কৌটিল্যের** '**অর্থশাস্ত্রে**' কুশীলব পদের উল্লেখ আছে। **পতঞ্জলির মহাভাষ্যে** (৩.১.২৬) **কংসবধ ও বলিবন্ধ**—এই দুই দৃশ্য কাব্যের উল্লেখ আছে। মহাভারতের **হরিবংশে** রামায়ণ নাটক অভিনয়ের স্পষ্ট বিবরণ আছে। **মালবিকাগ্নিমিত্রে** ভাসের নামের সহিত সৌমিল্ল ও কবিপুত্র নামক আরও দুই নাট্যকারের উল্লেখ আছে। কালিদাসের পূর্ববর্তী দুই নাট্যকার সুপ্রসিদ্ধ **অশ্বঘোষ** এবং **ভাস**। অশ্বঘোষের **শারিপুত্র-প্রকরণ** সম্বন্ধে পূর্ব অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি। অশ্বঘোষের এই নাট্যকাব্য ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লূডার্স্ আবিষ্কার করেন। ইহার 'প্রকরণ' নাম হইতে জানা যায় যে নাট্যের ক্ষেত্রে ইহার পশ্চাতে বিশেষ ঐতিহ্য আছে। কারণ 'প্রকরণ' দৃশ্যকাব্যের এক প্রকারবিশেষ।

নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' প্রথম বিবৃত হয়। আনন্দরস আস্বাদনই নাট্যকাব্যের উদ্দিষ্ট ফল। নাট্যে রস, ভাব ও জীবন-বৃত্তের প্রতিফলন হয়। 'লোকবৃত্তানুকরণম্ নাট্যম্'। রূপ আরোপ করা হয় বলিয়া ইহার আর এক নাম রূপক—'রূপারোপাত্তু রূপকম্' (সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ অধ্যায়)। রস ও বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে 'সন্ধি' ও নানা রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উহাও নাট্যগত প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রমাণ।

॥ ভাস ॥

ভাসের নাটকচক্রের আবিষ্কার : কালিদাস-পূর্ব নাট্যকারের মধ্যে ভাস অন্যতম। **কালিদাস** তাঁহার 'মালাবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে প্রথিতযশা ভাসের নাম করিয়াছেন। কবি **বাণভট্টও** ভাস-নাটকচক্রের প্রসিদ্ধির কথা বলিয়াছেন।

সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।

সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব ॥ (হর্ষচরিত)

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত ভাসকে আমরা ভাস্বর নামমাত্রেই জানিতাম। ইহার রচিত কেবল **স্বপ্নবাসবদত্তই** আলঙ্কারিকদের কাছে প্রসিদ্ধি পায়। ১৯০৯ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পণ্ডিত **টি. গণপতি** শাস্ত্রী দক্ষিণ ভারতে কেরল অঞ্চলে তেরটি নাট্যগ্রন্থ পান। এই আবিষ্কার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক অদ্ভুত ঘটনা। তিনি ঐগুলি প্রকাশ করেন এবং নানা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে স্থির করেন যে এইগুলিই সব লুপ্ত ভাসনাটকচক্রের গৌরবময় নিদর্শন।

ভাসসমস্যা : কালক্রমে ভাসকে কেন্দ্র করিয়া এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। কেরলে আবিষ্কৃত পুঁথিগুলি ঠিক ভাসের লেখা কিনা - ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বাদবিতণ্ডার ঝড় উঠে। এক পক্ষের যুক্তি—ঐগুলি যথার্থই ভাসের লেখা। এই পক্ষে আছেন কীথ্, টমাস, পরাঞ্জপে, দেবধর প্রভৃতি। অপর পক্ষের মত যে এইগুলি প্রকৃত ভাসের লেখা নয়। উহাদের দিকে আছেন বার্ণেট, জনস্টন, পিসারোতি ইত্যাদি

ভাসই যে সেই নাটকগুলির রচয়িতা উহার অনুকূলে প্রধান **যুক্তি দুইটি :—** (১) উহাদের বাগ্‌ভঙ্গি, নাট্যকলা, ভাব, ভাষা ও রচনাশৈলী একই ধরণের। (২) **'স্বপ্নবাসবদত্ত'** নামে খ্যাত ভাসনাটকের সহিত অধুনা-আবিষ্কৃত নাটক-গুচ্ছের 'স্বপ্নবাসবদত্ত' নাটকটির অনেকাংশে মিল আছে। অতএব সজাতীয় এই সব নাটকগুলি একই কবি ভাসের লেখা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়।

উপরের ঐ যুক্তিগুলির সমর্থনে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাদৃশ্যেরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইল :—(ক) এখানে কবির নামের কোন উল্লেখ নাই। (খ) কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নাটকগুলিতে প্রথমেই নান্দীশ্লোক এবং পরে সূত্রধারের প্রবেশ দেখা যায়। কিন্তু এখানে সব নাটকগুলিতে প্রথমেই নির্দেশ—'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।' মনে হয় নান্দী পূর্বেই রঙ্গগৃহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার পরে সূত্রধারের প্রবেশ। (গ) দ্ব্যর্থক প্রারম্ভশ্লোকে প্রায়ই মুদ্রালঙ্কার প্রয়োগে নাটকীয় পাত্রপাত্রীর ইঙ্গিত আছে। (ঘ) 'প্রস্তাবনা' স্থলে 'স্থাপনার' নির্দেশ। (ঙ) নাট্য-

শেষে 'ভরতবাক্য' প্রায় একই প্রকার—'রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ'—এই ধরণের। (চ) নাটকীয় টেকনিক্ পতাকা ও পতাকাস্থানের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। (ছ) দৃশ্যমধ্যে যুদ্ধ, মৃত্যু প্রভৃতির অবতারণা। (জ) একই ধরণের বাক্যবিন্যাস :—'কঃ ক্রমঃ' 'কিং বক্ষ্যতীতি হৃদয়ম্' ইত্যাদি। (ঝ) প্রাকৃত ও অপাণিনীয় প্রয়োগ একই রীতির—যেমন দ্রক্ষ্যতে, সর্বরাজ্ঞঃ, গচ্ছিঅ, করিঅ।

'সূত্রধারকৃতারম্ভৈঃ' শ্লোকে **বাণভট্ট** ভাসের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন, যেমন বহু চরিত্রের সমাবেশ, পতাকা প্রভৃতি—সেগুলি এই সব নাটকে স্পষ্ট। ভাসের একাধিক নাটকের মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্ত' যে উচ্চ গৌরবের অধিকারী **রাজশেখরের** নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি উহার প্রমাণ :

> ভাসনাটকচক্রেঽপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
> স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥

এই সব প্রমাণবলে নবাবিষ্কৃত নাটকগুলিকে ভাসের রচনা বলা হয়।

বিরোধী পণ্ডিতগণের যুক্তি এইরূপ :-(১) 'নান্দী অন্তে'—এই তথাকথিত প্রাচীন রীতি শূদ্রকের **পদ্মপ্রাভৃতক** এবং বিজ্জকার **কৌমুদীমহোৎসবেও** দেখা যায়। (২) 'স্বপ্নবাসবদত্তের' যে সব উদ্ধৃতি অন্যত্র পাওয়া যায়, অধুনাপ্রাপ্ত 'স্বপ্ননাটকে' উহা সর্বাংশে মিলে না। (৩) বাণভট্টের শ্লোকে দেবমন্দিরের সহিত ভাসের নাটকগুলির সাধারণভাবে তুলনা করা হইয়াছে মাত্র। উহাতে নাট্যরীতির সঙ্কেত আছে বলা যায় না। (৪) এগুলি সম্ভবতঃ কেরল অঞ্চলের চক্কিয়ার নামক ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায়ের লেখা।

সুকৃঠঙ্কর এবং ভিন্তারনিৎস্ মধ্যপথ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যতদিন পর্যন্ত অন্য কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না যায়, ততদিন পর্যন্ত এই আবিষ্কৃত পুঁথিগুলিকে ভাসের লেখা বলিয়া মানিয়া লইতে আপত্তি নাই। অভিনয়োপযোগী সংস্কারসত্ত্বেও এইগুলিকে ভাসের লেখা বলিতে বাধা নাই।

ভাসের কালনির্ণয় : ভাস অবশ্যই কালিদাস, দণ্ডী ও বাণভট্টের পূর্ববর্তী। উদয়ন, প্রদ্যোত প্রভৃতি নাটকীয় চরিত্রের ঐতিহাসিক কাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। ভাসের 'প্রতিজ্ঞা' (৪.২) নাটকের যুদ্ধসঙ্গীত কৌটিল্যের **অর্থ-শাস্ত্রেও** (১০.৩) দেখা যায়। ডক্টর পুসলকরের মতে ভাস খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কবি। কিন্তু কীথের মতে ইনি ৩০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী। কেহ কেহ বলেন তিনি উত্তর ভারতের কবি। উগ্রসেন-মহাপদ্মের রাজসভার সহিত ইনি যুক্ত ছিলেন।

ভাসের নাটকচক্র : ভাসের নাটকগুলির উপজীব্য বিষয়বস্তুর দিক হইতে উহাদিগকে চারিশ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

(১) **রামায়ণ-মূলক**—'প্রতিমা' ও 'অভিষেক' নাটক।

(২) **মহাভারত-মূলক**—দূতবাক্য, কর্ণভার, দূতঘটোৎকচ, মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র, উরুভঙ্গ, বালচরিত (মহাভারতের হরিবংশ বা পুরাণ অবলম্বনে)।

(৩) **ঐতিহাসিক** বা **বৃহৎকথামূলক:** স্বপ্নবাসবদত্ত, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ।

(৪) **কথামূলক** বা **অজ্ঞাতমূলক**—অবিমারক, চারুদত্ত।

প্রতিমা : রামায়ণ-নাটকের মধ্যে সাত অঙ্কের 'প্রতিমানাটক' সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে রামের বনগমন হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণবধ অন্তে সীতাসহ অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনার সমাবেশ আছে। মাতুলালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত ভরত প্রতিমাগৃহে রক্ষিত মৃত পিতার মূর্তি দেখিয়াই পিতার মৃত্যুর কথা জানিতে পারেন। প্রতিমাগৃহের কল্পনাটি ভাসের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়।

অভিষেক : অভিষেক নাটক ছয় অঙ্কের। বালিবধ ও সুগ্রীবের অভিষেক হইতে নাটকটির সূত্রপাত। সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও রামের অভিষেক সমাপ্তি।

দূতবাক্য : মহাভারত অবলম্বনে 'পঞ্চরাত্র' ছাড়া আর সব নাটকই একাঙ্ক। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হইয়া দুর্যোধনের সভায় পাণ্ডবদের জন্য রাজ্যভাগ দাবী করেন। দুর্যোধন সূচ্যগ্র ভূমিও দিবেন না জানাইলেন, তিনি কৃষ্ণকে বন্দী করিতে চাহেন। ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে কৃষ্ণের কোপ প্রশমিত হয়।

কর্ণভার : অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কর্ণ রথে গমনোদ্যত। ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ফলে কর্ণ তাঁহার কানের কুণ্ডল ও অব্যর্থ কবচ দান করেন। সারথি শল্যের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি উহা শত্রুর হাতে তুলিয়া দিলেন। দানের ফল অক্ষয়—ইহাই ছিল দানবীর কর্ণের বিশ্বাস।

দূতঘটোৎকচ : অন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত। অর্জুন শাস্তি দিবার জন্য উদ্যত। তাই ঘটোৎকচ কৌরবসভায় শান্তির প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত। অপমানিত ঘটোৎকচ ধৃতরাষ্ট্রের কথায় শান্ত হন।

মধ্যমব্যায়োগ : মাতা হিড়িম্বার আহারের জন্য পুত্র ঘটোৎকচ এক ব্রাহ্মণপরিবারের পুত্রকে আনিতে যায়। ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র সম্মত হয়। মধ্যম পাণ্ডব ভীম সেখানে ছিলেন। 'মধ্যম'—এই মর্মে ঘটোৎকচের ডাক শুনিয়া ভীম ব্রাহ্মণপুত্রের পরিবর্তে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ঘটোৎকচ সম্মত হয় না। পরস্পর যুদ্ধের পর ভীম স্বেচ্ছায় তাহার সঙ্গে গেলে স্ত্রীপুত্রের সহিত মিলিত হন।

পঞ্চরাত্র : ইহা তিন অঙ্কে লিখিত 'সমবকার' শ্রেণীর দৃশ্য কাব্য। দুর্যোধন যজ্ঞ শেষে আচার্য দ্রোণকে দক্ষিণা দিতে চাহিলেন। দ্রোণ পাণ্ডবদিগের জন্য রাজ্যার্ধ প্রার্থনা করেন। পাঁচ রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ আনিতে পারিলে তবেই দুর্যোধন রাজ্যার্ধ দিবেন—শকুনি এই শর্ত যোজনা করেন। সংবাদ আসিল যে শুধু বাহুবলে কে যেন কীচককে বধ করিয়াছে। সেই হেতু বিরাটরাজ দুর্যোধনের যজ্ঞে অনুপস্থিত। ভীষ্ম বুঝিলেন ভীমের কাজ। ভীষ্মের উপদেশে কৌরবগণ বিরাটরাজের বিরুদ্ধে গোহরণ-যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুদ্ধে পাণ্ডবদের খোঁজ প্রকাশ পাওয়ায় দুর্যোধন তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। ইহাই নাটকের বিষয়বস্তু। দুর্যোধনের যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্রোণের কথায় রাজ্যার্ধ দান—ইহা ভাসের সংযোজন।

উরুভঙ্গ : কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের শেষদিনে গদাযুদ্ধে ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের উরুভঙ্গ —ইহাই নাটকের ঘটনা। দুর্যোধনের বেদনা ও অনুতাপের মধ্যেই নাটকটির সমাপ্তি। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাই একটি মাত্র দুঃখান্তক নাটক (Tragedy)।

বালচরিত : রাত্রির ঘোর অন্ধকারে বসুদেব নবজাত শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা পার হইয়া নন্দগোপের গৃহে রাখিয়া আসেন। এদিকে কংস দেবকীর পুত্রের হাতে নিধনের ভয়ে দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাল কাটাইতেছেন। শত্রুর বধোদ্দেশ্যে কংসের সভায় মল্লযুদ্ধে আহুত শ্রীকৃষ্ণ পক্ষান্তরে কংসকেই মারিয়া ফেলেন।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ : ইহা চার অঙ্কের নাটক। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন সঙ্গীতে ও হস্তীর শিকারে দক্ষ। প্রদ্যোত-মহাসেন উদয়নকে বন্দী করেন এবং তাঁহার কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গীতশিক্ষার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া রাখেন। যৌগন্ধরায়ণ প্রভু উদয়নকে মুক্ত করেন, এবং বাসবদত্তার সহিত উদয়নের বিবাহ হয়।

স্বপ্নবাসবদত্ত : 'প্রতিজ্ঞা' নাটকের ইহা উপসংহার। ইহা ছয় অঙ্কের নাটক। উদয়নের রাজ্য শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বিচক্ষণ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ শত্রুদমন উদ্দেশ্যে মগধের রাজশক্তির সহিত আত্মীয়তার জন্য উদয়নের বিবাহ ঘটাইতে চাহেন। বাসবদত্তার সম্মতি লইয়া বাসবদত্তা যে অগ্নিদাহে মৃত—এই সংবাদ রটনা করিয়া তিনি মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। বাসবদত্তা যে তাঁহার ভগ্নী—এই পরিচয় দিয়া তিনি গোপনে তাঁহাকে পদ্মাবতীর কাছেই রাখিয়া দেয়। শেষে বাসবদত্তারও পরিচয় প্রকাশ পায়।

অবিমারক : অবিমারক ছয় অঙ্কের নাটক। অবিমারক সৌবীর রাজপুত্র। অভিশপ্ত হইয়া নীচজাতির ন্যায় বাস করিত। যুবক ছদ্মবেশে

রাজকন্যা কুরঙ্গীর সহিত মিলিত হয়। শেষে অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া উভয়ের বিবাহ হয়।

চারুদত্ত : ইহা চার অঙ্কে লিখিত অসমাপ্ত নাটক। দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও নটী বসন্তসেনার প্রেমকাহিনী। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' সম্ভবতঃ ইহারই অবলম্বনে রচিত, অথবা এমনও হইতে পারে যে 'মৃচ্ছকটিক' ইহার পূর্ববর্তী।

ভাসের নাট্যপ্রতিভার সমালোচনা : ভাস তাঁহার নাট্যগ্রন্থগুলিতে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ইতিবৃত্তের মূল উপাদান-সমূহকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কল্পনার রঙে ও রসে নাট্যপ্রতিভার যাদুস্পর্শে তিনি উহাদিগকে নূতন করিয়া তুলিয়াছেন। 'পঞ্চরাত্র', 'মধ্যমব্যায়োগ' ও 'দূত-ঘটোৎকচের' মূল উপজীব্য খুব অল্পই। বৃত্তকল্পনার আগ্রহে নূতন সংযোজনই বেশী। আবার বৃত্তস্থাপনের ক্ষেত্রেও তাঁহার নাট্যকলার উৎকর্ষ লক্ষণীয়। ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণ, ভীম, দুর্যোধন সব যেন জীবন্ত এবং অভিনব বেশে উপস্থিত। ভাসের নাটকগুলি তাঁহার **বিচিত্রতাময়ী প্রতিভার** উৎকৃষ্ট নিদর্শন। নানা গল্পের নাট্যপুষ্পে তিনি নানাবর্ণের দৃশ্যকাব্যের ডালি সাজাইয়াছেন। কথাসংলাপের ভাষার এমন **সহজ সরল ভঙ্গি** অন্যত্র দুর্লভ—সাবলীল অথচ বলিষ্ঠ। কি গদ্য, কি পদ্য, উভয়বিধ রচনাই অতিস্বচ্ছ, স্পষ্ট ও আড়ম্বরবর্জিত। পদ্যবন্ধেও কথা-সংলাপের সহজ ভঙ্গিটুকু অম্লান রহিয়াছে। ভাস এপিক রীতির অনুসরণ করিয়াই বাগ্‌বিস্তারে মন দেন নাই। উচ্ছ্বাসের আবেগে বর্ণনার বিস্তার, কিংবা পাণ্ডিত্য-প্রকাশে শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের আতিশয্য কোথাও নাই। ভাষা কৃত্রিমতার ভারে আক্রান্ত নহে, বরং **বাস্তবতার স্পর্শে** যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। ভাসের ভাষার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় সংস্কৃত বুঝি বা তখন কথ্য ভাষারূপেই প্রচলিত ছিল। অভিনয়ের উপযোগী **ঘটনার গতিবেগ** ভাসের নাটকচক্রের একটা বিশিষ্ট গুণ। কালিদাস-ভবভূতির মত ভাসের নাটকে কাব্যগুণের তত উৎকর্ষ না থাকিলেও নাটকীয়তার দিক হইতে ভাসনাটকগুলি উচ্চপ্রশংসিত। ভিন্তার্‌নিৎসের মতে ভাসের নাটকগুলি **"are all very dramatic full of life and action."** একাঙ্ক নাটকগুলি আধুনিক একাঙ্ক নাটকের সহিত তুলনীয়। নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত, কৌতুক ও কৌতুহলের পরিপাটি এবং ঘটনার বিন্যাসক্রম নাটকগুলিকে আস্বাদনীয় করিয়াছে সন্দেহ নাই। এপিকের দৃষ্টান্তে অনুষ্টুপ্‌ছন্দের ব্যবহারই বেশী। বংশস্থবিল, পুষ্পিতাগ্রা, বসন্ততিলক, উপজাতি প্রভৃতি সহজ

ছন্দের প্রয়োগ সমধিক। তবে ভাবের গাম্ভীর্যবশতঃ স্রগ্‌ধরা বা শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দেরও ব্যবহার দেখা যায়।

নাটকীয় **চরিত্রচিত্রণে** ভাস সিদ্ধহস্ত। কেমন **স্বল্পকথার প্রকাশে** উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই ধরা পড়ে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যে না যায়, তাহা নহে। বাসবদত্তার মনের দ্বন্দ্ব অথচ পতির জন্য আত্মত্যাগ, 'প্রতিমানাটকে' ভরতের হৃদয়বেদনা, রামসীতার মত দেবচরিত্রেও মানবোচিত গুণের সমাবেশ, 'ঊরুভঙ্গে' দুর্যোধনের অনুতাপ, 'পঞ্চরাত্রে' শকুনির পরশ্রীকাতর নিষ্করুণ ব্যক্তিচরিত্র,—এমন কত দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। বিপরীতধর্মী দুই চরিত্রের সমাবেশ বিশেষ লক্ষণীয়। 'দূতবাক্যে' শ্রীকৃষ্ণের মহিমার পার্শ্বে দুর্যোধনের কদর্যতা, 'কর্ণভার' নাটকে ইন্দ্রের ছলনার পার্শ্বে দাতা কর্ণের মহত্ত্বের গৌরব,—এই সব উদাহরণ উল্লেখের দাবী করে। বীর, হাস্য, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি রসের অবতারণায় নানা চমৎকারিতা লক্ষণীয়। ভাসের **পরিহাস-কুশলতা** দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করে। 'অনর্ঘরাঘবের, কবি **জয়দেব** ভাসকে কবিকুলহাস বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশাসনের প্রতি ভাসের অবিচলিত শ্রদ্ধার পরিচয় পাই। **অর্থবহ সুভাষিতও** বিশেষ উপভোগ্য—'হতেষু দেহেষু গুণা ধরন্তে' (কর্ণভার), 'অকারণং রূপমকারণং কুলং মহৎসু নীচেষু চ কর্ম শোভতে' (পঞ্চরাত্র), 'মাতা কিল মনুষ্যাণাং দৈবতানাং চ দৈবতম্' (মধ্যমব্যায়োগ), 'ভর্তৃনাথা হি নার্যঃ' (প্রতিমা), 'চক্রারপঙ্‌ক্তিরিব ভাগ্যপঙ্‌ক্তিঃ' (স্বপ্নবাসবদত্ত)। মহাকবি **কালিদাস** পূর্বসূরি হিসাবে প্রথিতযশা ভাসের নাম উল্লেখে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাই জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ কোন কোন স্থানে কালিদাসের উপর ভাসের স্পষ্ট প্রভাবই দেখা যায়। তুলনীয় দৃষ্টান্ত যথা—'সর্বশোভনীয়ং সুরূপং নাম' (প্রতিমা), 'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্‌ (শকুন্তলা); 'অহো ভবিতব্যস্য প্রভাবঃ' (অবিমারক), 'অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র' (শকুন্তলা)। অবশ্য বাচনভঙ্গীর ঔচিত্যে, কাব্যশিল্পের চারুতায় এবং ভাবের প্রগাঢ়তায় কালিদাসের নাটক অতুলনীয়। লেখকের সম্পাদিত 'পঞ্চরাত্রের' ভূমিকায় ভাস ও কালিদাসের তুলনামূলক আলোচনায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। অবশ্য কথাসংলাপের সরল ভঙ্গীতে, নাটকীয় গতিবেগের সার্থকতায় এবং ভাবের সরলতায় ভাসের নাটকগুলি সত্যই উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়।

॥ শূদ্রক ॥

শূদ্রকের বৈশিষ্ট্য : (শূদ্রক 'মৃচ্ছকটিক' এই একটি মাত্র নাট্যগ্রন্থ লিখিয়া অমর হইয়াছেন। সংস্কৃত নাটকের চত্বরে অভিজাত বা উপরতলার মানুষেরই বিচরণ দেখা যায়। সমাজের সাধারণ শ্রেণীর যে অগণিত মানুষ আছে, তাহাদের লইয়া নাটক রচনার দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু শূদ্রক ইহার ব্যতিক্রম। রঙীন কল্পনা ও ভাবাদর্শের গণ্ডীর বাহিরেও যে বাস্তব জীবন আছে, সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্খার বিচিত্র ঘটনা আছে, কবির প্রত্যয়ের মধ্যে সেগুলিকে প্রকাশ করা কম কথা নহে। গতানুগতিক সেই পথের বাহিরে কবি পদক্ষেপ করিয়া যেমন সাহস ও উদার সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি কৃতিত্বেরও স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। নাটকটিতে বহুবিধ চরিত্রের সমাবেশ লক্ষণীয়। শৌরসেনী, মাগধী এবং আরও নানা প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়—টীকাকার পৃথ্বীধর ইহার আলোচনা করিয়াছেন।)

কবিপরিচিতি : 'মৃচ্ছকটিক' কবির জীবনী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করিয়াছে। শূদ্রক ছিলেন ব্রাহ্মণ, অশ্ম দেশের অধিবাসী। স্বাতী নামে তাঁহার এক বাল্যবন্ধু ছিলেন। শূদ্রক পরে উজ্জয়িনীর রাজপদ অধিকার করেন। 'স্কন্দপুরাণে' শূদ্রক অন্ধ্রবংশীয় রাজা। পার্জিটারের মতে অন্ধ্রবংশের নৃপতিগণের রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৫—২৩০। বাণভট্টের কাহিনীতে শূদ্রক বিদিশার অধিপতি। 'রাজতরঙ্গিণীর' বর্ণনায় ইনি বিক্রমাদিত্যের পূর্ববর্তী রাজা। **বামন** তাঁহার অলঙ্কারশাস্ত্রে শূদ্রকের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'কথাসরিৎসাগরে' শূদ্রক শোভাবতীর রাজা। শূদ্রক—এই পৌরাণিক নামে কত পরিচয়ই না দেখা যায়। **ষ্টেন কনো** মনে করেন যে আভীররাজ শিবদত্তই শূদ্রক। সম্ভবতঃ ২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অন্ধ্ররাজত্ব ধ্বংস করিয়া চেদি অব্দ প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠান নামক স্থানে রাজত্ব স্থাপন করেন। ডক্টর জলির মতে মৃচ্ছকটিকে' বিচারব্যবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায়, ষষ্ঠ শতাব্দীর স্মৃতিশাস্ত্রের বিবরণের সঙ্গে উহার মিল আছে। 'মৃচ্ছকটিকে' চতুর্থ অঙ্কে জ্যোতিষবিষয়ক যে বিবরণ দেখা যায়, উহাতে ইয়াকোবি চতুর্থ শতকের ইঙ্গিত পান। গণিকার সামাজিক মর্যাদা বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রের' কথা মনে করাইয়া দেয়। অনেকে মনে করেন শূদ্রক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রাজত্ব করিতেন। পরে অন্য কেহও 'মৃচ্ছকটিক' রচনা করিয়া শূদ্রকের নামে প্রচলিত করিতে পারেন। নাটকটি ভাসের লেখা 'চারুদত্ত' অবলম্বনে বর্ধিত রূপ—**কীথ** ইহা মনে করেন।

মৃচ্ছকটিক : মৃচ্ছকটিক দশ অঙ্কে রচিত প্রকরণ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য। বণিক্ ব্রাহ্মণ চারুদত্ত দরিদ্র অবস্থায় নীত হন। ইনিই নায়ক। গুণবতী বসন্তসেনা নায়িকা। নাট্যকারের ভাষায়—

অবন্তিপুর্য্যাং দ্বিজ-সার্থবাহো যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য বসন্তশোভেব বসন্তসেনা ॥

রাজা পালকের শ্যালক শকার বসন্তসেনার প্রতি আসক্ত, তিনি একদিন বসন্তসেনার অনুসরণ করেন। বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় লয়, তাহার গহনা চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রাখিয়া যায়। বসন্তসেনার প্রভাবে সংবাহক জুয়াখেলার অভ্যাস পর্যন্ত ত্যাগ করে। দরিদ্র শর্বিলক বসন্তসেনার দাসী মদনিকাকে বিবাহ করিতে চাহে। সে চারুদত্তের গৃহ হইতে অলঙ্কার চুরি করে এবং সেই অলঙ্কার বসন্তসেনাকে দিয়া দাসীবৃত্তি হইতে মদনিকাকে মুক্ত করে। শর্বিলক মদনিকাকে বিবাহ করে। কিন্তু যখন সে শোনে তাঁহার বন্ধু আর্যককে পালক বন্দী করিয়াছে, তখনই নবোঢ়া পত্নীকে ছাড়িয়া বন্ধুর সাহায্যে ছুটিয়া যায়। চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা গহনাচুরির ক্ষতিপূরণে তাঁহার রত্নাবলী বসন্তসেনাকে পাঠাইয়া দেন। দরিদ্রের গৃহিণীর মহত্বটুকু লক্ষণীয়। বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে গিয়া অলঙ্কার ফিরাইয়া দেয়। সেই রাত্রিতে বর্ষা ছিল। বসন্তসেনা সেখানেই রাত্রিবাস করে। চারুদত্তের পুত্র মাটির গাড়ী দেখিয়া সোনার গাড়ীর জন্য জিদ ধরে। মৃন্ময় শকট হইতেই নাটকটির নাম 'মৃচ্ছকটিক'। বসন্তসেনা বালকটিকে সোনার গাড়ীর জন্য নিজের গহনা দেয়। পরদিন সকালে তাড়াতাড়িতে ভুল করিয়া বসন্তসেনা নিজের গাড়ীতে না উঠিয়া শকারের ফাঁকা গাড়ীতে উঠিয়া পড়ে। অপর দিকে, পলাতক বন্দী আর্যক, বসন্তসেনার জন্য যে গাড়ী ছিল, উহাতে উঠিয়া বসেন। শকার সন্ধান পাইয়া বসন্তসেনাকে বশে আনিবার জন্য চেষ্টা করে। তাহার কণ্ঠরোধ পর্যন্ত করা হয়। শেষে মূর্চ্ছিত বসন্তসেনাকে মৃত মনে করিয়া শকার পলায়ন করে। কিন্তু সেইই মিথ্যা অভিযোগ করে যে চারুদত্ত বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছে। বিচারে চারুদত্তের মৃত্যুদণ্ড হয় এবং তিনি বধ্যভূমিতে আনীত হয়। এমন সময় বসন্তসেনা স্বয়ং উপস্থিত হয়। ফলে চারুদত্ত মুক্ত হন। চারুদত্ত শকারকে ক্ষমা করেন। চারুদত্ত কর্তৃক পূর্ব উপকৃত আর্যক রাজা পালককে হত্যা করিয়া নিজে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং তিনি চারুদত্তকে তাঁহার প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করেন। গণিকা বসন্তসেনা চারুদত্তের বধূপদ লাভ করে। গণিকার জীবনে এই সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা নাটকটির পরিণতির এক অপূর্ব ফল।

সমালোচনা : 'মৃচ্ছকটিকে' ভিন্ন ভিন্ন স্তরের এবং ভিন্ন ভিন্ন রুচির **নানা চরিত্রের** এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। একদিকে নায়ক-নায়িকার প্রণয়কাহিনী, অন্যদিকে রাজনৈতিক পতন-উত্থানের ঘটনা—এই দুইয়ের সংমিশ্রণে নাটকটি উপভোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহা দীর্ঘ হইলেও দর্শকের আগ্রহ কোথাও স্তিমিত হয় নাই। বড় ছোট, ভালমন্দ, জুয়াড়ী, গণিকা, সাধু, চোর, শয়তান, এবং সিঁদকাটা, জুয়াখেলা, খুনের চেষ্টা, দৌরাত্ম্য ও মিথ্যামামলা—ব্যাবহারিক জীবনের এই সব বিচিত্র ঘটনা ভূয়োদর্শী কবির দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। তাঁহার সহজ সুন্দর কাব্যশিল্পে নীচতলার মানুষের প্রতি ব্যাপক সহানুভূতিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। দারিদ্র্যদোষ যে গুণরাশিনাশী—নিম্নের উক্তিতে তাহার সার্থক পরিচয় উদাহৃত—

দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি হ্রী-পরিগতঃ প্রভ্রশ্যতে তেজসো
নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবান্নির্বেদমাপদ্যতে।
নির্বিণ্ণঃ শুচমেতি শোকবিহতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে
নির্বুদ্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নির্ধনতা সর্বাপদামাস্পদম্॥

হাস্যকৌতুক এবং চটুল পরিহাসের পরিচয়ও কবির নাটকে কম নহে। অষ্টম অঙ্কের নিম্নোক্ত শ্লোকটি কাহারই বা হাসির উদ্রেক না করে :—

চাণক্যেন যথা সীতা মারিতা ভারতে যুগে।
এবং ত্বাং মোচয়িষ্যামি জটায়ুরিব দ্রৌপদীম্॥

শূদ্রকের রচনাভঙ্গি প্রাঞ্জল, প্রসাদযুক্ত এবং বৈদর্ভী রীতির সহজ সুন্দর প্রয়োগে সাবলীল। দীর্ঘ ছন্দের ব্যবহার কম। প্রাকৃত ভাষার বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বর্ষাপ্রকৃতির বর্ণনা মনোজ্ঞ। অর্থবহ সুভাষিত উল্লেখযোগ্য। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' **ছোট বড় চরিত্রের ও ঘটনার বিচিত্রতায়, বাস্তব জীবনের প্রতিফলনে** এবং বিষয়ের গুরুত্বে শেক্সপীয়রের নাটকের মতই উপভোগ্য—**most Shakespearian of all Sanskrit plays.** কেহ কেহ বলেন ইহা ভাসের 'চারুদত্তের' বর্ধিত রূপ। নাটকটিতে লোকবৃত্ত ও বাস্তব জীবনের চিত্ররেখায় কবির লৌকিক প্রত্যয়ের আগ্রহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। উহাই কবি শূদ্রককে এমন স্বকীয়তার গৌরব দান করিয়াছে, যাহা সংস্কৃত নাটকে অন্যত্র দুর্লভ।

॥ নাট্যকাব্যে কালিদাস ॥

সূচনা: শ্রব্যকাব্য প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে আমরা যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁহার অসাধারণ তুল্য গৌরব। কালিদাস নাট্যকাব্যে যুগপৎ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। রূপরস-বর্ণগন্ধময় জগৎ ও জীবন কবি যে-ভাবে দেখিয়াছেন, যে-ভাবে সেই সব অনুভব করিয়াছেন, এই চোখে দেখা এবং অনুভূতি-যোগে দেখা—এই যৌথ ভাবদৃষ্টিই তাঁহার নাটকতিনটিকে কেমন রসাপ্লুত করিয়াছে! **মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়**, এবং **অভিজ্ঞানশকুন্তল**—এই তিনটিই তাঁহার শৃঙ্গার-রসমূলক নাটক! মনে হয় এই তিনটির মধ্যে প্রেমভাবের একটা ক্রম-পরিণতির ব্যঞ্জনা আছে।

১। মালবিকাগ্নিমিত্র: 'মালবিকাগ্নিমিত্র' কালিদাসের প্রথম বয়সের লেখা। ইহা পঞ্চাঙ্ক নাটক। এই নাটকটিতে তরুণ মনের প্রেমচঞ্চল আবেগ ও বৈচিত্র্য কবি তাঁহার রঙে ও রসে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। বিদিশার অধিপতি শুঙ্গবংশের অগ্নিমিত্র ইহার নায়ক। মালবিকা সেই রাজার অন্তঃপুরের এক সুন্দরী পরিচারিকা। মালবিকা বস্তুতঃ বিদর্ভরাজকন্যা, দস্যুহস্তে পড়িয়া ঘটনাচক্রে অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছেন। রাজার প্রধান মহিষী ধারিণী তাঁহার নৃত্য ও ললিতকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মহিষীর পাশে চিত্রিতা অনিন্দ্যসুন্দরী মালবিকাকে দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হন। বিদূষকের সাহায্যে মালবিকার লীলাচঞ্চল নৃত্যকলা দেখিয়া তাঁহার প্রতি রাজা আসক্তই হন। অশোক-তরুর আড়ালে থাকিয়া রূপমুগ্ধ রাজা মালবিকাকে দেখিতেছিলেন—দ্বিতীয় রাণী ইরাবতী ইহা জানিতে পারিয়া রাজাকে তিরস্কার করেন এবং ঈর্ষায় বিদূষক ও মালবিকাকে বন্দী করেন। কিন্তু বিদূষকের বুদ্ধিবলে তাঁহারা মুক্ত হন। অবশেষে মালবিকার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পায়। পুত্রের বিজয়বার্তায় প্রসন্না ধারিণী স্বামীর মনোরঞ্জনে নিজেই মালবিকার সহিত রাজার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। শুভলগ্নে তাঁহাদের মিলন হয়।

সমালোচনা: 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। লাবণ্যময়ী মালবিকার নৃত্যভঙ্গীর উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবের বর্ণনা কত চমৎকার! 'ছন্দো নর্তয়িতুর্যথৈব মনসি শ্লিষ্টং তথাস্যা বপুঃ' (২য় অঙ্ক)—নৃত্যাচার্যের মনের অভিলাষ মতই তাঁহার নৃত্যনিপুণতনু। কবিকল্পনার রঞ্জনরশ্মি সুন্দরী নায়িকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য, প্রেমিক-প্রেমিকার হাবভাবলীলা ও হৃদয়-রহস্য সবই সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছে। নাটকটিতে রাজার প্রিয়সখা বিদূষক এক অতুলনীয় গরিমায় চিত্রিত। তিনি সংস্কৃত নাটকের হাস্যকৌতুকী ও ভোজনপ্রিয়

সেই চিরপরিচিত বিদূষক নহেন—যিনি অন্যত্র প্রায়ই, মৃৎপিণ্ডবুদ্ধি'। বরং রহস্যে, কৌতুকে, কৌশলে, বুদ্ধিতে ও সহৃদতায় অগ্নিমিত্রের বুদ্ধিমান্ বন্ধু হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইয়াছেন। তরুণ কবি কালিদাস 'ঋতুসংহার' কাব্যের মতই শৃঙ্গাররসের এই নাটকটিতে **প্রেম, সম্ভোগ ও রূপতৃষ্ণার আকুতি** বেশ নিষ্ঠার সহিতই প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে তিনি কোন উচ্চচিন্তার সন্ধানে মন দেন নাই। ইহার রসাস্বাদনে রসজ্ঞ সমাজও অবশ্যই তৃপ্ত হইয়াছেন। 'ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্'—নূতন বলিয়াই উহা নিন্দনীয় নয়'—কবির এই প্রত্যাশা সার্থক সন্দেহ নাই।

২। **বিক্রমোর্বশীয়ঃ** কালিদাস-রচিত আর একখানি নাটক 'বিক্রমোর্বশীয়।' ইহাও পঞ্চাঙ্ক। উর্বশী-পুরূরবার কাহিনী পুরাতন। ঋগ্বেদ, মহাভারত, পুরাণ—সর্বত্রই এই বৃত্তান্ত শ্রুত হয়। কালিদাস সেই পুরাতন কাহিনীকে তাঁহার নাট্য-প্রতিভার যাদুস্পর্শে নূতন করিয়া তুলিয়াছেন। দানব কর্তৃক অপহৃতা স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা পুরূরবা উদ্ধার করেন। মূর্চ্ছান্তে উর্বশী নয়ন মেলিয়া যাঁহাকে দেখিলেন, তাঁহার প্রতি অনুরাগে ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। রাজাও উর্বশীর অপূর্ব রূপে মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু স্বর্গলোকে 'লক্ষ্মী-স্বয়ংবর' নাটকে অভিনয়ের জন্য উর্বশীর আহ্বান আসিল। উন্মনা উর্বশী অভিনয়ের মধ্যে ভুল করিয়া পুরুষোত্তমের নাম করিতে গিয়া পুরূরবার নাম উচ্চারণ করিলেন। ফলে নাট্যাচার্যের অভিশাপে উর্বশীকে স্বর্গভূমি ত্যাগ করিতে হয়। স্বর্গত্যাগের সেই অভিশাপ তাঁহার পক্ষে হইল আশীর্বাদ। তিনি মর্ত্যভূমিতে পুরূরবার বধূ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের শর্ত ছিল যে রাজা পুরূরবা যেই উর্বশীর গর্ভজাত পুত্রের মুখদর্শন করিবেন, তখনই উর্বশী স্বর্গে ফিরিয়া আসিবেন। পুরূরবা ও উর্বশী সুখেই বাস করিতেছিলেন। কিন্তু উর্বশী একদিন নিষিদ্ধ কুমারবনে প্রবেশ করায় সহসা তিনি লতারূপে পরিণত হন। প্রেমোন্মত্ত রাজা কুমারবনে বিলাপ করিতে করিতে দৈববাণী শুনেন। তিনি যেই একটি বিশিষ্ট লতায় আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন, তখনই সঙ্গমনীয় মণির স্পর্শে লতাটি উর্বশীর রূপ ধারণ করিল। একদিন এক পাখী ঠোঁ দিয়া ঐ মণিটি লইয়া উড়িয়া যায়। পাখীটি বাণবিদ্ধ অবস্থায় ভূপতিত হয়। বাণের ফলকে লেখা ছিল—'উর্বশী-পুরূরবার পুত্র আয়ু'। উর্বশী তাঁহার এই পুত্রটিকে গোপনে এক ঋষির আশ্রমে রাখেন। পাখীর প্রতি হিংসা করায় ঋষি বালকটিকে উর্বশীর কাছে পাঠাইয়া দেন। রাজা পুত্রমুখ দেখেন। উর্বশী আসন্ন বিরহের আশঙ্কায় ব্যাকুল। এমন সময় দেবাসুরের যুদ্ধে আহূত পুরূরবা জয়লাভের পুরস্কারস্বরূপ জীবনব্যাপী উর্বশীর সঙ্গলাভে ধন্য হইলেন।

সমালোচনা : সংস্কৃত নাটকে বিষাদময় পরিণতি বিরল। তাই মূলের বিয়োগান্ত ঘটনাকে কবি কৌশলে মিলনান্ত করিয়াছেন। স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী মর্ত্যের প্রেমের কাছে বাঁধা পড়িলেন নারীহৃদয়ের অনুরাগ-ব্যাকুলতায়, নায়কও দিব্য রূপের লালসায় অন্তরের অনুরাগ নিঃশেষে ঢালিয়া দিলেন উর্বশীকে। চতুর্থ অঙ্কে উর্বশীকে হারাইয়া পুরূরবা উন্মত্তপ্রায়। তাঁহার নয়নে বনপ্রকৃতি তাঁহারই প্রেয়সীর ছায়ারূপে আভাসিত। তিনি তরুলতা-পশুপক্ষী সবাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন উর্বশীর সংবাদ। বিরহার্ত প্রেমিকের সেই করুণ বিলাপ কত মর্মস্পর্শী! গীতিকাব্যের চমৎকারিতায় উহা পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের পক্ষে অমূল্য সম্পদ্। এই নাটকটিতে চিরন্তন নারীহৃদয়ের অনুরাগ অপূর্বশোভনা উর্বশীর চরিত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই অনুরাগের হিল্লোলে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে মর্ত্যের প্রেমতৃষ্ণা। মহাকবি কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' যে-**প্রেমের সূচনা** করিয়াছেন, 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে উহাকে **প্রগাঢ়** করিয়াছেন, এবং আমরা দেখিতে পাইব 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের' ঘাতপ্রতিঘাতে তিনি উহাকে **পবিত্র** করিয়া তুলিয়াছেন।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল : নাট্যকলার বৈচিত্র্যে, কাব্যশিল্পের সৌন্দর্যে এবং পবিত্রতার প্রত্যয়ে মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট রত্ন। তাই বলা হয়—'কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ায় আসিয়া হিমগিরির উপত্যকায় মালিনীতীরে কণ্বমুনির আশ্রমে উপনীত হন। সেখানে কণ্বের পালিত কন্যা শকুন্তলা সমবয়সী দুই সখীর সহিত আশ্রমের তরুলতায় জল সেচন করিতেছিলেন। উদ্ভিন্নযৌবনা অপ্সরাসম্ভূতা শকুন্তলার কুসুম-সুকুমার যৌবন ও অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হন। দুষ্যন্তও মুগ্ধা শকুন্তলার হৃদয় হরণ করিলেন। দৈবের নির্বন্ধে উভয়ের বিবাহ হইল। দুষ্যন্ত রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। শকুন্তলা দুষ্যন্তের চিন্তায় এতই অন্যমনস্কা যে তিনি ঋষি দুর্বাসার প্রতি অতিথিসৎকারের কর্তব্যও ভুলিয়া গেলেন। ফলে শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপ নামিয়া আসে। 'বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা'—'যাহার স্মৃতিতে বিভোর শকুন্তলা, তাহাকে মনে করাইয়া দিলেও শকুন্তলাকে সে চিনিতেই পারিবে না'—ইহাই ছিল দুর্বাসার অভিশাপ। সখীরা এই অভিশাপবাণী শুনিয়াছিলেন। সখীর কাতর অনুরোধে দুর্বাসা শেষ পর্যন্ত বলিলেন, যে-কোন অভিজ্ঞান অর্থাৎ স্মারক চিহ্ন দেখাইতে পারিলেই শাপের প্রভাব দূর হইবে। ইহাতে সখীরা আশ্বস্ত হইলেন। কারণ শকুন্তলার হাতেই ছিল দুষ্যন্তের দেওয়া আংটিটি। পতিগৃহে যাত্রা করিলেন শকুন্তলা। আশ্রমের

তরুলতা-পশুপক্ষী সকলেরই প্রতি শকুন্তলার সোদর স্নেহ। সেই বিদায়ক্ষণে প্রকৃতি ও মানুষের সহমর্মিতার করুণ চিত্র কবি কত নিবিড় করিয়া আঁকিয়াছেন। তনয়ার প্রতি কণ্বমুনির উপদেশে আদর্শ গৃহিণীর কর্তব্যের যে-পরিচয় আমরা পাই, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই সব কারণেই চতুর্থ অঙ্কটিকে শকুন্তলানাটকের শ্রেষ্ঠ অঙ্ক বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। যাহা হউক, পঞ্চম অঙ্কে দেখা গেল কণ্বশিষ্য শাঙ্গ´রব, শারদ্বত, ও গৌতমীর সঙ্গে শকুন্তলা দুষ্মন্তের সভায় আসিয়াছেন। কিন্তু রাজা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না। বিস্ময়ে, বেদনায় ও ত্রাসে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হইলেন। সহসা মাতা মেনকা শকুন্তলাকে স্বর্গে তুলিয়া লইলেন। ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা গেল—ধীবরের জালে ধৃত মৎস্যের উদরে শকুন্তলার আংটিটি পাওয়া গিয়াছে। আসিবার পথে শচীতীর্থে স্নানের সময় উহা জলে পড়িয়া যায়। আংটিটি দেখিতে পাইয়া শকুন্তলার স্মৃতিতে রাজা দুঃখে ও বেদনায় অভিভূত। পরে ইন্দ্রের আহ্বানে দুষ্মন্ত স্বর্গে গিয়া যুদ্ধে জয়লাভ অন্তে ফিরিবার সময় মারীচ আশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে সিংহশিশুর সঙ্গে বীরবিক্রমে এক বালক খেলা করিতেছিল। একের পর এক ঘটনাপরম্পরায় বালকটির পরিচয়গ্রন্থি উন্মোচিত হইল। সে তাঁহারই শকুন্তলা-গর্ভজাত সন্তান। সেই স্বর্গ-তপোবনে বিরহব্রতাচারিণী স্ত্রী শকুন্তলা ও পুত্র ভরতের সহিত তাঁহার মিলন হয়।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সমালোচনা: 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' কবি কালিদাসের 'অপরা সৃষ্টি'। প্রেমের সকল **সৌন্দর্যমাধুর্য** ও **উন্নত চিন্তাপর্যায়** কবি এই নাট্যপ্রতিমার মধ্যে কেমন সুন্দরভাবে সমাবেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রজাপতির মতই ইহা তাঁহার অপূর্ব সৃষ্টি। এই নাটকে বর্ণনার নৈপুণ্যে এবং কাব্য-শিল্পের দক্ষতায় একের পর এক যে-**চিত্রকল্প** উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহারও তুলনা নাই। উদ্ভিন্নযৌবনা তাপসী শকুন্তলার দেহশ্রীতে দুষ্মন্ত এক অপূর্ব কুসুমিতা লতার প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছেন। এই মনোহর রূপের স্রষ্টার কথা ভাবিলে দুষ্মন্তের মনে হয় —বিধাতা পুরুষ প্রথমে শকুন্তলার নিখুঁত মূর্তিটি আঁকিয়া তাহাতে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, অথবা নিখিলের সমস্ত সৌন্দর্য মনে মনে আহরণ করিয়া সেই উপাদানে এই অদ্বিতীয় স্ত্রীরত্ন নির্মাণ করিয়াছেন:

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত-সত্ত্বযোগা রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নমপরং প্রতিভাতি সা মে ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥ (২য় অঙ্ক)

শকুন্তলার স্বভাবসুন্দর রূপ বল্কলেও শোভা বিস্তার করিয়াছে। সুন্দর রূপের কোন্ বস্তুই বা অলঙ্কার না হয়—'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।'

তপোবনের প্রকৃতি-পরিবেশ শকুন্তলার সহিত একাত্মভাবে বিজড়িত। কালিদাস তাঁহার এই নাটকে যে-**বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা** করিয়াছেন, আশ্রমের তরুলতা ও পশুপক্ষী—উহাদের কোনটিকেই তিনি শুধু বাহিরের পটভূমি করিয়া রাখেন নাই। প্রকৃতি তাহার প্রকৃতিগত রূপ বজায় রাখিয়াই অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মত **নাটকীয় পাত্রে পর্যবসিত** হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে অতিস্নেহের সঙ্গেই শকুন্তলা তরু-সোদর ও লতাভগিনীদের সেবায় জলসেচনে ব্যাপৃতা। তিনি নিজেও কুসুমিতা লতার মতই বাড়িয়া উঠিয়াছেন। প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পরকে প্রীতিরসে যেন বিকশিত করিয়াছে। আবার, চতুর্থ অঙ্কে তপোবনের প্রাণস্বরূপা শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাইতেছেন, তখন আশ্রমের তরুলতা-পশুপক্ষী সকলেই যেন কাঁদিয়া আকুল। সবাই যেন মৃগশিশুর মত পিছন হইতে শকুন্তলাকে আঁচল ধরিয়া টানে। অব্যক্ত বেদনায় গুমরিয়া উঠে অন্তরের ভাষা—'যেতে নাহি দিব।' মানুষে ও প্রকৃতিতে অন্তরের যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ায় সহমর্মিতার করুণ বেদনা কবির লেখনীমুখে এমনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে উহার তুলনা নাই। আবাল্যপরিচিত সখী, সঙ্গী, তাত কণ্ব ও তপোবন ছাড়িতে গিয়া শকুন্তলার কী গভীর দুঃখ! ত্যাগী ঋষির বাষ্পস্তম্ভিত হৃদয়বেদনার ব্যঞ্জনাও কম নহে। 'শকুন্তলার' **চতুর্থ অঙ্কের** ভাবব্যঞ্জনা ও **করুণ রসের** অভিব্যক্তি বড়ই সুন্দর। বলা হয়—'তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা।'

পঞ্চম অঙ্কে কালিদাস হইয়া উঠিয়াছেন **কুশলী নাট্যকার**। নাটকীয়তার দিক হইতে পঞ্চম অঙ্কটি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ অঙ্ক। ইহাও কেহ কেহ বলেন—'পঞ্চমোঽঙ্কস্তু ততোঽধিকঃ'। এই দৃশ্যটিতে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব, লজ্জা, ভয়, বিস্ময়, ও বেদনা আমাদিগকে অভিভূত করে। দুই ঋষিকুমার, শকুন্তলা এবং দুষ্মন্তের উক্তিপ্রত্যুক্তির তীক্ষ্ণতা, ও নিজ নিজ অকপট হৃদয়ের সংযত অথচ সুদৃঢ় প্রকাশ অঙ্কটিকে নাটকীয় চমৎকারিতায় ভরিয়া দিয়াছে।

কবির **চরিত্রচিত্রণের** দক্ষতা অসাধারণ। পুরুকুলের গৌরব ধীরোদাত্ত নায়ক দুষ্মন্ত একাধারে রাজা ও প্রেমিক। অনিন্দ্যসুন্দরী কোমলহৃদয়া আশ্রমদুহিতা নায়িকা শকুন্তলা প্রেমমুগ্ধা। তাত কণ্ব ব্রহ্মতেজের প্রতিমূর্তি। তিনি পৃথিবীর কিছুই চাহেন না, কিন্তু পৃথিবীর প্রতি তাঁহার কত স্নেহ! শকুন্তলার বিদায়বেলায় তাঁহারও হৃদয় বিগলিত। ঋষিকুমার শার্ঙ্গরব রাজসভায় রাজার মুখের উপর যে

নির্ভীক সাহস ও তেজ দেখাইয়াছেন, উহা তাঁহার অধ্যাত্মশক্তিরই বল। শারদ্বত ধীর ও প্রশান্ত। সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে পূর্ণতা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'একা শকুন্তলা অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের এক-তৃতীয়াংশ'।

কাব্যশিল্প স্বচ্ছ, সুন্দর ও রমণীয়। বৈদর্ভী রীতি, অলঙ্কারের সুষমা, ছন্দের ঝঙ্কার, ভাব ও ভাষার সমন্বিত তাৎপর্য কালিদাসের তিনটি নাটকেই বিশিষ্টতার পরিচয় দেয়। কিন্তু 'শকুন্তলার' বাক্‌প্রতিমা শকুন্তলার মতই 'অব্যাজ-মনোহর'। বিশেষতঃ এই নাটকে কবি যেভাবে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার রূপজ প্রেমের তরল প্রবৃত্তিকে দুর্বাসার অভিশাপের কঠোরতার স্পর্শে ঘনীভূত করিয়াছেন, বিশ্বসাহিত্যে উহা বিরল। দুর্বাসার অভিশাপ কালিদাসের অভিনব সংযোজন। মহাভারতের মূল কাহিনীতে ইহার নামগন্ধ নাই। জীবনধর্মের উপরেও যে একটা ধর্ম আছে, যেখানে নিয়ম আছে, সংযম আছে, ত্যাগ আছে, মঙ্গলমাধুর্য আছে, সেই সত্যকে কালিদাস বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। শকুন্তলার নিজের প্রেমপ্রবৃত্তির কাছে যখন দুষ্মন্তই সব, আশ্রমধর্ম আতিথ্যধর্ম—এ সব কিছুই নয়, তখন উহাতে আর মঙ্গল রহিল না। তখন শকুন্তলার উপরে অভিশাপ নামিয়া আসিল, তাই দুঃখতাপে দগ্ধা ভরতজননী বিরহব্রতচারিণী তাপসী শকুন্তলার সহিত অনুতাপশুদ্ধ প্রেমপূত কল্যাণকর্মা রাজা দুষ্যন্তের সার্থক মিলন ঘটিল **সপ্তম অঙ্কের** মারীচ-আশ্রমের দিব্য ভূমিতে। সেই মিলনপর্বে শকুন্তলার প্রেম হইয়াছে নিকষিত হেম। তখন নিয়ম-ক্ষামমুখী শুদ্ধশীলা পুত্রশোভায় পরমশোভিতা। তিনি সেদিন দুষ্যন্তের শুধু প্রেয়সী নহেন, তিনি শ্রেয়সী - কল্যাণ-মাধুর্যের প্রতিচ্ছবি—'মূর্তিমতী চ সংক্রিয়া'। কালিদাস 'কুমারসম্ভবের' মতই 'শকুন্তলা'-নাটকেও প্রেমকেই প্রেমের লক্ষ্য মনে করেন নাই, কল্যাণকেই প্রেমের পরম তাৎপর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম-অঙ্কবর্তী সেই মর্তের মিলন চঞ্চলসৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গ-তপোবনে শাশ্বত-আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক'। (রবীন্দ্রনাথ, 'প্রাচীন সাহিত্য')।

য়ুরোপের প্রসিদ্ধ কবি **গ্যয়েটের** (Goethe) অভিমতটি দীপশিখার মতই উজ্জ্বল। মহাকবি কালিদাসের নিগূঢ় ভাবসত্যকে তিনি তাঁহার এই দীপশিখার রশ্মিতে অদ্ভুতভাবে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চান তবে 'শকুন্তলায়' তাহা পাইবেন।

Would'st thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
enraptured, feasted, fed
Would'st tho theu Earth and Heaven itself
in one sole name combine ?
I name thee, O Sakuntala ! and all at once is said.

বাস্তবিক রূপজ মোহ সংযম, নিষ্ঠা ও মঙ্গলমাধুর্যের মধ্য দিয়াই **দিব্য প্রেমেই পরিণত** হয়, কালিদাস এই ভাবসত্যটিকে অপরূপ কৌশলে 'শকুন্তলা' নাটকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাই 'কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্'।

২ ॥ ভবভূতি ॥

কবি-পরিচিতি : সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের পরে ঠিক প্রথম সারিতে যে কবির নামটি প্রথমেই মনে পড়ে, এবং যাঁহার দৃশ্যকাব্য তুল্য শ্রদ্ধায় সমাদৃত হয়, তিনিই **ভবভূতি**। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' যেমন কালিদাসের সর্বস্ব, সেইরূপ বলা হয়—'উত্তরে রামচরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে'। তিনি 'মালতীমাধব', 'মহাবীরচরিত' ও 'উত্তররামচরিত'—এই তিনখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। ভবভূতি তাঁহার রচনায় নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন। তিনি কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার বংশের উপাধি ছিল উদুম্বর। তাঁহার পিতা ছিলেন নীলকণ্ঠ এবং মাতা জাতুকর্ণী। তাঁহার নিজের নাম ছিল শ্রীকণ্ঠ, কিন্তু শিবের ভক্ত ছিলেন বলিয়া ভবভূতি—এই অভিধা লাভ করেন। ইনি ব্যাকরণ, ন্যায়, মীমাংসা, সাহিত্য, সাংখ্য প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার কাল সপ্তম-অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের সন্নিহিত। 'রাজতরঙ্গিণীর' মতে তিনি কান্যকুব্জের অধিপতি যশোবর্মণের অভিযানকালে সঙ্গে ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর আলঙ্কারিক **বামন** ভবভূতির শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তাঁহার রচনা এককালে যে প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হয়, তাঁহার উক্তিই তাহার প্রমাণ। তিনি 'মালতীমাধবে' বলিয়াছেন'—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥ (মালতীমাধব ১.৬)

'যাঁহারা তাঁহার এই কাব্যের প্রতি অবজ্ঞা করিবেন, তাঁহারা জানুন—তাঁহাদের জন্ত তাঁহার এই প্রযত্ন নহে। তাঁহার সমহৃদয় কোন না কোন ব্যক্তি একদিন জন্ম লইবেই—যিনি ইহাতে তৃপ্ত হইবেন। কারণ কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুল'। 'উত্তররামচরিতে' বলিলেন—'যথা বাচাং তথা স্ত্রীণাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ'—'কাব্য এবং নারী এই দুইয়ের সাধুতা সম্বন্ধে লোকে প্রায়ই সন্দিহান'। কবি ভবভূতি ছিলেন বিদগ্ধ এবং মার্জিতরুচি। প্রতিভা সম্পর্কে তাঁহার আত্মপ্রত্যয় ছিল প্রগাঢ়। তাই তিনি প্রত্যাশা করেন একদিন না একদিন তাঁহার কাব্যের সমাদর হইবে। কবিমনের এই প্রত্যাশা অবশ্য সার্থক হইয়াছে।

১। **মালতীমাধব:** 'মালতীমাধব' দশ অঙ্কের প্রকরণ শ্রেণীর রূপক। মনে হয় ইহা কবির প্রথম রচনা। আখ্যানভাগের বীজ সম্ভবতঃ 'বৃহৎকথা' হইতে গৃহীত। কিন্তু কবি বেশীর ভাগ কল্পনার রসেই উহার পুষ্টি বিধান করিয়াছেন। উহাতে তাঁহার কৃতিত্ব আছে। দীর্ঘায়িত বিষয়বস্তুর মধ্যে কোথাও কোথাও একটানা সুর আছে। কিন্তু নানা ধরণের বৈচিত্র্য যোজনায় উহা লঘু হইয়াছে সন্দেহ নাই। সহসা খাঁচা ভাঙ্গিয়া বহির্গত বাঘের আক্রমণ, শ্মশানের ভীষণতা, মধ্যরাত্রিতে ভূতপ্রেতের উল্লাস, কাপালিকের মন্দিরের ভয়াবহ নরবলির পরিবেশ—এমন সব বিবিধ রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ বিস্ময়কর।

'মালতীমাধব' প্রণয়মূলক নাটক। মাধব বিদর্ভের রাজমন্ত্রী দেবরাতের পুত্র। নায়িকা মালতী উজ্জয়িনীর রাজমন্ত্রী ভূরিবসুর কন্যা। দুই মন্ত্রী বাল্যে একসঙ্গে পড়াশুনা করিতেন এবং তাঁহারা পরস্পর পুত্রকন্যার বিবাহ দিবেন বলিয়া কথা দেন। ভূরিবসুর অনুরোধে বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা কামন্দকী ঐ দুই জনের সেই মিলনের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু মিলনের সে পথে যে কত বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, ঘটনা-প্রবাহের জটিলতায় তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। স্বয়ং রাজার সুহৃৎ নন্দন মালতীকে বিবাহ করিতে চাহেন। এদিকে মদন-উৎসব উপলক্ষ্যে মালতীকে দেখিয়া মাধব মুগ্ধ হয়। মালতীও আকৃষ্ট হয়। দুই হৃদয়ের আকর্ষণ যেন বাহিরের কোন কারণকে অপেক্ষা করে না।

ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতু-
র্ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে। (১ম অঙ্ক, ২৪)

কিন্তু খবর প্রচারিত হয় যে মন্ত্রী ভূরিবসু রাজার ভয়ে তাঁহার কন্যা মালতীকে নন্দনের হাতেই তুলিয়া দিবেন। ইহাতে মালতী বিস্ময়ে ও দুঃখে অভিভূত হয়। গোপনে শঙ্করের মন্দিরে মালতী ও মাধব আশীর্বাদ লইতে যায়। ইতিমধ্যে সহসা

পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া এক বাঘ মালতীর সখী মদয়ন্তিকাকে আক্রমণে উদ্যত হয়। মাধবের বন্ধু মকরন্দ আসিয়া তরবারি দিয়া বাঘটিকে মারিয়া ফেলে। মদয়ন্তিকা মকরন্দের প্রতি অনুরক্ত হয়। অপর দিকে মালতীকে পাইবে না বলিয়া মাধব হতাশায় দৈব শক্তির সন্ধানে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত। কাপালিক অঘোরঘণ্টের আদেশে তাঁহার শিষ্যা কপালকুণ্ডলা সুলক্ষণা মালতীকে ধরিয়া আনেন এবং কালীমন্দিরে তাহাকে বলি দিতে উদ্যত হন। কিন্তু মালতীর আর্ত চীৎকারে শ্মশান হইতে মাধব আসিয়া মালতীকে উদ্ধার করে এবং অঘোরঘণ্টের প্রাণ নাশ করে। মকরন্দ বন্ধু মাধবের উপকারের জন্য নিজেই মালতীর ছদ্মবেশে নন্দনকে বিবাহ করে। কিন্তু নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকা দেখিয়াই চিনিতে পারে যে মালতীবেশে তাহারই প্রিয় মকরন্দ। সেই রাত্রিতেই মকরন্দ ও মদয়ন্তিকা পলাইয়া যায়। অপর দিকে মালতী ও মাধবও গোপনে পলাইয়া যায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে মালতী আবার কপালকুণ্ডলার হাতে পড়ে। অনেক খুঁজিবার পর শেষে মাধব কামন্দকীর শিষ্যার কাছে আশ্রিত মালতীর সন্ধান পায়। এই ভাবে নানা ঘটনার শেষে উভয়ের শুভ মিলন হয়।

ভবভূতি এই নাটকটিতে মালতী ও মাধবের পূর্বরাগ, বিরহ, হর্ষ, শঙ্কা, আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মনোধর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখাইয়াছেন। প্রেমভাবের মধ্যে কোথাও কিন্তু লঘু চপলতা নাই। করুণ, অদ্ভুত প্রভৃতি অঙ্গ রসেরও বিকাশ মনোজ্ঞ 'বিক্রমোর্বশীয়ের' পুরূরবার মতই মাধব মালতীকে হারাইয়া উন্মত্তপ্রায়। করুণ সে দৃশ্য! কোথাও কোথাও দীর্ঘ সমাস ব্যবহারে ওজঃ গুণ দৃষ্ট হয়। তাঁহার শ্লোক-গুলিতে মোট চব্বিশ প্রকার ছন্দের পরিচয় পাই। প্রকৃতির ভীষণতা বর্ণনাতেও কবির দক্ষতা প্রশংসনীয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার বর্ণনায় তাঁহার উক্তিটি প্রণিধান-যোগ্য – 'শাস্ত্রে নিষ্ঠা সহজশ্চ বোধঃ প্রাগল্‌ভ্যমভ্যস্তগুণা চ বাণী' (৩ ১১)।

২। **মহাবীরচরিত :**—মহাবীরচরিত সম্ভবতঃ তাঁহার দ্বিতীয় রচনা। ইহা সাত অঙ্কে সমাপ্ত। ইহাতে সীতার বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণবধের পর অযোধ্যায় রামচন্দ্রের অভিষেক পর্যন্ত ঘটনার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ভবভূতি বাল্মীকির বর্ণিত ঘটনাস্রোতের কোন কোন অংশে অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন। যেমন বিশ্বামিত্রের আশ্রমেই রাম ও লক্ষ্মণ সীতা এবং ঊর্মিলাকে দর্শন করেন। রাবণ সীতার পাণিপ্রার্থী হইয়া মিথিলায় দূত প্রেরণ করেন। দূতের প্রস্তাব গৃহীত হয় না এবং রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন। তখন হইতেই রাবণ রামচন্দ্রের সর্বনাশ সাধনে তৎপর। রাবণই পরশুরামকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত

করেন, শূর্পণখাই মন্থরা দাসীরূপে কৈকেয়ীকে প্রলুব্ধ করিয়া রামের বনবাসের ব্যবস্থা করায়। গোপনে বালিবধের ফলে রামের যে কলঙ্ক রামায়ণে দেখা যায়, এখানে ঘটনার বিবর্তনে রামচন্দ্রকে কবি মুক্ত করিয়াছেন। বিমানে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পথে পূর্বস্মৃতি-জড়িত জনস্থান ও দণ্ডকারণ্যের আলেখ্য ভবভূতির কাব্যসৌন্দর্যে আমাদিগকে অভিভূত করে। 'মহাবীরচরিত' বীররসের নাটক। চরিত্রচিত্রণে ও ঘটনাগুলির সংঘাত-সমাবেশে দক্ষতার পরিচয় আছে। রামচন্দ্রের সুস্পষ্ট বীরোচিত নীতির পাশাপাশি রাবণের কুটিল চক্রান্তের কদর্যতা লক্ষণীয়। সজ্জনগণের ত্রাণের নিমিত্ত পুরাণ-পুরুষ রামচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ, 'মহাবীর-চরিতের' সেই উক্তিটি এইরূপ :

ইদং হি তত্ত্বং পরমার্থভাজাময়ং হি সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্রিধা বিভক্তা প্রকৃতিঃ কিলৈষা ত্রাতুং ভুবি স্বেন সতোহবতীর্ণা॥

৩। **উত্তররামচরিত :** এই নাটকটিতে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঘটনার চিত্ররূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু কবি আপন মনের মাধুরী দিয়া নাটকটিকে এমন ভাবে রঞ্জিত করিয়াছেন যে ভবভূতির কাব্যশিল্প এখানে সর্বোচ্চ মহিমা লাভ করিয়াছে। 'উত্তররামচরিত' করুণরসের নাটক। করুণরসেই যে সকল রসের পর্যবসান—অন্তরের এই গভীর প্রত্যয় প্রকাশে কবি বলিয়াছেন—
'একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্' (৩.৪৭)।

সীতার চিত্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণের ব্যবস্থায় রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত চিত্রে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সেই সব চিত্র দেখিতেছেন। প্রসন্ন-গম্ভীর বনরাজির সেই সব চিত্র দেখিয়া সহসা রাজপ্রাসাদের মধ্যেও সীতার প্রাণ বনভূমির জন্য কাঁদিয়া উঠিল। সীতা সেই বনপ্রদেশে তপোবনে বেড়াইবার ও নদীজল-ধারায় স্নান করিবার সাধ জানাইলেন। সীতাপতির আদেশে লক্ষ্মণ রথ প্রস্তুত করিলেন। গর্ভভরালসা সীতা চিত্র দেখিতে দেখিতে ভাববিভ্রমের ক্লান্তিতে রামচন্দ্রের বুকে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র সস্নেহে বলিলেন—'ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহল-শ্চন্দনরসঃ' (১.৩৮)—'ইনি গৃহের লক্ষ্মী, ইনি নয়নযুগলের অমৃতাঞ্জন-লেখা, আমার দেহে ইঁহার এই স্পর্শ অজস্র চন্দনরসের মতই শীতল।' ঠিক এই সময় দুর্মুখ আসিয়া রামচন্দ্রকে জানাইলেন সীতাদেবী সম্বন্ধে প্রজাবৃন্দের জনাপবাদ। অপাপবিদ্ধা শুদ্ধশীলা সীতার এই অপবাদে রামচন্দ্র বিস্ময়ে ও বেদনায় অভিভূত হইলেন। কিন্তু প্রজারঞ্জন তাঁহার কুলব্রত—তিনি অসহায়।

দ্বিতীয় অঙ্কে বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী ও বনদেবতা বাসন্তীর বার্তালাপে প্রকাশ পায় যে রাম স্বর্ণসীতা পার্শ্বে রাখিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন। 'লোকোত্তর-চরিত্র রামচন্দ্র বজ্র অপেক্ষা কঠোর, আবার কুসুমের অপেক্ষাও কোমল।'

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥ (২.৭)

রামচন্দ্র যজ্ঞকর্মে অনধিকারী শূদ্র শম্বুককে শাস্তি দিবার জন্য দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত। সেই কঠোর কর্তব্য পালনে তিনি নিষ্করুণ।

তৃতীয় অঙ্কের বিবরণে দেখি সীতার দুই পুত্র বাল্মীকির নিকটে বিদ্যাশিক্ষায় রত। সীতা তমসার সহিত গোদাবরী তীরে চলিলেন। তিনি যেন বিরহব্যথার করুণমূর্তি—'করুণস্য মূর্তিরিব বা শরীরিণী বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী' (৩.৪)। শম্বুকবধের পর পঞ্চবটীবনে রামচন্দ্র সমাগত। পূর্বস্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া বেদনায় কাতর রামচন্দ্র সীতার জন্য বিলাপ করিতেছেন, আর মূর্চ্ছিত হইতেছেন। সীতা ছায়ারূপিণী হইয়া রামের প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করিতেছেন। রাম সীতার স্পর্শ অনুভব করিলেও ভাগীরথীর বরে সীতা ছিলেন অদৃশ্যা। এই দৃশ্যে রামের হৃদয়াবেগ, সীতার পতিনিষ্ঠা ও বিরহবেদনা এবং সেই করুণ রসের মিলিত উৎসারে পাষাণও গলিয়া যায়। চতুর্থ অঙ্কে বাল্মীকির আশ্রমে জনক ও কৌশল্যা উপস্থিত। লব অশ্বমেধের ঘোড়া ধরিয়াছেন। পঞ্চম অঙ্কে লক্ষ্মণের পুত্র সেনাপতি চন্দ্রকেতুর সহিত লবের যুদ্ধোদ্যম। ষষ্ঠ অঙ্কে চন্দ্রকেতুর সহিত লবের ভীষণ যুদ্ধ—যাহা রামের উপস্থিতিতে বন্ধ হয় এবং রাম লব ও কুশের প্রশংসায় মুখর হন। লবের বীরত্ব, সৌজন্য ও শালীনতা কত হৃদয়গ্রাহী! সপ্তম অঙ্কে রামায়ণে বর্ণিত ঘটনা অবলম্বনে নাটক অভিনয়ের প্রসঙ্গে রাম, সীতা ও লব-কুশের মিলনে নাটকটির সমাপ্তি।

সমালোচনা: 'উত্তররামচরিত' ভবভূতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। নাটকটির ক্ষণে ক্ষণেই রামসীতার হৃদয়ের করুণ ক্রন্দন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। যিনি আজন্ম-শুদ্ধা এবং যাঁহার জন্মে ত্রিভুবন পবিত্র—'জগন্তি পুণ্যানি' (১.৪৩), সেই রামগত-প্রাণা জানকীর চরিত্রাপবাদ রামচন্দ্রের অসহ্য। রামচন্দ্রের ভাগ্যদোষেই জীবনের এই বিড়ম্বনা। দুঃখভোগের জন্যই সেই জীবন—'দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে চৈতন্য-মাহিতম্' (১.৪৬)। রামায়ণের সর্বগুণাধার রামচন্দ্র এক অদ্বিতীয় ধর্মবীর—বহু বেদনার মধ্যেও আত্মসংবৃত—'অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ' (৩.১)। কিন্তু সীতাবর্জন-জনিত শোকের আবেগ ভবভূতির নাটকে রামচন্দ্রকে কখনও কখনও আবেগবিহ্বল

করিয়াছে। কবি আমাদের সম্মুখে বিরহবিধুর সত্তার এক মূর্তি উপহার দিয়াছেন। সীতার দুঃখে রামচন্দ্র ব্যাকুল। রামচন্দ্রের অশ্রুপ্লাবিত হৃদয়াবেগে সীতাও কাঁদিয়া বিহ্বল। ছায়াদৃশ্যের কল্পনায় রামসীতার প্রেমিক সত্তা আমাদের কাছে কেমন নিবিড়, কেমন অশ্রুময়, কেমন অন্তরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে! এই দৃশ্যে রাম ও সীতার প্রেমার্তির দুই করুণ প্রবাহ মিশিয়া কেমন এক হইয়া গিয়াছে। 'উত্তররামচরিতে' **করুণ রসের অপূর্ব বর্ণনায়** 'অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্,' (১.২৮)—পাষাণও কাঁদিয়া উঠে, বজ্রও বিগলিত হয়। **কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে**—ইহা সার্থক উক্তি।

বাল্মীকির আখ্যান বিয়োগান্তক। কিন্তু কবি তাঁহার অপূর্ব নাট্যভঙ্গিতে ইহাকে মিলনান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ডক্টর সুশীলকুমার দে বলিয়াছেন—'It requires a considerable mastery of dramatic art to convert it from a real tragedy into a real comedy of happiness and reunion."

চরিত্রবিশ্লেষণের গৌরবও ভবভূতির কম নহে। বাসন্তী, আত্রেয়ী, লব প্রভৃতি চরিত্রও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যদিও কবি মানবসুলভ প্রেমিকসত্তার চিত্রণে নায়ক রামচন্দ্রকে আত্মকরুণায় নিমগ্ন করিয়া তুলিয়াছেন, তবুও কঠোর কর্তব্যের নিষ্পাদনে তাঁহাকে দুর্বল করেন নাই। লোকোত্তর-চরিতের দুর্বোধ্যতার কথা বলিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। প্রজারঞ্জনের প্রয়োজনেই রামচন্দ্রের সীতাত্যাগ, এবং ধর্মপালন-ব্রতেই শম্বুকের শিরশ্ছেদ। করুণাময়ী সীতার চরিত্র-গরিমার তো তুলনাই নাই। তরুণ বলদৃপ্ত লবের চরিত্রে শালীনতা লক্ষণীয় সম্পদ্।

'উত্তররামচরিতের' **কাব্যসৌন্দর্য** কোথাও কোথাও যুগপৎ সুন্দর চিত্রকল্প ও গভীর হৃদয়ভাবের যৌথ ব্যঞ্জনার পরিচয় দেয়। নিম্নের শ্লোকটি লক্ষণীয়—

> কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনং
> হৃদয়কুসুম-শোষী দারুণো দীর্ঘশোকঃ।
> গ্লপয়তি পরিপাণ্ডুক্ষামমস্যাঃ শরীরং
> শরদিজ ইব ঘর্মঃ কেতকী-গর্ভপত্রম্ ॥ (৩,৫)

—'শরতের প্রচণ্ড তাপের মত অন্তরের পুষ্পশোষী নিদারুণ শোক বৃন্তছিন্ন কিসলয়ের মত সীতার পাণ্ডুর ও শীর্ণ দেহকে কেমন ম্লান করিয়া দিয়াছে!'

ভবভূতির 'উত্তররামচিত' এবং আরও দুইখানি নাটকের সাধারণ পর্যালোচনায় বলা যায় যে ভাবগম্ভীর বিষয়ের বর্ণনায় ভাষা ও ভাবের সমন্বয় চমৎকার তাৎপর্যের পরিচয় দেয়। উহাতে সমাসপ্রয়োগের আধিক্যে ওজঃগুণের প্রভাব

সুস্পষ্ট। কিন্তু সুকুমার ভাবের বর্ণনায় অল্প কথায় কেমন **ললিতমধুর** উক্তি—

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা-
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভ-ব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥ (উত্তর ১, ২৭)

বর্ণধ্বনির দ্বারা অর্থের প্রতিধ্বনি খুবই হৃদয়গ্রাহী। ভবভূতির শিখরিণী ছন্দের বেদনার আবেগ নদীজলধারার মতই প্লাবন জাগায়—'ভবভূতেঃ শিখরিণী নিরর্গল-তরঙ্গিণী'। 'মালতীমাধবে' প্রেমের মধ্যে যৌবনের আবেগ থাকিলেও উহা উদ্দাম নহে। 'উত্তররামচরিতে' রাম-সীতার প্রেম তো একেবারে আলৌকিক প্রেমের মর্যাদায় উন্নীত, উহা অদ্বিতীয় বস্তু, সুখদুঃখ সকল অবস্থাতেই একরূপ—'অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু যৎ' (উত্তর, ১.৪০)। মহাবীরচরিতের বীররসও কম উপভোগ্য নহে।

ভবভূতির নাটকে হাস্যরসের অবতারণা খুবই কম। তিনি **করুণ রসের কবি।** তাই বিদূষকের ভূমিকা নাট্যে অনুপস্থিত। কালিদাস যেমন আদিরসের অদ্বিতীয় কবি, ভবভূতি তেমনি করুণরসের অদ্বিতীয় কবি। নাট্যকলার দক্ষতা অপেক্ষা ভবভূতির নাটকে কাব্যকলার গৌরবই সমধিক।

প্রকৃতির সহিত মানবমনের সহমর্মিতাও ভবভূতির নাটকে অনুভূত হয়। তবে কালিদাস বহিঃপ্রকৃতির সুকুমার রূপের মাধুরী বর্ণনাতেই আগ্রহী। ভবভূতি কিন্তু উগ্র, উৎকট বা **ভয়ানক রূপের বর্ণণাতেই** সিদ্ধহস্ত। 'মালতীমাধবের' শ্মশানদৃশ্য সত্যই ভয়ঙ্কর।

॥ বিশাখদত্ত ॥

মুদ্রারাক্ষস-নাটকের বৈশিষ্ট্য ঃ কালিদাসের পরবর্তী যুগে দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে বিশাখদত্তপ্রণীত **মুদ্রারাক্ষস** নাটকটি এক নূতন ধারার প্রবর্তন করে। ইহাতে গতানুগতিক প্রণয়কাহিনী স্থান পায় নাই। স্ত্রীচরিত্রও নাই বলিলেই চলে। তবুও রুচির দরবারে মুদ্রারাক্ষস সমাদৃত, এবং উহাতে লেখকের কৃতিত্বই প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলেন, 'দেবীচন্দ্রগুপ্ত' তাঁহার লেখা।

কবিপরিচিতি ঃ গ্রন্থারম্ভে সূত্রধারের বিবরণে জানা যায় যে কবির নাম **বিশাখদত্ত,** পিতার নাম ভাস্কর দত্ত এবং পিতামহ বটেশ্বর দত্ত। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে পিতার নাম পৃথু বলা হইয়াছে। তাঁহার পিতা মহারাজ এবং পিতামহ

সামন্ত বলিয়া অভিহিত। তাঁহার নাটকে—ভরতবাক্যে চন্দ্রগুপ্তের যে উল্লেখ আছে, অনেকে মনে করেন কালিদাসের নামের সহিত জড়িত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই তিনি (৩১৫—৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ)। কেহ কেহ বলেন কবি সম্ভবতঃ কান্যকুব্জের মৌখরী বংশের অবন্তিবর্মার সময়ে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে বর্তমান ছিলেন। শেষে ভরতবাক্যে কোন কোন পুস্তকে অবন্তিবর্মার নামও পাওয়া যায়। ইহাতে ম্লেচ্ছ শব্দের উল্লেখ আছে। তেলাঙ্গ (Telang) বলেন অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে যে মুসলমান আক্রমণ হয়, ম্লেচ্ছ শব্দে তাহার ইঙ্গিত আছে। পাটলিপুত্রের যে-বর্ণনা নাটকটিতে পাই, উহাতে মনে হয় তখন উহা সমৃদ্ধ ছিল। বৌদ্ধধর্মও তখন উন্নতির শিখরে ছিল। বেশীর ভাগ পণ্ডিতগণ 'মুদ্রারাক্ষসকে' ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে করেন।

মুদ্রারাক্ষস : মুদ্রারাক্ষস সপ্তাঙ্ক দৃশ্য কাব্য। রাজনীতির জটিলতাকে কেন্দ্র করিয়া নাটকটি রচিত। দুই পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রের প্রতিযোগিতা ও ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত নাটকটিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। রাজনীতির দ্বন্দ্বে রাক্ষস ও চাণক্য—এই দুই প্রধান প্রতিযোগী চরিত্র। নন্দবংশের বিখ্যাত ও প্রভুভক্ত অমাত্যের নাম সুবুদ্ধিশর্মা। যুদ্ধে তিনি রাক্ষসের ন্যায় পরাক্রান্ত, তাই রাক্ষস নামে খ্যাত। চন্দ্রগুপ্তের বিখ্যাত মন্ত্রী কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণ চাণক্য। তাঁহারই বুদ্ধিবলে নন্দবংশের পরাজয় হয়। মন্ত্রী রাক্ষস মলয়কেতু নামক এক ম্লেচ্ছ সামন্তকে সিংহাসনে বসাইতে চাহেন। কিন্তু চাণক্য চাহেন রাক্ষসকে জয় করিয়া তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীর পদে বসাইবেন। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাম, দান ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি যত কূটনৈতিক কৌশল ও চরবৃত্তির সম্বল চাণক্যের ছিল,—সব অস্ত্রই তিনি প্রয়োগ করেন। পক্ষান্তরে রাক্ষসও সাধ্যমত রাজনীতির কৌশল প্রয়োগ করেন। কিন্তু সেই কূটনীতির প্রয়োগকুশলতার দ্বন্দ্বে চাণক্যই জয়ী হন।

নন্দবংশের শেষ রাজা সর্বার্থসিদ্ধি চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়া বনে পলায়ন করেন এবং চাণক্যের গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। সর্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রী রাক্ষস ম্লেচ্ছ রাজা মলয়কেতুকে সেই শূন্য রাজপদে বসাইতে চাহেন। কিন্তু চাণক্যের কূট কৌশলে রাক্ষসের নামাঙ্কিত মুদ্রা ও জাল দলিলের সাহায্যে রাক্ষসের বিরুদ্ধেই মলয়কেতুর অবিশ্বাস জন্মে। মূল ঘটনাটি এইরূপ :

বণিক্ চন্দনদাস রাক্ষসের বন্ধু। রাক্ষসের স্ত্রী পুত্র সেই বণিকের গৃহেই ছিলেন। গুপ্তচরের সাহায্যে চাণক্য উহা জানিতে পারেন এবং চন্দনদাসের গৃহদ্বারে রাক্ষসের নামাঙ্কিত যে আংটিটি গুপ্তচর পায়, উহাও সে চাণক্যকে দেয়।

চন্দ্রগুপ্ত কৌমুদী-মহোৎসবের আদেশ দেন, কিন্তু চাণক্য উহা নিষেধ করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে কৃত্রিম কলহ হয়। রাক্ষস তখন মলয়কেতুকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে চাণক্যের ব্যবস্থায় রাক্ষসের মুদ্রাঙ্কিত দলিল মলয়কেতুর হাতে পড়ে। মলয়কেতু রাক্ষসকে ত্যাগ করেন। চন্দনদাসকে শূলে চড়ান হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতির প্রেরণায় রাক্ষস আত্মসমর্পণ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। মুদ্রয়া গৃহীতঃ রাক্ষসঃ যস্মিন্ নাটকে—ইহাই নামের অর্থ।

দুই রাজনীতিক ধুরন্ধরের কূটনৈতিক কৌশলের প্রয়োগপরম্পরা ও ঘটনাপ্রবাহ আমাদিগকে বিস্ময়ে হতবাক্ করিয়া দেয়। চাণক্য ও রাক্ষস, চন্দ্রগুপ্ত ও মলয়কেতু—এই সব প্রতিযোগী চরিত্র। চাণক্যের আত্মপ্রত্যয়, কুশাগ্রবুদ্ধি, মন্ত্রগুপ্তি ও ফলসিদ্ধির লক্ষ্যে উপায়প্রয়োগের নৈপুণ্য কবি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। রাক্ষসের বুদ্ধিকৌশল থাকিলেও তাঁহার চরিত্রে প্রভুভক্তি, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির দুর্বলতা রাজনীতির দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত তাঁহার পরাভবই ডাকিয়া আনে। কিন্তু মানবিকতার দাবীতে রাক্ষসই আমাদের অধিক সহানুভূতি লাভ করে। বীররস-মণ্ডিত এই নাটকটিতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রভাব সমধিক। রাজনীতির বাস্তব ঘটনার বিবরণে কাব্যকলা প্রকাশের অবসর অল্প হইলেও কবির ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের দক্ষতা প্রশংসনীয়। শরৎ বর্ণনা বা কুসুমপুরের উদ্যান বর্ণনায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকেও কবির মুগ্ধ দৃষ্টি ছিল সন্দেহ নাই। অর্থবহ সূক্তি লক্ষণীয়—'চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ', 'ন হি সর্বঃ সর্বং জানাতি!' আদ্যন্ত কূটনৈতিক ঘটনাবিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এমন সার্থক নাটক রচনা সংস্কৃত সাহিত্যে অবশ্যই অনন্যসাধারণ।

পরবর্তী কালেও **মুরারি, রাজশেখর, কৃষ্ণমিশ্র** প্রভৃতির নানাবিধ নাটক লিখিত হয়। কৃষ্ণমিশ্রের '*প্রবোধচন্দ্রোদয়*' প্রতীক নাটক (allegorical drama) উহাদের আলোচনা পাঠ্য-বহির্ভূত, অতএব উহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকের উৎপত্তি আলোচনা কর।
২। ভাসসমস্যার আলোচনা কর।
৩। ভাসের নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ ভাসের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।
৪। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক কি? উহার সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৫। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা কর।
৬। ভবভূতির উত্তররামচরিতের ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য কি আলোচনা কর।
৭। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও: মালবিকাগ্নিমিত্র, মালতীমাধব, বিক্রমোর্বশীয়, মুদ্রারাক্ষস।

।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

গল্পসাহিত্য

গল্পসাহিত্যের সূচনা ও বিকাশের ধারা—ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে কথা-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। গল্প শুনিবার জন্ম মানবমনের আগ্রহ চিরকালের। উহা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই আগ্রহের ফলে প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে গল্পকথার উদ্ভব হইয়াছে। মানুষ শিশুকাল হইতেই প্রকৃতি ও সমাজের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়। আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে ও পথে প্রান্তরে পশুপক্ষী বা যাহা কিছু তুচ্ছ ও নগণ্য, অথচ যাহাদের সহিত আমাদের নিকট পরিবেশের সম্পর্ক, শিশুর মনের উপর তাহাদের প্রভাব কম নহে। তাই মাতৃক্রোড়ে অথবা গল্পের আসরে শিশুরা পশুপক্ষী বা রূপকথার বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া কতই না মুগ্ধ হয়! আবার, গল্প বলিবার ভঙ্গিই গল্প শুনিবার সেই আগ্রহকে আরও আকর্ষণীয় করিয়া তোলে। বালকবালিকার কল্পনারাজ্যে কথা ও উপকথার রহস্যঘন মায়ার আকর্ষণ যেন একটা স্বপ্নজাল সৃষ্টি করে। তাহারা আনন্দে বিভোর হয়। শুধু শিশুচিত্ত কেন, গ্রাম ও নগরের অধিবাসী সকলবয়সী মানুষের মধ্যেই গল্পলোলুপ শিশুচিত্ত যেন চির-জাগরূক আছে। আমাদের সন্তপ্ত ও বিড়ম্বিত জীবনযাত্রায় সেই সব নানা বৈচিত্র্যের কথা, উপকথা ও কথানকের গল্পগুলিতে শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ খুঁজিয়া পাই। **চিত্তবিনোদন** ও অবসরযাপনের প্রয়োজনেও সেই সব গল্পসাহিত্যের মূল্য কম নহে।

বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে কত কাহিনীই আমরা শুনিয়াছি। কবি ও নাট্যকার তাঁহারাও নব নব ভঙ্গিতে সেই সব কাহিনীগুলিকে কাব্যশিল্পে বৈচিত্র্য-মণ্ডিত করিয়াছেন। আবার, পশুপক্ষী এবং মানুষের গল্পগুলির মধ্যে শিক্ষার উপযোগী রীতি, নীতি ও জীবনের অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ সংযোগও দেখা যায়। কত সহজ ও সুন্দর ভাবে এক একটি গল্পের পরিণতির মধ্যে বাস্তব জ্ঞান এবং ধর্ম, অর্থ প্রভৃতি **নীতির উপদেশ** মণিদীপের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বালক-বালিকার সুকুমার চিত্তে উহা সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে।

গল্পসাহিত্যের অন্তর্গত কথাশ্রেণীর মধ্যে তুইটি বিভাগ উল্লেখযোগ্য। একটি পশুপক্ষীর গল্প, আর একটি মানুষের গল্প। তবে সংস্কৃত উপাখ্যানসাহিত্যে সর্বত্র এই সীমারেখা রক্ষিত হয় নাই। কেহ কেহ গল্প-সাহিত্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন :—(১) পশুপক্ষী অবলম্বনে রচিত **নীতিকথা**, (২) মানুষ, গন্ধর্ব বা দৈত্যদানা অবলম্বনে রচিত **রূপকথা**, এবং (৩) **জনপ্রিয় লোককথা**।

জনপ্রিয় লোককথা প্রাচীন লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। যেমন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে **জাতক** এবং **অবদান**, ও জৈনদের মধ্যে **কথানক** রূপে অনেক গল্প গড়িয়া উঠে। লৌকিক সংস্কৃতের গদ্যসাহিত্যে **কথা** ও **আখ্যায়িকা** —এই দুই শ্রেণীর বিভাগ দেখা যায়। আখ্যায়িকা ঐতিহাসিক ঘটনার কাহিনী এবং কথা নিছক কবিকল্পনা। কিন্তু সেই কথা ও আখ্যায়িকা অলঙ্কৃত গদ্যকাব্যের দুই সমৃদ্ধ রূপ।

অভিজ্ঞতার নিরিখে জন্তু, জানোয়ার ও পশুপক্ষীর বিচিত্র আচরণের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য মানুষের কাছে ধরা পড়ে। শৃগালের ধূর্ততা, কুকুরের প্রভুভক্তি, কাকের চতুরতা, গাধার নির্বুদ্ধিতা, বানরের চঞ্চলতা, সর্পের ক্রূরতা, ব্যাঘ্রের হিংস্রতা,— মানুষের জগতে উপমার বস্তু। কাজেই মানুষের জগতের মত জীবজন্তুর জগতেও সেই সব ভাবধারার প্রতিফলনে এবং উহাদেরই সাহায্যে দৃষ্টান্ত যোজনায় গল্প-কাহিনীর রূপকল্প কালে সজীব হইয়া উঠে।

পশুপক্ষীর দৃষ্টান্তে উপদেশ দিবার রীতি অত্যন্ত প্রাচীন। **ঋগ্বেদে** মনুমৎস্য-কথা এবং **ভেকসূক্ত** দেখা যায়। 'ছান্দোগ্য উপনিষদে' রহস্যময় উদ্‌গীথ অংশে কুকুরের এক আখ্যান আছে। রামায়ণেও কিছু নীতিকথার উল্লেখ আছে। **মহাভারতে** বিদুর এক পক্ষীর গল্প বলেন, যে সোনার ডিম প্রসব করিত। এই ভাবে সেখানে সেই ধূর্ত মার্জারের গল্প পাই যে সাধুতার ভানে মূষিকগুলিকে প্রবঞ্চিত করে, এবং সেই ধূর্ত শৃগালের কথাও পাই—যে তাহার মিত্র ব্যাঘ্র হস্তী প্রভৃতি সকলেরই অর্জিত লভ্যাংশ একাই উপভোগ করে। মার্জার, মূষিক, নকুল ও উলুকের কথাটিতে দুই শত্রুর সহাবস্থান নীতির উজ্জ্বল রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। পুরাণেও অনেক নীতিগর্ভ কথা দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বারহুত (Barhut) স্তূপে বহু নীতিকথার নাম দেখা যায়। **মহাভাষ্যে** 'অজাকৃপাণীয়,' তথা 'কাকতালীয়,' 'অহিনকুল,' 'কাকোলূক'— এই সব ধরণের জন্মজাত শত্রুতার লোকোক্তির পরিচয় পাই। উহা হইতে অবশ্যই মনে করা যায় যে প্রাচীন ভারতেও গল্পসাহিত্যের ঐতিহ্য ছিল। উদয়ন-কথারসে ভরপুর অবন্তিজনপদের গ্রামবৃদ্ধদের কথা কালিদাস 'মেঘদূতে' বলিয়াছেন। গুণাঢ্যের অদ্ভুতার্থা **বৃহৎকথা** অনন্ত গল্পের মণিখনি। কিন্তু গল্পের রূপকথার মত গুণাঢ্যের মূল 'বৃহৎকথাও' রহস্যলোকে অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে পরবর্তী কালের কাশ্মীরীয় প্রতিরূপের মধ্যে উহার ঐতিহ্য বিধৃত হইয়াছে।

॥ পঞ্চতন্ত্র ॥

পঞ্চতন্ত্রের বিবরণ : নীতিকথারূপ গল্পসাহিত্যের সর্বপ্রাচীন মহত্ত্বমণ্ডিত গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র। ইহা এক মহান্ শিল্পীর সৃষ্টি। ইহার রচয়িতা ছাত্রসমাজে লব্ধকীর্তি বিষ্ণুশর্মা। দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির পুত্রগণের নীতিশিক্ষা ও বাস্তববুদ্ধি উন্মেষের প্রয়োজনে ইহা রচিত। ইহাতে মূল গল্পের কাঠামোর মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট গল্পের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ছোট গল্পগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিচিত্রতাপূর্ণ। প্রত্যেক গল্পের নীতিটি সহজ সুন্দর হৃদয়গ্রাহী শ্লোকে অভিব্যক্ত। গল্পের এক একটা চরিত্র তাহাদের নিজ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে শ্লোক উল্লেখে আর একটি গল্পের অবতারণা করিয়াছে। এই ভাবে ক্রমিক ধারায় গল্পের জাল বোনা হইয়াছে। নীতিশিক্ষার এমন সহজ,সুন্দর ও সার্থক শিল্পের সমাবেশ অতুলনীয় সন্দেহ নাই। কথোপকথন চমৎকার, সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ। ভাষা সরল, বর্ণনা ও সংলাপ—কিছুই সমাসের বাহুল্যে পীড়িত নহে। ভাষার স্বচ্ছ ও সাবলীল ভঙ্গি লক্ষণীয়। পরিমিতিবোধ উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুশর্মার ঐতিহাসিক পরিচয় আমরা জানি না। কিন্তু 'পঞ্চতন্ত্রের' সেই লেখক এক অসাধারণ গল্পশিল্পী ছিলেন সন্দেহ নাই। লেখক শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বাগ্‌ভঙ্গিতে চটুল পরিহাস ও কৌতুকের অভাব নাই। বস্তুনিরপেক্ষ ভাবরাজিকে তিনি চঞ্চু, পুচ্ছ ও পক্ষপুটে সাজাইয়াছেন। তাহাদের দিয়া কথা বলাইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে মানবচরিত্রের দোষ গুণ সব কেমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। লেখকের সঞ্জীবনী যাদুস্পর্শে অবাস্তবে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অলীক হইয়া উঠিয়াছে মূর্ত, প্রত্যক্ষ ও যেন নাটকীয় চমৎকারিতায় সমৃদ্ধ ও জীবন্ত।

এখনও সমাজে ধূর্ত মার্জারের মত লোক না আছে তা নয়—যাহারা ধর্মের ভান করিয়া প্রবঞ্চনা করে। সেই তপস্বী বিড়ালের বর্ণনায় কি সুন্দর ভঙ্গি—

'অত্রান্তরে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো নামারণ্যমার্জারস্তয়োর্বিবাদং শ্রুত্বা মার্গাসন্নং নদীতটমাসাদ্য কৃতকুশোপগ্রহো নিমীলিতনয়ন ঊর্ধ্ববাহুরর্ধপাদস্পৃষ্টভূমিঃ শ্রীসূর্যাভিমুখ ইমাং ধর্মোপদেশনাম্ অকরোৎ—অহো অসারোঽয়ং সংসারঃ।' (পঞ্চতন্ত্র ৩.২)

পাঁচটি প্রসঙ্গ লইয়া ইহা রচিত : (১) মিত্রভেদ, (২) মিত্রপ্রাপ্তি, (৩) কাকোলুকীয় বা সন্ধিবিগ্রহ, (৪) লব্ধপ্রণাশ ও (৫) অপরীক্ষিতকারক। উক্ত হয়—

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং শাস্ত্রম্॥

'মিত্রলাভ' নামক প্রথম তন্ত্রে বাইশটি গল্পের সমাবেশ আছে। ইহার মূল গল্পের চরিত্র দমনক ও করটক দুই শৃগাল, পিঙ্গলক নামে সিংহ এবং সঞ্জীবক নামে বৃষভ। হঠাৎ বনমধ্যে সঞ্জীবক উপস্থিত হওয়ায় তাহার অদ্ভুত শব্দে ভীত হইয়া সিংহ বিষণ্ণ হয়। শৃগাল দুইটি তাহাদের পদমর্যাদা ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যোগী হয়। দুষ্টবুদ্ধি দমনক এই সুযোগে সিংহের সঙ্গে সঞ্জীবকের মিত্রতা করাইয়া দেয়। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। সিংহের প্রশ্রয়ে সঞ্জীবকই সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। দমনক তখন বেশ ফন্দী করিয়া নানা ছলে উভয়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া তোলে। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং পিঙ্গলকের আক্রমণে সঞ্জীবক নিহত হইল। দমনক পশুরাজের মন্ত্রিপদ লাভ করিল। এই গল্পে সাম, ভেদ প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক রাজনীতির অনেক কথাই আছে। মূল গল্পের কাঠামোর মধ্যে আরও অনেক উপাদেয় গল্প আছে। অব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় কিলোৎপাটী বানরের দুর্দশা, কাকের বাচ্চা খাইয়া ফেলায় সোনার হারের সূত্রে কেউটে সাপের প্রাণ-নাশ, কাঁকড়ার কামড়ে অতিলোভী বকের প্রাণহানি, শশকের বুদ্ধিবলে মদোন্মত্ত সিংহের কূপজলে নিপতিত হইয়া মৃত্যু, তুলাদণ্ড ফিরিয়া পাইতে জীর্ণধনের শঠে শাঠ্য নীতির সার্থকতা—এমন সব সুন্দর সুন্দর গল্প কতই না মনোজ্ঞ!

দ্বিতীয় তন্ত্রটির নাম 'মিত্রপ্রাপ্তি'। ইহাতে গল্প মোট ছয়টি। তৃতীয় তন্ত্রটি 'কাকোলূকীয়' বা সন্ধিবিগ্রহ অবলম্বনে রচিত। কাক ও পেচকের মধ্যে বৈরিতা বশতঃ আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকল্পে মন্ত্রীদের সঙ্গে বিহগরাজ কাকের পরামর্শে বিজ্ঞ মন্ত্রীরা কতই না উপদেশ দিল। সন্ধি, বিগ্রহ, স্থান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব—এক একজন মন্ত্রী এক একটা অভিমত দিল। অবস্থা অনুসারেই সিদ্ধান্ত কর্তব্য—শেষে বিজ্ঞানসম্মত সেই পথ গৃহীত হয়। ইহাতে চারিটি গল্প দৃষ্ট হয়। 'লব্ধপ্রণাশতন্ত্রে' ষোলটি এবং শেষের 'অপরীক্ষিতকারক' তন্ত্রটিতে পনেরটি ছোট ছোট গল্প নিবদ্ধ। বিষয়বুদ্ধি, রাজনীতি ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে সদুপদেশ দানের শুভবুদ্ধিতেই পঞ্চতন্ত্রের পরিকল্পনা। উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে ভেদনীতি, শঠতা প্রভৃতি স্থান পাইলেও অধর্মের চরম ফল যে মহতী বিনষ্টি, উহা জানাইতে লেখক ভুলেন নাই। পাপবুদ্ধি-ধর্মবুদ্ধি কথার গল্পটি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লেখকের এই প্রত্যয় নিম্নের শ্লোকটিতে কেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

নরাধিপা নীচমতানুবর্তিনো বুধোপদিষ্টেন পথা ন যান্তি যে।
বিশন্তি তে দুর্গম-মার্গনির্গমং সমস্তসম্বাধমনর্থপঞ্জরম্ ॥

নানা সংস্করণ: গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে 'পঞ্চতন্ত্রের' নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ভারতের বাহিরেই প্রায় **পঞ্চাশটি ভাষায়** ইহার অনুবাদ হইয়াছে। এপর্যন্ত **২৫০ সংস্করণ** প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের মূল আদিরূপটি আমাদের অজ্ঞাত। **তন্ত্রাখ্যায়িকা** নামে 'পঞ্চতন্ত্রের' এক কাশ্মীরীয় প্রাচীন সংস্করণ ছিল। পহ্লবী সংস্করণটি অধুনা লুপ্ত। কিন্তু উহা হইতে সিরিয়া ও আরবী ভাষায় কল্পিত রূপে মূলের কথা জানিতে পারা যায়। পরবর্তী কালে জিনপতি সূরির শিষ্য শ্বেতাম্বর জৈন **পূর্ণভদ্র পঞ্চাখ্যানক** নামক এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারতীয় আর একটি সংস্করণ প্রকাশ পায়। উত্তরপশ্চিম ভারতেও একটি প্রচলিত ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সেই সংস্করণটি মনে হয় গুণাঢ্যের **বৃহৎকথায়** প্রক্ষিপ্তরূপে স্থান পায়। কারণ ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে' উহা দৃষ্ট হয়। নেপালীয় রূপের কথাও জানা যায়।

'পঞ্চতন্ত্রের' প্রথম পহ্লবী ভাষায় অনুবাদ করান বাদশাহ খসরু অনুশের ওয়ান খাঁ (৫৩১—৫৩৯খ্রীঃ)। ইহার সিরিয়াক (Syriac) রূপটির নাম হয় 'কলিলহ্ উ দমনহ্,' আরবীয় রূপটির নাম **'কলীলহ্ দিমনহ্'** (৭৫০ খ্রীঃ)। মনে হয় এই রূপান্তরের সময় 'পঞ্চতন্ত্রের' নাম ছিল 'করটক-দমনক,' ঐ গল্পটি প্রথমতন্ত্রেই অন্তর্ভুক্ত। সুলতান মামুদ সবুক্তগীনের জন্য কবি **রুদাচি** ফার্সী পদ্যে উহা অনুবাদ করেন। আকবরের সভাসদ্ **আবুল ফজল** 'আয়ার দীনেশ' নামে উহার অনুবাদ ও ভাষ্য প্রকাশ করেন। একাদশ শতকে গ্রীক, ত্রয়োদশ শতকে লাতিন, পরে জার্মান এবং ষোড়শ শতকে ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ হয়। 'পঞ্চতন্ত্রে' অর্থশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। ইহাতে দীনার মুদ্রার উল্লেখ আছে। অনেকে ইহা দ্বিতীয় হইতে **তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের** নিকটবর্তী কোন সময়ের লেখা মনে করেন।

পঞ্চতন্ত্রের কথারম্ভে দাক্ষিণাত্যের উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ মনে করেন লেখক দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন। 'তন্ত্রাখ্যায়িকার' জৈন সংস্করণে দাক্ষিণাত্যের ঋষ্যমূক পর্বতের উল্লেখ আছে। কিন্তু পঞ্চম তন্ত্রে গৌড় দেশের নামও আছে। **হার্টেল** মনে করেন লেখক কাশ্মীরের লোক। নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। তবে পুষ্কর, প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রের উল্লেখ ইহাতে আছে।

অধ্যাপক বেনফে (Benfey), উইল্‌কিন্স্, এজর্টন (Edgerton), বুহ্লার্, হার্টেল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ভারত হইতেই যে পশুপক্ষীর গল্পের ধারা গ্রীস প্রভৃতি দেশে প্রসৃত হয়—ইহাই অধিকাংশের মত, যদিও ইহার বিপরীত মতও আছে।

॥ কথাসরিৎসাগর ॥

মূলের সূচনায় বৃহৎকথা : জনপ্রিয় লোককথার প্রাচীনতম সংগ্রহ গুণাঢ্যের **বৃহৎকথা**। মূল বৃহৎকথা এক লক্ষ শ্লোকে এবং পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হয়। মূল গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কাশ্মীরের জনশ্রুতি অনুসারে ইহা শ্লোকে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু দণ্ডীর **কাব্যাদর্শ** হইতে জানা যায় উহা গদ্যময় কথা—'অদ্ভুতার্থা বৃহৎকথা'। 'বৃহৎকথালম্বৈরিব'—এই উক্তিতে **সুবন্ধু** এবং পরে বাণভট্টও 'বৃহৎকথার' উল্লেখ করিয়াছেন—'হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা' (হর্ষচরিত)। কবি **গোবর্ধন** রামায়ণ এবং মহাভারতের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতেই বৃহৎকথার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিতদিগের ধারণা গুণাঢ্য খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। কালক্রমে উত্তরভারতে এবং কাশ্মীরে এবং নেপালে তাঁহার গ্রন্থ প্রচারিত হয়। আজ পর্যন্ত 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে সর্বপ্রাচীন সংকলিত গ্রন্থ নেপালেই পাওয়া গিয়াছে। উহা **বুদ্ধস্বামী বা বুধস্বামীর** রচিত **বৃহৎকথা-শ্লোকসংগ্রহ**। সম্ভবতঃ নবম শতকে নেপালীরূপের অনুসরণে ২৮টি সর্গে ইহা সংস্কৃতে লেখা হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থটি **ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী** একাদশ শতকে প্রথম ভাগে উহা লিখিত হয়। ইহা ৭৫০০ শ্লোকে গ্রথিত। সম্ভবতঃ উহার ত্রিশ বৎসর পরে ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় প্রাচীন গ্রন্থ কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ বাণভট্টের পুত্র **সোমদেবের কথাসরিৎসাগর**।

কথাসরিৎসাগর : গুণাঢ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় যে কবিবৃন্দ 'বৃহৎকথার' প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সোমদেবের কৃতিত্বই সমধিক। তিনি প্রসিদ্ধ কাশ্মীররাজ অনন্তের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। অনন্তের মহিষী বিদূষী সূর্যবতীর আগ্রহেই সোমদেব 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থটি রচনা করেন। ইহা অষ্টাদশ লম্বকে বিভক্ত। ইহা রামায়ণের মতই বিশাল। এই বিপুলকায় গ্রন্থটিতে লোকপ্রিয় প্রেম, বীরত্ব ও বিস্ময়ের নানা কাহিনীর স্রোতোধারা আসিয়া যেন সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে। গ্রামীণ ও নাগরিক সর্ব স্তরের জনগণের উপভোগ্য করিবার জন্য গ্রন্থটিকে কবি অতি সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষাতেই রচিত করিয়াছেন। সোমদেব প্রথমেই কথাপীঠ-লম্বকে বলিয়াছেন যে যাহাতে বিবিধ আখ্যানগুলির সমন্বয়-বিচ্যুতি না হয় এবং কাব্যাংশের যোজনা দ্বারা কাহিনীর রস ক্ষুণ্ণ না হয়, তিনি 'বৃহৎকথার' সংক্ষিপ্ত আকার উপস্থাপনে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থে আছে ১২৪টি তরঙ্গ এবং প্রায় ২২০০০ শ্লোক।

গ্রন্থটির প্রধান বর্ণনীয় বিষয় উদয়ন, বাসবদত্তা এবং তাঁহাদের পুত্র নরবাহন দত্ত এবং প্রধান পুত্রবধূ মদনমঞ্চুকার কাহিনী। **বেতালপঞ্চবিংশতি, পঞ্চতন্ত্র** ও **বৌদ্ধজাতকের** কাহিনীও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। পুস্তকটিতে মোট ৯০০ **কাহিনীর** সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এই ধরণের প্রেম ও দুঃসাহসের প্রাচীন কাহিনীর আস্বাদলাভের জন্য ইরান দেশবাসীরা এখানকার মূল উপকথাগুলির কাহিনী তাঁহাদের ভাষায় রূপান্তরিত করেন। ইহাদেরই আদর্শে রচিত ইরানীয় ও আরবীয় পুস্তক **কিতাব আলফলাইলা ওয়ালাইলা** অর্থাৎ 'হাজার এবং এক রজনীর কাহিনী' ক্রমে বিশ্বসাহিত্যে সমাদৃত হইয়াছে। গ্রীক সাহিত্যের **ঈশপের গল্প** (Aesop's Fables) যে ভারতবর্ষের গল্পসাহিত্যের রসধারায় পুষ্টি লাভ করিয়াছে, ইহাও অধিকাংশ পণ্ডিতগণের সমর্থিত অভিমত।

সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' হইতে তৎকালীন সমাজ-চিত্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। শৈব ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব খুবই লক্ষণীয়। তখন সমুদ্রপথে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিত। স্থাপত্যবিদ্যার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। মূর্খদের সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক নানা কাহিনী এই পুস্তকটির বিশেষত্ব। 'কথাসরিৎসাগর' **সি. এইচ. টনি** (C. H. Tawney) কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনুবাদ করা হইয়াছে। এন. এম্. পেঞ্জার 'কথাসরিৎসাগরের' ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবরণ সহ এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পেঞ্জারের প্রশংসাবাণী উল্লেখযোগ্য—

"Somadeva has presented us with one of the greatest collection of tales the world has ever seen—tales which were destined to inspire the genius of unborn giants of European literature—Beccaccio, Goethe, La Fontaine, Chaucer and Shakespeare ..We must hail him as the Father of Fiction and his work as one of the masterpieces of the world."

॥ হিতোপদেশ ॥

হিতোপদেশের বিবরণ: 'পঞ্চতন্ত্রের' রচনারীতির আদর্শে একই কাঠামোর মধ্যে ধারাবাহিক গল্পের সমাবেশে রচিত **হিতোপদেশ** আর একটি উপভোগ্য গল্পগ্রন্থ। ৪৩টি কথার মধ্যে 'পঞ্চতন্ত্র' হইতে ২৫টি গল্প লওয়া হইয়াছে। অন্য স্থল হইতে ১৮টি গল্প গৃহীত হইয়াছে।

প্রস্তাবনায় এই ঋণ স্বীকার করা হইয়াছে।

'পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে' (হিতোপদেশ)।

রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি **নারায়ণ শর্মা** 'হিতোপদেশ' রচনা করেন। পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শনের পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইহা রচিত হয়। পুস্তকটির এই মুখবন্ধ পঞ্চতন্ত্র-কথামুখের অমরশক্তির পুত্রদের শিক্ষার কথা মনে করাইয়া দেয়। ইহা চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত :—(১) মিত্রলাভ (২) সুহৃদ্ভেদ, (৩) বিগ্রহ ও (৪) সন্ধি। ইহার প্রথম দুই অধ্যায়ের প্রায় বেশীর ভাগই 'পঞ্চতন্ত্র' হইতে গৃহীত হইয়াছে। 'হিতোপদেশের' তৃতীয় অধ্যায়ে 'পঞ্চতন্ত্রের' তৃতীয় তন্ত্রের সঙ্গে সাধারণভাবে মিল থাকিলেও ঘটনার বিন্যাস, গল্পের বিষয়বস্তু ও আরও অন্যান্য বিষয়ে বৈচিত্র্য দেখা যায়। চতুর্থ তন্ত্র হইতেও গল্প লওয়া হইয়াছে। তবে 'পঞ্চতন্ত্রের' চতুর্থ তন্ত্রের মাত্র ব্যাঘ্রচর্মাবৃত গর্দভের গল্পটি লওয়া হইয়াছে। সংকলিত কথাগুলিতে 'পঞ্চতন্ত্রের' ক্রম অনুসরণ করা হয় নাই। নারায়ণ তাঁহার নিজের মত করিয়া ঐগুলিকে পরিবেশন করিয়াছেন।

'পঞ্চতন্ত্র' হইতে বেশীর ভাগ মূল গল্প লইলেও নারায়ণ 'হিতোপদেশে' গল্প-গুলির তথ্যপরম্পরাতেও নিজস্ব কিছু বৈচিত্র্য যোজনা করিয়াছেন। তিনি কোথাও কোথাও বেশ দক্ষতা সহকারে গল্পের আকর্ষণীয়তা ও গতিবেগ বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। মুষিমুষিক-কথাটি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। **কামন্দকীয় নীতি-শাস্ত্রের** প্রভাব 'হিতোপদেশের' উপর খুবই বেশী। উহা হইতে শ্লোকও অনেক উদ্ধৃত হইয়াছে। নারায়ণের গ্রথিত গল্পগুলির কয়েকটির সহিত Arabian Nights-এর গল্পের বেশ মিল আছে। মহাভারতের, জাতকের ও 'কথাসরিৎ-সাগরের' গল্পের প্রভাবও কোথাও কোথাও স্পষ্ট পড়িয়াছে মনে হয়। বীরবরের আত্মত্যাগের কাহিনী অতি সহজ ভঙ্গীতে প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।

ভাষার খুবই সহজ ও সরলতর আবেদন লক্ষণীয়। 'হিতোপদেশের' রচয়িতা কথাচ্ছলে বালকদিগের নীতি উপদেশ দিয়াছেন। আদর্শ বা দৃষ্টান্ত ব্যতীত যে উপদেশ কার্যকর হয় না, সে বিশ্বাস অবশ্যই তাঁহার ছিল। বিশেষতঃ অপরিণত বয়সের বালকবৃন্দের মনের উপর যে দাগ পড়ে, সেই সংস্কার কাঁচা মাটির পাত্রের দাগের মতই দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই 'হিতোপদেশের' প্রস্তাবনা শ্লোকে বলা হয় :—

> যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
> কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে॥ (হিতোপদেশ)

অনেকে 'হিতোপদেশকে' 'পঞ্চতন্ত্রের' বাংলাদেশে প্রচলিত সংস্করণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ 'পঞ্চতন্ত্রের' গল্পের আকার, ক্রম ও ঘটনার

পরিপাটি এখানে অনেক স্থলে পরিবর্তিত দেখা যায় এবং 'পঞ্চতন্ত্রের' ঋণও লেখক স্বীকার করিয়াছেন। বাংলাদেশে ইহার জনপ্রিয়তা সমধিক।

'হিতোপদেশের' গল্পগুলি বালক-বালিকার কল্পনারাজ্যে এক মায়ার আবেশ সৃষ্টি করে। গোদাবরীতীরের বিশাল শাল্মলীতরু, মন্দরপর্বতের দুর্দান্ত নামক সিংহ, কল্যাণকটকের ভৈরব ব্যাধ, সমুদ্রতীরের টিট্টিভদম্পতি, চম্পকবতী অরণ্যানীর মৃগকাকশৃগাল—এমন কত ছোট ছোট গল্পের রহস্যঘন পরিবেশ শুনিবামাত্র শিশু-চিত্তে অপূর্ব পুলক জাগে। তাহারা আনন্দে আত্মহারা হয়।

উপসংহার: 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশের' গল্পগুলির পটভূমিতে বাস্তব-জীবনের অভিজ্ঞতার যে সব উপদেশ বালকবালিকারা পায়, জীবনের চলার পথে নিত্য সেগুলি কাজে লাগে। সভ্যতার বহিরঙ্গে মানুষের সমাজ আপাতদৃষ্টিতে অনেক আগাইয়া গিয়াছে সত্য। কিন্তু তাহার আদিম প্রবৃত্তি এবং মূল স্বভাবের যে বিশেষ একটা পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা নহে। 'হিতোপদেশের' তিন ধূর্তের প্রতারণার ষড়যন্ত্রের মত এখনও সমাজে প্রবঞ্চনা চলে, নীচ ব্যক্তি উচ্চ পদ পাইয়া 'স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি'—এ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ধর্মধ্বজী তপস্বী মার্জারের স্বভাবের লোকও দুর্লভ নহে। জীর্ণধনকথার 'শঠে শাঠ্য' নীতির প্রয়োজন আজও নিঃশেষিত হয় নাই। লোভী শৃগাল এখনও সমাজের আনাচে কানাচে লুকাইয়া থাকে। অতএব 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশের' উপদেশ দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া চিরন্তন মর্যাদায় ভূষিত। ভারতের গল্পসাহিত্যের বৈভব ও বৈচিত্র্য-জীবনের চলার পথে মূল্যবান্ পাথেয়। মানবিক আবেদনেও ইহা পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ্ সন্দেহ নাই।

অনুশীলনী

১। গল্পসাহিত্যের সূচনা ও বিকাশের ধারা আলোচনা কর।

২। 'পঞ্চতন্ত্র' সম্বন্ধে কি জান বল।

৩। 'হিতোপদেশ' সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। বর্তমান শিশুশিক্ষায় পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের নীতিকথার প্রয়োজনীয়তা যথাসম্ভব আলোচনা কর।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

গদ্যকাব্য

গদ্যকাব্যের সূচনা : সংস্কৃত গদ্যকাব্যের মূল কোথায়—সেই উৎস সন্ধানের অধ্যবসায় আজ পর্যন্তও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় নাই। **যজুর্বেদ** হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে গদ্যরচনার নিদর্শন পাই। **বেদাঙ্গ** বা সূত্রসাহিত্য সংক্ষিপ্ত গদ্যরচনার পরিচয় দেয়। পাণিনি ব্যাকরণের বার্ত্তিকসূত্রে কাত্যায়ন আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির **মহাভাষ্যে** সাবলীল গদ্যভঙ্গি দৃষ্ট হয়। **'বাসবদত্তা'**, **'সুমনোত্তরা'** ও **'ভৈমরথী'** নামে তিনটি গদ্য আখ্যায়িকার নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ লুপ্ত, এবং ইহাদের আঙ্গিক বা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। **'বৃহৎকথা'** নামটি প্রসিদ্ধ, সেই নামে 'কথা' শব্দটির উল্লেখ আছে। 'পঞ্চতন্ত্রও' কথাবিশেষ,— 'পঞ্চতন্ত্রের' আর একটি নাম 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'। কালিদাস-পূর্বযুগের সামিল ও রামিল কর্তৃক রচিত 'শূদ্রককথার' উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। বররুচির **'মনোবতী'**ও এক গদ্যকাব্যের নাম। দণ্ডী ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় **কথা ও আখ্যায়িকা** শব্দ দুইটি অতি প্রাচীন। ভামহও কথা ও আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শে' উহাদের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন— উহারা প্রায়ই একজাতীয়। বাণভট্টও গদ্যকাব্যের সম্বন্ধে কথা ও আখ্যায়িকা —এই দুই শ্রেণীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বাণভট্ট সুবন্ধুর নাম স্মরণ করিয়াছেন এবং **ভট্টার-হরিচন্দ্রের** প্রশংসায় বলিয়াছেন—'ভট্টার-হরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো নৃপায়তে।' এই সব উল্লেখ হইতে বোঝা যায় দণ্ডী, সুবন্ধু ও বাণভট্টের লেখনীতে গদ্যকাব্যের যে সুবর্ণযুগ দেখা যায়, তাহার পূর্বেও গদ্যকাব্যের ইতিহাসে নিশ্চয় একটা প্রস্তুতিপর্ব ছিল এবং দণ্ডী, সুবন্ধু ও বাণের সম্মুখে পূর্বসূরিদের সেই কাব্যগুলিই ছিল আদর্শ। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহাদের নিজ নিজ কাব্যকৃতির সমধিক ঔজ্জ্বল্যে পূর্বসূরিদের গৌরব ম্লান হইয়া গিয়াছে।

গদ্যকাব্য-রচনার মূলে সম্ভবতঃ দুইটি কারণ প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়াছে। একটি হইল প্রাচীন গল্পের ধারা, আর একটি হইল পদ্যকাব্যের ভাবরূপ। 'বৃহৎকথা,' 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি লোকসাহিত্যে একটি গল্পের মধ্যে একাধিক গল্পের ধারাবাহিক অনুপ্রবেশ দেখা যায়। উহা একটা বিশিষ্ট ভঙ্গির ঐতিহ্যের পরিচয় দেয়। সংস্কৃত গদ্যকাব্যে সেই ধারা অনুসৃত হয়। আবার পদ্যকাব্যের ভাব, ভাষা

গুণ, রীতি, অলঙ্কার, রস প্রভৃতি সাহিত্যসামগ্রীর যে সমারোহ দেখা যায়, গদ্য-কাব্যের উপর তাহারও প্রভাব পড়ে। ফলে গদ্যও হইয়া উঠে পদ্যেরই মত সমৃদ্ধ কাব্য। ছন্দের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও গদ্যকাব্যে ছন্দোগত দোলা, ধ্বনিমাধুর্য ও শব্দঝঙ্কারের বৈচিত্র্য দেখা যায়। বিদগ্ধ পাঠক পদ্য ও গদ্যকাব্যে একই রসাস্বাদ করিতেন। তাঁহাদের মতে—'গদ্যই কবিপ্রতিভার কষ্টিপাথর'—'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি'। এইরূপে পদ্যকাব্য-প্রভাবিত হইয়াই গদ্য-কাব্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। আলঙ্কারিকগণ গদ্য ও পদ্যকাব্যের মধ্যে কাব্যগত কোন ভেদ স্বীকার করেন নাই। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্',—উহা পদ্যে, কি গদ্যে—তাহাতে কিছু যায় আসে না। ইংরাজ কবি Wordsworthও বলিয়াছেন—গদ্য ও পদ্যের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। আধুনিক বাংলায় গদ্যকবিতাও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। সংস্কৃত গদ্যকাব্যের ইহাই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা।

॥ দণ্ডী ॥

দণ্ডীর রচনাবলী : গদ্য কাব্যে দণ্ডী, সুবন্ধু ও বাণভট্টই অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী। রাজশেখর বলিয়াছেন—"ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ।" এই উক্তি অনুসারে বোঝা যায় যে দণ্ডী তিনখানি গ্রন্থের রচয়িতা। **দশকুমারচরিত** নামে প্রসিদ্ধ গদ্যকাব্য দণ্ডীর রচনা বলিয়া সুবিদিত। তাঁহার আর একটি গ্রন্থ **কাব্যাদর্শ**। 'কাব্যাদর্শ' অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থ। 'কাব্যাদর্শে' উল্লিখিত **ছন্দোবিচিতি** তাঁহার তৃতীয় রচনা বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু এবিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নাই। ভোজের **শৃঙ্গারপ্রকাশের** উপর নির্ভর করিলে **দ্বিসন্ধান** নামে একটি গ্রন্থ দণ্ডীর তৃতীয় রচনা বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহা অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত। **অবন্তিসুন্দরীকথা** দণ্ডীর রচনা—ইহাও কেহ কেহ মনে করেন। **কীথ** কিন্তু ঐ মতের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন।

'কাব্যাদর্শ' ও 'দশকুমারচরিত' যে একই দণ্ডীর রচনা, ইহাও সর্ববাদিসম্মত নহে। 'কাব্যাদর্শে' কাব্যরচনার যে আদর্শ লেখক স্থাপিত করিয়াছেন, 'দশকুমারচরিতে' তাহা সর্বাংশে অনুসৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ 'দশকুমারচরিত' দণ্ডীর প্রথম জীবনের রচনা এবং 'কাব্যাদর্শ' তাঁহার পরিণত বয়সের সুপরিণত চিন্তার ফল। বিশেষতঃ অলঙ্কাররীতির আদর্শ স্থাপন অপেক্ষা নিজের রচনায় সেই আদর্শপালন যে অনেক কঠিন কাজ, একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

সুবন্ধু ও বাণের রচনার সহিত তুলনায় দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' পূর্ববর্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা স্বাভাবিক। মনে হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভের সামান্য পূর্বে দণ্ডীর আবির্ভাব। কোন কোন গবেষক 'কাব্যাদর্শকে' ভিন্ন লেখকের রচনা বলিয়া মনে করেন। এবং তাঁহারা উহাকে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভিক যুগের বলিয়া বিবেচনা করেন।

'কাব্যাদর্শে' বৈদর্ভী রীতি ও মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃতের বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। সে প্রসঙ্গে প্রবরসেনের **সেতুবন্ধ** নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 'রাজতরঙ্গিণীর' উক্তি অনুসারে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী প্রবরসেনের কাল। এই প্রমাণ বলে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে দণ্ডীর আবির্ভাব অসঙ্গত মনে হয় না। 'অবন্তিসুন্দরীর' বিবরণ অনুসারে দণ্ডীর পিতার নাম বীরদত্ত, মাতার নাম গৌরী। ইনি কাঞ্চীর অধিবাসী, ভারবির মিত্র দামোদরের প্রপৌত্র। ইহার কাল আনুমানিক সপ্তম শতকের শেষ। কিন্তু 'অবন্তিসুন্দরীকথাকে' অনেকে দণ্ডীর লেখা বলিয়াই মনে করেন না।

কাহিনী—'দশকুমারচরিত' আখ্যায়িকা-শ্রেণীর গদ্য কাব্য। মগধের রাজা রাজহংস মালবরাজ মানসারের নিকট পরাজিত হইয়া সস্ত্রীক বিন্ধ্যগিরিতে আশ্রয় লন। সেখানে রাজার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, নাম রাজবাহন। রাজবাহনই কেন্দ্রচরিত্র। আরও নয়টি মন্ত্রিপুত্র তথায় আসিয়া সমবেত হন। দশটি কুমার একসঙ্গে লেখাপড়া করিয়া ভাগ্যান্বেষণে দেশভ্রমণে বাহির হন। কিন্তু পথে এক ব্রাহ্মণবেশী দস্যু কিরাতের সঙ্গে দেখা হওয়ায় রাজবাহনকে তাঁহার সাহায্যে যাইতে হয়। অন্যান্য কুমারগণ আবার রাজবাহনের খোঁজে নানা দিকে চলিয়া যান। ঘটনাচক্রে তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হন। রাজবাহনও তাঁহাদের খোঁজ করিতে লাগিলেন। এই ভ্রমণপ্রসঙ্গে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের যে সব ঘটনা ঘটে, তাঁহারা মিলিত হইয়া সেই সব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। 'দশকুমারচরিত' উহাদেরই আলেখ্যমালা।

দণ্ডীর গদ্যরচনার বৈশিষ্ট্য: দশকুমারচরিতে গদ্যকাব্যের নাম অনুসারে দশজন কুমারের বৃত্তান্ত আশা করা যায়। কিন্তু তন্মধ্যে আটটি উচ্ছ্বাসে আটজন কুমারের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য পরবর্তী কালে পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা নামে দুইটি অংশ মূল-গ্রন্থের সহিত যুক্ত হয়।

'দশকুমারচরিতে' বহু বৈচিত্র্য আছে। তৎকালীন সমাজের নৈতিক অবনতি ব্যক্ত করিতে লেখক কুণ্ঠিত হন নাই। লোভ, অসাধুতা, প্রতারণা, গুপ্তপ্রেম, নারীহরণ, চুরি, জুয়াচুরি প্রভৃতি বাস্তব জীবনের কুৎসিত দিকগুলিও তিনি প্রচ্ছন্ন

রাখেন নাই। তিনি ভিন্নভিন্ন রুচি ও প্রবৃত্তির চরিত্রচিত্রণে বৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়াছেন। পরিহাসকৌতুকের সরসতায় দণ্ডীর কাব্য উপভোগ্য। কাল্পনিক আদর্শ সমাজ অপেক্ষা বাস্তব জীবনের প্রতি কবির দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ ছিল। ব্যবহার-জীবনের ঘটনার বর্ণনা সজীব। কামশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে লেখকের পাণ্ডিত্য লক্ষণীয়। সত্যই দণ্ডী একজন **কুশলী কথাশিল্পী**। সুবন্ধু ও বাণভট্টের রচনার সহিত তুলনায় দণ্ডীর রচনাশৈলী অনেক সহজ ও সুখবোধ্য। বৈদর্ভী রীতির প্রাণস্বরূপ প্রসাদগুণের প্রসাদে তাঁহার কাব্যসরস্বতী প্রসন্নপদা। তাই বাগ্‌বিস্তারের সমারোহে তাঁহার ভাষাকে তিনি ভারাক্রান্ত করেন নাই। অবশ্য গদ্যকাব্যের রীতি অনুযায়ী তিনি স্থানে স্থানে গৌড়ী রীতি অনুসরণ করিয়া সমাসবহুল ওজঃগুণের নিবেশ করিয়াছেন। সপ্তম উচ্ছ্বাসে ওষ্ঠ্যবর্ণ পরিহার করা হইয়াছে। অন্যথা তাঁহার রচনা পাণ্ডিত্য দ্বারা কণ্টকিত নহে। তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট, ভাষা সরস, ললিত ও সাবলীল এবং কাহিনী চিত্তাকর্ষক। এই জন্যই বলা হয়—**দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্**। অনুপ্রাস লালিত্যের দৃষ্টান্ত যথা—'অযুগ্মশরঃ শরশয়নে শায়য়িষ্যতি', 'অসত্যেনাস্ত নাস্তং সংসৃজ্যতে।' বসন্ত ও সন্ধ্যার বর্ণনা উপভোগ্য। কোথাও কোথাও অলঙ্কারবহুল বর্ণনা লক্ষণীয়। যেমন রাজকুমারী অম্বালিকা এবং নৃত্যপরায়ণা কন্দুকাবতীর বর্ণনা। ত্রিগর্ত জনপদের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা বড়ই বাস্তবধর্মী ও জীবন্ত—

'ক্ষীণসারং শস্যম্, ওষধয়ো বন্ধ্যাঃ, ন ফলবন্তো বনস্পতয়ঃ, ক্লীবা মেঘাঃ, ক্ষীণস্রোতসঃ স্রবন্ত্যঃ পঙ্কশেষাণি পল্বলানি, নির্নিস্যন্দান্যুৎসমণ্ডলানি, বিরলীভূতং কন্দফলমূলম্, অবহীনাঃ কথাঃ ...বহুলীভূতানি তস্করকুলানি।'

॥ সুবন্ধু ॥

কবিপরিচিতঃ সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের জগতে দ্বিতীয় রত্ন সুবন্ধু। বাণভট্ট তাঁহার 'হর্ষচরিত' গ্রন্থের প্রারম্ভে সপ্রশংস ভাবে সুবন্ধুরচিত **বাসবদত্তার** উল্লেখ করিয়াছেন—'কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া' (হর্ষচরিত) সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' গ্রন্থে 'ন্যায়স্থিতিমিবোদ্দ্যোতকরস্বরূপাম্' 'বৌদ্ধসঙ্গতমিবালঙ্কারভূষিতাম্'—এই উক্তিতে নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর এবং বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্ত্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুবন্ধু উঁহাদের পরবর্ত্তী সন্দেহ নাই। এই প্রমাণ অনুসারে তাঁহাকে সপ্তম শতাব্দীতে বাণের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করা হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে—'সা রসবত্তা বিহত নবকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কঃ' ইত্যাদি শ্লোকে সুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের গুণগ্রাহিতার কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন এবং তাঁহার সমকালীন রাজন্যবৃন্দের গুণগ্রাহিতার অভাবের প্রতি কটাক্ষ

করিয়াছেন। সম্ভবতঃ হর্ষবর্ধনের পূর্বে তিনি কাব্য রচনা করেন, অথবা ঘটনাচক্রে তিনি হয়তো রাজানুগ্রহ পান নাই।

তাঁহার 'বাসবদত্তা' শ্লেষপ্রধান কথাকাব্য। গ্রন্থের আখ্যানভাগ নগণ্য। তিনি স্বয়ং নিজগ্রন্থের প্রত্যেক অক্ষরে নিহিত শ্লেষের কথা ঘোষণা করিয়াছেন—

সরস্বতীদত্তবর-প্রসাদশ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ।
প্রত্যক্ষর-শ্লেষময়প্রবন্ধ-বিন্যাসবৈদগ্ধ্য-নিধির্নিবন্ধম্ ॥

পরবর্তী কালেও তিনি শ্লেষবহুল বক্রোক্তিমার্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। **কবিরাজ** বলেন—

সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা ॥ ('রাঘবপাণ্ডবীয়')

বাসবদত্তার কাহিনী : সুবন্ধুর **বাসবদত্তা** বিখ্যাত গদ্যকাব্য। চিন্তামণি রাজার পুত্র কন্দর্পকেতু একদিন এক অনুপম সুন্দরী কন্যার স্বপ্ন দেখেন। তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে বন্ধু মকরন্দকে সঙ্গে করিয়া সেই কন্যার খোঁজে বাহির হন। রাজদুহিতা বাসবদত্তাও স্বপ্নে এক রাজকুমারকে দেখিয়া সখী তমালিকার কাছে তাঁহার কথা লিখিয়া জানান। বিন্ধ্যগিরির এক বনে শুকশারীর কথালাপে এই সংবাদ কন্দর্পকেতু জানিতে পান। ইহাও জানা যায় যে বাসবদত্তার পিতা কন্যাকে বিদ্যাধর-রাজকুমারের সহিত বিবাহ দিবেন। ইহা শুনিয়া কন্দর্পকেতু বাসবদত্তাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইয়া পলায়ন করেন ও বনমধ্যে রাত্রি কাটান। বাসবদত্তা জাগিয়া উঠিয়া ফলমূল সংগ্রহে যান। এমন সময় দুই কিরাতসৈন্য বাসবদত্তাকে পাইবার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। ফলে ঋষির আশ্রমের ক্ষতি হয়। ঋষির শাপে বাসবদত্তা পাষাণমূর্তি হইয়া যায়। রাজকুমার মনের দুঃখে প্রাণ বিসর্জন করিতে চাহেন। কিন্তু দৈববাণীবলে তাঁহার করস্পর্শে বাসবদত্তা শাপমুক্ত হন। পাষাণমূর্তি বাসবদত্তা জীবন্ত হইয়া উঠেন। উভয়ের মিলন হয়।

সমালোচনা : সুবন্ধুর রচনা তাঁহার বহুশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। উহার মধ্যে 'কামশাস্ত্র', 'নাট্যশাস্ত্র', 'বৃহৎকথা', রামায়ণ, মহাভারত, দর্শন ও পুরাণ উল্লেখযোগ্য। গল্পের কাঠামোবিস্তারের যাবতীয় কৌশল তিনি অবলম্বন করিয়াছেন। কিশোরী কন্যা বাসবদত্তার বিলাসবিভ্রমের বর্ণনায় পঁচাত্তর পংক্তিব্যাপী একটি বাক্য ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। অথচ কথালাপের ক্ষেত্রে সরল বাক্যভঙ্গিও লক্ষণীয়। বাণভট্ট অনেক অংশে সুবন্ধুর নিকট ঋণী। কিন্তু চরিত্রচিত্রণের গৌরবে সুবন্ধু বাণভট্টের ধারে কাছেও যাইতে পারেন নাই। ফলে সুবন্ধুর

আবেদন শুধু বুদ্ধির নিকটে, বাণের আবেদন হৃদয়েও গিয়া উপনীত হয়।
পরিহাস-পরিপাটিতে সুবন্ধুর দৈন্য বিশেষ লক্ষণীয়।

হস্তীর প্রতি আক্রমণোদ্যত সিংহের প্রসিদ্ধ বর্ণনাটি কত জীবন্ত :

পশ্চোদঞ্চদবাঞ্চদঞ্চিত-বপুঃ পশ্চার্ধপূর্বার্ধভাক্
স্তব্ধোত্তানিত-পৃষ্ঠনিষ্ঠিতমনাগ্ ভুগ্নাগ্র-লাঙ্গূলভৃৎ।
দ্রংষ্ট্রাকোটি-বিশঙ্কটাস্যকুহরঃ কুর্বন্ সটামুৎকটা-
মুৎকর্ণঃ কুরুতে ক্রমং করিপতৌ ক্রূরাকৃতিঃ কেশরী॥

স্বপ্নে দৃষ্ট বাসবদত্তার রূপের বর্ণনায় সুবন্ধুর গদ্যের একটি নিদর্শন যথা—

"অহো প্রজাপতে রূপনির্মাণকৌশলম্! মন্যে স্বস্যৈব নৈপুণ্যস্যৈকত্র দর্শনোৎ-সুকমনসা বেধসা জগত্রয়সমবায়িরূপ-পরমাণ নাদায় বিরচিতোঽয়মিতি" (বাসবদত্তা)

।। বাণভট্ট ।।

কবিপরিচিতি: বাণভট্ট গদ্য কাব্যের দরবারে রাজাধিরাজ। কালিদাস যেমন সংস্কৃত পদ্যকাব্যের জগতে তুঙ্গে অধিষ্ঠিত, বাণভট্টও তেমনি গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মহিমায় মণ্ডিত। আচার্যগণের মতে গদ্যই কবিপ্রতিভার কষ্টিপাথর —'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি'। বাণভট্ট সেই পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। বাণীর বরপুত্র মহাকবি বাণভট্ট মহাবীর হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন। হর্ষবর্ধনের রাজ্যকাল ৬০৬-৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।

বাণভট্ট দুইখানি গদ্য কাব্য উপহার দিয়াছেন—**হর্ষচরিত** আখ্যায়িকা, এবং **কাদম্বরী** কথাকাব্য। বাণ **চণ্ডীশতক** নামে এক গীতিকাব্যও রচনা করেন। 'হর্ষচরিতে' প্রথমাংশে বাণ তাঁহার আত্মজীবনীর পরিচয় দিয়াছেন। 'হর্ষচরিতে' তিনি তাঁহার আশ্রয়দাতা সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের জীবনবৃত্ত রঙে ও রসে রঞ্জিত করিয়া শুনাইয়াছেন। বাৎস্যায়ন গোত্রের ব্রাহ্মণবংশে প্রীতিকূট নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। পিতা ছিলেন চিত্রভানু, মাতা রাজ্যদেবী। বাল্যেই তাঁহার মাতার এবং পরে পিতার মৃত্যু হয়। পিতৃহীন বালক দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া নানা লোকের সংসর্গে মিশেন। অতঃপর গৃহে ফেরেন। পরে রাজা হর্ষবর্ধনের অনুগ্রহ লাভ করেন। আত্মীয় বন্ধুগণের অনুরোধে তিনি 'হর্ষচরিত' রচনা করেন।

হর্ষচরিত: রাজা প্রভাকরবর্ধন ও তাঁহার মহিষী যশোবতীর পুত্র রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন এবং কন্যা রাজ্যশ্রীর জন্মবৃত্তান্তের পর রাজ্যশ্রীর সহিত মৌখরী বংশের গ্রহবর্মার বিবাহের বিবরণ দৃষ্ট হয়। রাজার মৃত্যুর পর মালবরাজ কর্তৃক তাঁহার জামাতা গ্রহবর্মা নিহত হন এবং রাজ্যশ্রী বন্দী হন। রাজ্যবর্ধন মালবরাজের

বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হর্ষবর্ধন জ্যেষ্ঠের ইচ্ছামতে রাজপদে অভিষিক্ত হন। রাজ্যবর্ধন গৌড়রাজের চক্রান্তে নিহত হন। হর্ষ প্রতিশোধ লইবার জন্য বিজয়-যাত্রায় বাহির হন এবং মালবরাজকে পরাজিত করেন। রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে পলায়িত। তাঁহার খোঁজে বিন্ধ্যাটবীতে গিয়া হর্ষ গ্রহবর্মার বাল্যবন্ধু বৌদ্ধ ভিক্ষু দিবাকরমিত্রের সন্ধান পান। অষ্টম উচ্ছ্বাসে সেই আশ্রমে সমবেত অশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের ভাবগম্ভীর সমাবেশ এবং সত্য, সাম্য ও অহিংসার দিব্য পরিবেশের বর্ণনা বড়ই সুন্দর। সেখানে দিবাকরমিত্র হর্ষকে রাজ্যশ্রীর খোঁজ দেন। রাজ্যশ্রীকে লইয়া হর্ষ তাঁহার শিবিরে ফিরিয়া আসেন। এইখানেই ক্রমশঃ সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কাব্যটিরও যবনিকা পড়ে।

সমালোচনাঃ 'হর্ষচরিতের' ঐতিহাসিক পটভূমিতে সাহিত্যশিল্পের মর্যাদাই মুখ্য হইয়াছে। কারণ ইহা ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যপঞ্জী নহে। ইহা কাব্য, ইতিহাস সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। বর্ণনার বৈচিত্র্যে, বাক্‌প্রতিমার সৌষ্ঠবে, শব্দের গাম্ভীর্যে মাধুর্যে ও মণ্ডনকলার প্রাচুর্যে কবি উহাকে যথার্থ কাব্যধর্মী করিয়া তুলিয়াছেন। বাণের 'হর্ষচরিতে' তাঁহার ভাষার বৈভব ও ঐশ্বর্য পোষাকে, পরিচ্ছদে, কিরীটে, কুণ্ডলে, কণ্ঠমালায় যথার্থ রাজমর্যাদায় ভূষিত হইয়াছে। সেখানে ইতিহাস পশ্চাতে ছত্রধারণ করিয়া আছে মাত্র। দিবাকরমিত্রের আশ্রমে সর্বধর্মের সমাবেশ বর্ণনায় কবির শাস্ত্রজ্ঞানের অশেষপরিচয় আছে। 'হর্ষচরিতে' বিন্ধ্যগিরির বর্ণনা, সন্ধ্যাবর্ণন, যুদ্ধবর্ণন প্রভৃতিতে কবির প্রায় চৌষট্টিকলাবিদ্যার ছাপ নিহিত। রাজ্যশ্রীর বিবাহ উপলক্ষ্যে পথে প্রাঙ্গণে বিবাহোৎসবের বর্ণাঢ্য সমারোহ, বাদ্য, গীত ও নৃত্যের আড়ম্বরের দীর্ঘ বর্ণনা ভূয়োদর্শনেরই ফলশ্রুতি। প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুতে ব্যথাতুর প্রিয়জনের বেদনা ও প্রজাপুঞ্জের সুগভীর শোকের বর্ণনায় মনে হয় কবির পিতৃমরণশোকই বুঝি বা নূতন হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসের পটভূমিতে নির্মিত গদ্যশিল্পে অলঙ্কৃত ইহা এক অনবদ্য কাব্যহর্ম্য। এখানে রহিয়াছে গদ্যের প্রাণ সমাসবহুল ওজঃগুণের সম্পর্ক, আবার শান্তসমাহিত বিষয়ের বর্ণনায় সরল, প্রাঞ্জল ও স্নিগ্ধ ভাষার সুন্দর আবেদন। প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য-চিত্রণ ও বিচিত্র চরিত্র-চিত্রণের কারুশিল্প ও তুল্য মর্যাদায় অভিষিক্ত।

কাদম্বরীঃ 'হর্ষচরিতের' কাব্যশিল্প অবশ্যই আমাদের মুগ্ধ অভিনন্দন লাভ করে। কিন্তু 'কাদম্বরী' কথাকাব্য, 'নিবন্ধকল্পনা কথা'—উহাতে কল্পনার স্বাধীনতায় কবি তাঁহার প্রতিভার দীপ্তিকে রামধনুর রঙের মতই বিচিত্রতায় ভরিয়া দিয়াছেন। কাদম্বরী শব্দের অর্থ সুরা। সুরার মাদকতায় মানুষ আনন্দে বিভোর হয়।

'কাদম্বরী'-রসামৃত পানে পাঠকসমাজ আনন্দে আত্মহারা। আহারেও আর তাঁহাদের রুচি থাকে না। তাই বলা হয় 'কাদম্বরী-রসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে।'

কাদম্বরীর কাহিনী : বিদিশার রাজা শূদ্রকের সভায় চণ্ডালকন্যা মাতঙ্গিনী এক শুকপাখীকে লইয়া উপস্থিত হয়। সেই শুকপাখীটি মানুষের ভাষায় কাদম্বরী-কাহিনীর বক্তা। ইহা তিন জন্মে সংক্রমিত অমর প্রেমকাহিনী। বিন্ধ্যাটবীর বনে নিষ্ঠুর এক ব্যাধের হাতে শুকপাখীটির পিতা নিহত হয়, জাবালি মুনি উহাকে পালন করেন। মুনি তাহাকে তাহার পূর্বজন্মের কথা শুনান। পাখীটি পূর্ব জন্মে ছিল বৈশম্পায়ন, এবং শূদ্রক পূর্বজন্মে ছিলেন চন্দ্রাপীড়। জাবালির নিকট হইতে শুক সেই কাহিনীটি শোনে। উহা এইরূপ :—

উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের এক পুত্র হয়, নাম চন্দ্রাপীড়। মন্ত্রী শুকনাসের পুত্রের নাম বৈশম্পায়ন। চন্দ্রাপীড় বন্ধু বৈশম্পায়ন ও মাতৃদত্ত পরিচারিকা পত্রলেখার সহিত দিগ্বিজয়ে বাহির হন। ইন্দ্রায়ুধ নামক অশ্বে যাইতে যাইতে একদিন হিমালয়ের পাদদেশে তিনি এক কিন্নরদম্পতির অনুসরণ করেন। তিনি পথ হারাইয়া অচ্ছোদ-সরোবরের নির্জন বনে উপস্থিত হন। সেখানে শিবমন্দিরে মহাশ্বেতা নামে এক দিব্যমূর্তি তাপসীকে দেখিতে পান। মহাশ্বেতার প্রণয়ী পুণ্ডরীকের অকালমৃত্যু হইয়াছে। দৈববাণী শুনিয়া মিলনের প্রত্যাশায় মহাশ্বেতা তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার সখী কাদম্বরীর সহিত চন্দ্রাপীড়ের সাক্ষাৎ হয়। অপূর্বসুন্দরী সেই কাদম্বরী। চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরী পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইলেন। কিন্তু সহসা রাজা তারাপীড়ের আদেশে চন্দ্রাপীড়কে ফিরিতে হয়। পরে পত্রলেখা ফিরিয়া আসিয়া কাদম্বরীর কথা বলিতে থাকেন। সেই-খানেই বাণকৃত অসমাপ্ত কাদম্বরীকথার ছেদ পড়ে। বাণভট্টের পুত্র ভূষণভট্ট অবশিষ্ট অংশ রচনা করিয়া 'কাদম্বরী' কাব্য সমাপ্ত করেন।

অবশিষ্ট অংশের সারমর্ম এইরূপ :—চন্দ্রাপীড় তাঁহার বন্ধু বৈশম্পায়নের খোঁজে আবার মহাশ্বেতার কাছে গিয়া উপস্থিত হন। তিনি শুনিলেন যে তাঁহার বন্ধু বৈশম্পায়ন মহাশ্বেতাকে প্রেম নিবেদন করেন বলিয়া মহাশ্বেতার অভিশাপে তিনি শুকপাখী হইয়া জন্ম লইয়াছেন। আপন বন্ধুর এই করুণ কাহিনী শুনিয়া দুঃখে চন্দ্রাপীড় প্রাণত্যাগ করেন। সেই সময় কাদম্বরী আসিয়া উপস্থিত হন। তিনিও চন্দ্রাপীড়ের শোকে প্রাণত্যাগে প্রস্তুত। এমন সময় সহসা আকাশবাণী হয় যে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী উভয়েই নিজনিজ প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হইবেন।

এই সব কাহিনী শুনিয়া শূদ্রকের এবং বক্তা শুকপাখীটিরও পূর্বস্মৃতি জাগরিত

হইল এবং তাঁহারা সহসা দেহত্যাগ করিলেন। অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রাপীড় পুনর্জীবিত হইয়া কাদম্বরীর সহিত মিলিত হইলেন এবং বৈশম্পায়নও পুণ্ডরীক-রূপে প্রাণ পাইয়া মহাশ্বেতার সহিত মিলিত হইলেন। ইহজীবন এবং বিগত দুই জীবনের প্রণয়সম্পর্ক এই কাহিনীর মধ্যে অনুস্যূত। তাই আখ্যানভাগটি জটিল।

কাদম্বরীকাব্যে বাণের কাব্যশিল্প: 'কাদম্বরী' বাণভট্টের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যকাব্য। বাণের এই গদ্যকাব্যটিতে কবিপ্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা সমগ্রতায় পূর্ণ হইয়াছে। সত্যই 'কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে'। 'বিদগ্ধমুখ-মণ্ডনের' কবি ধর্মদাস সূরি বাণের রসভাবপূর্ণ বাণীর প্রশংসায় বলিয়াছেন—

রুচিরস্বরবর্ণপদা রসভাববতী জগন্মনো হরতি।
তৎ কিং তরুণী ন হি ন হি বাণী বাণস্য মধুরশীলস্য॥

গোবর্ধনাচার্য বলেন—'বাণী বাণো বভূবেতি'—স্বয়ং বাণী বাগ্‌দেবী বাক্‌প্রগল্‌ভতা দেখাইবার জন্য পুরুষ বাণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক বাগ্‌দেবীর মতই তাঁহার বিদগ্ধ বাগ্‌বৈভব। মহিলাকবি গঙ্গাদেবী বলেন—তাঁহার বাণী 'বীণানিক্বাণহারিণী'। 'কাদম্বরী' কাব্যেই সেই সব অনুপম বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। চন্দ্রদেবের মতে শ্লেষে, রসে, শব্দগুম্ফে, অলংকারে ও সদর্থগৌরবে বা কথাবর্ণনে 'বাণ যথার্থই পঞ্চানন'—"বাণস্তু পঞ্চাননঃ।" জয়দেব বলেন—বাণনামক পঞ্চশর মদনই কবিতাকামিনীর হৃদয়ে বাস করেন: 'হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ।'

ভারতের কবিবৃন্দ ও সাহিত্যরসিক বাণভট্টের প্রতি এই যে সব প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, এগুলি ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নহে। সহৃদয় অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগেই তাঁহারা ইহা করিয়াছেন। জীবন ও জগৎ জুড়িয়া সৌন্দর্য-মাধুর্যের যে অনাদ্যন্ত ধারা প্রবাহিত, 'কাদম্বরী'-কথাকার যেন উহাতে অবগাহন করিয়া শুদ্ধ ও সুন্দর হইয়াছেন। তিনি সর্ব ইন্দ্রিয়ের বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া যেন হৃদয় ভরিয়া সব কিছু উপভোগ করিয়াছেন। তাঁহার সেই উপভোগের অভিজ্ঞতাকে প্রাণ খুলিয়া ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে রূপরসগন্ধস্পর্শের অনন্ত বিশ্লেষণে চিত্রিত করিয়াছেন। কবির ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই—বর্ণনার কী অফুরন্ত শক্তি। কবি তুলনার পর তুলনা দিয়াছেন, চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়াছেন, ভাবের পর ভাব উপহার দিয়াছেন-যেন কোন কথা কোন ভাব কোনরূপে বঞ্চিত না হয়। এই জন্যই বলা হয়—বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্‌। জগৎ ও জীবনের এমন কোন তত্ত্ব বা তথ্য নাই, যাহা তাঁহার দূরপ্রসারী প্রতিভার রশ্মিতে ধরা পড়ে নাই। তিনি ছোট বড় কোন কথাকেই পাশ কাটাইয়া যান নাই। 'কাদম্বরী'-কাব্যে বৈচিত্র্যের অজস্র

সম্ভার। কবির পর্যবেক্ষণ শক্তি ও চিত্রগ্রাহী বুদ্ধির অপূর্ব সমন্বয়। প্রকৃতির অপরূপ রমণীয়তা কখনও বা পাটলসন্ধ্যার রক্তরাগে, কখনও বা পম্পাসরোবরের ভ্রমরগুঞ্জিত পদ্মবনে বনদেবীবৃন্দের জলকেলির মত্ততায়, কখনওবা স্বচ্ছ অচ্ছোদ-সরোবরের লোচন-লোভনীয় শোভায়, ও কখনও আশ্রমের শান্তস্নিগ্ধ মাধুর্যের বর্ণনার বিচিত্র ভঙ্গিমায় চিত্রিত হইয়াছে। আবার, নিশাচরগৃহীতা মৃত্যুভীষণা বিন্ধ্যাটবীর ভীষণতা বর্ণনাতেও কবির সমান আগ্রহ। প্রেমিকপ্রেমিকার প্রেমের ভাবমাধুর্য, রূপযৌবনের বর্ণ, কান্তি, লাবণ্য ও সৌন্দর্য, মিলন-বিরহের হাবভাব-বিলাস ও সুখদুঃখ—কোন বর্ণনারই তুলনা নাই। কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার বিরহবেদনার করুণতাও কম উপভোগ্য নহে। ব্যাধের আক্রমণে অসহায় শুকশিশুগুলির বর্ণনা কত করুণায় অভিষিক্ত! চরিত্রচিত্রণেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তারাপীড়ের প্রজাবাৎসল্য, চন্দ্রাপীড়ের শৌর্যবীর্য, মহাশ্বেতার শুচিতা ও প্রেম-গরিমা এবং কাদম্বরীর প্রেমসৌরভ সব কিছুই বর্ণননৈপুণ্যে সমুজ্জ্বল। 'নিরন্তর-শ্লেষঘনাঃ সুজাতয়ঃ'—কথাকাব্যের এই বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। সমাসবহুল গৌড়ী রীতিতে গদ্যের প্রাণস্বরূপ ওজঃগুণের পরিচয় প্রসিদ্ধ—'ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বমেতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্'। 'কাদম্বরী' কাব্যে সেই ওজঃপ্রাণ গদ্যের সমারোহ লক্ষণীয়। কিন্তু উপদেশ ও কথোপকথন প্রসঙ্গে কেমন সহজ সুন্দর বৈদর্ভী রীতির প্রকাশ বিচিত্রতার আস্বাদ দেয়। শুকনাসের উপদেশে লক্ষ্মীর নিন্দায় কবি ছোট ছোট কথায় একের পর এক বলিয়া চলিয়াছেন—

'লব্ধাপি দুঃখেন পরিপাল্যতে। ন পরিচয়ং রক্ষতি। নাভিজনমীক্ষতে। ন রূপমালোকয়তি। ন শীলং পশ্যতি।'

তাঁহার কাব্যশৈলী পাঞ্চালী রীতিরও সঙ্গত পরিচয় দেয়। তবে জার্মান সমালোচক **বেবার** (Weber) বাণভট্টের রচনাকে ভারতীয় দুর্গম মহারণ্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে দীর্ঘ পুঞ্জীভূত সমাস ও দুরূহ শব্দগুলি বন্য জন্তুর আকারে পাঠককে ভয়বিহ্বল করে। এই প্রতিকূল সমালোচনায় অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যধারার সহিত পরিচয় না থাকাতেই তাঁহার এই বিরূপ সমালোচনা। কবির আতিশয্যদোষ, বা পরিমিতিবোধের অভাব কিছুটা অবশ্য আছে। সমাসবদ্ধ পুঞ্জীভূত পদরাজি ও নিরন্তর অলঙ্কার-বহুল বাক্যশ্রেণী কিছুটা ক্লান্তিকর সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎকালীন সমাজের রুচি এবং কবির প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি ও

গভীরতার ফলেই উহা হইয়াছে। বাগ্‌বিস্তারের বিবিধ কৌশলে ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে কবি যেন তাঁহার সুরেলা গলায় তান ধরিয়াছেন। শ্রোতারাও তানের খেলায় মত্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'কাদম্বরীর লাল রঙ কত রকমের তাহার সীমা নাই, রঙ ফলাইতে কবির কি আনন্দ। যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে। তাহাতে কবিত্বের রঙ ভাবের রঙ আছে।' সংস্কৃত ভাষার বিপুল গৌরব ও ঐশ্বর্যকে লাঘব করিয়া বাণভট্ট গতিবেগের দিকে মন দেন নাই। বর্ত্তমান যুগের মাপকাঠি দিয়া অতীত যুগের সাহিত্যের বিচার চলে না। কিন্তু বাণভট্টের যুগে সাহিত্যরসিক বিদগ্ধ সমাজ কাব্যরস সবটুকু নিঙড়াইয়া আকণ্ঠ পান করিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না। কবির মধ্যেও সেই মানসিকতা লক্ষণীয়। অচ্ছোদ-সরোবরের বর্ণনায় কবি পরমতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়াও সেই অভিব্যক্তির যেন শেষ করিতে পারেন নাই। তাই বলিলেন :—

'অদ্য পরিসমাপ্তমীক্ষণযুগলস্য দ্রষ্টব্য-দর্শনম্। আলোকিতঃ খলু রমণীয়ানামন্তঃ। দৃষ্ট আহ্লাদানামবধিঃ। বীক্ষিতা মনোহরাণাং সীমান্তলেখা…।

তৃপ্তির যেন শেষ নাই। ডক্টর সুশীলকুমার দে বলেন—"Indeed, Bāṇa's work impresses us by its unfailing and unrestrained wealth of power ..and the love of all that is grand and glorious in fact or fiction"

আনন্দবর্ধনও কবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সংস্কৃত গদ্য কাব্যে বাণভট্ট সত্যই অদ্বিতীয় এবং 'কাদম্বরী' কাব্যেই তিনি সেই সর্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বাণভট্টের বহুমুখী প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃত ভাষার উপরে তাঁহার অবাধ অধিকারই গদ্যকাব্যের রাজ্যে তাঁহাকে এমন সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার গৌরব দিয়াছে।

অনুশীলনী

১। গদ্যকাব্যের বিকাশের বিবরণ দাও।

২। গদ্যকাব্যের ইতিহাসে বাণভট্টের স্থান নিরূপণ কর।

৩। দণ্ডী ও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দাও।

৪। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—বাসবদত্তা, বা সুবন্ধু, হর্ষচরিত, দশকুমারচরিত।

৫। বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্—এই উক্তির তাৎপর্য আলোচনা কর।

।। সপ্তম অধ্যায় ।।

গীতিকাব্য

গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্য : ভারতীয় আলঙ্কারিকের দৃষ্টিতে গীতিকাব্য বলিয়া কোন কাব্যবিভাগ নাই। তবে মহাকাব্যের ছোট একটি অংশরূপে খণ্ডকাব্যের উল্লেখ আছে—'খণ্ডকাব্যং ভবেৎ কাব্যস্যৈকদেশানুসারি চ' (সাহিত্য-দর্পণ)। উহাতে মহাকাব্যের সর্গবন্ধ-গরিমা, বিস্ময়কর বস্তুবৈচিত্র্য বা ঐশ্বর্যসম্পদ্ নাই। তবে উহার অল্প পরিসরের মধ্যে একটিমাত্র মূল ভাবের অভিব্যক্তিতে কাব্যের এক খণ্ডরূপ প্রকাশিত হয়। এইহিসাবে খণ্ডকাব্যেরসহিত গীতিকাব্যের একটা আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলা যায়। গীতিকাব্যের প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য এই যে উহা কবির হৃদয়ের আত্মগত একটি ভাবের ঐকান্তিক এবং নাতিদীর্ঘ রূপ।

ইংরাজীতে লিরিক বা গীতিকাব্য প্রথমে একটা বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইত। Lyre বা বীণার মত তারযন্ত্রের সহযোগে যে গান গাওয়া হইত, উহাতে ব্যক্তি-হৃদয়ের অনুভূতিবেদ্য আনন্দ অথবা বেদনার আবেগ থাকিত। পরে অর্থপ্রসারের ফলে কবির তন্ময়-ভাবনার উচ্ছ্বাসে রচিত কবিতা গান না হইয়াও গীতিকবিতার পদবী লাভ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'গীতিকাব্য প্রবন্ধে' বলিয়াছেন—'যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিন্তাভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল, অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল। অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' বস্তুতঃ হৃদয়ভাবের ঐকান্তিকতায়, কল্পনার কমনীয়তায় এবং ছন্দের দোলায় সেই অগেয় গান গীতিময় হইয়া পড়ে। কবির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ এমন ভাবের মূর্ছ্না জাগায়, যাহা অপর মানুষের অন্তরলোকেও সর্বজনীন অনুভূতির তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনি তোলে। ফলে সেইগীতিকাব্যেরধারায় দুই সুর মিলিয়া এক হইয়া যায়—'যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে।' নিতান্ত তন্ময়-ভাবনাত্মক গীতিকাব্যের এই যে সমষ্টিগত চেতনার মধ্যে অনুরণন, সংস্কৃত সাহিত্যের গীতধর্মী খণ্ডকাব্যকে উহা এক অখণ্ড তাৎপর্য দিয়াছে।

ইংরাজী সাহিত্যের লিরিক কাব্যের তুলনায় সংস্কৃত লিরিক সাহিত্যে ভাব ও বিষয়ের পরিধি খুবই ব্যাপক। সংস্কৃত গীতিকাব্যের রেখাবৃত্তে শুধু যে

মানুষের দেহজ প্রেম বা মৃত্তিকাচারী জীবনের সৌন্দর্য-সম্ভোগের বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে। যাহা প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের চেতনার আকৃতিও উহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

সংস্কৃত গীতিকাব্যের ধারাবাহিক ইতিহাস স্পষ্ট না হইলেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপাদান একেবারে দুর্লভ নহে। ঋগ্বেদের উষাসূক্তে, রামায়ণের রামসীতার জীবনের করুণ মুহূর্তের ক্ষণে ক্ষণে অভিব্যক্ত বেদনার আবেগে, অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' এবং 'গণ্ডীস্তোত্র-গাথার' ভাবরূপের আবেদনে—গীতিকবিতার প্রাচীন নিদর্শন দৃষ্ট হয়। **হাল** অথবা **সাতবাহনের** রচিত **গাথাসপ্তশতী** প্রাকৃত সাহিত্যের গীতিকাব্যের এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ঋতুসংহার ঃ কালিদাসের **ঋতুসংহার** একটি বিশিষ্ট গীতিকাব্য। তরুণ কবির সৌন্দর্যপিপাসার আগ্রহ প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের আভায় ছয় ঋতুর আবর্তনে কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি প্রাণময়ী ও প্রেমময়ী হইয়া মানুষের ভাবলোকে সম্ভোগের বিচিত্র প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়াছে। 'ঋতুসংহারের' কবি উচ্ছ্বসিত আগ্রহে তাঁহার মানসী প্রিয়ারকাছে প্রাণ খুলিয়া সেইসব অনুভূতি ব্যক্ত করিতেছেন। কালিদাসের কাব্যপ্রসঙ্গে এই পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়াছি।

॥ কালিদাসের মেঘদূত ॥

মেঘদূত ঃ কালিদাসের **মেঘদূত** কাব্যে যক্ষের বর্ষকালভোগ্য যে বিরহ-বেদনা—'বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ'—উহা যেন ঋতুচক্রের মধ্য দিয়াই অতিবাহিত হইতেছে। সেই দুঃখের ঐকান্তিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা কাব্যটিকে লিরিক কবিতার অসাধারণ মর্যাদা দিয়াছে। উহা যেন কবিরই উদ্বেলিত হৃদয়বেদনার তীব্র উৎসার, যক্ষ সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র—তাই সে শুধু 'কশ্চিদ্ যক্ষঃ'। কবির অনুভূতিতেই যক্ষের বিরহবেদনা ও মিলনকামনার ভাবরূপটি মন্দাক্রান্তার ধীরললিত ছন্দে শ্লোকে শ্লোকে আবেগচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আষাঢ়ের প্রথমদিনে নবমেঘের পদসঞ্চারে কবির অন্তর্গূঢ় বেদনার ব্যাপ্তিতে চেতন-অচেতনের সীমারেখা কোথায় যেন মিশিয়া গেল। 'সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণম্' বলিয়া বিরহাতুর যক্ষ তাপহারী মেঘের করুণা প্রার্থনা করিলেন—সে যেন যক্ষের দূত হইয়া বিরহিণী প্রিয়ার নিকটে তাঁহার হৃদয়বার্তা লইয়া যায়। মেঘের সেই প্রয়াণপথের পরিচয়ে নদী-গিরি-নগরীর বাস্তব রঙের সহিত কবি তাঁহার অন্তরলালিত কামনার রঙ মিশাইয়াছেন। সে পথে সৌন্দর্য আছে, মাধুর্য আছে, প্রাণের লীলা আছে, বিলাস-বিভ্রম আছে, প্রেমের যাদু আছে।

মেঘদূতের বিবরণ : পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ : স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষ প্রভু কুবেরের অভিশাপে রামসীতার স্মৃতিবিজড়িত রামগিরির আশ্রমে নির্বাসিত হন। প্রিয়াবিরহের গুরুভারের বর্ণনায় 'পূর্বমেঘে' কাব্যের আরম্ভ :

কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া-স্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু॥ (পূর্বমেঘ, ১)

পর্বতের সানুদেশে একখণ্ড মেঘকে দেখিতে পাইয়া বিরহী যক্ষ আকুল আগ্রহে তাহাকেই দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করিবার জন্য মিনতি জানাইলেন। তাঁহার সেই অনুরোধ যদি বিফলও হয়, সেও ভাল। কারণ, 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা' (পূর্বমেঘ, ৬)। অলকায় গিয়া তাঁহার বিরহবিধুরা প্রেয়সীর কাছে তাঁহার সংবাদ পৌছাইয়া দিতে হইবে। সেই প্রসঙ্গে কবি একের পর এক মেঘের পথের বিবরণ দিয়া চলিয়াছেন। সেই পথ শুধু ভূবলয়ের একটানা ভৌগোলিক পথ নয়। সেই পথে রূপ, রস ও সৌন্দর্যের বিচিত্র সমাবেশে কামার্ত হৃদয়ের কামনার প্রতিফলন আছে। সেই সবের বর্ণনাতেও কবির আগ্রহ কম নয়। তাই তিনি বলিলেন—'হে মেঘ, আগে তুমি তোমার উপযুক্ত প্রয়াণপথের কথা শুন, তাহারই পরে শুনিবে কর্ণরসায়ন বার্তা—'মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎ-প্রয়াণানুরূপং সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্' (পূর্বমেঘ, ১৩)। রামগিরির সানুদেশে মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাদের চকিতচাহনীর বিস্ময়াবেশের মধ্যে মেঘের যাত্রারম্ভ। আম্রকূট পর্বতে ক্ষণিক বিশ্রাম। ক্রমে দেখা যায় উপলবিষম বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণা রেবা, দশার্ণার পক্কজম্বুবনে শ্যামবনান্তে হংসশ্রেণী, বিদিশানগরীর প্রান্তে বেত্রবতী নদীর ভ্রূভঙ্গ-বিজড়িত মুখের শোভা। বাঁকা পথে ঈষৎ ঘুরিলেই চোখে পড়িবে বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত-চকিতনয়না উজ্জয়িনী-পুরাঙ্গনাদের চঞ্চল কটাক্ষ। উদয়নকথা-কোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের আদরণীয় অবন্তিজনপদের পথ ধরিয়া মেঘ পৌছিবে স্বর্গের একখণ্ড কান্তিরূপ সিপ্রাকূলবর্তী বিশালা নামক শ্রীবিশালা নগরীতে। এমনি করিয়া উজ্জয়িনী হইতে ব্রহ্মাবর্ত-কনখল, শেষ পর্যন্ত কৈলাসে ও অলকার মানসলোকে উত্তরণ।

উত্তরমেঘে কামনাবাসনার মোক্ষধাম অলকার অকল্পনীয় সৌন্দর্যমাধুর্যের বর্ণনার সঙ্গে মিশিয়াছে বিধাতার প্রথমসৃষ্টি যুবতিশ্রেষ্ঠা যক্ষপ্রিয়ার অনবদ্য রূপ-সুষমা এবং অসহ্য বিরহব্যথার কাতরতা। ধনকুবেরের সেই দেশে আকাশচুম্বী

অট্টালিকায় বিদ্যুদ্বর্ণা ললিত-বনিতাগণের কী অপরূপ ফুলের সাজ, হস্তে লীলা-কমল, অলকদামে কুন্দকুসুমমালা ও কর্ণে শিরীষফুলের ঝুমকো—'হস্তে লীলা-কমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্' (উত্তর, ২)। নিত্য উৎসবের, নিত্য যৌবনের এবং নিত্য ভোগের লীলাভূমি অলকা। সেখানে ভ্রমরগুঞ্জিত কাননকুঞ্জে তরুলতায় নিত্য ফুল ফোটে, হংসশোভিত দীঘির জলে নিত্য পদ্মের সমারোহ, রজনীতে নিত্য জ্যোৎস্নার প্রসন্নতা। যক্ষপতি কুবেরের প্রাসাদের উত্তর দিকেই রামধনুর মত তোরণে শোভিত শঙ্খপদ্ম-চিহ্নিত যক্ষের বাড়ী—গৃহস্বামীর বিচ্ছেদবেদনায় সমস্ত ভবনই যেন ছায়ামূর্তি—'ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনম্' (উত্তর, ১৯)। সেখানে শয়নকক্ষের গবাক্ষপথে দেখা যাইবে যক্ষেরই দ্বিতীয় প্রাণপ্রতিমা হরিণীর মত ভীত-চকিতনয়না—'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী' (উত্তর)। চক্রবাকীর মত গাঢ়োৎকণ্ঠায় কাতরা, উষ্ণশ্বাসে ও প্রবল অশ্রুধারায় সজলমেঘাবৃত দীন চন্দ্রমার মতই তিনি ম্লানমুখী। কত অস্থিরতার মধ্যে তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের বিফল প্রয়াস চিত্রিত। ভাব-তন্ময়তায় আপন দয়িতের বিরহখিন্ন তনুখানি বিরহিণী প্রিয়া যতবারই আঁকিতেছেন, তাঁহার চোখের জলে ততবারই উহা ধুইয়া যাইতেছে। কত আদরে তিনি খাঁচার সারিকাটিকে প্রিয় নামটি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আবার, সাধের বীণাটি কোলে লইয়া যক্ষের নামসমেত স্বরচিত পদের গান গাহিতে গিয়া তাঁহারই নয়নসলিলে বীণার তার ভিজিয়া বেসুরো হইতেছে, এবং কোন রকমে উহা মুছিয়া লইতেই নিজের দেওয়া সুরটিও তিনি হারাইয়া ফেলিতেছেন—

> তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্
> ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী। (উত্তরমেঘ, ২৫)

বিরহব্রতচারিণী একবেণীধরা সেই প্রেয়সীকে মেঘ যেন সুমধুর বচনে জানাইয়া দেয় দয়িতের সঙ্গে তাঁহার মিলন-সম্ভাবনার উজ্জ্বল আশ্বাস। এই দুঃখের দিন অবশ্যই কাটিয়া যাইবে, মানুষের সুখদুঃখ চিরকাল সমান যায় না। সুখের দিন আসিবেই—সেদিন মেঘমুক্ত চন্দ্রালোকে শুভ মিলন সকল দুঃখ দূর করিবে।

> কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
> নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥ (উত্তরমেঘ, ৪৮)

স্বচ্ছন্দচারী মেঘের সেই দৌত্যকর্মে যে সহৃদয়তার অভিব্যক্তি ঘটিবে, তাহার জন্য শাপগ্রস্ত অসহায় যক্ষের দিবার সামর্থ্য কিছুই নাই। তবে প্রাণের একটা প্রার্থনা সে জানাইতে পারে। প্রিয়তমা বিদ্যুদ্দেবীর সহিত মেঘকে

যেন ক্ষণকালের জন্যও বিচ্ছেদ সহিতে না হয়। কান্তাবিরহের গুরুভার যে কী অসহ্য, তাহা তিনি মর্মে মর্মে বুঝিয়াছেন। অতএব মেঘ যেন কখনই বিদ্যুদ্-বিরহিত না হয়।

সমালোচনা : 'মেঘদূতে' রহিয়াছে কবিচিত্তের তীব্র বিরহবেদনা এবং প্রিয়ার সহিত মিলনের ব্যাকুলবাসনা। সেই উদ্বেলিত আবেগ তন্ময়মূলক হৃদয়ভাবের রোমান্টিক অভিব্যক্তিতে **গীতিকাব্যের** বিশেষ **তাৎপর্য** লাভ করিয়াছে। কি যক্ষের মেঘের প্রয়াণপথ, কি অলকার বর্ণনা—সবই সেই সুগভীর ভাবের সুকুমার রঙে কমনীয় ও মোহনীয় হইয়াছে। **মহাকাব্যের খণ্ডরূপের গৌরবও** উহাতে আভাসিত।

কাব্যের রসবিচারের দিক হইতে বলা চলে যে 'মেঘদূত' **একাধারে গীতিকাব্য** এবং **খণ্ডকাব্য**। অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহাকে খণ্ডখাদ্যের খাড়জাতীয় মিষ্টের মতই পরম অস্বাদ্য বলিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' সত্যই **কিমপি দ্রব্যম্**। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা মনে করেন বিচ্ছেদ ব্যতীত মিলনের পরিপুষ্টি হয় না—'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে'। বিরহের আগুনে পুড়িয়াই প্রেম হয় নিকষিত হেম। দুষ্যন্তশকুন্তলার যথার্থ মিলন ঘটিয়াছে দুর্বাসার অভিশাপের বেদনার মধ্য দিয়া। 'মেঘদূতেও' দেখি প্রেমবিবশ যক্ষ স্বাধিকার-প্রমত্ত হইয়া কর্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাই ভর্তৃশাপের দ্বারা তাঁহার প্রেম খণ্ডিত হইল। আত্মবিস্মৃত কর্তব্যচ্যুত প্রেমের তিরস্কার যে অবশ্যম্ভাবী—মহাকবি এই **ভাবসত্যের ব্যঞ্জনা** ব্যক্ত করিতে ভুলেন নাই। কিন্তু সেই অভিশপ্ত নায়কের বিরহবেদনা যে কত তীব্র, এবং সেই ভাবসাম্যে ললিতবনিতা বিরহিণী প্রিয়ার আর্তিও যে কত গভীর, মহাকবি তাঁহার নিজের নিবিড় অনুভূতি দিয়া কল্পনার আলোকে তাহা কেমন উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। 'পূর্বমেঘে' কবির পরিচিত আর্যাবর্তের চিত্রটি বাসনার মায়াস্পর্শে নূতন ভাবের অঞ্জন পরিয়া আমাদের কাছে উন্মোচিত। সেখানে "সুন্দরী পৃথিবীর রেবা সিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী, সুখ-সৌন্দর্য-ভোগ-ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা" (রবীন্দ্রনাথ)। কিন্তু তবুও 'পূর্বমেঘে' পথরেখার সেই বর্ণনায় ভারতবর্ষের **বাস্তব রূপের সঙ্গে** কবির যে নিবিড় পরিচয় ছিল, তাহার ইঙ্গিত অতিস্পষ্ট। কাব্যের রঙে শুধু উহা উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু অলকা ও যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনায় 'উত্তরমেঘে' যে প্রাপ্তির পরিচয় রহিয়াছে, উহা সম্পূর্ণই কবিকল্পনার বাস্তবায়িত রূপ। **উপায় ও উপেয়, প্রয়াণ ও প্রাপ্তি—এই দুইটি রূপই** 'মেঘদূতকে' পূর্ব ও উত্তর—এই দুই

অবিচ্ছেদ খণ্ডের যোজনায় কাব্যসৌন্দর্যে এবং ভাবমাধুর্যে অতুলনীয় করিয়াছে। মল্লিনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—মাঘে মেঘে গতং বয়ঃ—মাঘের 'শিশুপাল-বধ' ও 'মেঘদূতের' ব্যাখ্যাকর্মেই তাঁহার বয়স চলিয়া গেল। 'মেঘদূতের' ভাষা ললিতমধুর ও সাবলীল। উহাতে সমাসের গুরুত্ব আছে বটে, কিন্তু আতিশয্যের ভারে উহা পীড়িত নয়, এবং **ভাব, ভাষা ও ছন্দের সমন্বিত তাৎপর্যের** সঙ্গত কারণেই উহা ব্যবহৃত। 'মেঘদূতের' বিষয়বর্ণনার সঙ্গে মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধীরমন্থর গতি ও কেমন সুন্দর ধ্বনিবৈচিত্র্য একটা উত্থানপতনের দোলা এবং গুরুলঘু সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে। অক্ষরমালার ক্রম ও যতির সমন্বয় সত্যই অপূর্ব। উইলসন বলেন :—

"The metre combines melody and dignity in a very extraordinary manner; and will bear an advantageous comparison in both respects, with the best specimens of uuiform verses in the poetry of any language, living or dead."

কালিদাসের 'মেঘদূত' **মানবিকতার আবেদনেও** গভীর তাৎপর্যময়। মানুষের স্বপ্ন, মানুষের বেদনা, মানুষের কামনাই 'মেঘদূতের' শ্লোকে শ্লোকে মূর্ত হইয়াছে। এমন কি নগ-নদী-নগরীর সৌন্দর্যসম্ভারের মধ্যে কবি মানুষের কামনাবাসনারই সুরভিত ফাগ ছড়াইয়াছেন। অপূর্ব সংবেদনা ও অসাধারণ কবিপ্রতিভার মণিকাঞ্চন যোগের ফলেই এমন মানবিকতার আবেদনময়ী সর্বজনীন কবিকৃতি সম্ভব হইয়াছে। অনবদ্য গীতিকাব্য ও মধুর খণ্ডকাব্যের মিশ্রিত ধারায় কালিদাসের 'মেঘদূত' যেন বিশ্বমানবীয় হৃদয়ের চিরবিরহের এক অখণ্ড বেদনার গীতি। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।' (রবীন্দ্রনাথ)

রামায়ণে রামচন্দ্র পবননন্দন হনুমান্‌কে দূত করিয়া সীতার নিকটে অভিজ্ঞান সহ তাঁহার কুশলবার্তা পাঠাইয়াছিলেন। মহাকবি সম্ভবতঃ উহা হইতে তাঁহার দূতকাব্য রচনার প্রেরণা পাইয়াছেন। যক্ষপ্রিয়ার কাছে মেঘের দৌত্যপ্রসঙ্গে সেই কথার স্মৃতিও তিনি উপমাসূত্রে তুলিয়া ধরিয়াছেন—'ইত্যাখ্যাতে পবন-তনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা' (উত্তরমেঘ, ৩৯)। সীতার বিরহে রামচন্দ্রের

উদ্দীপিত মনোব্যথাও কবির মনে হয়তো যক্ষের হৃদয়বেদনার ভাবকল্পকে প্রভাবিত করিয়াছে। তাই বুঝি তিনি রামসীতার স্মৃতিবিজড়িত রামগিরির আশ্রমে বিরহ-বিধুর যক্ষকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে দূতকাব্যের অতি সংক্ষিপ্ত সহজ সরল সূচনা রহিয়াছে মাত্র। সীতাদর্শনে হনুমানের বিস্ময়মিশ্র যে উল্লাস, উহাও অতি অল্প কথাতেই প্রকাশিত। কিন্তু কালিদাসের 'মেঘদূতে' **বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গিমার ও প্রগাঢ় ভাবব্যঞ্জনার** যে পরিচয় পাওয়া যায়, বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে উহা অতুলনীয়।

মেঘদূতের প্রভাব : মেঘদূতের প্রভাব দূরপ্রসারী। ইহা সকল দূতকাব্যের উৎস। ইহার অনুকরণে প্রায় পঞ্চাশটি **দূতকাব্য** রচিত হইয়াছে। এমন কি জার্মান কবি শিলারের (Schiller) 'মেরিয়া স্টুয়ার্ট' (Maria Stuart) মেঘদূতের' অনুকরণে রচিত। উহাতে স্কট দেশের বন্দিনী রাণী তাহার যৌবনের স্মৃতিবিজড়িত ফরাসীদেশে মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন। সেইসব দূতকাব্যে নিষ্প্রাণ বস্তু ছাড়াও পশু, পক্ষী, পৌরাণিক ব্যক্তিও দূতরূপে কল্পিত হইয়াছে। কয়েকটি দূতকাব্য যথা—**ঘটকর্পরের** নির্মিত 'ঘটকর্পর কাব্য' 'যমক' রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধোয়ীর পবনদূত, বেদান্তদেশিকের হংস-সন্দেশ. ব্রজনাথের মনোদূত, রূপগোস্বামীর উদ্ধবসন্দেশ, কৃষ্ণানন্দের দেবদূত এবং আরও কতকগুলি যেমন, ভ্রমরদূত, পিকদূত, কোকিলদূত, তুলসীদূত, হংসদূত, কাকদূত, চকোরদূত ইত্যাদি। 'মেঘদূতের' বিভিন্ন ভাষায় বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও ইহা বিশেষ সমাদৃত।

॥ ভর্তৃহরির শতকত্রয় ॥

কবি-পরিচিতি : ভর্তৃহরির নামে তিনটি শতককবিতা প্রচলিত। তাঁহার সেই শতকগুলির নাম—**নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক** এবং **বৈরাগ্যশতক**। বৌদ্ধ পরিব্রাজক ইৎসিঙ্ বলেন ৬৫১ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে ভর্তৃহরি নামক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণের মৃত্যু হয়। তিনি যে **বাক্যপদীয়** নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রণেতা উহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইৎসিঙের বিবরণে তাঁহার রচিত শতক সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। তবে ভর্তৃহরি সংসার এবং বৈরাগ্য—জীবনের এই দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির দোলায় যে বিচলিত ছিলেন, তাহার পরিচয় তিনি দিয়াছেন। মাক্সমূলার মনে করেন তাঁহার চিন্তার সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রতিভাত হইয়াছে তাঁহার শতকত্রয়ে। অতএব 'বাক্যপদীয়ের'

রচয়িতা এবং রচয়িতা এবং শতকত্রয়ের রচয়িতা একই ভর্তৃহরি। কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে এই ভর্তৃহরিই ভট্টিকাব্যের রচয়িতা।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে শতকগুলির কয়েকটি শ্লোক অন্যত্রও পাওয়া যায়। যেমন "সদসি বাক্‌পটুতা", 'পঞ্চতন্ত্রে',"ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈঃ" কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে', এবং "ন প্রারভ্যতে বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ"—এই শ্লোকটি 'মুদ্রারাক্ষসে' দৃষ্ট হয়। এই শতকগুলি যে কবিতার সংগ্রহগ্রন্থ এমন নহে। অতএব বলা যায় 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'শকুন্তলা' প্রভৃতির শ্লোকগুলি শতকের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

নীতিশতকে ভর্তৃহরি সরস কবিতায় উত্তম, সাহস, পরোপকার প্রভৃতি উদাত্ত গুণরাজির মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন। ইহাতে সংসারের হৃদয়হীনতা, রাজার ঔদ্ধত্য, ধনমদ, দুর্জন কর্তৃক সজ্জনের বিড়ম্বনা—এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহাত্মক মনের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—'বুঝিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও রাগদ্বেষযুক্ত, যাঁহারা প্রভুপদে প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা আবার দর্পদূষিত, আর সবাই তো অজ্ঞানে আবৃত, অতএব আমার এই সুক্তিমালা আমারই অন্তরে জীর্ণ হইয়া রহিল।'

এই জগতের নররূপধারী পশুর বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন—

যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং
জ্ঞানং ন শীলং ন গুণো ন ধর্মঃ।
তে মর্তলোকে ভুবি ভারভূতা
মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি॥ (নীতিশতক)

যাহারা নিঃস্বার্থভাবেও পরের ক্ষতি করে, তাহারা যে কি ধরণের লোক, কবি তাহা বুঝিতে পারেন না। তাই কবির বক্রোক্তি—'যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে।' সর্বাতিশয়ী চরিত্রগৌরবের কথা কবি কেমন সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

ঐশ্বর্যস্য বিভূষণং সুজনতা শৌর্যস্য বাক্‌সংযমো
জ্ঞানস্যোপশমঃ শ্রুতস্য বিনয়ো বিত্তস্য পাত্রে ব্যয়ঃ।
অক্রোধস্তপসঃ ক্ষমা প্রভবিতুর্ধর্মস্য নির্ব্যাজতা
সর্বেষামপি সর্বকারণমিদং শীলং পরং ভূষণম্॥ (নীতিশতক)

শৃঙ্গারশতক: এই গীতিকাব্যটিতে পার্থিব প্রেমসম্ভোগের কামনা-বাসনার পরিচয় থাকিলেও কবি সেই ভোগের জগৎটিকে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কবিমানসের অন্তর্লোকে ভোগ ও ত্যাগ—এই দুই ভাব-

দৃষ্টির দ্বন্দ্ব ছিল, তাই শৃঙ্গাররসের আনন্দবিহ্বলতার মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে বেদনার সুর প্রকাশ পাইয়াছে। নারীর রূপৈশ্বর্যের মায়া এবং প্রণয়ের মদিরার মধ্যে যে আপাতরমণীয়তা আছে, উহা কালক্রমে নির্বেদে পরিণত হয়। তাই কবি বলিতেছেন—

স্মিতেন ভাবেন লজ্জয়া ভিয়া···
সমস্তভাবেন খলু বন্ধনং স্ত্রিয়ঃ। (শৃঙ্গারশতক)

অমরুও প্রেমের উপরে তাঁহার 'শৃঙ্গারশতক' লিখিয়াছেন, কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। অমরুর কাছে প্রেমই যেন প্রেমের পরিচয়। উহার সীমার মধ্যে জীবনের আর কোন চিন্তা স্থান পায় নাই, কাব্য হিসাবেই উহার আবেদন। কিন্তু ভর্তৃহরির কাছে নরনারীর প্রেমই একমাত্র সত্য নয়। প্রেমের কমনীয়তার মধ্যেও তিনি বাস্তব জীবনের রূঢ়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই জীবনবোধের মধ্যে তাঁহার অবশ্য গভীরতা আছে।

বৈরাগ্যশতক: সংসারের দুঃখ, গ্লানি এবং বিষয়সম্ভোগের অসারতা শেষ পর্যন্ত চিত্তের গভীরে নির্বেদ ডাকিয়া আনে, উহাই বৈরাগ্যের পবিত্রতার মধ্যে পর্যবসিত হয়। এই অধ্যাত্মভাবের প্রেরণার প্রভাবে এক নূতন দিব্য জগৎ উদ্ভাসিত হয়। তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্য বস্তুর প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। কবি ভর্তৃহরি 'বৈরাগ্যশতকের' গীতিকবিতায় সেই ভাবাবেগের চেতনাকেই প্রকাশ করিয়াছেন। নির্বেদের কথা বলিতে গিয়া কবি বলিতেছেন :—

ভোগা না ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাস্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতাস্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ।
(বৈরাগ্যশতক)

'তৃষ্ণা আমাদের জীর্ণদীর্ণ হইল না, আমরাই বরং জীর্ণ হইয়া গেলাম'—কী গভীর হৃদয়বেদনা! তাই কবি প্রার্থনা জানাইতেছেন—সুখদুঃখে সমদৃষ্টির মধ্যে পুণ্যারণ্যে শান্তশিবত্বের মহিমা গানে তাঁহার যেন দিনগুলি কাটে—

তৃণে বা স্ত্রৈণে বা মম সমদৃশো যন্তু দিবসাঃ
ক্বচিৎ পুণ্যারণ্যে শিব শিব শিবেতি প্রলপতঃ॥ (বৈরাগ্যশতক)

সমালোচনা: ভর্তৃহরির শতকতিনটির কবিতায় তিনটি আত্মলীন চেনতার অকৃত্রিম আবেগ পরিস্ফুট হইয়াছে। 'নীতিশতক' নীতিকথার শুধুই প্রাণহীন শুষ্ক উপদেশ নয়, উহার মধ্যে হৃদয়ানুভূতির এবং মানবিকতা-বোধের ভাবমাধুর্য

নিহিত আছে। ভাষা ও ছন্দের ভঙ্গিমায় উহা রূপপ্রাপ্ত। 'শৃঙ্গারশতকে' প্রেমের মধুরতা অপেক্ষা জীবনের রুক্ষতাও অন্তরকে কম স্পর্শ করে না। এই অনুভূতির পশ্চাতে ভোগ ও ত্যাগ—আপন হৃদয়ের এই দ্বৈতবৃত্তির দ্বন্দ্ব আছে। উহাই তাঁহার 'শৃঙ্গারশতকের' কবিতার মধ্যে একটা বিষাদের সুর যোজনা করিয়াছে। 'বৈরাগ্যশতকে' মুক্তির আকূতি কত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে—'প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিম্'—এই 'ততঃ কিম্' প্রশ্নে কী গভীর আকূতি! এই তন্ময়ভাবনার আবেগই ভর্তৃহরির শতকাব্যগুলিকে গীতিময় করিয়া তুলিয়াছে।

॥ গীতগোবিন্দ ॥

গীতগোবিন্দের বৈশিষ্ট্য : 'গীতগোবিন্দ' কবি জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীর কাব্য। উহা এক বিশিষ্ট তাৎপর্যে মণ্ডিত। এই গীতিকাব্যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময়ী প্রেমলীলার এক অপার্থিব ভাবরূপ স্ফুরিত হইয়াছে। বৈষ্ণব ভক্তগণ বিশ্বাস করেন সর্বরসাশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দিব্য প্রেমলীলার পরম নায়ক এবং তাঁহার লীলা-সঙ্গিনী দিব্যশক্তি-রূপিণী শ্রীরাধা পরমনায়িকা। সেই বিশ্বাতীত পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যের উপচিত ভাবধারা গোবিন্দলীলার গীতের মধ্যে ভাবে, রসে, ভাষায়, ছন্দে, শব্দে, অর্থে, চিত্রে—এমন কত বিচিত্র লহরী-মালায় উচ্ছলিত হইয়াছে। জয়দেবের কবিতায় ভক্তিরস-মন্দাকিনীর প্লাবন হইয়াছে। সেই অপরূপ বিলাসলীলার গীতিশ্রবণে যাহাতে হরিস্মরণের অনুভূতি জাগরিত হয়, কবি তাহাই বলিয়াছেন—

> যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
> মধুরকোমলকান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্ ॥

বাংলার বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্য এবং অগণিত ভক্ত, সাধক ও কবি সকলেই একবাক্যে 'গীতগোবিন্দের' এই আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সেই অপ্রাকৃত প্রেমলীলার রূপচ্ছবি কবি আত্মগত অনুভবের আলোকেই এমন সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার 'জয়দেব ও গীতগোবিন্দ' নিবন্ধে বলিয়াছেন—'ইহা কবিজীবনের নিগূঢ়তম সুখদুঃখের বর্ণবিন্যাসে ও সত্যসৌন্দর্যে সমুজ্জল—'ইহা কবির রাধা শুধু তাঁহার কল্পনারূপিণী নহেন, তাঁহার জীবনের সমস্ত অনুভূতি ও প্রীতির বাস্তবলক্ষ্মী'। বাস্তবিক মন্ময়-ভাবনার দ্বারা বহির্বিশ্বকে, এমন কি বিশ্বাতীতকে আত্মসাৎ করাও তো

গীতিকবিতার একটি বিশেষ লক্ষণ। সেই দৃষ্টিতে কবি জয়দেবের এই পদাবলী সার্থক গীতিকবিতা, সন্দেহ নাই।) কবি রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিকে তাঁহার বৈকুণ্ঠের গানের ছায়ার অন্তরালে বাস্তবকায়ার প্রেরণার প্রশ্ন তুলিয়াছেন।—

'সত্য করে কহো মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?' (রবীন্দ্রনাথ)

কথিত হয় কবির জীবনসঙ্গিনী পদ্মাবতীর প্রগাঢ় প্রেমই তাঁহাকে অপ্রাকৃত কান্তাপ্রেমের প্রেরণা দিয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই প্রেরণার ফলেই ভক্তকবি নয়নসম্মুখে দেখিয়াছেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপার্থিব লীলাভিনয়। মেঘে আকাশ স্নিগ্ধতায় ছাইয়া গিয়াছে, বনভূমি তমালদ্রুমে শ্যামল,—'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবশ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ (১-১)। সেই ঘনান্ধকারের মধ্যে ভক্ত কবি শ্রীরাধামাধবের যমুনাকূলের বিজনকেলির জয়গানে শ্রীগোবিন্দগীত আরম্ভ করিয়াছেন— 'রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ' (১-১)।

এই ললিতমধুর কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানা অভিমত পোষণ করেন। শ্রোডর (Shroeder) ইহাকে যাত্রা গান বলিয়াছেন। পিশেল এবং লেভী ইহার মধ্যে গীত এবং নাটকের মিলিত রূপ দেখিয়াছেন। উইলিয়াম জোন্স্ ইহাকে লোকনাট্য বলিয়া অভিহিত করেন। অধ্যাপক ল্যাস্সেন ইহাকে গীতধর্মী নাটক বলিয়া মনে করেন। ইহাতে সর্গবন্ধের আঙ্গিক থাকায় কেহ কেহ ইহাকে মহাকাব্যও মনে করেন। এখানকার রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে কেহ কেহ প্রতীকাত্মক বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে কৃষ্ণ পরমব্রহ্ম, এবং রাধা জীবাত্মা। বিশ্বের সাহিত্যে ভাষার সৌষ্ঠবে, লালিত্যে এবং ভাবের সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে 'গীতগোবিন্দের' মত গীতিকাব্য বিরল। গ্যায়েটেও ইহার প্রশংসা করেন।

কবিপরিচিতিঃ 'গীতগোবিন্দের' রচয়িতা কবি জয়দেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে বাংলার বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলী) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান কেঁদুলী নামে কোন গ্রাম নাই। তবে অজয় নদের তীরে কেঁদুলীর মেলা বসে। কাব্যটির শেষ শ্লোক হইতে জানা যায় তাঁহার পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং মাতা বামাদেবী (পক্ষান্তরে রামাদেবী)। কাব্যের পদাংশে জয়দেবপত্নী পদ্মাবতীর নামও দৃষ্ট হয়। (জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' আর্যাসপ্তশতীর রচয়িতা

গোবর্ধনাচার্য, পবনদূতের লেখক ধোয়ী এবং শরণ ও উমাপতি ধরের নাম করিয়াছেন। তাঁহারা সবাই ছিলেন সমসাময়িক এবং দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভার পঞ্চরত্ন। জয়দেব নামে আরও দুই কবি ছিলেন, একজন ছন্দঃসূত্রের প্রণেতা, তিনি 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা জয়দেবের পূর্ববর্তী; আর একজন 'প্রসন্নরাঘব'-নাটক ও 'চন্দ্রালোক' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের রচয়িতা বাংলার জয়দেবের প্রায় সমসাময়িক।

গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু : বৈষ্ণব সাধকগণ 'গীতগোবিন্দকে' একটি দার্শনিক মহাকাব্য বলিয়া মনে করেন। ইহার নায়ক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকা শ্রীরাধা। ইহা দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। ইহাতে ৮০টি শ্লোক এবং ২৪টি গীতের সমাবেশ আছে। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহের স্মৃতিচ্ছবি প্রথম সর্গের বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় সর্গে রাধা এবং কৃষ্ণ—উভয়েরই বিরহের ব্যাকুলতা ও মিলনের উৎকণ্ঠা। পারস্পরিক বিরহ ও মিলনের প্রতিচ্ছবি ইহার উপজীব্য। তৃতীয় সর্গে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার জন্য চিন্তান্বিত। চতুর্থ সর্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রাধার সখী কর্তৃক রাধার অবস্থার কথা নিবেদিত হইয়াছে। পঞ্চম সর্গে অভিসারিণী শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষা। ষষ্ঠ সর্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রাধা যে সঙ্কেত পাঠাইয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের যে কোন কুণ্ঠা বোধ হয় নাই—ইহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দৃষ্ট হয়। সপ্তম সর্গে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে রাধার দুঃখ, অষ্টম সর্গে রাধার প্রেমের উৎকর্ষের সমাদর না হওয়ায় রাধার মান, নবম সর্গে মান উপশমের চিন্তায় কৃষ্ণের ব্যাকুলতা। দশম সর্গে মানভঞ্জন উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়, একাদশ সর্গে উভয়ের মিলন-সম্ভাবনায় হর্ষের উল্লাস এবং দ্বাদশ সর্গে রাধা ও কৃষ্ণের মিলনবিলাস।

জয়দেবের কোমলকান্ত পদের ললিতমাধুরী সত্যই অননুকরণীয়। ইহার অন্য ভাষায় অনুবাদে সেই লালিত্যের প্রতিফলন মোটেই সম্ভব নহে। এমনকি পরবর্তী কবিরা ইহার অনুকরণেও ব্যর্থ হইয়াছেন। গজপতিরাজ পুরুষোত্তম দেবের 'অভিনব গীতগোবিন্দ' ইহার অনুকরণে রচিত। জর্মন কবি রুক্যার্ট ইহার জর্মন ভাষায় এবং জোন্স্ তথা আর্ণল্ডও ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

দশাবতারস্তোত্রের সঙ্গীত কী মধুর !

প্রলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র-বিচিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে।

সরস-বসন্তলীলায় বর্ণনায় বলা হইয়াছে :

ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকরনিকর-করম্বিত-কোকিল কূজিত-কুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।

মান ত্যাগ করিয়া হরিদর্শনে যাইবার জন্য রাধার প্রতি সখীর উক্তি লক্ষণীয়

সজলনলিনীদল-শীলিতশয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে॥
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্।
শৃণু মম বচনমনাহিত-ভেদম্॥

হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরম্।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতি-বিধুরম্॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমতিললিতম্।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্॥

দশম সর্গের আর একটি উক্তি ভাবের মাধুর্যে ও গভীরতায় কী সুন্দর—'ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মমজীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্'। এই উক্তিরই শেষের দিকে সেই প্রসিদ্ধ উক্তি : 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্'

সমালোচনা : 'গীতগোবিন্দ' সঙ্গীতকাব্যটি 'ভাগবতের' দ্বাদশ স্কন্ধের অনুকরণে দ্বাদশ স্বর্গে লিখিত। গায়ত্রীর চতুর্বিংশ অক্ষরের অনুকরণে আর্যাপদী ছন্দেরও পরিচয় ইহাতে আছে। **স্বর্গীয় প্রেমতত্ত্বের তত্ত্বাববোধ** এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে রসসম্ভোগই যে শিল্পী ও সাধকজনের মুখ্য উদ্দেশ্য, কবি জয়দেব পুনঃ পুনঃ সে কথা স্মরণ করাইয়াছেন। এই প্রেম শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক। ইহা আত্মকেন্দ্রিক বা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ভোগসর্বস্ব তথাকথিত কাম-বিলাসরূপ প্রেম নহে। এই প্রেমের যাদুস্পর্শে স্মরগরল দূর হয়, মদনসন্তাপ তিরোহিত হয়, কোলাহলমুখর জীবনের উপর শান্তিস্নিগ্ধ প্রসন্নতা নামিয়া আসে। অবশ্য সত্যসৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল এই **আধ্যাত্মিক আবেদন** ছাড়াও **কাব্যশিল্পের আবেদনও** কম নহে। সাহিত্যিক চিত্রাঙ্কনের অসাধারণ কৃতিত্ব, ভাষার বাচনবৈচিত্র্য, শব্দের ললিতমধুর ঝঙ্কার, ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য-সুষমা এবং অর্থের অপূর্ব ব্যঞ্জনা—এক কথায় গঠন শিল্পের **সর্বতোভদ্র চারুতা** পাঠকের মনকে সহসা চমকিত ও আনন্দিত করিয়া তোলে। 'গীতগোবিন্দের' **অন্তরঙ্গ** ভাবরূপ ও **বহিরঙ্গের** ইন্দ্রিয়লোভনীয় রূপশোভা এক বিশেষ সমগ্রতায়

পূর্ণ হইয়াছে। কবি-প্রতিভার প্রাচুর্যে অথচ শিল্পীর সংযমে জয়দেবের কাব্যটি অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। তাই শুধু ধর্মগ্রন্থ হিসাবে নহে, কাব্যগ্রন্থ হিসাবেও কবি আপনার কামনাকে এবং সাধনাকে পূর্ণ করিয়াছেন। কবির বাস্তব অনুভূতিই অবাস্তব প্রেম ও সৌন্দর্যের কল্পলোককে বাস্তবে রঞ্জিত করিয়াছে। তাঁহার কোমলকান্ত পদাবলীতে বাংলা ভাষারই মত সহজ সরল শব্দসুষমা ও ছন্দের মিল লক্ষণীয়। যথা—'ধীর-সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী'। কবির তাল-রাগমূলক পদাবলী মূল্যবান্ সম্পদ্। পদ ও ছন্দের ভঙ্গী অনেকটা দেশীভাষার অনুগামী, বিশেষতঃ পাদান্ত মিল। কবিশেখর কালিদাস রায় 'গীতগোবিন্দের' অনুবাদে এই সকল বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের চতুর্দশ অক্ষরযুক্ত পয়ারের অনুকরণ করিয়াছেন : 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী, (জয়দেব)—জয়দেবের এই ছন্দধ্বনির প্রতিধ্বনি যথা—'একদা যবে অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে' (রবীন্দ্রনাথ)। অবশ্য তাই বলিয়া পিশেলের সঙ্গে সুর মিলাইয়া ইহা বলা যায় না যে 'গীতগোবিন্দ' প্রথমে লোকায়ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়, পরে সংস্কৃতে উহার অনুবাদ হয়। উহার মূলে কোন ভিত্তি নাই। 'গীতগোবিন্দের' বর্ণনামূলক সংস্কৃত শ্লোকগুলি সমসাময়িক শ্রীধরদাস সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উদ্ধৃত হইয়াছে। অবশ্য উহাতে জয়দেবের ধ্রুবপদ-সমন্বিত গানগুলি স্থান পায় নাই। সংস্কৃতশ্লোকের নিয়ম উহাতে রক্ষিত হয় নাই। সম্ভবতঃ এই কারণেই উদ্ধৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে। তবে ইহা সত্য যে বাংলার পদাবলীসাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিরাজকবি শ্রীজয়দেবই আদিগুরু বলিয়া সমাদৃত। 'গীতগোবিন্দের' প্রায় চল্লিশটি টীকার মধ্যে রাণা কুম্ভের 'রসিকপ্রিয়া' টীকা উল্লেখযোগ্য। ভাবের গভীরতায়, পদের লালিত্যে, ছন্দের সুষমায় এবং শাশ্বত সৌন্দর্যের চিত্রকল্পে বাংলার কবি জয়দেব সত্যই মৃত্যুঞ্জয়ী কবি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—

বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্তকোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে ॥ (সত্যেন্দ্র দত্ত)

অনুশীলন

১। বিষয়বস্তুর বিবরণসহ মেঘদূতের গৌরব আলোচনা কর।
২। ভর্তৃহরির রচনাকাল ও শতকত্রয়ের আলোচনা কর।
৩। গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

সংস্কৃতের ত্রিধারা

॥ রচনা, অনুবাদ ও ব্যাকরণ ॥

(একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)

PAPER II

Syllabus

On Composition, Translation & Grammer **(75 Marks)**

Paragraph-writing and amplification in Sanskrit (10+10)

Translation from English, Bengali or Hindi into Sanskrit (15)

Translation from Sanskrit into English or Bengali or Hindi (15)

Grammar : Higher Grammer according to Pāninian system : General outlines of Sandhi, Śabdarūpa, Dhāturūpa, Kāraka, Vibhakti, Samāsa, Krt, Taddhita, Ātmanepada and Parasmaipadā Vidhāna, Sananta, Yananta, Nijanta, Nāmadhātu, Stpratyaya, Vācya : all these topics in general outlines (25)

সূচীপত্র

ত্রিধারার শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	১	দেশম্	দেশঃ
২৭	২২	মহদাশ্রবঃ	মহদাশ্রয়ঃ
৫৯	১১	কামং উত্তিষ্ঠতাম্	কামম্ উত্তিষ্ঠতু
৯৬	৪	ভো অয়োঃ	অভো য়োঃ

সংস্কৃতের ত্রিধারা

(উচ্চ পর্যায়ে)

॥ ১ ॥

রচনাপ্রকরণ

॥ অনুচ্ছেদ-লেখন ॥

(Paragraph-writing)

রচনা বা ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে নানা ভঙ্গি অনুসৃত হয়। যেমন ; **প্রবন্ধ-রচনা, অনুচ্ছেদলেখন, ভাববিস্তার** ইত্যাদি। অনুচ্ছেদ-লেখন ভাব-প্রকাশের একটা প্রকারবিশেষ। উহাও এক রকম রচনা। আমরা যাহা কিছু দেখি বা যাহা কিছু ভাবি, সেই অভিজ্ঞতাকে রূপদান করিতে হইলে লেখার বা বলার ভঙ্গি আয়ত্ত করা দরকার। ভাব বা চিন্তার প্রকাশের মধ্যে এমন একটা বাচনভঙ্গি চাই—যাহাতে যুক্তি বা তথ্যের ক্রম-শৃঙ্খলিত সঙ্গতি থাকে এবং ভাষাও যথাসম্ভব সরস বা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। অবশ্য কাজটা সহজ নয়। কিন্তু সেজন্য প্রয়াস চাই, অনুশীলন চাই। আদর্শ দৃষ্টান্তের অনুসরণে লেখার অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হয়।

সংস্কৃতে কিছু লিখিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে কর্তৃবাচ্যের বাক্যরীতিতে **কর্তার পুরুষ ও বচনের সঙ্গে ক্রিয়াপদের পুরুষ ও বচনের মিল যেন থাকে। আর বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচনেও মিল থাকা চাই।** এই দুই নিয়ম সংস্কৃত বাগ্‌বিধির প্রধান স্তম্ভ। এই দুইটি নিয়ম মানিয়া চলা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এই দুই নিয়ম প্রথম হইতে না মানার ফলে অনিয়মের ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস গড়িয়া উঠে। তবুও চেষ্টা, যত্ন ও সতর্কতার দ্বারা ঐ দোষ অবশ্যই পরিহার করা যায়। সেই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য যে যত্ন প্রয়োজন, উহা কাজে লাগাইলে লাভ অনেক বেশী হইবে। ঐ দুই প্রধান নিয়মের ত্রুটির ফলে সংস্কৃতে অনুবাদে বা সংস্কৃতে বাক্যরচনায় যে মারাত্মক ভুল হয়, তাহার জন্য ছাত্র-ছাত্রীকে মাশুল দিতে হয় তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী।

দ্বিতীয়তঃ, শুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সরস বাক্যভঙ্গি প্রকাশের দিকেও যথাসম্ভব দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অবশ্য শুদ্ধভাবে কিছু লিখিতে পারাই প্রধান

কথা। সরল লেখা সম্বন্ধে গল্পের প্রসিদ্ধ এক দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিতেছি। কিংবদন্তী আছে যে সম্মুখবর্তী এক শুষ্ক কাঠের বর্ণনায় একজন বলিয়াছিলেন—'শুষ্ক কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।' তখন কালিদাস নাকি বলেন—'নীরসতরুবরঃ পুরতো ভাতি।' একই তথ্য কালিদাসের বাগ্‌ভঙ্গিতে কেমন সরস হইয়া উঠিয়াছে! অবশ্য এই জনবাদটি গল্পমাত্র। তবুও ইহার মধ্যে শিক্ষার বস্তু আছে।

পূর্ণ একটা রচনা বা প্রবন্ধের মধ্যে প্রথমে থাকে ভূমিকা বা মুখবন্ধ এবং শেষে উপসংহার এবং মাঝখানে কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাল মন্দ উভয় দিকের নিরিখে বিষয়বস্তুর নানা আলোচনাক্রম দেখা যায়। কিন্তু অনুচ্ছেদ রচনার ক্ষেত্রে অত কিছু আলোচনার দরকার নাই। দশ বার পঙ্‌ক্তির মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের উপর সংক্ষেপে, অথচ এলোমেলো না হয়, এমন ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করিতে হইবে। সংস্কৃত বাগ্‌ধারায় জানা সন্ধি প্রয়োগ করিলে বাক্যগুলি শ্রুতিমধুর হয়। সন্ধি জানা না থাকিলে সেখানে সন্ধি করা উচিত নয়। নিম্নে অনুচ্ছেদ-রচনার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আদর্শ হিসাবে দেওয়া হইল। যথাসম্ভব সরস, সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে এইগুলি লেখা হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে অনুচ্ছেদ রচনায় এবং এইরূপ বাক্য ব্যবহারের অভ্যাস গড়িয়া তুলিবে।

অনুচ্ছেদ রচনার নিয়ম

যে কোন একটি বিষয় বা ভাব অবলম্বনে অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়। উহাতে কয়েকটি বাক্যের সাহায্যে বিষয়বস্তুর একটা নাতিদীর্ঘ অথচ যথাসম্ভব একটা ভাব বা চিত্র প্রকাশ করা হয়। নিম্নের নিয়মগুলি লক্ষণীয়।

১। প্রয়োজন বোধ করিলে ভাল বাংলায় একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া উহা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে পার। বাক্যগুলি যথাসম্ভব যেন ছোট হয়।

২। বাক্যগুলির মধ্যে ক্রমসঙ্গতি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। একটির পর একটি বাক্য যেন অতি স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া পড়ে। সামঞ্জস্য বা ধারাবাহিকতা যেন কুত্রাপি ক্ষুণ্ণ না হয়।

৩। দেখা বস্তু বা বিষয়ের উপর নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইবে।

৪। পুনরুক্তি দোষ থাকা উচিত নয়।

৫। বাক্যবিন্যাসের ভঙ্গি সহজ, সুস্পষ্ট অথচ বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

৬। আয়তন নাতিদীর্ঘ। অন্য কোনরূপ নির্দেশ না থাকিলে সাধারণতঃ দশ বারো পঙ্‌ক্তি হইলেই চলে।

অনুচ্ছেদ রচনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত

১। প্রভাতকালঃ

আহো রমণীয়ঃ খলু প্রাতঃকালঃ। পূর্বস্যাং দিশি অয়মুদেতি সূর্য্যঃ। স লোহিতান্ কিরণান্ বিকিরতি। স ভুবনায় প্রকাশং যচ্ছতি। সূর্যোদয়ে বিচিত্রা চ শোভা শিশিরস্নাতায়াঃ কাননভূমেঃ। ফুল্লন্তি বিবিধানি কুসুমানি। বাতি চ মন্দং স্নিগ্ধঃ সমীরঃ। মধুরং কূজন্তি বিহগাঃ। তেষাং কূজনেন নিদ্রা-নিমীলিতং জগৎ প্রবুধ্যতে। সরসি বিকসন্তি কমলানি। তত্র মঞ্জু মঞ্জু চ গুঞ্জন্তি মধুকরাঃ। বিপ্রাঃ স্তোত্রাণি গায়ন্তি। পূজার্থিনঃ পুষ্পাণি চিন্বন্তি। গোযূথৈশ্চ সহ ধেনুপালা গোষ্ঠং ব্রজন্তি। কৃষকাঃ ক্ষেত্রাভিমুখং প্রয়ান্তি। নার্যশ্চ গৃহকৃত্যানি কুর্বন্তি। ছাত্রাশ্চ হিতমনুচিন্ত্য পাঠে চিত্তং নিবেশয়ন্তি। সর্বে স্বকার্যেষু প্রবর্তন্তে। আদিত্যঃ প্রেরকঃ সকলানাম্।

২। বিদ্যাগৃহম্

অতীব পাবনং বিদ্যাগৃহম্—যত্র বয়ং জ্ঞানম্ অর্জয়ামঃ। উক্তঞ্চ—"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" তদেতদ্ বিদ্যাগৃহং জ্ঞানস্য নিধানম্। বয়ং তত্র গচ্ছামঃ' পঠামশ্চ পাঠান্। গুরবোঽস্মান্ সযত্নম্ অধ্যাপয়ন্তি। তে বিবিধান্ বিষয়ান্ পাঠয়ন্তি, উপদিশন্তি চ সন্মার্গম্। অস্মাসু তে পুত্রবৎ স্নিহ্যন্তি। বিদ্যাগৃহস্য পার্শ্বে অস্তি ক্রীড়াঙ্গনং দূর্বাঙ্কুরৈর্ব্যাপ্তম্। তত্র বয়ং ধাবনং কূর্দনং খেলনম্ উৎপতনম্—ইত্যাদিভির্বহুভিঃ প্রকারৈঃ শরীরচর্চাং কুর্মঃ। গুরবোঽপি অস্মান্ প্রোৎসাহয়ন্তি ক্রীড়াবিধৌ। অহো পুণ্যং বিদ্যাগৃহস্য দর্শনম্—যত্র সন্তি ঈদৃশা গুরুচরণাঃ ছাত্রকল্যাণ-তৎপরাঃ।

৩। নদী

পর্বতাৎ প্রভবতি নদী। তত্র প্রবাহঃ স্বল্পঃ। অথ সা সমভূমিং প্রাপ্নোতি। অন্যানি চ স্রোতাংসি তয়া সঙ্গচ্ছন্তে। ততঃ সমৃদ্ধবেগা নদী নানা-জনপদেষু প্রবহতি। নদ্যাস্তীরে শোভন্তে ক্ষেত্রাণি নগরাণি গ্রামাশ্চ। কুল্যাভিঃ (Canals) জলং ক্ষেত্রেষু নীয়তে। এবং নদী উভয়তঃপ্রদেশান্ শস্যসমৃদ্ধান্ করোতি। নিদাঘসময়ে নদী বিশীর্ণা বিদ্যতে। বর্ষাসু ধারাসারৈঃ সা পুনঃ প্রাণসারং বিভর্তি। নদ্যাং নৌকা সঞ্চরতি। নৌকাভির্লোকাঃ পারং গচ্ছন্তি। বাণিজ্যায় চ নৌকাঃ পণ্যং দেশান্তরং নয়ন্তি। নদ্যা জলং হি অস্মাকং জীবনম্।

তৎ পুনঃ পাবনম্—যথা ভারতের গঙ্গোদকম্। ইদানীং নদীস্রোতঃ-সহায়েন বৈদ্যুতী শক্তিরপি উৎপাদ্যতে। তৎ কিং ন হিতং সাধয়তি নদী!

নিদাঘসময়ে—গ্রীষ্মকালে। ধারাসারৈঃ—ধারাবর্ষণে।

৪। অস্মাকং গ্রামঃ

অস্মাকং গ্রামো নাতিদীর্ঘো নাতিক্ষুদ্রশ্চ। অস্য নবগ্রাম ইত্যাখ্যা। অস্য পশ্চিমে প্রবহতি কৌশিকী নদী—ইদানীং বিশীর্ণা। গ্রামস্য মধ্যভাগে অস্তি সুপরিসরো মার্গঃ। গ্রামপঞ্চকসংস্থা (Village Panchayet) অস্য পরিরক্ষণে উদ্যুক্তা বর্ততে। অস্তি তত্র একো মাধ্যমিকবিদ্যালয়ঃ, তত্রাপ্যস্তি উচ্চতরশ্চবিভাগঃ প্রাথমিক-বিদ্যালয়ৌ চ দ্বৌ স্তঃ। পত্রপ্রেষণাদি-কার্যালয়ঃ (Post Office) গ্রন্থাগারম্ তথা আরোগ্যশালা (Hospital) চিকিৎসাকেন্দ্রঞ্চ বর্তন্তে। নালিকাকূপস্য (Tube-well) সংখ্যা উত্তরোত্তরং বিবর্ধমানা দৃশ্যতে। গ্রাম-বাস্তব্যানাং মধ্যে বহবঃ কৃষিজীবিনঃ কারুকারিণশ্চ, অন্যে চ নিয়োগোপজীবিনঃ (Service-holders)। অস্তি তেষু পরস্পরং প্রীতিভাবঃ। যে তু কর্মানুরোধাৎ প্রবাসে তিষ্ঠন্তি, তেঽপি শারদীয়-পূজাবকাশে গ্রামে সম্মিলিতা ভবন্তি। তদা সর্বেষাং মহান্ প্রমোদো জায়তে। শান্তশ্চ অস্মাকং গ্রামপরিবেশো মহ্যম্ অতীব রোচতে।

৫। কাচিদ্ নগরী

ভাগীরথী-তটবর্তিনী কলিকাতা ভারতবর্ষস্য সর্বমুখ্যা নগরী। সৈষা রাজধানী পশ্চিমবঙ্গস্য। ইয়ং জনবহুলা সমৃদ্ধা চ নগরী। ইয়ঞ্চ মহানগরী বাণিজ্যসংস্থাং শিক্ষা-সংস্কৃতি-সংস্থাঞ্চ ভূয়সীং পরিপোষয়তি। পোতাশ্রয়ঞ্চপুষ্ণাতি প্রসিদ্ধম্। অস্যা উপকণ্ঠে বর্তন্তে নানা জনপদা যন্ত্রশিল্প-ভূয়িষ্ঠাঃ। লৌহ-সেতুবিশালঃ হাওড়ানগরেণ সহ অস্যাঃ সংযোগং সাধয়তি। সেতুরয়ং নদীগর্ভে অস্তম্ভো বিরাজতে। সোঽয়ং সেতুঃ পূর্তশিল্পস্য প্রতিষ্ঠাং খ্যাপয়তি। তত্র কলি-কাতায়াং বিদ্যন্তে নানা দর্শনীয়ানি। তেষু কানিচন যথা—ভিক্টোরিয়া-স্মৃতি-সৌধম্; জাতীয়-গ্রন্থাগারম্, প্রত্নতত্ত্ব-সংগ্রহশালা (Museum), পশুশালা, রবীন্দ্র-সরোবরঃ, 'ফোর্ট,-উইলিয়ম্'-দুর্গম্, প্রধান-ন্যায়ালয়ঃ (High Court), 'বিধান-সভা-গৃহম্', 'ইডেন'-উদ্যানম্, নব-করণিক-ভবনম্ (New Secretariat Building), পীঠাস্পদং কালীমন্দিরম্, প্রখ্যাতঃ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়শ্চ।

৬। বাগ্‌দেবী-পূজোৎসবঃ

সর্বশুক্লা সরস্বতী অধিষ্ঠাত্রী বিদ্যায়াঃ। বিদ্যার্থিনঃ প্রতিবর্ষং মাঘমাসে শুক্লপঞ্চম্যাম্ ইমাং দেবীম্ আরাধয়ন্তি। পূজায়াঃ কালঃ খলু মনোরমঃ। শীতাপগমে ঋতুরাজো বসন্তঃ প্রাদুর্ভবতি। তদা নবপল্লবৈঃ শোভন্তে বৃক্ষাঃ। আকাশশ্চ সুনির্মলো ভাতি। স এব কালঃ পূজায়াঃ। তাদৃশি কালে সুসজ্জিতঃ পূজামণ্ডপঃ অপূর্বাং শ্রিয়ং ধত্তে। তত্র মণ্ডপে আসনোপরি স্থাপ্যতে শ্বেতপদ্মাসনা বীণাপাণিঃ। বঙ্গীয়াস্তু মৃচ্ছিল্পিনো বাগ্‌দেবীমূর্তি-কল্পনে অশেষনৈপুণ্যং প্রদর্শয়ন্তি। দেবীমূর্তিং স্থাপয়িত্বা আবাহনাদি-পূর্বকম্ অস্যা আরাধনং ক্রিয়তে। "সরস্বত্যৈ নমো নিত্যম্"—ইত্যাদি-মন্ত্রেণ বিদ্যার্থিভিঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ প্রদীয়তে। অথ সঙ্গীতাদ্যনুষ্ঠানেন সমাগতানাং সর্বেষাং প্রমোদঃ ক্রিয়তে। পরেদ্যুশ্চ অনুষ্ঠীয়তে বিসর্জনোৎসবঃ শোভাযাত্রাপূর্বকঃ।

৭। দেশভ্রমণম্

অস্তি দেশেষু নানা বৈচিত্র্যম্। সৌন্দর্যসম্ভারশ্চ বহুবিধঃ। আচারশ্চ বিবিধঃ প্রচলতি লোকে। প্রাচীনা শিল্পকলা চ তত্র তত্র মূর্তিমতী বিলসতি নানাবিধা। দেশভ্রমণেন তেষাং সর্বেষাং সাক্ষাৎ পরিচয়ো জায়তে। ভ্রমণং সর্বথা মনোহরম্। সঙ্কোচং পরিহৃত্য তচ্চ উদারভাবং চেতসঃ করোতি। প্রবোধয়তি চ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধম্। পুরা ভারতবর্ষে তীর্থপর্যটনং প্রচলিতমাসীৎ। তত্র হিমালয়াদারভ্য কুমারিকাং যাবদ্ ইতস্ততশ্চ বহুপর্যটনং জাতম্। বৈদেশিক-পরিব্রাজকৈরপি পুরা ভারতে পর্যটনং কৃতম্। তেষাং গ্রন্থেভ্যো বয়ং তথ্যঞ্চ বহু জানীমঃ। ন হি দেশভ্রমণং বিনা অধীতাপি বিদ্যা পূর্ণতাং যাতি। ইদানীং বিজ্ঞানবলেন দেশান্তরেষু সমৃদ্ধিঃ কথং প্রসাধ্যতে ইত্যাদি নির্ণেতুং দেশান্তরেষু ভ্রমণম্ আবশ্যকম্। অতো দৃশ্যতে মহান্ খলু উপযোগো দেশভ্রমণস্য।

৮। বর্ষাকালঃ (H. S. 1961)

ষট্ ঋতবঃ। তেষু বর্ষাকালো দ্বিতীয়ঃ। আষাঢ়মারভ্য শ্রাবণং যাবৎ তস্য স্থিতিঃ। ভাদ্রমাসেঽপি অস্য প্রভাবঃ পরিলক্ষ্যতে। নিদাঘতাপিতা তীব্রতৃষাকুলা ধরণী এনং হৃদয়েন কাময়তে। স এব জলদ-সময়ঃ প্রাণিনাং প্রাণভৃতঃ। অস্য নবজল-ধারাস্পর্শৈঃ নবজীবন-সম্পত্ত্যা সর্বত্র বিলসতি পুলকোল্লাসঃ। জলভর-গৌরবেণ নদী প্রবহতি সমৃদ্ধবেগা। কদম্বকেতকীভিঃ শোভতে বনভূমিঃ। সরাংসি চ হসন্তি কুমুদকহ্লারৈঃ। অহো! শ্যামায়মানা ধরিত্রী ধত্তে অপূর্বাং শ্রিয়ম্। নভসি মেঘঃ সঞ্চরতি স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্। বৃষ্টির্ভবতি ভূয়সী। বৃক্ষেষু

ময়ূরাঃ প্রহর্ষেণ নৃত্যন্তি। সরসি ভেকাঃ কলরুতং কুর্বন্তি। বর্ষারম্ভং কৃষিকর্মমিতি কৃষকজনানাং বর্ষাসু প্রমোদঃ। মেঘমেদুরম্ অম্বরং কবিচিত্তমপি দোলায়তি। কচিত্তু অতিবর্ষণাৎ প্লাবনং ভবতি। স তু ব্যতিক্রমঃ কদাচিদেব।

কলরুতম্—মধুর রব। মেঘমেদুরম্ অম্বরম্—মেঘস্নিগ্ধ আকাশ।

৯। শরৎকালঃ

ষট্ ঋতবঃ। তত্র শরৎকালস্তৃতীয়ঃ। বর্ষাপগমে তস্য আবির্ভাবঃ। নাস্তি তদা নিদাঘ-খরতাপঃ, ন বা ধারাসারৈঃ সুমহতী বৃষ্টিঃ। ভাদ্রমাসাদ্ আশ্বিনং যাবদসৌ তিষ্ঠতি। তদা মেঘনির্মুক্তং নভঃ সুনির্মলং ভাতি। স্বচ্ছসলিলং সরঃ বিকচ-পদ্মৈর্মনোহরম্। শোভন্তে শেফালিকাঃ, যূথিকাশ্চ সৌরভসুভগাঃ। কাশাংশুকৈঃ কুসুমভূষণৈশ্চ রূপরম্যা শরদ্ নেত্রোৎসবং বিধত্তে। অত্রৈব কালে সর্বত্র বিলসতি পুলকোল্লাসঃ। বঙ্গীয়ানাং শ্রেষ্ঠঃ সমুৎসবঃ শরদি এব অনুষ্ঠীয়তে। তদা দুর্গাপূজায়াং বিদ্যালয়ে কার্যালয়ে চ দীর্ঘঃ অবকাশো দীয়তে। সর্বত্র নবীনোৎসাহঃ প্রাণচাঞ্চল্যং সূচয়তি। স এব সমুৎসবো মহান্ মিলনোৎসবঃ।

কাশাংশুকৈঃ—কাশফুলের বস্ত্রে। বিকচপদ্মৈঃ—প্রস্ফুটিত পদ্মগুলির দ্বারা।

১০। শারদোৎসবঃ

শারদোৎসবো বঙ্গীয়ানাং শ্রেষ্ঠঃ সমুৎসবঃ। শক্তিরূপায়া দুর্গায়া অর্চনাবিধৌ অয়মুৎসবঃ প্রবর্ততে। পূজায়াঃ কালঃ খলু মনোরমঃ। বর্ষাপগমে মেঘনির্মুক্তং নভঃ সুনির্মলং ভাতি। স্বচ্ছতোয়ং সরঃ প্রস্ফুট-পদ্মৈর্মনোহরম্। কুসুমভূষণৈঃ কাশাংশুকৈশ্চ রূপরম্যা শরদ্ নেত্রোৎসবং করোতি। স এব কালঃ পূজায়াঃ তদা বিদ্যালয়ে কার্যালয়ে চ দীর্ঘোঽবকাশো দীয়তে। সর্বত্র নবীনোৎসাহঃ। কেচন বসনভূষণাদিকং ক্রেতুম্ উদ্যুক্তা দৃশ্যন্তে। অন্যে চ সার্বজনীন-পূজামণ্ডপ-সজ্জায়াং ব্যাপ্রিয়ন্তে। তত্র মহিষাসুরমর্দিনী শ্রীদুর্গা পূজায়া অধিষ্ঠাত্রী। তস্যা দক্ষিণে পার্শ্বে লক্ষ্মীঃ গণেশশ্চ, বামে সরস্বতী কার্ত্তিকেয়শ্চ স্থাপ্যন্তে। বঙ্গীয়াস্তু শিল্পিনো মূর্তিকল্পনে অশেষনৈপুণ্যং প্রদর্শয়ন্তি। সপ্তমীমারভ্য দিনত্রয়ং সপরিকরং ভগবত্যা অর্চনা নানোপচারৈঃ অনুষ্ঠীয়তে। অথ দশম্যাস্তিথৌ বিসর্জনোৎসবঃ। তদ্দিনে প্রীতিনমস্কারাদিপূর্বং সর্বে বিজয়োৎসবং পালয়ন্তি।

সপরিকরম—পরিজন-সহ। নানোপচারৈঃ—নানাবিধ উপকরণের দ্বারা।

১১। বসন্তকালঃ

বসন্তো হি ঋতুরাজঃ। শীতাপগমে অস্য আবির্ভাবঃ সর্বত্র প্রাণচাঞ্চল্যং সূচয়তি। বসন্তঃ খলু নবজীবনস্য প্রতিরূপকঃ। তদা তরুলতা-বিটপিষু

উদ্‌গচ্ছন্তি নব-কিশলয়ানি। আম্রদ্রুমেষু চূতমঞ্জরী মুকুলিতা জায়তে। তস্যাঃ সৌরভেণ আমোদিতা দিগ্বিভাগাঃ। কাননে কোকিলঃ কূজতি। ঋতুরাজস্য দূত ইব স বসন্তাগমং ঘোষয়তি। অশোক-কিংশুকবাসঃ পরিদধানা ধরণী রূপরম্যা বিরাজতে। ফুল্লমল্লিকাদি-বসন্তপুষ্পাভরণৈঃ সা অতীব শোভতে। মন্দং বাতি পুষ্পসুরভীকৃতো দক্ষিণঃ পবনঃ। স চ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ। অত্রৈব কালে শুক্লপঞ্চম্যাম্ আরাধ্যতে সর্বশুক্লা সরস্বতী। হোলিকোৎসবো নাম বসন্তোৎসবো মধুমাসে পূর্ণিমায়াম্ অনুষ্ঠীয়তে। স হি মহোল্লাসকরো মিলনোৎসবঃ।

চূতমঞ্জরী—আমের নবপল্লব। **অশোককিংশুকবাসঃ**—অশোক ও পলাশ ফুলের বস্ত্র।
পরিদধানা—পরিধান করিয়া।

১২। ছাত্রজীবনম্ [H. S. 1962]

ছাত্রজীবনম্ অমূল্যম্, যদত্র বিদ্যাভ্যাসেন অজ্ঞানং নিরস্যতে। গুরুচরণাস্তদা ছাত্রান্ পাঠান্ পাঠয়ন্তি, উপদিশন্তি চ সন্মার্গম্। পাঠাভ্যাসেন চিত্তবৃত্তেরুন্মেষঃ স্যাৎ। ছাত্রজীবনে শরীরচর্চায়া অপি অস্তি উপযোগঃ। তদর্থং বিদ্যালয়ে ব্যায়াম-ব্যবস্থাপি বর্ততে। ক্রীড়াদিভিঃ উৎসাহযোগ্যং বপুর্ভবতি। তদেব স্বস্থতায়া মূলম্। কিন্তু চরিত্রবলং সর্বোপরি বর্ততে বৃথৈব সা বিদ্যা, যা শীলং ন সংসাধয়তি। পুরা গুরুগৃহে নিয়ম-সংযমাদিভিঃ ছাত্রা ব্রহ্মচর্যব্রতেন বিদ্যাভ্যাসং কৃতবন্তঃ। তে হি নো দিবসা গতাঃ। তথাপি শৃঙ্খলাবোধং নিয়মানুবর্তনং বিনয়াদি-চরিত্রগুণঞ্চ বিনা অধ্যয়নম্ অপার্থকম্। স্বাধীনে ভারতবর্ষে ছাত্রা যদি উন্মার্গগামিনঃ স্যুঃ, তর্হি উচ্ছিদ্যেত ভাবিনী আশা। 'ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ'—ইতি তু মনসি রক্ষণীয়ম। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। আত্মন উন্নয়নবিধৌ ছাত্রৈঃ শ্রদ্ধয়া সর্বাত্মনা জ্ঞানার্জনে অবধানং দেয়ম।

১৩। গ্রীষ্মকালঃ

তীব্রসন্তাপো হি গ্রীষ্মকালঃ। বৈশাখজ্যৈষ্ঠমাসৌ ব্যাপ্য স নিদাঘকালোঽ-বতিষ্ঠতে। মধ্যাহ্নে প্রচণ্ডঃ খলু মার্তণ্ডঃ অগ্নিতাপম্ অসহ্যম্ উদ্গিরতি। তদা তপ্তবায়ুনা তাড়িতং ধূলিমণ্ডলমপি উৎক্ষিপ্যতে। প্রখরকিরণৈর্বিদহ্যমানাঃ পথিকা বৃক্ষস্য তলে নিষীদন্তি। স্বল্পতোয়েঽপি জলাশয়ে মহিষা আশ্রয়ন্তে। বিশুষ্ককণ্ঠা গাবস্তোয়ম্ ইচ্ছন্ত ইতস্ততো ধাবন্তি। শীর্ণপত্র-দ্রুমেষু শ্বসিতি বিহগ-কুলম্। গ্রীষ্মে বিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে চ অবকাশো দীয়তে। কার্যানুরোধং বিনা ন কোঽপি মধ্যাহ্নে গৃহাদ্বহির্নিঃসরতি। সায়ন্তু দিবসাঃ পরিণাম-রমণীয়াঃ।

নিদাঘকালে কূপ-তড়াগাদিষু জলাভাবো জায়তে। সন্তাপ-তাপিতো হি ভূমিভাগঃ শুষ্কো ভবতি। তাপদগ্ধং শস্যশষ্পাদিকং চ বিনশ্যতি। এবং জলাভাবেন শস্যাভাবেন চ কদাচিৎ কষ্টমপি দুর্বিষহং ভবতি। [নিষীদন্তি = বসিয়া থাকে]

১৪। ক্রীড়াপ্রমোদাদিকম্

শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। স্বস্থং শরীরং বিনা লোকযাত্রাপি ন সম্ভবতি। অতঃ সবলং নীরোগং স্বস্থং চ শরীরং জীবিতব্যবিষয়ে মুখ্যং তাবদ্ আলম্বনম্। শরীরচর্চাং বিনা ন ভবতি স্বস্থং বপুঃ। সুস্বাস্থ্যং বিনা শ্রমশক্তির্ন স্ফুরতি। মনোবলমপি ন প্রসরতি। অতঃ স্বাস্থ্যমর্জয়িতুং শরীরচর্চা অবশ্যকরণীয়া। সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে শরীরচর্চাবিধৌ ক্রীড়াদীনাং সমুৎসাহে অবধানং দীয়তে। পাঠ্যবিষয়েঽপি শরীরচর্চা অন্তর্ভাবিতাস্তি। তদ্বশান্নিয়মেন ছাত্রৈঃ ধাবনং কূর্দনম্ উৎপতনম্ ইত্যাদিভির্বিবিধৈঃ প্রকারৈস্তথা যোগাভ্যাসেন কন্দুক-ক্রীড়াদিনা চ ব্যায়ামচর্চা ক্রিয়তে। ক্রীড়াদিভিরুৎসাহযোগ্যং হি বপুর্ভবতি। সঙ্গীত-প্রমোদাদিভির্মনসঃ প্রসন্নতা স্ফূর্তিশ্চানুভূয়তে। এবং কায়মনসোর্যুগপদ্ অভ্যুদয়েন ক্রীড়াপ্রমোদাদিব্যবস্থা ভূয়সে উপকারায় কল্পতে।

১৫। সমাচারপত্রম্

সমাচারপত্রং বার্তাদূত ইব দেশদেশান্তরীয়-বৃত্তান্তং নো জ্ঞাপয়তি। ইদানীং দেশকালয়োর্ব্যবধানং কৃতসন্ধানমেব। তন্নৈকট্যং সমাচারপত্র-যোগেন তু প্রগাঢ়-পদবীং প্রাপ্নোতি। বার্তাপত্রম্ অধুনা মানবসভ্যতায়া মহদেব আলম্বনম্। তদ্বিনা জগদান্ধ্যং প্রবর্তেত। বিশ্বস্য সমাজনীতিঃ রাজনীতির্বাণিজ্যনীতিস্তথা শিক্ষাপ্রসারঃ ক্রীড়াপ্রমোদাদি-সমারোহশ্চ কীদৃক্ প্রচলতি ইতি বার্তাপাঠেন অস্মাভিঃ সম্যগ্ জ্ঞায়তে। মানবিক-মর্যাদায়া রক্ষণবিধৌ জাগর্তি খলু বার্তাপত্রম্। তেন মতামত-বিবেকেন জনহিতং প্রসাধ্যতে। সমাচারপত্রং লোকস্থিতিং সমুচিত-পথে নেতুং প্রযততে, জনমতং প্রবলীকৃত্য রাষ্ট্রিয়-ভাবনামপি সুষ্ঠু নিয়ময়তি। তদেতদ্ রাষ্ট্রস্য গণস্য বিশ্বস্য চ শ্রেয়সে নিত্যং জাগরূকমস্তি।

কৃতসন্ধানম্—সম্মিলিত হইয়াছে। **আলম্বনম্**—অবলম্বন।

১৬। স্বামী বিবেকানন্দঃ (মহাপুরুষচরিতম্ H.S. 1979)

বরণীয়নামা নরেন্দ্রনাথো নরকুল-ললামভূতঃ। সোঽসৌ নরেন্দ্রনাথো জন-গণমানসে ধর্মমূলং বিবেকবৈশদ্যম্ আধত্ত। এবং স বিবেকানন্দ ইত্যভিধয়া প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্। ঊনবিংশশতকে ভারতীয়-সমাজে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষায়াঃ প্রভাবেণ ধর্মজাড্যম্ অজায়ত। তদা শ্রীমদ্রামকৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষিতঃ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইতি বেদান্তবাণীং প্রচচার ভূয়ঃ। আমেরিকা-প্রদেশে বিশ্ব-ধর্ম-সম্মেলনে বেদান্তধর্মস্য উদাত্তমেব তত্ত্বং স ঘোষয়ামাস। তত্র স প্রবোধয়তি স্ম বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধম্। স খলু পুণ্যশ্লোকো ধর্মবীরঃ সন্ন্যাসী। স নর-নারায়ণয়ো-রভেদেন সেবাধর্মং প্রথিতং চকার। তমেব মহান্তং প্রণমামো ভূয়ঃ।

অভিধয়া—নামে, সংজ্ঞায়। **পুণ্যশ্লোকঃ**—পবিত্রনামা।

১৭। চরিত্রমেব বলম্ (H. S. 1963)

চরিত্রং মনুষ্যোচিত-ধর্মস্য পরিচায়কম্। চরিত্রহীনো জনো বন্যঃ পশুরেব। অতো বাল্যাদারভ্য শীলমর্জনীয়ম্। যত্র শীলং বর্ততে, তত্র ধর্মঃ সত্যং বলং সংক্রিয়া সম্পদপি তিষ্ঠন্তি। ন হি লোকে কিঞ্চিদ্ অসাধ্যং বৈ শীলবতাম্। চরিত্রমেব সুমহৎ বলম্। তদেব প্রভবতি লোকে। যে নাম জগতীতলে পূজ্যাঃ, তে সর্বে চারিত্র-বলেনৈব বলবত্তমাঃ। চরিত্রং সর্বোপরি বর্ততে। ন কেবলমাত্মনঃ, সমগ্রস্য চ সমাজস্য অভ্যুদয়ঃ চরিত্রম্ উপজীব্যৈব প্রবর্ততে। তদুচ্যতে—'শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ'।

১৮। ছাত্রাণাং সমাজসেবা

ছাত্রাঃ খলু নিখিলসমাজস্য প্রাণচঞ্চলঃ অংশবিশেষঃ। তরুণে বয়সি স্থিতানাং ছাত্রাণাং মনসি জ্ঞানতৃষ্ণা তরুণায়তে, হৃদয়ে ভাবাবেগশ্চ উদ্বেলো ভবতি, ভুজে চ প্রবর্ধতে নবীনং বলম্। কালেন তে রাষ্ট্রস্য সমাজস্য চ ভবিষ্যৎসৈনিকা ভবন্তি। বাল্যাদারভ্য সমাজসেবায়াং তেষাং সমাজ-প্রীতির্গাঢবদ্ধা স্যাৎ। বিশেষতস্তু সম্মিলিতভাবেন তেষাং কর্মোৎসাহঃ সমধিক এব। এবম্ আর্তস্য ত্রাণায়, রোগিণঃ পরিচরণায়, দুর্গতস্য চ রক্ষণায় ছাত্রৈর্যতিতব্যম্। ভারতে অদ্যাপি বহবো নিরক্ষরাঃ সন্তি। তেষাং নিরক্ষরতাং দূরীকর্তুং ছাত্রাস্তদর্থং যোজনীয়াঃ। এবং ছাত্রা নিঃস্বার্থসেবয়া সমাজস্য বহুকল্যাণং কর্তুং প্রভবন্তি।

১৯। ঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগরঃ (H. S. 1980)

কো বা ন জানীতে ঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগরস্য সুমহৎ নামধেয়ম্। মেদিনীপুরে বীরসিংহগ্রামে বিপ্রঃ স পুরুষসিংহঃ অজায়ত। দারিদ্র্যস্য সংঘাতেঽপি গৃহভৃত্য-রূপেণ কৃত্যং নিষ্পাদ্য মার্গস্য চ দীপালোকে ব্যবসিতস্তস্য পাঠঃ। বাল্যে তদালয়ে তৈলাভাবাদ্ দীপো ন জ্বলিতঃ। কিন্তু কালেন তস্য জ্ঞানপ্রদীপো দেশম্ অদীপয়ৎ। আসীদসৌ দয়ায়া অপি সাগরঃ। রাজপথে মুমূর্ষুর্বৃদ্ধো বিসূচিকাগ্রস্তঃ তং গৃহমানয়দ্ ব্রাহ্মণঃ, সততসেবয়া চ তং রোগমুক্তং কৃতবান্। এবং দুর্গতান্ সদৈব দয়তে স বিদ্যাসাগরঃ। আসীদ্ অপারা খলু তস্য মাতৃভক্তিঃ। সমাজস্য

সংস্কৃতস্য বঙ্গভাষায়াশ্চ কল্যাণায় স যাবজ্জীবম্ অচেষ্টত। তস্য চরিত্রমাহাত্ম্যং বিস্ময়ম্ আবহতি। আসীত্তস্য চরিত্রং বজ্রাদপি কঠোরং কুসুমাদপি চ মৃদুতরম্। তস্য জন্মনা হি ধরণী কৃতার্থা।

২০। কীদৃশঃ শিক্ষকস্তবাভিমতঃ

স এব সুশিক্ষকঃ যঃ সুষ্ঠু শিক্ষয়তি। চিত্তবৃত্তেরুন্মেষঃ শিক্ষয়ৈব ভবতি। তাং শিক্ষাং দদাতি শিক্ষকঃ। শিক্ষাদানেন স বুদ্ধিবৈশদ্যং বিধত্তে। শিক্ষকঃ সন্মার্গমপি উপদিশতি। কিন্তু স এব শিক্ষকো মমাভিমতঃ, যঃ স্বয়মপি আদর্শরূপঃ। স যথা উপদিশতি, তথা যদি স স্বয়ম্ আচরতি, তর্হি স এব শিক্ষকঃ সার্থকনামা। কেবলং তাড়নেন ভর্ৎসনেন শিক্ষণবিধেঃ সৌকর্যং ন স্যাৎ। ছাত্রবাৎসল্যং শিক্ষকস্য গুণবিশেষঃ। এবং নীতিনিপুণঃ কর্তব্যপরায়ণঃ স্নেহবৎসলশ্চ শিক্ষকো মমাভিমত ইত্যলং বিস্তরেণ।

২১। নৌকাবিহারঃ

(H. S. Comp., 1965, H. S., 1978)

(কাশীনগরীং প্রতি)

ভ্রমণং সর্বথা মনোহরম্। নৌকাযোগেন তদ্ অতীব সুখায় ভবতি। নদীম্ উভয়তঃ কতি চ বর্তন্তে জনপদাঃ, গ্রামাঃ, শস্যক্ষেত্রাণি, ছায়াতরবো ঘট্টনিচয়াশ্চ! উপরি চ মেঘখচিতং নীলাভ্রম্। নিম্নে চ নীলসলিলা নদী। রম্যা চ তস্যাস্তরঙ্গভঙ্গী। তদেতৎ সর্বং নৌকাপথ-যাত্রিণো নেত্রোৎসবং করোতি। একদা এবমেব অস্মাকম্ অনুভবো জাতঃ। তদা বয়ং পূজাবকাশে 'চুনার' ইত্যাখ্যস্থানাৎ কাশীং প্রতি নৌকাবিহারায় গতাঃ। দূরাৎ সা মন্দিরমুকুটা শুভ্রসৌধগাত্রা অর্ধচন্দ্রাকারা কাশী চিত্রপ্রতিমা ইব শোভমানা দৃষ্টা। তস্যাঃ পাদদেশে শিলাবেদীকৃতা সোপানশ্রেণী। আসীৎ ঘট্টেষু মহান্ জনসমাবেশঃ। তত্র কেচন স্নানোদ্যোগং কুর্বন্তি, কেচন ভাগীরথীম্ অবগাহন্তে, কেচন বা স্তোত্রং বদন্তি। অন্যে চ বিশ্বেশ্বরমন্দিরং প্রয়ান্তি। বয়মপি নৌকাত উত্তীর্য স্নানং চ সমাপ্য বিশ্বেশ্বর-দর্শনায় গতাঃ। অহো! মুক্তিক্ষেত্র-কাশীদর্শনেন সার্থকশ্চ অস্মদীয়ো নৌকাবিহারঃ।

নৌকাবিহারঃ—নৌকাভ্রমণ। **নীলাভ্রম্**—নীল আকাশ।

শুভ্রসৌধগাত্রা—শ্বেতবর্ণের অট্টালিকা যাহার গাত্রস্বরূপ।

২২। রবীন্দ্রনাথঃ

কবিকুলচূড়ামণিঃ রবীন্দ্রনাথো রবিরিব দশ দিশঃ সমুদ্ভাসয়ৎ। বহুমুখী চাস্য বিদ্যা-বিদ্যোতিতা প্রতিভা। বহূনি কাব্যান্যসৌ ব্যরচয়ৎ। কিং বা পদলালিত্যেন, উপমানৈপুণ্যেন, কিং বা অর্থগৌরবেণ, ভাষানির্বচনেন চ, তানি কাব্যানি কর্ণৌ মনশ্চ বিনোদয়ন্তি। অতুলনীয়মস্য রচনাপাটবম্। তৎপ্রণীতৈঃ কাব্যৈর্নাটকৈর্গীতৈঃ বিবিধৈশ্চ নিবন্ধৈঃ বঙ্গভাষায়াঃ পরং গৌরবং সাধিতম্। রচয়িত্বা চ গীতাঞ্জলিং কবিকৃতিং কবীন্দ্রোঽয়ং রবীন্দ্রনাথো 'নোবল্' ইত্যাখ্যং বহুমানম্ উপায়নম্ অলভত। অস্য বিশ্বতোমুখী প্রতিভা বিশ্বস্য বিস্ময়ম্ আবহতি। ভারতীয়-সংস্কৃতের্মহিমা তেনৈব চ বিশ্বে প্রখ্যাপিতঃ। তত্র বিশ্ব-মৈত্রীং বিঘোষয়ন্ কবিবরো বিশ্ববরেণ্যো জাতঃ। তমেব মহান্তং কবিং প্রণমামো ভূয়ঃ।

উপায়নম্—পুরস্কার। **বিশ্বতোমুখী**—সর্বতোমুখী।

২৩। আকর্ষণীয়ং স্থানং যথা ময়া দৃষ্টম্

[The place of interest seen by me (H. S. 1961)]

[পুরীধাম—The place of pilgrims]

[H. S. 1964, 1965]

দৃষ্টং ময়া পুরীধাম। তদেতৎ শ্রীক্ষেত্রম্ ইতি প্রসিদ্ধম্। সমুদ্রসৈকতে তদবতিষ্ঠতে। তত্র নীলাচলস্য উপরি জগন্নাথ-মন্দিরম্। প্রাচীনা ভারতবর্ষস্য শিল্পকলা মন্দিরে অত্র বিলসতি। শ্রীচৈতন্যোঽপি একদা অত্র স্থিত্বা দেবং জগন্নাথং প্রার্থয়ামাস। মন্দিরে মহান্ জনকোলাহলঃ। কেচিৎ পূজোদ্যোগং কুর্বন্তি, কেচিৎ স্তোত্রং বদন্তি, কেচিন্মন্দিরাভ্যন্তরং প্রবিশন্তি। মন্দিরে বিরাজন্তে জগন্নাথঃ সুভদ্রা বলরামশ্চ। তত্র সর্বে প্রণমন্তি। গুণ্ডিচোদ্যানং প্রতি একো মার্গো বর্ততে. অনেন জগন্নাথস্য রথঃ প্রতিবর্ষং সসমারোহং ব্রজতি। পুরীক্ষেত্রে সমুদ্রকল্লোলঃ সর্বদৈব শ্রুতিপথম্ আগচ্ছতি। অস্তি সাগরতটে সুসজ্জিতা ভূয়সী পান্থশালা। তত্র সূর্যোদয়কালে সূর্যাস্তসময়ে চ অপূর্বা শোভা নয়নোৎসবং বিধত্তে। কতি চ জনাঃ সমুদ্রস্নানং কুর্বন্তি! সমুদ্রস্নানম্ অতীব প্রমোদকরম্। পুরীধাম-স্মৃতির্মনসি মে প্রায়ঃ প্ররোহতি।

২৪। সজ্জনসঙ্গঃ [H. S. 1962]

মনুষ্যঃ সামাজিকো জীবঃ। ন হি কোঽপি একাকী বর্ততে। বিশেষতস্তু সম-বয়স্কেষু অস্তি স্বাভাবিকঃ প্রীতিভাবঃ। কিন্তু সংসর্গপ্রভাবো হি মহান্।

কস্য কীদৃশং চরিত্রং তত্তু সংসর্গাদেব জায়তে। তদুচ্যতে—"সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।" সতাং হি সঙ্গাৎ দুর্জনাঃ সজ্জনা ভবন্তি। তদুচ্যতে—"সৎসঙ্গঃ ভেষজম্"। নারদসংসর্গাৎ দস্যুরপি রত্নাকরো বাল্মীকিনামা মুনিরভবৎ। হন্ত! কতি চ ছাত্রা দুঃসঙ্গ-প্রভাবেণ পরং বিনষ্টাঃ। অতঃ পরীক্ষ্যৈব কর্তব্য আত্মনো বন্ধুনির্ণয়ঃ। ন হি এষ নির্ণয়ঃ সুকরঃ। তদর্থং মাতাপিত্রোঃ অবধানং দেয়ম। নোচেদ্ ইষ্টহানিঃ অনিষ্ট-প্রসঙ্গশ্চ স্যাৎ। "ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্"—ইত্যেতদ্ নীতিবচনং সর্বথা পরিপালনীয়ম্।

২৫। গ্রন্থাগারম্

গ্রন্থাগারং নিখিল-মনীষায়া নিধানম্। মনীষিণাং যুগযুগান্তর-ব্যাপ্তং মননরূপং নিধিজাতং গ্রন্থেষু নিবধ্যতে। দেশকালয়োরব্যবধানেন গ্রন্থাত্মনা চিন্তাস্রোতসাং সমাবেশো গ্রন্থালয়ে সম্ভবতি। এবং গ্রন্থাগারং তীর্থাস্পদং সম্পদ্যতে। পাঠকাস্তত্র অবগাহ্য জ্ঞানবিজ্ঞান-দীক্ষাং চ লভন্তে। পুরা হস্তলিখিতং পুস্তকং ভূর্জপত্রাদি-গতমপি মঠমন্দিরাদিষু ভূয়শঃ সংগৃহীতম্ আসীৎ। ইদানীং বিদ্যালয়াদি-বিবিধ-প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারং শিক্ষায়াঃ প্রধানম্ উপকরণমেব মন্যতে। সাধারণ-পাঠকানা-মপি কৃতে নানাজনপদেষু মণ্ডলেষু গ্রামেষু চ ন্যূনাধিকং গ্রন্থাগারং স্থাপ্যতে। বঙ্গেষু জাতীয়গ্রন্থাগারম্ এশিয়াটিক-সমিতের্গ্রন্থাগারং বিশ্ববিদ্যালয়ীয়-গ্রন্থাগারঞ্চ উল্লেখবিশেষম্ অর্হন্তি। জ্ঞানবর্তিকায়াঃ প্রসারণবিধৌ গ্রন্থাগারস্য অস্তি মহান্ উপযোগঃ।

২৬। সংস্কৃতস্য উপযোগঃ (H. S., Advance Level, 1980)

সংস্কৃতং ভারতীয়সংস্কৃতের্মূলম্। তদস্মাকম্ ঐক্যবন্ধস্য নিদানম্। ভারতবর্ষস্য যদৈতিহ্যং, তত্তু সংস্কৃতাধীনমেব। আঞ্চলিক-ভাষাণামপি সংস্কৃতমেব প্রাণভূতম্। সংস্কৃতস্যৈব অমৃতরসেন তত্তদ্ভাষাণাম্ সমৃদ্ধিঃ সম্ভবতি। আসমুদ্রহিমাচলং সংস্কৃতস্য এক এব উদাত্তো মন্ত্রস্তীর্থে তীর্থে গীয়তে। সংস্কৃতং বিনা ভারতীয়ানাং নাস্তি অন্যৎ কিমপি তথা গৌরবাবহম্। ব্যাসবাল্মীকি-কালিদাসাদিভির্বিরচিতা রুচিরচারুকথাঃ কং ন প্রীণয়ন্তি! বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারে সংস্কৃতস্য সুধাভাণ্ডং বিতনুতে অমৃতস্বাদম্। অস্য বৈভবমৈশ্বর্যং মাধুর্যং চ বিশ্বস্য বিস্ময়ং জনয়তি। জ্ঞানবিজ্ঞানাদি-বিবিধবিষয়েষ্বপি অস্য সমৃদ্ধিঃ প্রসিদ্ধা। পাশ্চাত্ত্যপণ্ডিতাঃ সংস্কৃতমেব আদ্রিয়ন্তে। সংস্কৃতবাঙ্ময়ে মানবিক-মূল্যবোধস্য চাদর্শো মহানেব প্রতিভাতি। অতোঽস্তি মহান্ উপযোগঃ সংস্কৃতস্য।

২৭। মম প্রিয়ঃ কবিঃ—কালিদাসঃ

বাণীবরপুত্রঃ কালিদাসঃ কবিকুল-ললামভূতঃ। স কবিরস্মাকং বহুমতঃ। সর্ব-রূপোচ্চয়েন বিনির্মিতা চ তেন অনুপমা ভূয়সী বাক্প্রতিমা! ন কেবলম্ উপমানৈপুণ্যেন, অর্থগৌরবেণ, পদলালিত্যেন বা, অপি তু অধ্যাত্ম-ভাবতাৎপর্যেণ সুগভীর-ভাবব্যঞ্জনয়া চ তানি কাব্যানি সহৃদয়হৃদয়ম্ আহ্লাদয়ন্তি। রঘুবংশমিতি মহাকাব্যম্ আজন্মশুদ্ধানাং রঘূণাম্ অবিগীতচরিতম্ আচষ্টে। অনেন কাব্যেন রঘোর্দিগ্বিজয় ইব কালিদাসস্যাপি কবিযশো দিশি দিশি গীয়তে। কুমারসম্ভবে চ উমায়াস্তপঃপূতং প্রেমগৌরবং সৌভাগ্যফলায় জাতম্। ঋতুসংহারে নিসর্গ-শোভাবৈচিত্র্যেণ সহ হৃদয়ভাব-বিচিত্রতা, তথা মেঘদূতে বিরহিহৃদয়-বেদনা চ গাঢ়বন্ধং বিলিখিতা। কিন্তু—দৃশ্যকাব্যেষু 'কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। তত্র পুনশ্চতুর্থাঙ্কে শকুন্তলাবিরহমাশঙ্ক্য ক্রন্দন্তীব তপোবনপ্রকৃতিঃ কস্য চিত্তং ন উদ্বেলয়তি! দুর্বাসসঃ শাপেন দুষ্যন্তশকুন্তলয়োঃ পবিত্রীকৃতঃ প্রেমভাবো মহত্ত্বাতিশয়ং খ্যাপয়তি। প্রেয়সে শ্রেয়সে চ কল্পিতমিদং নাটকং কালিদাসস্য অদ্বিতীয়ং কাব্যরত্নম্।

তস্মাদেষ মহাভাগঃ কবীনাং কবিরুত্তমঃ।
সর্বসৌন্দর্যসারত্বাৎ সর্বেষাং নঃ প্রিয়ো মতঃ॥

অবিগীতচরিতম্—অনিন্দ্য চরিত। **আচষ্টে**—বলিয়াছেন।

২৮। নিয়মানুবর্তিতা (H.S., 1980)

অণুপরমাণুমারভ্য গ্রহনক্ষত্রাণি যাবৎ সর্বত্রৈব নিয়মঃ পরিলক্ষ্যতে। মনুষ্যাণাং জীবনেঽপি অস্তি তস্য উপযোগঃ। যত্র শৃঙ্খলা নাস্তি, তত্র কল্যাণং বিঘ্নিতং ভবতি। সমাজজীবনে নিয়মাতিক্রমেণ স্বৈরং প্রবর্ততে। তেন নৈরাজ্যং স্যাৎ। ক্রীড়াক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে, এবং সর্বেষু ক্ষেত্রেষু নিয়মনীতিঃ পরিপালনীয়া। ছাত্রাবস্থায়াং জীবনযাত্রায়াঃ প্রারম্ভো ভবতি। তত্র নিয়মানুবর্তনং পরমম্ আবশ্যকম্। পুরা গুরুগৃহে ছাত্রা ব্রহ্মচর্যব্রতেন সংযমাদি-নিয়মান্ প্রতিপালিতবন্তঃ। তে হি নো দিবসা গতাঃ। তথাপি সর্বদেশস্য সর্বকালস্য চ ছাত্রাণাং কৃতে অনতিক্রমণীয়ো হি নিয়মানুবর্তন-বিধিঃ। অধুনা ছাত্রসমাজে শৃঙ্খলাবোধো মন্দায়তে। সমাজহিতৈষিভিঃ খলু চিন্তনীয়স্তৎপ্রতিকারঃ।

২৯। উচ্চতর-শিক্ষালয়ে তব প্রথমঃ দিবসঃ (H.S. 1979)

অধিগতো মে স এব শুভো দিবসঃ। উচ্চতরমাধ্যমিক-শিক্ষার্থং মহাবিদ্যালয়ে লব্ধং ময়া স্থানম্। তত্রত্যং ভাবগাম্ভীর্যং মম সম্ভ্রমং জনয়তি স্ম।

ন লক্ষিতং চাপল্যম্। নূতনঃ স পরিবেশঃ। সর্বে খলু অপরিচিতাঃ। অবনত-শিরসা শ্রেণীপ্রকোষ্ঠং প্রবিশ্য গৃহীতমস্মাভিরাসনম্। সৌম্যমূর্ত্তিরধ্যাপকঃ প্রাবিশৎ। তদা অস্মাভিরুত্থায় তস্মৈ চ বিহিতো নমস্কারঃ। তত্রভবান্ অধ্যাপকোঽস্মান্ নামাদিসংখ্যাঙ্কেন আহূয় উপস্থিতিঞ্চ পত্রার্পিতাম্ অকরোৎ। ততস্তেন গুরুগম্ভীরস্বরেণ প্রাথমিকং ভাষণং দত্তম্। আসীৎ তস্য অধ্যাপনবিষয়ঃ সংস্কৃতম্। গীতায়াঃ পাঠনার্থম্ আদৌ তেন প্রস্তাবনা কৃতা। তথ্যসমৃদ্ধং তদালোচনম্ অস্মাভিঃ সোৎসুকং সানন্দঞ্চ শ্রুতম্। অনন্তরম্ আঙ্গলভাষায়া বঙ্গভাষায়াশ্চ অধ্যাপনং ক্রমেণ নিষ্পন্নম্। তদেষা প্রথমদিবসীয়া স্মৃতিরানন্দং মে জনয়তি।

৩০। কিমপি স্মরণীয়ং বৃত্তম্ (ঝঞ্ঝা-দুর্যোগস্য)

ঝটিকাবিক্ষুব্ধা সা ঘোররাত্রিঃ স্মৃতিপথম্ আরূঢ়া সতী মাম্ উদ্বেজয়তি। আসীত্তদা বৈশাখমাসঃ. সন্ধ্যায়াঃ প্রাগেব ঘনকৃষ্ণমেঘা নভসি সমায়াতাঃ। তেন অন্ধকারাবৃতাশ্চ দিগ্বিভাগাঃ। সহসা আবিরভূচ্চ ভীষণো বায়ুবেগঃ। নিপতিতা চ প্রবলা বৃষ্টির্মুষলপ্রমাণা। বজ্রনির্ঘাতশব্দশ্চ সমুত্থিতো ঘোর-গম্ভীরঘোষম্। বাত্যাক্ষোভ-কৃতঃ শোঁশোঁ-শব্দো বধিরীকুর্বন্ কর্ণবিবরম্ আকুলীকুর্বন্ চ পল্লীজনং নিরন্তরমেব শ্রুতঃ। ঝটিকায়াঃ প্রবলতরবেগেন সমুৎপাটিতা বিশালতরবঃ। অন্তরান্তরা চ উন্মূল্যমান-গৃহাণাং প্রচণ্ডধ্বনিনা সহ শ্রুতশ্চ দৈবহতক-নরাণাং নিদারুণ আর্তস্বরঃ। ভূমণ্ডলং প্রলয়াকুলমিব অভূয়ত। পরিত্যাজিতা চ জীবনাশা। এবং ঘটিকাত্রয়ং যাবদ্ ঝঞ্ঝাদুর্যোগস্য করাল-রূপেণ ত্রাসিতা বয়ং হা দুর্গে! হা দুর্গে! ইতি করুণং বিলপন্তঃ কম্পমানা এব স্থিতাঃ।

৩১। নেতাজীসুভাষচন্দ্রঃ

ধন্যঃ খলু ভারতবর্ষস্য মুক্তিসংগ্রামী নেতা সুভাষচন্দ্রঃ। তস্য হৃদয়ে ছাত্রজীবনেঽপি দেশাত্মবোধঃ সমুদিত আসীৎ। উচ্চপদ-প্রলোভনং হেলয়া ত্যক্ত্বা দেশবন্ধোর্নিদেশেন স্বদেশহিতায় স কৃতমতির্বভূব। আঙ্গলশাসনম্ অপাকর্তুং যো নাম কর্মযজ্ঞস্তদা সমারব্ধস্তত্র স ক্রমেণ প্রতিষ্ঠাপদবীম্ অবিন্দত। কিন্তু রাজরোষেণ কালস্তস্য প্রায়েণ কারাভ্যন্তরে অতিবাহিতঃ। দ্বিতীয়-মহাসমর-সময়ে সুগুপ্ত এব স ভারতসীমাম্ অতিক্রম্য গতঃ। সিঙ্গাপুরাঞ্চলে আজাদহিন্দ্-সৈন্যসংস্থাং স পরিচালয়ামাস তত্র 'দেহি মে শোণিতং, স্বাতন্ত্র্যং তে যচ্ছামি'—ইতি গম্ভীর-ঘোষম্ উদাত্তমাহ্বানং তেন কৃতম্। তদা প্রাণচঞ্চলা অপূর্বরূপা জাগৃতিরাবিরভূৎ। অথ অবসিতঞ্চ তদ্ যুদ্ধম্। ভারতবর্ষস্য স্বাতন্ত্র্যমপি লব্ধম্। পরন্তু বিমান-দুর্ঘটনাকৃতং নেতাজীজীবন-রহস্যম্ অদ্যাপি অনাবিষ্কৃতমস্তি। ভারতীয়াস্তম্

অমরমিব অভিনন্দয়ন্তি। তদীয়জন্মদিবসে জয়তু নেতাজীসুভাষচন্দ্র ইত্যেবং তে সমবেতকণ্ঠেন ঘোষয়ন্তি।

স্বাতন্ত্র্যম্—স্বাধীনতা। **অবিন্দত**—লাভ করিয়াছিলেন।

৩২। কিং তাবৎ ত্বদীয়-জীবনস্য লক্ষ্যমভীষ্টম্

[What is the aim of your life as desired for ?]

সর্বে সাফল্যমিচ্ছন্তি। তচ্চ সাফল্যং স্বপ্নবিলাস এব ভবেদ্ যদি লক্ষ্যমনির্দিষ্টং স্যাৎ। অস্তি মম সংস্কৃতে মহানাগ্রহঃ। অহং সংস্কৃতভারত্যাঃ সেবকো ভবিতুমিচ্ছামি। সংস্কৃতং ভারতীয়সংস্কৃতেস্তথা ভারতীয়ভাষাণাং চ মূলম্। সংস্কৃত-মতাদর্শেন বিশ্বসমস্যায়া অপি সমাধানং ভবেদিতি পাশ্চাত্ত্য-বিপশ্চিতামপি মতম্। সত্যং যদ্ বৈজ্ঞানিকবিদ্যয়া প্রয়োগবিদ্যয়া বা ছাত্রাঃ প্রায়েণ সাফল্যং কাময়ন্তে। তত্র বৃত্তিঃ সুলভা ভবেৎ। তথাপি মানবিকবিদ্যয়া ঔন্নত্যমসম্ভবম্ অনাবশ্যকঞ্চেতি ন কথমপি মন্তব্যম্। সংস্কৃতচর্চাযোগেন ভাষাতত্ত্বস্য তথা ভারতীয়তত্ত্বস্য সত্যাবিষ্করণেন মানবিক-বিদ্যায়া গৌরবং বর্ধিতমেব স্যাৎ। ইদানীং বহির্ভারতেঽপি সংস্কৃতচর্চায়াঃ প্রসারোঽস্তি। অতঃ সংস্কৃতস্য অধ্যয়নমধ্যাপনং গবেষণঞ্চ মদীয়জীবনস্য লক্ষ্যমভীষ্টমিতি কিং বহুনা।

৩৩। রামায়ণস্য প্রভাবঃ

রামায়ণম্ আদিকাব্যং করুণরসসারম্। 'আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।' গৌরবগর্বাস্পদং যৎ কিমপি চরিতমাহাত্ম্যং, তৎ সর্বং কবিনাত্র নিবদ্ধং সুগভীর-হৃদয়াবেগেন। অস্য নায়কপুরুষো লোকোত্তরচরিতো হি রামঃ। স রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য চ রক্ষিতা। রাজ্যং তস্য স্বর্গরাজ্যমিব। সীতা হি 'পতিব্রতানাং ধুরি কীর্তনীয়া।' ভরতস্যাত্মত্যাগো লক্ষ্মণস্য চ ভ্রাতৃভক্তির্হনুমতশ্চ প্রভুভক্তিরিতি সর্বম্ অনবদ্যমেব। রামায়ণং ভারতবর্ষস্য চিরায়তম্ ঐতিহ্যম্ আবহতি। তদস্মাকং সাহিত্যং সমাজং রাষ্ট্রিয়ভাবাদর্শঞ্চ অনুপ্রেরয়তি। ইদং কবীনাং পরমম্ আধারভূতম্। ভাস-কালিদাস-ভট্টি-ভবভূতি-প্রভৃতিভিঃ রামায়ণকথাম্ উপজীব্যৈব কাব্যংনাটকং চ বিবিধং প্রণীতম্। তুলসীদাসেন কৃত্তিবাসকবিনা চ লৌকিকভাষায়ামপি তৎ প্রচারিতম্। অদ্যাপি রামায়ণং মানবীয়-কর্ণমূলে মহাসঙ্গীতমিব নিত্যম্ অনুরণ্যতইতি রবীন্দ্রনাথস্যাপি অনুভবঃ। সার্থকস্তাবৎ লোকপিতামহস্য আশীর্বাদঃ—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণী কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

৩৪। অস্মাকং দেশঃ

ভারতভূমিরস্মাকং দেশঃ। উত্তরসীমায়াম্ অস্তি নগাধিরাজো হিমালয়ঃ। স পৃথিব্যা মানদণ্ড ইতি কালিদাসস্য রম্যা কল্পনা। অস্যা মধ্যভাগে রাজতে বিন্ধ্যপর্বতঃ, পশ্চিমে চ সহ্যশৈলঃ। দক্ষিণে ভারতমহাসাগরস্তস্যাশ্চরণৌ নিত্যং প্রক্ষালয়তি। হিমালয়াৎ প্রভবতি গঙ্গা, শুভ্রা পবিত্রা চ সা। গঙ্গা ভারতমাতুঃ কণ্ঠে রত্নমালাবদ্ বিলসতি। কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী চ নদ্যো মেখলা ইব তাং ভূষয়ন্তি। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা চ ভারতভূমিঃ। অস্মাকং দেশো নররত্নানামপি আকরঃ। তত্র কিল জাতাঃ শ্রীরামঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বুদ্ধঃ অশোকঃ শ্রীচৈতন্যশ্চ মহামানবাঃ। অস্মাকম্ গৌরবময়ম্ ঐতিহ্যং বিশ্বস্য বিস্ময়ম্ আবহতি।

সহ্যাদ্রিপাদাং গিরিরাজশীর্ষাং
গোদাবরীকাঞ্চি-বিশোভিমধ্যাম্।
গঙ্গাম্বুহারাং গিরিবিন্ধ্যরামাং
নমাম্যহং ভারতমাতৃকাং তাম্॥

অনুশীলনী

১। নিম্নের এক একটি বিষয় অবলম্বনে সংস্কৃতে অনুচ্ছেদ রচনা কর :—

(ক) তব শিক্ষালয়ঃ। (খ) গ্রীষ্মকালঃ। (গ) বিদ্যালয়ে উৎসবঃ—সরস্বতীপূজা। (ঘ) দেশভ্রমণম্। (ঙ) প্রিয়স্তে কবিঃ। (চ) বর্ষাকালঃ। (ছ) সমাচারপত্রম্। (জ) মহাপুরুষ-জীবনম্ [(H. S. 1979 (বিবেকানন্দঃ)]। (ঝ) প্রাকৃতিকদুর্যোগঃ (ঝটিকা)। (ঞ) গ্রন্থাগারম্। (ট) ত্বদীয়-বাসস্থলম্ (গ্রামঃ), নগরী (H S. 1978)। (ঠ) ছাত্রজীবনম্। (ড) বসন্তকালঃ। (ঢ) নিয়মানুবর্তিতা (H. S. 1980)। (ণ) শরৎকালঃ। (ত) তব জীবনস্য লক্ষ্যম্। (থ) দৃষ্টং কিমপি স্থানম্। (দ) ঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগরঃ (H.S. 1980)।

২। সংকেত অবলম্বনে অনুচ্ছেদ রচনা কর :—

(ক) সভায়া অধিবেশনম্ : সভার উপলক্ষ্য—অনুষ্ঠানের বিবরণ—সভাপতির ভাষণের সার। (খ) সময়ানুবর্তিতা : ইহার উপকারিতা, অন্যথায় অনুপকারিতা।

(গ) চলচ্চিত্রম্ : চিত্তবিনোদন ও শিক্ষাপ্রসারে উপকারিতা—অপকারিতা।

(ঘ) বৃত্তিমুখী শিক্ষা : বৃত্তিহীনতার সমাধানে কর্মমুখী শিক্ষার আবশ্যকতা।

(ঙ) মাহাত্মা গান্ধীমহোদয়ঃ—অহিংসার প্রতিমূর্তি, অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব, ঐক্যমূলক মানবিকতার আদর্শ।

॥ ভাববিস্তার ॥

মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য একটি পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবরূপটিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে নানা বাক্যের সাহায্যে উহা করা হয়। সেই বাক্যগুলির মধ্যে চিন্তাধারার পৌর্বাপর্য (sequence of thought) ব ক্রমসঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ সুসংবদ্ধ নানা বাক্যের দ্বারা ভাববিন্যাস করা হয়।

বলা বাহুল্য নিজের লেখার মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে হইলে শুদ্ধভাবে সংস্কৃত লেখার নিয়ম আয়ত্ত করা দরকার। সংস্কৃত লেখা অভ্যাস করিতে হইলে বেশী বড়, জটিল বা দীর্ঘ সমাসবহুল বাক্য ব্যবহার না করাই ভাল। পূর্বে অনুচ্ছেদরচনা প্রসঙ্গে এবং এখানে ভাববিস্তারে যে সব নমুনা দেখান হইবে, তদনুসারে ঐপ্রকার সহজ ভাষায় লেখা অভ্যাস করা উচিত। নমুনাগুলির ভাষা যথাসম্ভব সরল এবং উহাতে সংস্কৃত বাগ্ধারার নিজস্ব ভঙ্গিটি যথাসম্ভব ফুটিয়া তোলা হইয়াছে। এই রীতিটি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে।

অর্থপূর্ণ প্রবচন, কোন সারগর্ভ উক্তি বা শ্লোকাংশকে বিস্তারিত করার নাম **ভাববিস্তার** বা ভাবসম্প্রসারণ (Amplification)। কয়েকটি সুসংবদ্ধ বাক্যের সাহায্যে কোন উক্তির গূঢ় ভাবটিকে সুস্পষ্ট করিয়া তোলাই হইল ভাববিস্তারের উদ্দেশ্য।

গূঢ় অর্থ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে একটি বাক্যে বা একটি শ্লোকের অংশবিশেষের মধ্যে বীজরূপে নিহিত থাকে। উহাকে বিকশিত করিয়া পল্লবিত করারই নাম ভাববিস্তার। উদ্ধৃত বাক্যে সাধারণতঃ মহৎ কোন আদর্শ, মানব বা পশুচরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য, বা প্রকৃতি-জগতের কোন ঘটনা হইতে শিক্ষণীয় তত্ত্ব অন্তর্নিহিত থাকে। সেই গূঢ় ভাবটিকে বেশ কয়েকটি বাক্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু মূল কেন্দ্রবিন্দু হইতে দূরে সরিয়া পড়িলে ভাব সম্প্রসারণ না হইয়া উহা ভাবপরিবর্তন হইয়া পড়িবে। অবশ্য মূল ভাবের প্রসঙ্গ বা অনুষঙ্গ লইয়া প্রসার করা চলিবে। দুই একটি অনুরূপ বচন বা কবিতার পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করা যায়। অবশ্য তাহার দ্বারা মূল ভাবটি যদি সুপরিস্ফুট হয়, তবেই এইরূপ করা চলিবে। ভাববিস্তারে অবশ্যই স্বাধীন চিন্তার বা কল্পনায় কিছুটা সুযোগ আছে। এই হিসাবে ব্যাখ্যার সহিত ভাববিস্তারের অবশ্যই পার্থক্য আছে। ব্যাখ্যায় সেইরূপ স্বাধীনতার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম।

কয়েকটি নিয়ম কথা ঃ

১। প্রবচনবাক্য বা শ্লোকাংশটির অর্থ বুঝিবার জন্য উহা একাধিকবার পড়া দরকার।

২। মূল বাক্যের কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদ প্রভৃতি খুঁজিয়া লইবে। সন্ধি ভাঙ্গিয়া লইলে অর্থ বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

৩। মূল ভাবটিকে কল্পনার সাহায্যে বিস্তারিত করিবে। আলোর কথা শুনিলে তাহার বিপরীত যে অন্ধকার, তাহারও কথা মনে পড়ে। সৎসঙ্গের প্রসঙ্গ উঠিলে অসৎসঙ্গের অপকারিতার কথাও বলা যায়। বিদ্যার প্রসঙ্গে বিদ্যার উপকারিতা, উহার অভাবে অপকারিতা—এমন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের কল্পনায় বক্তব্যটিকে বর্ধিত করিবে। এমনি করিয়া একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আলোচনা করা চলে।

৪। ভিতরের নিগূঢ় অর্থটিকে বাগ্‌বিস্তারের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিবে।

৫। যে কৌশলেই ভাবটিকে প্রসারিত কর না কেন—মূল ভাবটিকে ছাড়িয়া গেলে চলিবে না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান চাই।

৬। একই ধরণের উল্লেখ যেন পুনঃ পুনঃ না হয়।

৭। জানা সন্ধি যথাসম্ভব ব্যবহার করিবে।

৮। আয়তন নির্ভর করে ভাবের গুরুত্বের উপর। প্রশ্নপত্রের নির্দিষ্ট মান বা দেয় সংখ্যার উপরও উহা কিছুটা নির্ভর করে। কিন্তু সাধাণতঃ দশবারোটি বাক্যের বেশী দরকার নাই।

৯। মূল বক্তব্যের সমর্থনে সম্ভব হইলে দৃষ্টান্ত বা উপমা যোজনা করা যায়।

নিম্নে ভাববিস্তারের চল্লিশটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। **সবই বর্তমান লেখকের** ছাত্রোপযোগী করিয়া লেখা **নিজস্ব রচনা**। দৃষ্টান্তগুলি সবই যে আগাগোড়া মুখস্থ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ইহাদের সরল সহজ বাগ্‌ধারার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবে। তবে শব্দের ব্যবহার ও বাক্যরীতি আয়ত্ত করিতে হইলে অর্থ বুঝিয়া কিছু মুখস্থ করাও দরকার। এই আদর্শগুলির সাহায্যে গূঢ় ভাবের আরও অন্যান্য বাক্যের ভাববিস্তার অভ্যাস করিবে। যথাসম্ভব ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করিবে।

১ ॥ শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্ ॥

ধর্মং চর ইতি আচার্যাণাম্ উপদেশঃ। যতো ধর্মেণ শ্রেয়ো লভ্যতে। কিন্তু স্বস্থং শরীরং বিনা ধর্মো ন সিধ্যতি। ন হি রুগ্ণেন জনেন কিমপি কর্তুং শক্যতে। ব্যাধিতস্য কর্মশক্তির্নাস্তি। মনশ্চ অবসীদতি। বাগপি ন প্রসরতি। সর্বথৈব তস্য ধর্মসিদ্ধির্দুষ্করা। ধর্মস্য যানি সাধনানি সন্তি, তেষু শরীরম্ এব প্রথমম্। অতঃ আদৌ শরীররক্ষায়াং যত্নো বিধেয়ঃ। ন হি আতুরস্য ধর্মঃ সম্ভবতি। শরীরং তাবৎ প্রথমং ধর্মসাধনম্—ইত্যলং পল্লবিতেন।

২—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ ॥

ইহ খলু জগতি যৎ কিমপি কার্যজাতং তৎ সর্বং পুরুষকারেণৈব সিধ্যতি। দৈবমাত্রেণ ন কিমপি সিধ্যতি। "দৈবম্ অবিদ্বাংসঃ প্রমাণয়ন্তি"। দৈবম্ অদৃষ্টং বা ইতি যদভিধীয়তে, বস্তুগত্যা তদপি পুরুষকারস্য ফলম্। তথা হি—"পূর্বজন্মকৃতং কর্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে"। বিহায় কর্মোদ্যোগং যে কালং নয়ন্তি আলস্যেন, তে ভাগ্যং ভাগ্যমিতি বিলপন্তঃ ক্লেশং ভুয়োহনুভবন্তি। তে হি কাপুরুষাঃ। "দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।" উদ্যোগং বিনা লোকস্থিতির্ন সম্ভবেৎ। অতঃ উদ্যোগঃ সর্বৈরাশ্রেয়ঃ। "ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।" ন হি চেষ্টায়া অসাধ্যং কিমপি নাম। অধ্যবসায়ী উদ্যোগী চ পুরুষঃ সিংহসদৃশ এব। লক্ষ্মীর্নিতরাং তস্মিন্নেব প্রীণাতি।

৩ ॥ সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি ॥

ইহ সন্তি কেচন গুণা দোষাশ্চ। তে হি গুণা দোষাশ্চ ন স্বাভাবিকাঃ, কিন্তু সংসর্গবশাদ্ উপজায়মানাঃ। সাধবঃ তস্করসংসর্গাৎ তস্করা ভবন্তি। সজ্জনসঙ্গাদ্ দুর্জনা অপি সজ্জনা ভবন্তি। রত্নাকরো দস্যুর্নারদ-সাহচর্যেণ বাল্মীকিনামা মহাত্মা সঞ্জাতঃ। দুর্জনসংসর্গাৎ সুজনস্যাপি দৌঃশীল্যং ভুয়ো ভুয়ো দৃশ্যতে। কস্মিন্নপি পর্বতৈকদেশে শুকপক্ষিণী প্রসূতা। তস্যা দ্বৌ শুকৌ জাতৌ। একো ব্যাধেন গৃহীতঃ, অন্যশ্চ মুনিনা নীতঃ। আদ্যশ্চ ব্যাধস্য বচঃ শৃণোতি, তদেব অভ্যস্যতি। স হি ক্রূররূপঃ। 'ঘাতয়ত' ইতি ব্রূতে। অন্যশ্চ মুনীনাং বচঃ শৃণোতি, তচ্চ কণ্ঠতো ব্যাহরতি। স তু সাদরম্ আহ্বয়তি। এবং দৃষ্টং তয়োর্মহদন্তরং সংসর্গাদেব। তদুচ্যতে যৎ সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তীতি। তথা হি—"কীটোঽপি সুমনঃসঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।"

৪ বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্ ॥

বুদ্ধিরেব বলম্। বুদ্ধিযোগেন যৎ ক্রিয়তে, তন্ন শক্যং বলেন। মনুষ্যো বুদ্ধিবলেন বলবত্তরম্ অশ্বগজাদিকমপি বশীকরোতি। ইদানীং বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবেণ বিজ্ঞানং সমৃদ্ধং জাতম্। দুর্দমনীয়া প্রকৃতিরপি মনুষ্যং সেবতে। মনুষ্যা গ্রহলোকমপি গন্তুং সমর্থা ভবন্তি। পরন্তু বলবানপি বুদ্ধিহীনো জনো নির্বলঃ। বুদ্ধিমান্ দুর্বলোঽপি প্রবলায়তে। এতদ্বিষয়ে অস্তি একা কথা। সিংহস্য ভক্ষ্যঃ কশ্চিৎ শশকঃ সিংহং কূপসমীপং নীত্বা তত্র জলে সিংহপ্রতিবিম্বম্ অদর্শয়ৎ। ক্রোধাৎ স সিংহঃ কূপজলে আত্মানং নিক্ষিপ্য পঞ্চত্বং গতঃ। তদুচ্যতে—বুদ্ধির্যস্য বলং তস্যেতি।

৫। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

স্বর্গো হি লোকো বহুমান্যো দেবলোকঃ। পরং ততোঽপি বহুমতা মাতা নঃ প্রত্যক্ষদেবতা। উচ্যতে—"মাতা কিল মনুষ্যাণাং দৈবতানাঞ্চ দৈবতম্।" স্বর্গঃ পরলোকভাবী। মাতা তু ইহলোকলভ্যা। স্বর্গো মরণোত্তরং পুণ্যবশাদেব লভ্যতে। কিন্তু অপ্রাকৃতো মাতৃস্নেহঃ সদ্যো লভ্যতে জন্মনৈব। স্তন্যপীযূষধারা হি স্বতো বিগলিতো মাতৃস্নেহঃ। করুণাময়ী মাতা স্বর্গাদপি সমধিকা।

জন্মভূমিরপি পূজ্যা। সা জননীব ক্রোড়ে ধারয়তি, জলবায়ুসম্পর্কেণ চ অস্মান্ পরিপোষয়তি। জন্মভূমিগতম্ ঐতিহ্যং জাতীয়-সংস্কৃতের্মূলম্। পরমশ্রেষ্ঠরূপা জন্মভূমিঃ স্বর্গাদপি সমাদরণীয়া। তস্যাঃ কৃতে প্রাণোৎসর্গোঽপি বরম্।

৬॥ স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ॥ (H. S. 1978)

রাজা বিদ্বাংশ্চ উভাবেব পূজ্যৌ। তথাপি তত্র অস্তি বিশেষঃ। স্বরাজ্যে হি নৃপস্য প্রতিষ্ঠা। রাজ্যস্থা জনাঃ প্রজানুরঞ্জকং নৃপং শ্রদ্ধয়া আদ্রিয়ন্তে, অথবা দণ্ডাদীনাং ভয়েনাপি তং মানয়ন্তি। কিন্তু দেশান্তরে নাস্তি তস্য তাদৃশঃ প্রভাবঃ। বিদ্বজ্জনস্য তু পূজা দেশে দেশে। দেশ-কালয়োস্তত্র অবধির্নাস্তি। বিদুষাং জ্ঞানং হি চিরায়তম্। বিশ্বমানবানাং মনোরাজ্যে তজ্জ্ঞানং সাম্রাজ্যং করোতি। উক্তঞ্চ —"গুণাঃ পূজাস্থানম্" ইতি। অস্তি রাজ্ঞো মিত্রং শত্রুরপি। পরন্তু বিদ্বান্ অজাতশত্রুঃ। স হি সর্বত্র পূজ্যতে।

৭ ॥ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ ॥

যস্য যঃ স্বভাবঃ, স ন পরিবর্ততে। স্বভাবস্তথৈব তিষ্ঠতি। তদুচ্যতে—"শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্।" অগ্নিশ্চিরম্ উষ্ণঃ। উষ্ণতা হি তস্য স্বভাবঃ। ন কদাপি স্বভাবধর্মং স ত্যজতি। স শৈত্যং ন ভজতি। উচ্যতে চ— 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" এবং সজ্জনস্য দুর্জনস্য বা স্বভাবো নাতিক্রমণীয়ঃ। অমৃতসেকেনাপি বিষদ্রুমা অমৃতফলং ন যচ্ছন্তি। তৎ সুষ্ঠূক্তম্—"স্বভাবো দুরতিক্রম" ইতি।

৮ ॥ সর্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্ ॥

ইহ জগতি সন্তোষঃ সুখদুঃখয়োর্মূলম্। মনসি যদি সন্তোষঃ স্যাৎ, তর্হি সর্বং সুখায় ভবতি। তত্র স্বল্পমপি বিত্তং ভূয়ঃ সুখং বিধত্তে। সন্তোষমাশ্রিতঃ দরিদ্রঃ কুটিরং প্রাসাদমিব পশ্যতি। শাকেন উদরং পূরয়িত্বাপি সঃ অমৃতস্বাদং লভতে। এবং তস্য সর্বং সম্পদিব প্রতিভাতি। কিন্তু যস্য মনসি সন্তোষো ন স্যাৎ, তস্য ভোগতৃষা ন শাম্যতি। ন হি সম্পদা স তৃপ্যতি। 'দেহি দেহি' ইতি স কাময়তে নিরবধি। তৎ শোভনমুক্তম্—"সর্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্।"

৯ ॥ অকালো নাস্তি ধর্মস্য জীবিতে চঞ্চলে সতি ॥

জীবনমস্মাকম্ অনিত্যম্। পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ তৎ চঞ্চলম্। যদা কদাপি জীবনং নাশং গচ্ছেৎ, তত্র নাস্তি নিশ্চয়ঃ। এবং নষ্টে চ জীবিতে ধর্মচর্যায়া অবসরো ন স্যাৎ। অতো যাবজ্জীবং ধর্মোঽনুষ্ঠেয়ঃ। তত্র নাস্তি কালাকাল-বিচারণা। কালপ্রতীক্ষণে ধর্মানুষ্ঠানস্য আশা পরাহতা ভবিতুং শক্নুয়াৎ। তদুচ্যতে—"গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।" ধর্মচর্যার্থং কাল-প্রতীক্ষণেন নালম্। তত্র নাস্তি কদাপি অকালো নাম।

১০ ॥ বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে ॥

বিদ্যা হি মনুষ্যেষু গুণপ্রধানরূপা। সৈব মনুষ্যাণাং পরমং ভূষণম্। তেনৈব ভূষণেন মনুষ্যাঃ শোভন্তে, যথা পুষ্পাণি সৌরভগৌরবেণ। ন হি বিদ্যা বহিঃশোভাং বিধত্তে। সা তু মতিপ্রকর্ষং সাধয়তি। এবং বুদ্ধিবৈশদ্যং বিধায় অন্তঃশোভাঞ্চ করোতি বিদ্যা। বিদ্যাং বিনা নাস্তি অন্যৎ কিমপি সাধনং যেন তাদৃশী শোভা সম্পৎস্যতে। রূপং যৌবনং কুলগৌরবঞ্চ—ন কিমপি শোভাকরম্, যদি তত্র বিদ্যা সুশুভা ন স্যাৎ। সুদর্শনা অপি কিংশুকা নির্গন্ধা ইতি ন কোঽপি তান্ আদ্রিয়তে। বৃথৈব তেষাং রূপগৌরবম্। এবং রূপযৌবনসম্পন্নাঃ কুলগৌরব-মন্তোঽপি জনা বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে।

১১ ॥ পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ ॥

পরোপকারো হি পরমো ধর্মঃ। মনুষ্যাঃ সামাজিক-জীবাঃ। সমাজে বর্তমানানাম্ অস্তি পরস্পরম্ উপকার্যোপকারকভাবঃ। তত্র পরোপকরণাদ্ধি সাধূনাং সাধুত্বম্। সাধ্নোতি পরকার্যং যঃ সাধুরিতি ব্যুৎপত্তিগতোঽর্থঃ। সজ্জনানাং পরোপকার এব স্বভাবঃ। মানবেতর-জগত্যপি দৃশ্যতে—"পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ" ইতি। সজ্জনাঃ স্বার্থং ন গণয়ন্তি। বিবেকানন্দ-প্রভৃতয়ো মহাত্মানঃ যাবজ্জীবং পরহিতব্রতমেব পর্যপালয়ন্। যতঃ পরোপকৃতয়ে সতাং হি জীবনম্। পরোপকারেণ পুণ্যং ভবতি। উচ্যতে চ—"পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।"

১২ ॥ তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ ভয়মনাগতম্ ॥

কালভেদাৎ ভয়ং তাবৎ ত্রিবিধম্—অতীতম্ অনাগতম্, বর্তমানঞ্চ। যদ্ অতীতম্ তদ্ অতীতমেব। তস্য পুনরাবর্তনং ন স্যাৎ। তর্হি নাস্তি ততো ভয়হেতুঃ। উচ্যতে—"গতস্য শোচনা নাস্তি।" যদপি ভয়ং সাম্প্রতিকম্, তত্তু আগতমেব ইতি তস্মাদপি ন ভেতব্যম্। তদা তৎক্ষণাদেব প্রত্যুৎপন্নমত্যা তদ্ভয়ং যথাশক্তি প্রতিকুর্যাৎ। যৎ পুনর্ভয়কারণং দূরে বর্ততে, লোকস্ততো বিভীয়াৎ। ততো ভীতঃ সন্ পূর্বত এব তৎপ্রতীকারচিন্তাং কুর্যাৎ। যতো ভাবিনো ভয়াদেব ভেতব্যম্—ইত্যুপদিশ্যতেঽত্র কবিনা।

১৩ ॥ হস্তস্য ভূষণং দানম্ ॥

সুবর্ণকঙ্কণাদিকং হস্তে ধ্রিয়তে শোভার্থম্। এতেন যা শোভা সম্পদ্যতে, সা তু বহিঃশোভা এব। বস্তুতস্তু দানমেব হস্তস্য ভূষণম্। ধনং ভোজ্যঞ্চ যৎ কিমপি দেয়ম্, তদ্ হস্তেন ধৃত্বা দীয়তে সৎপাত্রায় দরিদ্রায় বা। তেনৈব দানেন হস্তস্য সার্থক্যম্। হস্তেন কৃতং দানং পুণ্যফলায় কল্পতে। তদেব ফলম্ অক্ষয্যম্। নাস্তি দানেন তুল্যং পুণ্যম্। হস্তেন আচরিতং দানমেব তৎপুণ্যফলং জনয়তি। তৎ সাধুক্তম্—"হস্তস্য ভূষণং দানম্"। তথা হি—"দানেন পাণির্ন তু কঙ্কণেন।"

১৪ ॥ উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞস্ত্বপায়মপি চিন্তয়েৎ ॥

ইহ জগতি লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ—ইত্যুভৌ এব স্তঃ। অতঃ কর্মোদ্যোগাৎ পূর্বং তদুভয়োর্গতিশ্চিন্তনীয়া। যস্তাবৎ কেবলং লাভং বিচিন্ত্যৈব কিমপি কর্তুমীহতে, স কালেন বিপদি নিপতিতুং শক্নুয়াৎ। তত্র সম্ভবেদ্ ঘোরস্তস্য পরিণামঃ। অতো বুদ্ধিমান্ জনঃ পূর্বমেব যথা উপায়ং চিন্তয়েৎ, তথা তদ্বিপরীতং বিঘ্নশঙ্কাদিকঞ্চ যুগপদেব বিচিন্তয়েৎ। তেন অপায়-প্রতীকারঃ পূর্বত এব সুস্থিতঃ স্যাৎ। অতঃ সর্বৈঃ প্রাজ্ঞৈঃ উপায়ঃ অপায়শ্চ—ইত্যুভাবেব চিন্তনীয়ৌ।

১৫॥ যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

অস্মাকং কর্মণ্যেব অধিকারঃ। গীতায়ামপি এবমুচ্যতে—"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" ফলং ন সর্বথা দৃষ্টকর্মাধীনম্। যতঃ কদাচন দৈবদুর্বিপাকাৎ অভীষ্টসিদ্ধৌ ব্যাঘাতো জায়তে। যত্নো হি নাম পৌরুষব্যাপারঃ। যত্নেন প্রায়ঃ সিদ্ধির্ভবতি লোকে। কিন্তু বিনা শ্রমং বিনা যত্নং কিমপি ন সিধ্যতি। কৃতেঽপি যত্নে ফলং যদি ন লভ্যতে, তর্হি নাস্তি অপরাধঃ। যতস্তদা দৈবমেব অতিরিচ্যতে। কিন্তু যদি যত্নো ন ক্রিয়তে, তর্হি মহানেব অনর্থঃ। যতো যত্নং বিনা ফলং কিমপি ন সিধ্যতি। তদুচ্যতে—"ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।"

১৬॥ অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্॥
বা, উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

ইহ পৃথিব্যাং দ্বিবিধা লোকাঃ দৃশ্যন্তে—স্বার্থপরায়ণাঃ পরার্থসাধকাশ্চ। যে তাবৎ স্বার্থপরায়ণাস্তে কেবলং মমেদং মমেদমিতি নিগদন্তি। পরকীয়বিষয়ে নাস্তি তেষাং লেশতোঽপি অভিনিবেশঃ। তেষাং স্বপর-বোধঃ অত্যুৎকট এব। পদে পদে ইয়মেব তেষাং বিচারণা—অয়ং নিজঃ পরো বেতি। নাস্তি তেষাং চেতসি উদারো ভাবঃ। স্বার্থতৎপরাণাং তেষাম্ আত্মীয়ানাত্মীয়-বিবেকো মনসঃ সঙ্কোচং সাধয়তি। সা হি লঘীয়সী বৃত্তিশ্চেতসঃ। পরন্তু উদারচরিতানাং হি বসুধৈব কুটুম্বকম্। পৃথিব্যাং সর্বে এব সর্বেষাং কুটুম্বিনঃ ইত্যুদার-চরিতানাম্ আশয়ঃ।

১৭॥ চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি॥

ন হি শাশ্বতং জগৎ। জগতি সর্বমেব বিনশ্যতি। যদন্য তিষ্ঠতি লোকে, তৎ শ্বো ন তিষ্ঠেৎ। জগতি সর্বমেব নশ্বরম্। অস্মাকং জীবনং যৌবনঞ্চ পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ ক্ষণমেব তিষ্ঠতি। চঞ্চলং হি জীবস্য মনঃ, বিষয়াৎ বিষয়ান্তরে ভ্রমতি—ন হি একস্মিন্ বিষয়ে অবগাহতে নাম। বিত্তমপি সর্বথা ক্ষণস্থায়ি। ন তৎ সুচিরায় তিষ্ঠতি—সুরক্ষিতমপি ত্বরিতমেব নিলীয়তে। এবং সর্বমেব ক্ষণিকম্। কেবলং যশস্তু একমেব চিরস্থায়ি। যশো লভ্যতে পরোপকারাদি-ধর্মচর্যয়া। শরীরং কালেন ক্ষয়ং যাতি। দেহস্য বিনাশেঽপি যশশ্চিরায় তিষ্ঠতি। লব্ধযশাঃ যশসঃ প্রভাবাদ্ অমর এব চিরং স্মর্যতে লোকৈঃ। ন হি কীর্তির্বিনশ্যতি।

তদুচ্যতে—"শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ।" গুণৈর্ভবতি কীর্তিঃ। শোভনমুক্তম্—"কীর্তির্যস্য স জীবতি"—ইত্যলম্ অনল্প-জল্পনেন। আঙ্গলভাষায়ামপি এবমুচ্যতে—'কর্মভির্জীবন্তি লোকাঃ, ন তু হায়নৈঃ'।

১৮॥ হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ॥

মধুরং বচনং কস্য ন প্রিয়ম্? অতঃ সর্বে তদেব শ্রোতুমিচ্ছন্তি। যদাপাততো রমণীয়ম্, ন তৎ সর্বথা হিতকরম্। পরন্তু হিতকরং বচোজাতং প্রায়শঃ তিক্ত-মৌষধমিব কটুস্বাদম্। ন তদ্ মিষ্টম্, কিন্তু ইষ্টম্। যৎ পুনর্মিষ্টং, তৎ প্রায়শঃ অনিষ্টকরম্। মিষ্টঞ্চ ইষ্টঞ্চ—ইত্যনয়োর্যৌগপদ্যং দুর্লভমেব। হিতকরং স্যাৎ, মনোরমঞ্চ স্যাদিত্যেবং বচোজাতং জগতি সুদুর্লভম্। ধর্মশীলা গান্ধারী উৎপথমাশ্রিতং পুত্রং দুর্যোধনং যদভাষত, তত্তু অবশ্যমেব হিতম্। কিন্তু তন্নাসীৎ দুর্যোধনায় রোচমানম্। সুষ্ঠূক্তং কবিনা—"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"

১৯॥ অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্যসাধিকা॥

ইহ ন কোঽপি একাকী কার্যবিশেষং সাধয়িতুং শক্নোতি। বিশেষতস্তু যত্র সামর্থ্যং স্বল্পম্, তত্র কার্যসিদ্ধির্দুষ্করৈব। যদি নাম বহূনাং সংহতিঃ স্যাৎ, তর্হি স্বল্পেঽপি সামর্থ্যে, দুষ্করমপি কার্যং সুকরং ভবেৎ। তৃণানি সুকোমলানি। অনায়াসেনৈব তেষাং বিদলনং স্যাৎ। তথাপি এতেষাং তৃণানাং বহূনাং মেলনে দৃঢ়রজ্জুঃ প্রণীয়তে। সা রজ্জুর্মদমত্তং গজমপি বন্ধনেন শক্নোতি দময়িতুম্। অতঃ সংহতিরেব বলম্। বীর্যং সহভাবেনৈব সম্ভবেৎ। "সহ বীর্যং করবাবহৈ" ইতি শ্রুতিবচনেঽপি অস্তি তথা পরামর্শঃ। ভারতবর্ষস্য স্বাতন্ত্র্যং যদর্জিতম্, তত্তু ভারতীয়ানাং সংহত্যৈব সম্পন্নম্। তৎ শোভনম্ উচ্যতে—'সংহতিঃ কার্যসাধিকা।

২০॥ পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্॥

যে নাম স্বভাবতো দুর্জনাস্তে ন পরিবর্তন্তে। তেষু বিহিতোঽপি উপকারো বিষম-ফলায় কল্পতে। ন হি বিষদ্রুমা অমৃতসেকেনাপি অমৃতফলানি যচ্ছন্তি। এবং দুর্জনেষু সদুপদেশঃ প্রকোপায় ভবতি, ন শান্তয়ে। কুটিলভাবং তে ন ত্যজন্তি। তে ন গুণান্ গণয়ন্তি। উপকারস্য প্রত্যুপকারমপি ন জানন্তি, পরন্তু অপকুর্বন্ত্যেব। সর্পাণাং দুগ্ধাদিদানেন যদ্ বিবর্ধনং তত্তু বিষবর্ধনায়ৈব।

২১॥ **বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।**
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

যে খলু মহাত্মানঃ, তেষাং চেতঃ অনিতর-সাধারণম্। ন তদ্ বিজ্ঞাতুং শক্যতে। তেষু সন্তি তেজঃ-প্রতাপাদয়ো রুদ্রগুণাঃ। পুনর্দয়া-দাক্ষিণ্যা-দয়োঽপি কোমলগুণা অপি তথৈব তেষু তিষ্ঠন্তি। এতয়োর্গুণবর্গয়োর্মধ্যে অস্তি পরস্পরবিরোধঃ। তথাপি তয়োর্যুগপৎ সোদরবৎ স্থিতির্দৃশ্যতে মহাপুরুষেষু। দয়া দাক্ষিণ্যাদি-বশাৎ তেষাং চেতঃ কুসুমাদপি মৃদুতরম্। তথাপি কৃত্য-পরিপালন-বিধৌ তদেব চেতো বজ্রাদপি কঠোরতরম্। রঘুকুল-প্রদীপো রামচন্দ্রঃ অত্র দৃষ্টান্তঃ। আসীত্তস্য ভার্যায়াং সীতায়াং সুকোমল-প্রেমভাবঃ। তথাপি প্রজানুরঞ্জনার্থং ভার্যায়া নির্বাসনেন কঠোরং কৃত্যং তেন নিষ্পাদিতম্। তদ্ ভীম-কান্তয়োর্গুণয়োর্যুগপৎ সমাবেশঃ দুর্জ্ঞেয়চরিতেষু মহৎস্বেব, ন তু অন্যত্র।

২২॥ **ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডালবেশ্মনঃ॥**

জ্যোৎস্না নাম চন্দ্রস্য প্রকাশঃ। জ্যোৎস্নয়া সর্বা এব দিশঃ শুভ্রা দৃশ্যন্তে। জ্যোৎস্নায়াঃ প্রসন্নতা সর্বত্র সমানা। চন্দ্রঃ সর্বঞ্চ জীবলোকম্ আহ্লাদয়তি। সমগ্রং বিশ্বঞ্চ ধবলয়তি চন্দ্রমাঃ। স জ্যোৎস্নাং বিতনোতি যথা রাজপ্রাসাদে, তথা দরিদ্রস্য পর্ণকুটিরেঽপি। যশ্চণ্ডালঃ, সোঽপি তস্য ন ঘৃণাস্পদম্। ন হি চণ্ডাল-গৃহাৎ চন্দ্রিকাম্ আকর্ষতি চন্দ্রমাঃ। তদ্‌গৃহমপি তেন তথা ধবলিতং ক্রিয়তে, যথা শ্রোত্রিয়স্য গৃহম্। চন্দ্রস্য জ্যোৎস্না সর্বত্র শোভাং বিতনুতে অবিশেষেণৈব, তদেতচ্চন্দ্রস্য মাহাত্ম্যম্। তৎ সুষ্ঠূক্তং কবিনা—'ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডালবেশ্মনঃ"।

২৩॥ **অবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্॥**
বা, সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্॥

বিবেকো হি সদসদ্বিচাররূপঃ। সমুপস্থিতস্য কর্মণঃ কর্তব্যত্বেন বা নির্ণয়ো বিবেকব্যাপার ইত্যুচ্যতে। এবং বিচারপূর্বকং সমুচিতে এব কর্মণি প্রবৃত্তির্বিধেয়া। সৈষা প্রবৃত্তিঃ শুভায় ভবতি। তদ্বিচারবিরহস্ত অবিবেক ইতি নামান্তরম্। অবিবেকিনঃ খলু কর্মণি সহসৈব প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে। মন্দং তস্য হিতাহিত-জ্ঞানম্। বুদ্ধিরপি মলিনায়তে। বিবেকরহিতো জনঃ অবিমৃশ্যৈব কর্মজাতং করোতি। এবং বিচারমূঢ়ঃ স উৎপথ-প্রতিপন্নঃ স্যাৎ। স প্রায়শ আত্মানং বিপন্নং করোতি। তদনুস্যূত-কর্মণঃ পরিণামো ঘোর এব। তদা 'হা হতোঽস্মি' ইতি বহুশো বিলপন্নপি স গতিং ন পশ্যতি। অত উচ্যতে—"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্।"

২৪ ॥ বিদ্যা হি নাম মহদেব রত্নম্ ॥ বা, নাস্তি বিদ্যাসমং ধনম্ ॥

বিদ্যা করোতি জ্ঞানম্। জ্ঞানং হি মনুষ্যাণাং বলম্। মনুষ্যোচিতধর্মস্য প্রকাশো বিদ্যয়ৈব ভবতি। ঐহিকং তথা পারলৌকিকং শ্রেয়ঃ—সর্বং তাবদ্ বিদ্যায়ত্তম্। অহো বিদ্যাবলেন কিয়তী লৌকিকী শক্তিরাবিষ্কৃতা লোকে! তাসু অতিমহীয়সী পরমাণুশক্তিঃ। বিজ্ঞানবিদ্যা-প্রভাবেণ ইদানীং মনুষ্যা গ্রহলোকমপি গচ্ছন্তি। বিদ্যা নীতিকরী, বুদ্ধিকরী, যশস্করী চ। তদুচ্যতে—"কিং ন হিতং সাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা।" সর্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব অনুত্তমং দ্রব্যম্। "বিদ্যা হি নাম মহদেব রত্নম্।" চৌরেণ নাপহ্রিয়তে, ভাগিভিরপি ন নীয়তে। বিদ্যা অমূল্যং ধনম্।। "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" উচ্যতে চ—"বিদ্যারত্নং মহাধনম্।"

২৫ ॥ সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা ॥

মহতাং মহত্ত্বম্ অস্মাকং বিস্ময়াবহম্। সম্পদি তে ন প্রহৃষ্যন্তি, ন বা বিপদি অবসীদন্তি। সুখদুঃখয়োস্তেষাং সমভাব এব। তে খলু ধীরস্বভাবাঃ। সতি হেতৌ নাস্তি তেষাং বিকারভাবঃ। সম্পদমাসাদ্য তে ন গর্বিতা ভবন্তি। "ধনিনোঽপি নিরুন্মাদাঃ।" ন বা তে বিপদি নিপতিতা বিষীদন্তি। অসাধারণং হি তেষাং ধৈর্যম্। লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ তেষু সমানৌ। তে খলু মহান্তঃ সুখদুঃখে সমে কৃত্বা বিচরন্তি লোকে। সর্বাস্ববস্থাসু তেষামেকরূপতা। তদুচ্যতে—"সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা"।

২৬ ॥ ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ॥

ইহ সন্তি বহূনি ভোগ্যানি বস্তূনি। তেষু ভোগ্যেষু বস্তুষু কামো হি অস্মান্ প্রবর্তয়তি। কামস্তাবৎ ভোগতৃষ্ণারূপঃ। স কদাপি ন শাম্যতি। ভোগেন ভোগস্পৃহা বর্ধত এব। সুখৈশ্বর্যাদিকম্ উপভুঞ্জানোঽপি ততোঽধিকং ততোঽধিকম্ ইতি লোকঃ কাময়তে নিরবধি। কামস্য এব স্বভাবো যদ্ ভোগেন কোঽপি ন তৃপ্যতি। গতেঽপি সামর্থ্যে জীর্ণেঽপি দেহে ভোগতৃষা ন জীর্যতি। অগ্নি-র্যথা হবিঃসংযোগেন ভূয় এবাভিবর্ধতে; তথা কাম উপভোগেন বর্ধত এব। কেবলং ত্যাগেনৈব ভোগতৃষা উপশাম্যতি। তদুচ্যতে উপনিষদি—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। তথা হি—"ত্যাগেনৈবামৃতত্বমানশুঃ।"

২৭॥ দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী॥ বা, সর্বশূন্যা দরিদ্রতা॥

ইহ খলু জগতি ধনম্ সর্বাভীষ্টকরম্। সর্বকার্যেষু তদেব প্রধানম্ উপায়ভূতম্। বিদ্যায়াস্তথা ধর্মস্যাপি অর্জনম্ অর্থেনৈব ভবতি। ধনং বিনা জীবনযাত্রাপি ন সম্ভবতি। ন হি ধনহীনা জনাঃ সফলমনোরথা ভবন্তি। তেষাং মনোরথাঃ সমুত্থায়ৈব হৃদি নিলীয়ন্তে। যে নির্ধনাস্তে পদে পদে অবসীদন্তি। গুণা অপি তান্ বিহায় গচ্ছন্তি। দারিদ্র্যোপহত-বিবেকাঃ শীলভ্রষ্টাস্তে অকার্যমপি কর্তুং ন শঙ্কন্তে। সর্বগ্রাসী হি দারিদ্র্যদোষঃ। একঃ স দোষো বহূনপি গুণান্ কবলিতান্ করোতি। "নির্ধনতা সর্বাপদামাস্পদম্"। যতঃ "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্।" তদুচ্যতে—"দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।" এবং বন্ধুহীনঃ গুণহীনঃ ধর্মহীনশ্চ স দরিদ্রঃ পশুজীবনং যাপয়তি। সর্বমেব তস্য নষ্টম্। স সর্বং শূন্যমিব পশ্যতি। তৎ সাধূক্তম্—"সর্বশূন্যা দরিদ্রতা" ইতি।

২৮॥ দয়া হি পরমো ধর্মঃ॥

বা, আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ॥

দয়া হি নাম অনুকম্পা-বিশেষঃ। পরদুঃখাবসানায় অস্যাঃ প্রকাশো ভবতি। এষা হৃদয়বৃত্তির্নিখিলগুণেষু বিশিষ্যতে। অনুকম্পাম্ উপজীব্যৈব জীবন্তি প্রাণিনঃ। কারুণ্যমূর্তয়ঃ খলু সাধবঃ। তেষাম্ অনুকম্পা ন কেবলং মনুষ্যেষু, সর্বেষ্বেব ভূতেষু সমানা। আত্মনঃ প্রাণা যথা প্রিয়াস্তথা পরেষামপি প্রাণাস্তেষু তথৈব প্রিয়াঃ। 'অয়ং নিজঃ, অয়ং পরঃ' ইতি স্বপরগণনা লঘুচেতসামেব বৃত্তিঃ। সাধবঃ খলু উদারচরিতাঃ। যথা আত্মনি, তথা পরেষ্বপি তে দয়াং কুর্বন্তি। "নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ।" নলযুধিষ্ঠির-বোধিসত্ত্বাদ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণ-যিশুখ্রীষ্ট-চৈতন্যাদ্যাশ্চ মহাপুরুষা দয়াধর্মং পৃথিব্যাং প্রথিতমেব চক্রুঃ।

২৯॥ হীনসেবা ন কর্তব্যা কর্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ॥

বা, হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ॥

যো গুণহীনঃ স নীচাশয়ঃ। প্রবৃত্তিস্তস্য নীচপথে প্রয়াতি। তেন সহ সঙ্গো ন কার্যঃ। হীনসংসর্গাৎ মতিশ্চ মলিনায়তে। দুঃসঙ্গ প্রভাবেণ উৎপথ-প্রতিপন্নতা স্যাৎ। হীনসেবা অনর্থকরী। তদুচ্যতে—"দুর্জনাঃ পরিহর্তব্যাঃ"। সজ্জনা এব সেবনীয়াঃ। সজ্জনসেবা ভূয়সে লাভায় স্যাৎ। মহতাম্ আশ্রয়ঃ ক্ষুদ্রমপি মহান্তং করোতি। মহাজনস্য সংসর্গঃ কস্য নোন্নতিকারকঃ। 'পদ্মপত্রস্থিতং বারি ধত্তে মুক্তাফলশ্রিয়ম্।" অথবা, "কীটোঽপি সুমনঃসঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।" নারদসাহচর্যেণ দস্যুরপি রত্নাকরো মহর্ষির্বাল্মীকিরিতি গীয়তে। যতঃ "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"।

৩০॥ বালাদপি গ্রহীতব্যং যুক্তমুক্তং মনীষিভিঃ॥

"ন হি সর্বঃ সর্বং জানাতি।" অস্তি চ অস্মাকং জ্ঞাতব্যং সর্বত্র। অতো রুচিরার্থায় বচসি হি রুচিঃ কার্যা, ন তু বক্তৃবিশেষে। বক্তৄণাং পাত্রাপাত্র-বিচারো ন কার্যঃ। বালকাদপি যুক্তিযুক্তং বচো গ্রাহ্যম্। সুধীভিরপি তদ্ গ্রাহ্যম্। বৃদ্ধস্য তু বচনং যুক্তিহীনঞ্চেৎ, তদপি পরিবর্জনীয়ম্। কিন্তু সমীচীনম্ অর্বাচীনোক্তমপি গ্রাহ্যম্। ন তদ্ অবমন্তব্যম্। সর্বতো গ্রহণীয়ং যুক্তমেব। তদুচ্যতে "নস্তু বক্তৃবিশেষনিস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ"।

৩১। ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে॥

ধনস্য ব্যবহার এব তাৎপর্যম্। সোঽয়ং ব্যবহার আত্মার্থম্, পরার্থং বা। এবং তদর্থং ধনস্য বিনিয়োগঃ কার্যঃ। কিন্তু যদি স্বকীয়ং প্রয়োজনং সাধয়িতুং ধনং ন নিযুজ্যতে, ন বা পরোপকারায় তদ্ দীয়তে, তর্হি ধনম্ অসার্থকম্। কৃপণো ধনং ন ভুঙ্‌ক্তে, ন বা কস্মৈ কিমপি স দদাতি। অতস্তস্য ধনেন ন কোঽপি উপযোগঃ। বৃথৈব তদ্ধনম্। তৎ সুষ্ঠূক্তম্—"ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে।"

৩২॥ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥

বা, নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥

পরিবর্তিনি সংসারে সর্বং হি পরিবর্ততে। যদদ্য তিষ্ঠতি লোকে, তন্ন শ্বস্তিষ্ঠেৎ। এবং দুঃখানি সুখানি চ ক্রমেণ পরিবর্তন্তে। তদাবর্তনং চক্রনেমিক্রমেণ ভবতি নিরবধি। সূর্যচন্দ্রাদীনাং যথা উদয়াস্তক্রমঃ, তদ্বৎ সুখ-দুঃখয়োরপি আবির্ভাব ইহ ভুবি পর্যায়েণ ভবতি। সম্পদ্ ব্যসনং বা কিমপি একান্ততো ন স্যাৎ। অতঃ সুখম্ আপতিতং যথা সেব্যম্, দুঃখমপি তথৈব সেব্যম্। তদুচ্যতে কবিনা—"কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা। নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।"

৩৩॥ মানো হি মহতাং ধনম্॥

বা, জন্মিনো মানহানস্য তৃণস্য চ সমা গতিঃ॥

পৌরুষভূষণানাং মহতাং মান এব পরমং ধনম্। তদুচ্যতে—"পুরুষস্তাবদেবাসৌ যাবন্মানান্ন হীয়তে।" মানহীনস্য ন কিঞ্চিদপি গৌরবম্। নাস্তি তস্য উৎসাহশক্তিঃ। শক্তিবৈকল্যেন স নিঃসার ইব তিষ্ঠতি। সারহীনং তৃণং পদদলিতং স্যাৎ। এবং মানহীনো জনঃ সর্বত্র পরিভূয়মানঃ পদে পদে অবসীদতি। ন কোঽপি তং গণয়তি। মানহীনতা লঘীয়সী বৃত্তিশ্চেতসঃ। মহৎসু সা বৃত্তিবিরল-প্রচারা। অস্তি মহতাং পর্বতশৃঙ্গাণামিব তুঙ্গতা। মানম্ উপজীব্যৈব তেষাং সমুন্নতং শিরঃ।

৩৪ ॥ ন কাচস্য কৃতে জাতু যুক্তা মুক্তামণেঃ ক্ষতিঃ ॥
বা, নাল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছেৎ ॥

কাচঃ খলু ভঙ্গুরঃ। নিঃসারত্বাদ্ লঘুরপি সঃ। মুক্তামণিস্তু স্থিতিশীলো রত্নবিশেষঃ। তস্য মূল্যং বহুগুণিতমেব। অতো দৃশ্যতে চানয়োর্মহান্ ভেদঃ। গুণভূয়স্ত্বেন উপযোগবৈশিষ্ট্যং বস্তুনো নিশ্চীয়তে। কিঞ্চ—স্বল্পগুণবতা দ্রব্যেণ মহামূল্যবস্তুনো বিনিময়ো মূর্খবিচারণা এব। অতঃ কাচস্য কৃতে মুক্তামণেঃ ক্ষতির্ন যুক্তা। এবং কৃত্য-বিষয়েঽপি গুরুলঘু-বিবেকেনৈব সর্বা গতিশ্চিন্তনীয়া। ন কদাপি স্বল্পস্য ফলস্য কৃতে মহাফলোদয়-কর্মণো হানির্বিধেয়া। তদুচ্যতে—"নাল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছেৎ।"

৩৫ ॥ ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥

ধীরাঃ খলু অবিচল-স্বভাবাঃ। তে হি স্থিতধিয়ঃ। তেষাং ন্যায়নিষ্ঠা অতীব প্রবলা। ন্যায়স্য কৃতে নিন্দাস্তুতী লাভালাভৌ সুখদুঃখে চেতি কিমপি তে ন গণয়ন্তি। যৎ খলু ন্যায়াদ্ অনপেতম্, কেবলং তস্মিন্নেব তেষাম্ অভিনিবেশঃ। নীতিনিপুণাস্তান্ নিন্দন্তু বা, তত্র তেষাং নাস্তি বিচারণা। সম্পদপি যদি বিনশ্যেৎ, বিনশ্যতু নাম; তথাপি ন্যায়মার্গতস্তে ন কিঞ্চিদপি বিচ্যুতা ভবন্তি। কিঞ্চ মরণমপি তে ন গণয়ন্তি। ন্যায়স্য কৃতে মরণমপি তেষাং বরম্। পরং রেখা-মাত্রেণাপি ন্যায্যাৎ পথস্তে ন প্রবিচলন্তি। অবিচলঃ খলু তেষাং ন্যায়ানুরাগঃ।

৩৬ ॥ এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ ॥

শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি। তস্য বিনাশঃ সুনিশ্চিত এব। যতঃ "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ"। শরীরেণ চ সহ সর্বং বিনষ্টং ভবতি। রূপং, শৌর্যং, স্বত্বং, প্রভুত্বঞ্চ ইতি যৎ কিমপি মনুষ্যস্য প্রতিষ্ঠাখ্যং বস্তু, তৎ সর্বং বিদ্যুদ্বিলাস ইব নিলীয়তে। দেহস্য বিনাশে ন কিমপি অবশিষ্যতে, ন বা ঐহিকং কিমপি তম্ অনুযাতি। তথাপি ধর্মস্তস্য এক এব সহায়ঃ, যো মরণেঽপি তম্ অনুগচ্ছতি। ইহ জগতি শাস্ত্রবিহিতকর্মণাম্ অনুষ্ঠানাৎ সন্মার্গনিষেবণাচ্চ যৎ পুণ্যমর্জিতং ভবেৎ, তদেব শাশ্বতি। মরণোত্তরমপি তদ্ অদৃষ্টরূপেণ তিষ্ঠতি। ইহ জগতি পরত্র চ ধর্মাদৃতে অন্যৎ কিমপি তথা শ্রেয়ঃসাধনং নাস্তি। দেহস্য বিনাশেঽপি ধর্ম এক এব, যোঽস্মান্ অনুগচ্ছতি। তৎ সাধূক্তম্—'এক এব সুহৃদ্ধর্ম' ইত্যাদি-শাস্ত্রবচনম্।

৩৭॥ পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্বেষাং সুকরং নৃণাম্ ॥

সুলভা হি লোকে বাকপটুতা তত্র পুনঃ পরোপদেশবিধৌ পাণ্ডিত্যং সর্বেষাং নির্বাধমেব। তেষাং বচনবিদাং মুখে প্রনৃত্যন্তি জিহ্বা, প্রসরতি চ বাগ্‌জালম্। কিন্তু তৎ সর্বং কেবলং পরোপদেশকৃতয়ে। যতো "নাস্তি বচনস্য অতিভারঃ।" তে সন্মার্গং কেবলম্ উপদিশন্তি কিন্তু স্বয়ং ন তথা আচরন্তি। ধর্মে খলু স্বীয়মনুষ্ঠানং তেষু সুদুর্লভম্। তদ্বিধম্ অনুষ্ঠানন্তু কদাচিদেব, তত্তু সুমহৎসু দৃশ্যতে। তথাপি তে মহান্তো ডম্বরঘোষং তত্র প্রচারয়ন্তি। পরন্তু "রিক্তং হি পাত্রং ধ্বনতি প্রকামম্।" উচ্যতে চ—"নীচো বদতি ন কুরুতে ন বদতি সুজনঃ করোত্যেব"। তদুচ্যতে—"পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্বেষাং সুকরং নৃণাম্"।

৩৮॥ আলস্যং হি মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহারিপুঃ ॥

শ্রমং বিনা ন কিমপি সিধ্যতি। বিদ্যায়াস্তথা অর্থস্য উপার্জনে শ্রমস্তাবৎ প্রধান উপায়ভূতঃ। তদুচ্যতে—"অলসস্য কুতো বিদ্যা", "নালসাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যর্থান্"। তথা চ—"ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ"। লক্ষ্মীর্নিতরাম্ উদ্যোগিনমেব বৃণুতে। অলসানাং ধর্মার্জনমপি ন সম্ভবতি। যতস্তত্রাপি অপেক্ষ্যতে শ্রমঃ। "ধর্মো হি যত্নৈঃ পুরুষেণ সাধ্যঃ"। শরীরমপি অলসানাম্ আধিব্যাধি-নিদানম্। অতঃ অলসা সর্বাত্মনা অবসীদন্তি। আলস্যমস্মাকং মহান্ অন্তঃশত্রুঃ। অন্যে চ বহিঃশত্রবো ন তাদৃশমনিষ্টং কর্তুং প্রভবন্তি। পক্ষান্তরে—"নাস্ত্যুদ্যমসমো বন্ধুঃ কৃত্বা যং নাবসীদতি।"

৩৯॥ ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যতি ॥

অস্মাকং জীবনম্ অশেষসম্ভাবনম্। কিন্তু ফলসিদ্ধিবিষয়ে প্রাগেব নিশ্চয়ঃ কর্তুং ন শক্যতে। লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ইত্যুভয়োর্মধ্যে লাভো বা জয়ো বা ইত্যেব সাফল্যং তদৈব সম্ভবেৎ, যত্র বিঘ্নসঙ্কুলেঽপি বর্ত্মনি পদক্ষেপঃ ক্রিয়তে। ন হি জীবনযাত্রা কুসুমাস্তীর্ণা। কণ্টকং বিনা অরবিন্দং ন লভ্যতে। সংশয়দশাম্ অস্বীকৃত্য ন কোঽপি কল্যাণম্ আপ্নোতি। বাণিজ্যস্য কৃতে আদৌ অর্থব্যয়ঃ কার্যঃ, নো চেৎ কুতো লাভঃ? এবম্ আবিষ্করণাদিবিষয়েঽপি সন্দেহাকুলঃ পক্ষঃ স্বীক্রিয়তে। অন্যথা বিজ্ঞানক্ষেত্রে মনুষ্যাণাং জয়যাত্রা তু কুতো ভবেৎ? তৎ সাধূক্তম্—"ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যতি"।

৪০॥ ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সিধ্যতি॥

ক্ষমায়াস্তুল্যো গুণো নাস্তি। তেনৈব গুণেন সর্বং সম্পৎস্যতে। দুর্জনঃ ক্ষমাগুণেন শাম্যতি। কিং বহুনা? শত্রুরপি বশীভবতি। তদুচ্যতে—"ক্রোধমক্রোধেন জয়েৎ"। মনুষ্যাণাং ভ্রমপ্রমাদাদি-বিচ্যুতিঃ স্বাভাবিকী। তত্র ক্রোধমকৃত্বা ক্ষমাগুণেন শোধনং বিধেয়ম্। কিঞ্চ—দুর্বলানামপি ক্ষমা হি বলম্। তদুচ্যতে—"ক্ষমা বলমশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা"। ক্রোধস্য জয়ে ক্ষমা একৈব পর্যাপ্তা। ক্ষমারসার্দ্র-জনস্য ব্যবহারো বিনয়তি ক্রোধাবিষ্টস্য ক্রোধম্। এবং শত্রুরপি মিত্রায়তে। ক্ষমা হি নাম সহিষ্ণুতা। বিশ্বশান্তিরপি ক্ষমাগুণমপেক্ষতে। ক্ষমায়া অসাধ্যং নাস্তি কিঞ্চন লোকে। দেবদুর্লভোঽয়ং ক্ষমাগুণো মনুষ্যং দৈবতমিব প্রকুরুতে। তদুচ্যতে—"ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সিধ্যতি"।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃতে ভাববিস্তার কর :—

(i) কিং ন সাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা ; (ii) বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য ; (iii) প্রস্তরোঽপি ঘৃষ্যমাণঃ ক্ষীয়তে ; (iv) দয়া হি পরমো ধর্মঃ ; (v) জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ; (vi) পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্ ; (vii) সন্তোষমূলং হি সুখম্ ; (viii) কীর্তির্যস্য স জীবতি ; (ix) ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ; (x) যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ; (xi) সর্বং নষ্টং দরিদ্রস্য ; (xii) চরিত্রং সর্বধনপ্রধানম্ ; (xiii) ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ; (xiv) বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে ; (xv) বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্ ; (xvi) পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ ; (xvii) আলস্যং হি মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহারিপুঃ ; (xviii চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। (xix) •হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ। (xx) ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডালবেশ্মনঃ ; xxi) অতীত্য হি গুণান্ সর্বান্ স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে ; (xxii) বিনয়ো ভূষণং মহৎ : (xxiii) নিগু'ণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ , (xxiv) সাধোঃ প্রকোপিতস্যাপি মনো নায়াতি বিক্রিয়াম্ ; (xxv) ন লভন্তে বিনোদ্যোগং জন্তবঃ সম্পদাং পদম্ ; (xxvi) হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ ; (xxvii) সাধবো ন হি সর্বত্র চন্দনং ন বনে বনে।

২। সংস্কৃতে গূঢ়ার্থ বিস্তার কর :—

(ক) স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্। (খ) শ্রিয়ং হ্যবিনয়ো হন্তি। (গ) সর্বং পরবশং দুঃখম্। (ঘ) পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ। (ঙ) যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্। (চ) আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ। (ছ) উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে। (জ) বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। (ঝ) অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ। (ঞ) সর্বশূন্যা দরিদ্রতা। (ট) শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা। (ঠ) গুণাঃ সর্বত্র পূজ্যন্তে। (ড) অন্ধস্য দীপো বধিরস্য গানং মূর্খস্য কিং শাস্ত্রকথাপ্রসঙ্গঃ। (ঢ) স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।

৩। নিম্নের শ্লোকগুলির সংস্কৃতে ভাববিস্তার কর :—

(ক) চিন্তনীয়া হি বিপদামাদাবেব প্রতিক্রিয়া।
স কূপখননং যুক্তং প্রদীপ্তে বহ্নিনা গৃহে॥

(খ) দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে চ হলাহলম্॥

(গ) খলঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥

॥ ২ ॥

অনুবাদপ্রকরণ

॥ ইংরাজী বা বাংলা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ ॥ ১ ॥

(Translation from English or Bengali into Sanskrit)

দৃষ্টান্ত সহ কয়েকটি নিয়ম

১। ক্রিয়া-প্রয়োগবিধি

১। সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে হইলে বাক্যটিকে বিশুদ্ধ বাংলায় পরিণত করিবে, কর্তা ও ক্রিয়াপদের নীচে দাগ দিবে—যাহাতে কর্তার পুরুষ ও বচন অনুসারে ক্রিয়াপদ বসাইতে ভুল না হয়।

(ক) কর্তৃপদে এক, দুই, বা দুইয়ের অধিক সংখ্যা বুঝাইলে ক্রিয়াপদে যথাক্রমে একবচন, দ্বিবচন বা বহুবচন হয়। যেমন, (এক) বালক যায়—বালকঃ গচ্ছতি। (দুই) বালক যায়—বালকৌ গচ্ছতঃ। বালকেরা যায়—বালকাঃ গচ্ছন্তি। তবে কর্তৃপদের দ্বিবচন বা বহুবচনের অর্থ ঠিক রাখিয়া মিলিত সমষ্টি হিসাবে একবচনেও পরিণত করা যায়। সে স্থলে বিশেষ্য শব্দটির সঙ্গে সমাসের নিয়মে **দ্বয়ম্, ত্রয়ম্, চতুষ্টয়ম্** প্রভৃতি পদযোগে **একবচন** করা যায়। যেমন—Two boys are running (দুই বালক দৌড়ায়)—বালকদ্বয়ম্ **ধাবতি**। Three daughters are singing (তিন কন্যা গান করে)—**কন্যাত্রয়ম্** গায়তি। Four students go to school—ছাত্রচতুষ্টয়ং বিদ্যালয়ং গচ্ছতি। এই সব স্থলে ক্লীবলিঙ্গে একবচন, মিলিত সমষ্টি বোঝায়, ইহাদের বিশেষণও ক্লীবলিঙ্গ একবচন। **আরও দৃষ্টান্ত**—পুষ্পপঞ্চকম্, স্তবাষ্টকম্, **গীতশতকম্** ইত্যাদি। বহু বুঝাইলে সমাসের নিয়মে **গণঃ** (পুলিঙ্গ) বা **বৃন্দম্** (ক্লীবলিঙ্গ) যোগ করিয়া একবচন করা যায়। Many disciples accompany the sage (অনেক শিষ্য ঋষির অনুগমন করিতেছে)—শিষ্যগণঃ মুনিম্ **অনুগচ্ছতি**। Boys play in the field (বালকেরা মাঠে খেলা করে)—ক্ষেত্রে ক্রীড়তি বালকবৃন্দম্।

(খ) কৃ-ধাতুর দ্বারা যে কোন ধাতুর অর্থ প্রকাশ করা যায়। যেমন, যায় অর্থাৎ গমন করে, খায়—ভোজন করে, মারে—হত্যা করে, নাচে—নৃত্য করে এইরূপ। কিন্তু 'করে' এই ক্রিয়াপদের বিশেষ্য যে ক্রিয়াবাচক পদ, যেমন, গমন, ভোজন, উহাতেই কর্মে ২য়া হইবে—ভোজনং করোতি। কৃ-ধাতু যোগে যে কোন ধাতুর অনুবাদে মূল ধাতুটি হইতে একটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ ঠিক কর, যেমন - ভোজন, শয়ন, আরোহণ, বাস, ক্রোধ, পাঠ, পূজা ইত্যাদি। সেই ক্রিয়াবাচক যে-বিশেষ্যপদ—উহাই হইবে কৃ-ধাতুর কর্ম। যেমন—He lives in the forest—স বনে বাসং করোতি। শিশু বিছানায় শোয়—শিশুঃ শয্যায়াং শয়নং করোতি। মূল ধাতুটিকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য করিবার পর, পূর্বে যেটি ছিল উহার কর্ম, তাহাতে ষষ্ঠী হইবে (দ্বিতীয়া হইবে না)। যেমন, রাজা তস্য প্রজানাং পালনং করোতি। এইরূপ—স গৃহস্য গমনম্ করোতি। বালকঃ অন্নস্য ভোজনম্ করোতি। ছাত্রঃ পুস্তকস্য পাঠং করোতি—এই প্রকার হইবে। অন্নং ভোজনং করোতি বা পুস্তকং পাঠং করোতি—এই রকম হইবে না। তবে অন্নভোজনং করোতি, পুস্তকপাঠং করোতি—এইরূপ বলা যায়।

২। (ক) বর্তমান কালে লট্ (যথা—স গচ্ছতি); অতীত অর্থে স্ম-যোগে লট্ (যথা—স গচ্ছতি স্ম, অহং গচ্ছামি স্ম) বা লঙ্, লিট্ বা ক্ত, ক্তবতু; এবং ভবিষ্যৎ কালে লৃট্ হইবে (যথা—স গমিষ্যতি)। আদেশ বা অনুরোধ অর্থে লোট্ (স গচ্ছতু, ধর্মং চর), 'উচিত' অর্থে কর্তৃবাচ্যে বিধিলিঙ্ (স ব্রূয়াৎ), এবং কর্ম বা ভাববাচ্যে কৃত্যপ্রত্যয় হয়। তব্য, অনীয় ইত্যাদি যোগে (ময়া গন্তব্যম্) এইরূপ হইবে। কর্মবাচ্যে যথা—পিতা পুত্রস্য পূজ্যঃ, মাতা পুত্রস্য পূজ্যা।

(খ) অতীতকাল অর্থে—কর্তৃবাচ্যে ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত শব্দ কর্তার বিশেষণ, যথা—রামঃ রাবণং হতবান্ (বান্-বন্তৌ-বন্তঃ এই প্রকারের রূপ)। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ যোগে নদী শব্দের মত—কৃতবতী। অকর্মক ধাতুতে ও গমনার্থক ধাতুতে কর্তৃবাচ্যেও ক্ত হয়—সঃ তত্র স্থিতঃ, বালকঃ বিদ্যালয়ং গতঃ। কিন্তু কর্মবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ কর্মের বিশেষণ (কর্মে ১মা, কর্তায় ৩য়া)—রামেণ রাবণঃ হতঃ। ব্যাধেন বিহগাঃ নিহতাঃ। ভাববাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিত্য ক্লীবলিঙ্গ একবচন—তৈঃ হসিতম্।

(গ) কৃত্য প্রত্যয়ের শব্দ কর্মবাচ্যে কর্মের বিশেষণ, কর্তায় তৃতীয়া বা ষষ্ঠী। তব্য, অনীয় ইত্যাদি যোগে কৃত্য প্রত্যয়ের পদ হয়। মাতা পুত্রস্য (পুত্রেণ বা) পূজ্যা। ভাববাচ্যে ক্লীবলিঙ্গ একবচন—অস্মাভিঃ গন্তব্যম্।

ভবিষ্যৎ কালেও কৃত্য প্রত্যয় হইতে পারে—শ্বঃ ময়া বক্তব্যম্। উচিত অর্থে কৃত্য প্রত্যয়ের সাহায্যে অনুবাদ করা সহজ। অস্মাভিঃ সদা সত্যং বক্তব্যম্।

২। পদ, লিঙ্গ ও বচন

৩। ক্রিয়াপদটিকে নিম্নের প্রশ্নের দ্বারা প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি নির্ণয় করিবে। কে—প্রথমা। কাহাকে বা কোন বস্তুটিকে—দ্বিতীয়া। কিসের দ্বারা—তৃতীয়া। কাহাকে দান বা কিসের জন্য—চতুর্থী। কোথা হইতে —পঞ্চমী। কাহার সহিত সম্বন্ধ—ষষ্ঠী। কাহাতে, কোথায়, কখন—সপ্তমী।

৪। (ক) এই শব্দগুলি পুংলিঙ্গ। (নিম্নের শ্লোকগুলি মুখস্থ কর :

দেব দৈত্য স্বর্গ যাগ পর্বত সাগর।
মেঘ বৃক্ষ অগ্নি কাল অসি পঙ্ক শর॥
কর গণ্ড ওষ্ঠ কেশ দন্ত নখ স্তন।
ইহাদের অর্থ পুংলিঙ্গেতে গণন॥

(খ) শব্দের শেষে রু, তু, ধি, ক প্রভৃতি থাকিলে শব্দগুলি পুংলিঙ্গ :—

শব্দশেষে রু তু ধি ক, ট থ ন ণ।
প ভ ম য়, ষ শ স-য়ে পুং গণন॥

যথা—(রু)—মরুঃ, তরুঃ, ; (তু)—হেতুঃ, কেতুঃ, সেতুঃ, (ধি)—বিধিঃ, নিধিঃ ; (ট)—ঘটঃ; পটঃ, (থ)—রথঃ, অর্থঃ। (ন, ণ)—জনঃ, গুণঃ, বাণঃ। দীপঃ ; গর্দভঃ। (ম)—গ্রামঃ, আশ্রমঃ, বিশ্রামঃ। (য়)—বিনয়ঃ আলয়ঃ প্রণয়ঃ ইত্যাদি।

(গ) ঘঞ্, অপ্, অচ্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য প্রায় পুংলিঙ্গ—ক্রোধঃ, পাকঃ, অনুরাগঃ, জয়ঃ, লাভঃ, পাঠঃ। কিন্তু ভয়ম্ ক্লীবলিঙ্গ।

৫। সংখ্যা বুঝাইলে দ্বয়, ত্রয়, চতুষ্টয় প্রভৃতি শব্দ যোগে অনুবাদ করা সহজ (এগুলি ক্লীবলিঙ্গ ও প্রায় একবচন) : আমি দুই বালিকাকে দেখিয়াছি—অহম্ বালিকাদ্বয়ম্ অপশ্যম্। বহুবচন বুঝাইতে গণঃ (পুং), বর্গঃ, বৃন্দম্ (ক্লীং) ইত্যাদি যোগ করা চলে। ইহারা প্রায় একবচন—গচ্ছতি মুনিগণঃ। ছাত্রবৃন্দম্ ক্রীড়তি। পাখিগুলি শব্দ করে—বিহগবর্গঃ কূজতি। হরিণগণ শুইয়া আছে—মৃগকুলং শেতে।

৬। অনুবাদে প্রতিশব্দটি অ-কারান্ত হইলে নর শব্দের দৃষ্টান্তে অনুবাদ করা সহজ :—God—ঈশ্বরঃ। Father—জনকঃ। Elder brother—অগ্রজঃ। Younger brother—অনুজঃ Brother—সহোদরঃ।

Sage—তাপসঃ। King—নৃপঃ। Minister—সচিবঃ। Day—দিবসঃ। Path—মার্গঃ। Friend—বন্ধুজনঃ। Enemy—অমিত্রঃ (পুং)। Bird—বিহগঃ। Clothing—পরিচ্ছদঃ। Arrow—বাণঃ, শরঃ। Hermitage—আশ্রমঃ। Disciple—শিষ্যঃ। Rainy season—বর্ষাকালঃ। Autumn—শরৎকালঃ। Night—নিশাকালঃ। Fire—অনলঃ। Wind—সমীরঃ। Sky—আকাশঃ। A good man—সজ্জনঃ। A bad man—দুর্জনঃ। Fowler—ব্যাধঃ। World—ভূলোকঃ। Avarice or greed—লোভঃ। Anger or wrath—ক্রোধঃ। Perseverance—অধ্যবসায়ঃ। Effort—যত্নঃ। Virtue—ধর্মঃ। Seer—মুনিজনঃ। Giver—দাতৃজনঃ। Woman—স্ত্রীলোকঃ।

৭। ক্লীবলিঙ্গের সাধারণ নিয়ম কিছু মনে রাখিবে। নিম্নের পর্যায়বাচক শব্দগুলি প্রায়ই ক্লীবলিঙ্গ :

গগন কানন পত্র স্বর্ণ ধন বল।
রুধির আনন নেত্র পুষ্প ফল জল ॥
শুভাশুভ শীত উষ্ণ আহার্য ব্যঞ্জন।
বিবর-বাচক ক্লীবলিঙ্গেতে গণন ॥

সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য—এইগুলি শুভ ও অশুভের পর্যায়বাচক, অতএব ক্লীবলিঙ্গ। যেমন, অনিত্যম্ সুখম্। দুঃসহং দুঃখম্। আহার্য-ব্যঞ্জন ক্লীবলিঙ্গ। অন্নম্, দুগ্ধম্, দধি।

৮। মিত্র শব্দ বন্ধু অর্থে ক্লীবলিঙ্গ। সূর্য অর্থে পুংলিঙ্গ।

৯। ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ক্লীবলিঙ্গ—গমনম্, ভোজনম্, শয়নম্, ভ্রমণম্।

১০। অণ্ (অ), ষ্যঞ্ (য্য) ও ত্ব—এই তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে ভাব-বোধক শব্দগুলি প্রায়ই ক্লীবলিঙ্গ (যেমন—গৌরবম্, দারিদ্র্যম্, গুরুত্বম্)।

১১। শত ও সহস্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ এবং বিশেষণ হইলে নিত্য একবচন। শতং বালকাঃ। সহস্রং পুষ্পাণি।

১২। সাধারণতঃ আ-কারান্ত ও দীর্ঘ ঈ-কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ—লতা, প্রজা, শাখা, নদী, পৃথিবী।

১৩। ক্তি-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ—মতিঃ, বুদ্ধিঃ, প্রীতিঃ, স্মৃতিঃ, ভীতিঃ।

৩। বিশেষ নিয়ম

১৪। ইংরাজী হইতে অনুবাদে ইংরাজী শব্দের বা বাংলা হইতে অনুবাদে বাংলা শব্দের ভাল বাংলায় যে প্রতিশব্দ হইবে, উহাই ব্যবহার করিবে। প্রয়োজনবোধে বাক্যটিকে ভাঙ্গিয়াও লইতে পার। অনুবাদ যে অক্ষরানুক্রমিক (literal) হইবে, এমন কোন কথা নাই। তবে যথাসম্ভব ভাবগত মিল যেন থাকে।

১৫। কোথাও কিছু আছে বা ছিল থাকিলে ইংরাজীতে যেখানে there is, there was ইত্যাদি দিয়া বাক্য আরম্ভ হয়, সেখানে সংস্কৃতে উহার প্রতিশব্দ 'তত্র' হইবে না। There is a pond in the village—অস্তি গ্রামে সরোবরঃ। অস্তি বা আসীৎ ইত্যাদি বাক্যের প্রথমেও বসিতে পারে। এইরূপ আসীৎ (ছিল) অযোধ্যায়াং দশরথো নাম নৃপঃ।

১৬। কতকগুলি অব্যয়ের ব্যবহার আয়ত্ত করিবে। যেমন—যদা, তদা, কথম্, কিম্ (জিজ্ঞাসায়), প্রাতঃ, মিথ্যা, যত্র, তত্র, যদি, তর্হি (তবে) ইত্যাদি।

১৭। ইংরাজীতে noun-এর পূর্বে প্রায়ই the বসে। সংস্কৃতে ঐ the-এর অনুবাদ দিবার দরকার নাই। The mother of Vidyasagar—বিদ্যাসাগরস্য মাতা। He goes to the garden—স উদ্যানং গচ্ছতি।

কিন্তু যেখানে the পদের অর্থ নির্দিষ্ট কোন বস্তু, সেখানে 'ঐ' অর্থে 'তদ্' শব্দের ব্যবহার করিবে। যথা—The mouse fell down. The sage saw the mouse—মূষিকঃ অপতৎ। মুনিঃ তং মূষিকম্ অপশ্যৎ।

১৮। Noun-এর পূর্বে ইংরাজীতে A বা An বসে। সাধারণ-ভাবে সেই জাতীয় ব্যক্তি বা বস্তু বুঝাইলে ইহার অনুবাদে 'এক'—এই প্রতিশব্দ দেওয়ার দরকার নাই। যেমন—Visvamitra is a Ksatriya by caste—বিশ্বামিত্রঃ জাত্যা ক্ষত্রিয়ঃ। An honest man prefers death to disgrace—সজ্জনঃ (একঃ সজ্জনঃ বলিবে না) অবমানাৎ মৃত্যুম্ অপি বরং মন্যতে। তবে 'এক' এই নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাইলে, উহা বিশেষণরূপে বসিবে। যেমন, It is a jackal—এষঃ একঃ শৃগালঃ। This is an old man—এষঃ একঃ বৃদ্ধঃ। আমাকে একটি বই দাও—মহ্যম্ একং পুস্তকং দেহি। আমি এক বালিকাকে দেখিলাম—অহম্ একাং বালিকাম্ অপশ্যম্। ইহা একটি ছাত্র—এষঃ একঃ ছাত্রঃ।

১৯। অনির্দিষ্ট কোন কিছু বুঝাইলে 'কিম্' শব্দরূপের সহিত চিৎ বা চন প্রত্যয় যোগ করিবে। যথা—There lived a king (সেখানে কোন এক রাজা বাস করিত)—তত্র কশ্চন নৃপঃ প্রতিবসতি স্ম। ইহা কোন এক ধনীর

গৃহ—ইদং কস্যচিৎ ধনিনঃ গৃহম্। এইরূপ কাচিৎ বালিকা। কতকগুলি ফল—কানিচিৎ ফলানি। কাংশ্চিৎ বালকান্ পশ্যামি।

২০। সন্ধির মোটামুটি নিয়ম মনে রাখিবে। সন্ধি ঠিকমত জানা না থাকিলে সন্ধি করিবে না। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলিতে বোঝার সুবিধার জন্য সন্ধি করা হয় নাই। কিন্তু শেষের দিকের নমুনাগুলিতে সন্ধিপ্রয়োগ করা হইয়াছে। সংস্কৃতে শেষে বিসর্গ, ম্, বা ন্ অনেক ক্ষেত্রেই থাকে। সেই সব স্থলে সন্ধির নিয়ম মোটামুটি মনে রাখিবে (ব্যাকরণ অংশে সন্ধির ছক দেখিয়া ঠিক কর)। **ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে** পূর্বের 'ম্' অনুস্বার হয়—এই নিয়মটি বিশেষভাবে মনে রাখিবে। পিতা মহ্যং পুস্তকং যচ্ছতি। কিন্তু স্বরবর্ণ পরে থাকিলে **অনুস্বার হইবে না**—সঃ মহ্যং পুস্তকম্ অযচ্ছৎ। আর **সঃ** এবং **এষঃ**—এই দুই পদের পর অ-ভিন্ন যে কোন বর্ণ থাকিলে বিসর্গের লোপ হয়। যথা—স গচ্ছতি, এষ বৃদ্ধঃ। কিন্তু সঃ + অন্ধঃ = সোঽন্ধঃ।

২১। 'এই' অর্থে 'এতদ্,' 'ঐ' অর্থে 'তদ্' শব্দের ব্যবহার সহজ। ঐ বালক—স বালকঃ। এই বৃদ্ধ লোক—এষ বৃদ্ধঃ। এই বালিকা—এষা বালিকা। এই গৃহ—এতৎ গৃহম্। এই লোকগুলি—এতে নরাঃ।

দৃষ্টান্ত:—There are birds on the tree—বৃক্ষে বিহগাঃ সন্তি। Virtue helps a man in life—ধর্মঃ লোকস্য জীবনে সাহায্যং করোতি। Laksmana is Rama's younger brother – লক্ষ্মণঃ রামস্য অনুজঃ। (ইংরাজীতে এই সব স্থলে is থাকিলেও সংস্কৃতে উহার দরকার নাই)।

কিন্তু বর্ষাকালে আকাশে মেঘসমূহ হয়—বর্ষাকালে আকাশে মেঘাঃ ভবন্তি (উৎপন্ন বা প্রকাশিত হয়—বোঝাইতেছে বলিয়া 'ভূ' ধাতু হইল)।

Three boys are running on the street—বালকত্রয়ং মার্গে ধাবতি। Once upon a time there was a king in Ayodhya—আসীৎ একদা অযোধ্যায়াং নৃপঃ। He had four sons—তস্য চত্বারঃ পুত্রাঃ আসন্ (বা, তস্য পুত্রচতুষ্টয়ম্ আসীৎ)।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :—

(ক) There is a sage in the hermitage in the forest of Vindhya. There lived birds on the tree (এখানে 'তত্র' হইবে না)।

Once upon a time a fowler (ব্যাধ) came there for hunting (use মৃগয়া in চতুর্থী). He was a bad man (দুর্জন). With his arrow, he killed the birds. The birds fell down on the ground from the tree.

(খ) রাজার দুই ছেলে ও দুই স্ত্রী। বৃদ্ধ চোখে দেখে না। শিয়াল বড় চালাক। বালকেরা বাগানে খেলে। পাখীরা গাছে বাস করে। কোনও এক গ্রামে এক ধনী বাস করিত। এই বালকটি সেই পথে যায়। আমাকে দুইটি বই দাও। শত শিষ্য সহ মুনি চলিতেছেন। কোন এক বালিকা মাঠে দৌড়াইতেছে।

৪। বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব

২২। বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে **তিনটি বিষয়ে মিল রাখিতে হইবে। লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন**—তিনটি একই রকম হইবে। যেমন—

A good-natured boy (ভাল ছেলে)—সুশীলঃ বালকঃ। Two good-natured boys—দ্বৌ সুশীলৌ বালকৌ। A good-natured girl—সুশীলা বালিকা। ধারাল বাণের দ্বারা—তীক্ষ্ণেন বাণেন। দুই লম্বা হাত দিয়া—দীর্ঘাভ্যাম্ হস্তাভ্যাম্। পাকা ফলগুলি—পক্বানি ফলানি। Of a prosperous city—সমৃদ্ধস্য নগরস্য। A virtuous man—ধর্মশীলঃ বা ধার্মিকঃ নরঃ। Bright stars—উজ্জ্বলানি নক্ষত্রাণি। Diligent boys (পরিশ্রমী বালকেরা)—শ্রমশীলাঃ বালকাঃ। By honest means—সাধুভিঃ উপায়ৈঃ। A large forest—বিশালম্ বনম্। In the deep pond—গভীরে সরোবরে। উচ্চ বৃক্ষগুলি—উন্নতাঃ বৃক্ষাঃ। বড় গাছ—বিশালঃ বৃক্ষঃ। ভীষণ অন্ধকার—ঘোরঃ অন্ধকারঃ। মিষ্ট ফল—মিষ্টং ফলম্। সুন্দর বাগানটি—রম্যম্ উদ্যানম্।

২৩। যেখানে বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণ বসে, সেখানে বিশেষণটি পূর্বে বসাইয়া সমাসবদ্ধ একটি পদ করিয়া দিলে সুবিধা এই যে লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন—এই সবের মিল রাখার দায়িত্ব এড়ান যায়। তবে সমাসে সন্ধি নিত্য।

(ক) A clever boy—চতুর-বালকঃ। A beautiful garden—রম্যোদ্যানম্ বা সুরম্যবনম্। Sweet-scented flowers—সুরভি-পুষ্পাণি। The kind master (দয়ালু মনিব)—দয়ালুপ্রভুঃ। By young men—যুবকজনৈঃ। From the high tree—সমুচ্চবৃক্ষাৎ। In the forest full

of fierce animals—শ্বাপদ-সঙ্কুল-বনে। ধার্মিক মুনির নিকট হইতে—ধার্মিকমুনেঃ সকাশাৎ। সমৃদ্ধ নগরে—সমৃদ্ধনগরে। আরও দৃষ্টান্তঃ—বিশালশাল্মলীতরুঃ। ধীরনদীরে। পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গ—পর্বতস্য উচ্চশৃঙ্গম্। সিংহের গম্ভীর গর্জন—সিংহস্য গম্ভীরগর্জনম্।

(খ) সংখ্যাবাচক বিশেষণ প্রয়োগের নিয়ম কিছুটা জটিল, কিন্তু সেই সংখ্যাটির পর 'সংখ্যক' এই অকারান্ত শব্দটি বসাইয়া সমাস করিলে সহজে অনুবাদ করা যায়। যেমন—Three sons—ত্রিসংখ্যক-পুত্রাঃ। Five daughters—পঞ্চসংখ্যক-কন্যাঃ। Four brothers—চতুঃসংখ্যক-ভ্রাতরঃ। Twenty rupees—বিংশতিসংখ্যক-রূপ্যকাণি। One hundred students—শতসংখ্যক-ছাত্রাঃ। হাজার লোক—সহস্রসংখ্যক-লোকাঃ।

দ্বয়, ত্রয়, চতুষ্টয় ইত্যাদি যেখানে শেষে যোগ করিবে, সেখানে বিশেষণটি কিন্তু সমাসের নিয়মে বিশেষ্যের পূর্বে যোগ করিবে। যেমন—Three great worlds—বিশাল-ভুবনত্রয়ম্। Five ripe fruits—পক্বফলপঞ্চকম্। With a hundred pious disciples—ধার্মিক-শিষ্যশতকেন সহ।

(গ) বিশেষ্য হইতে বিশেষণ করিবার নিয়মঃ—'কোনও কিছু আছে' এই অর্থে মতুপ্, বা ইন্—এই তদ্ধিত যোগে বিশেষণ করা যায়। মতুপ্ যোগে—ধন আছে যাহার—ধনবৎ (পুংলিঙ্গে—ধনবান্ ধনবন্তৌ ধনবন্তঃ), গুণ আছে যাহার—গুণবৎ, শ্রী আছে যাহার—শ্রীমৎ (শ্রীমান্ শ্রীমন্তৌ শ্রীমন্তঃ)। অ এবং আ-বর্ণের পর সাধারণতঃ মতুপ্ স্থানে বৎ যোগ হয়—গুণবৎ, ধনবৎ, অন্যত্র মৎ—যেমন, শ্রীমৎ, বুদ্ধিমৎ। স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ ঈ যোগে গুণবতী, শ্রীমতী (গুণবতী গুণবত্যৌ গুণবত্যঃ—নদী শব্দের মত)। ইন্-ভাগান্ত শব্দ গুণিন্ শব্দের মত, সমাসে কিন্তু পূর্বের হসন্ ন্ লুপ্ত হয়—যেমন, গুণিজনঃ, ধনিজনঃ। গুণিন্, সুখিন্ প্রভৃতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ যোগে—গুণিনী, সুখিনী, ধনিনী, মানিনী ইত্যাদি।

(ঘ) বিশেষ্যের সঙ্গে পূর্বে বিশেষণযোগে সমাস না করিলে, এবং যেখানে বিশেষণটি বিধেয়রূপে পরে বসে (যেমন, দশরথঃ দয়ালুঃ, He is wise—সঃ বিচক্ষণঃ), সেই সব স্থলে বিশেষ্য ও বিশেষণের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন—এই তিনটির মিল থাকা চাই। ব্যতিক্রম—কয়েকটি স্থলে ব্যতিক্রম আছে, যেখানে বিধেয়টি নিত্য ক্লীবলিঙ্গ বা একই লিঙ্গ। যেমন—শরণম্, নিদানম্, আস্পদম্, ভাজনম্, পাত্রম্ ইত্যাদি। শ্রীহরিঃ শরণম্, আচার্যঃ ভক্তিপাত্রম্, অহিংসা পরমো ধর্মঃ। পিতা ভক্তিপাত্রম্। শ্রীদুর্গা শরণম্। পুত্রঃ স্নেহাস্পদম্।

(ঙ) চলতি বাংলার সমার্থক সংস্কৃত শব্দ দিয়ে দেওয়া হইল। লিঙ্গ বচন ঠিক রাখিও। যথা—সেয়ানা বা ফন্দীবাজ—ধূর্ত। শয়তান—দুষ্ট, দুরাত্মা। বদমেজাজী—উগ্রস্বভাব। কুড়ে—অলস। রাগী—ক্রোধী (সংস্কৃতে রাগী বলিতে অনুরাগী)। বুড়ো—বৃদ্ধ। ঝগড়াটে—কলহপ্রিয়। বড়—বিশাল, বা মহৎ (পুংলিঙ্গে মহান্)। ভালবাসা—প্রণয়। খারাপ লোক—অসজ্জন, দুর্জন। মোটাসোটা—হৃষ্টপুষ্ট। গতর—গাত্র (ক্লীং)। ফুল—পুষ্প। চালাক—চতুর। বোবা—মূক। জলদি—শীঘ্র। ভোজবাজী—ইন্দ্রজাল। ঝগড়া—বিবাদ (পুং)। খবরের কাগজ—বার্তাপত্র (ক্লীং)। খড়—তৃণ। ঠাঁই—স্থান। গাছ—বৃক্ষ। গোলমাল—কোলাহল (পুং)। কাপড়চোপড় বা পোষাক—পরিচ্ছদ। মেহনতী—শ্রমিক। দরকার—প্রয়োজন। ময়লা—মলিন। বাগান—উদ্যান। গাড়ী—যান। বেকার—বৃত্তিহীন।

অনুশীলনী

(১) সংস্কৃতে অনুবাদ কর :—

1. গুরু আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। পৃথিবীর সকল লোক নিরাময় এবং সুখী হউক। গভীর নদীতে তাহারা নৌকায় ভ্রমণ করিতেছে। দুর্গা মানুষেরা দুর্গতিহারিণী। গান্ধারী ছিলেন ধর্মশীলা। ভারতবর্ষ প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। দাতারা স্বভাবতই দয়ালু। উদ্যমী ছাত্রগণ সমাজের সেবা করে। দরিদ্র বালকগণের প্রতি দয়া করা উচিত। বাগানে অনেক সুন্দর ফুল। তোমার পোষাক ময়লা।

2. Here is an intellligent boy in the school. An old ascetic lives in the quiet hermitage. Two clever boys play on the bank of the pond. The kind master has obedient servants. He is walking in the night of deep darkness There lived a virtuous woman with her three beautiful daughters Our brave soldiers becama victorious (use বিজয়িন্) in the fierce battlefield. He is learned, wise and happy. It is a dense forest infested with wild animals. The dutiful king reigned in the prosperous town. His sons were all qualified.

৫। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

২৪। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ দুই প্রকারের—একটি বর্তমান-কালের বোধক (Present Participle), আর একটি অতীত কালের বোধক (Past Participle)। প্রথমটিতে 'করিতে করিতে,' 'যাইতে যাইতে,' বা 'পড়িতে পড়িতে'—এইরূপ অবস্থা বোঝায়। সেখানে ধাতুর সঙ্গে শতৃ বা শানচ্ যোগ করা হয়। ইহারা বিশেষণ, বিশেষ্য অনুসারে লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন হইবে।

ধাতুটি যদি পরস্মৈপদী হয়, তাহা হইলে শতৃ প্রত্যয় যোগ হইবে। লট্ অন্তি যোগে যে পদটি হয় (যেমন গচ্ছন্তি, কুর্বন্তি ইত্যাদি) ঠিক সেই পদের 'ন্তি' উঠাইয়া দিলে পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনের পদ পাওয়া যায়। যেমন—গচ্ছন্তি > গচ্ছন্। কুর্বন্তি > কুর্বন্। ধাবন্তি > ধাবন্ ইত্যাদি। বস্তুতঃ, শতৃ 'প্রত্যয়ে 'অৎ' যোগ হয়। যেমন - ধাবৎ, উহারই পুংলিঙ্গের রূপঃ—ধাবন্ ধাবন্তৌ ধাবন্তঃ। ২য়ার রূপ, যেমন—ধাবন্তম্ ধাবন্তৌ ধাবতঃ। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

A falling tree (পড়ন্ত গাছ) – পতন্ তরুঃ। Two falling trees—পতন্তৌ বৃক্ষৌ। Travelling merchants—ভ্রমন্তঃ বণিজঃ। গর্জনকারী সিংহ—গর্জন্ সিংহঃ। আমি এক বালককে দৌড়াইতে দেখিতেছি – অহং ধাবন্তং বালকং পশ্যামি। বনে বেড়াইতে বেড়াইতে এক হরিণকে আসিতে দেখিলাম—বনে ভ্রমন্ অহম্ আগচ্ছন্তং মৃগম্ অপশ্যম্।

দ্রষ্টব্য : শতৃ যোগে অল্প কয়েকটির রূপ কিন্তু ভূভৃৎ শব্দের মত। যেমন—জাগ্রৎ পেচকঃ, বিভ্যৎ বালকঃ। ইহাদের দৃষ্টান্ত খুবই অল্প।

২৫। শতৃ যোগে স্ত্রীলিঙ্গে সাধারণতঃ শেষে 'ন্তী' হয়, যেমন—গচ্ছন্তী, হসন্তী, ধাবন্তী বালিকা। ইহাদের রূপ নদী শব্দের মত। ২য়ার বহুবচনে—গচ্ছন্তীঃ, গায়ন্তীঃ, হসন্তীঃ ইত্যাদি। ধাতুরূপ যাহাদের কঠিন সেখানে স্ত্রীলিঙ্গে 'ন্তী' না হইয়া 'তী' হয়, যেমন—চিন্বতী, শৃণ্বতী, কুর্বতী, শাসতী ইত্যাদি।

২৬। আত্মনেপদী ধাতুর পর শতৃ না হইয়া শানচ্ হয়। যে সকল ধাতুতে লট্ আতে যোগে শেষে 'এতে' হয় (যেমন, সেবেতে, বর্তেতে ইত্যাদি), সেই সব ধাতুর সহিত 'অমান' যোগ হয়। যথা—সেবমান, বর্ধমান, লভমান, ম্রিয়মাণ ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে লট্ আতে যোগে শেষে 'আতে' থাকে (যেমন, শয়াতে)—সেখানে 'আন' যোগ হয়—যথা, শয়ান। কিন্তু আস্ + শানচ্—আসীন। শানচ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গে অ-কারান্ত নরশব্দের

মত। স্ত্রীলিঙ্গে আ-যোগে লতা শব্দের মত। ক্লীবলিঙ্গে ফল শব্দের মত। A dying old man – ম্রিয়মাণঃ বৃদ্ধঃ নরঃ। A growing creeper in the garden—উদ্যানে বর্ধমানা লতা। A boy lying in bed—শয্যায়াং শয়ানঃ বালকঃ। Disciples serving the preceptor—গুরুং সেবমানাঃ শিষ্যাঃ।

দ্রষ্টব্য : কৃ-ধাতুর ব্যবহারে যে-কোন ধাতুর অর্থ প্রকাশ করা যায়। যেমন—ভোজন করা, শয়ন করা, গমন করা। কৃ ধাতু উভয়পদী, শানচ্ যোগে কুর্বাণ পদ ব্যবহার করা নিরাপদ। ইহা অ-কারান্ত শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গে কুর্বাণা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : শতৃ, শানচ্-এর ব্যবহার এড়াইয়াও ক্রিয়াবাচক বিশেষণ করা যায়। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে 'পর' বা 'রত' এই অকারান্ত শব্দের যোগে সমাস করিয়া বিশেষণ করিবে। যেমন—ভোজনপরঃ বালকঃ, রোদনরতঃ শিশুঃ, অধ্যয়নরতাঃ শিষ্যাঃ, ভ্রমণপরঃ পথিকঃ, কলহরতাঃ ছাত্রাঃ, নৃত্যপরা বালিকা, যুদ্ধপরাঃ সৈনিকাঃ, দেবপূজারতঃ বিপ্রঃ, পুষ্পচয়নপরা বালিকা। এই নিয়মটি আয়ত্ত করা খুবই সহজ।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :—

(a) গুরুকে সেবা করিতে করিতে শিষ্য তাঁহার বিশেষ বিদ্যা লাভ করে। বালকটিকে পূজার জন্য ফুল তুলিতে দেখিলাম। রাস্তায় যাইতে যাইতে ঘোড়াকে দৌড়াইতে দেখি। চলন্ত গাড়ীতে কখনও উঠিও না। দেখিলাম ঘুমন্ত শিশু মায়ের কোলে। প্রবল বন্যার বাড়তি জলে মাঠ নিমজ্জিত। বিছানায় শোওয়া দুর্বল রোগী। আসনে বসা ঋষি ধ্যান করিতেছেন। বহিয়া যাওয়া বাতাস গন্ধ ছড়াইতেছে। কাঁদিয়া ফেরে ক্ষুধার্ত ভিখারী। নষ্ট সময় আর আসে না। মাতা মৃত, পিতাও মৃত। পরাজিত রাজার দুঃখ বড়ই অসহ্য। আমি তাহাকে যাইতে দেখিলাম।

(b) Here is a sick boy lying on the bed. While coming from the village, I saw a jackal running. There are girls plucking sweet-scented flowers in the garden. The growing creeper has new leaves. Here comes a handsome boy singing. I find him playing on the broad street. A drowning man (use নিমজ্জমান) catches at a straw. The flowing river is full of currents. Here blows the breeze carrying fragrance.

৬। ক্রিয়াবিশেষণ

২৭। ক্রিয়া-বিশেষণ বুঝাইলে বিশেষণ পদটিতে **ক্লীবলিঙ্গ** ও নিত্য **দ্বিতীয়ার একবচন** ব্যবহৃত হয়। অ-কারান্ত শব্দে ম্ যোগ, ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দে **কিছুই যোগ করিও না**। He goes slowly—স **ধীরং** গচ্ছতি। বায়ুঃ **মন্দং** বহতি। She sings well—সা **সাধু** গায়তি। এইরূপ —বৃদ্ধঃ **মৃদু** বদতি।

২৮। ইহা ছাড়া আরও দুই প্রকারে ক্রিয়া-বিশেষণ করা যায়। **বিশেষ্য পদটিতে তৃতীয়া বিভক্তি যোগ করিয়া।** যেমন, বেগে—বেগেন (swiftly), এইরূপ যত্নেন (carefully), সুখেন (happily) ইত্যাদি। অথবা, ঐ বিশেষ্য পদটির পূর্বে সমাসের নিয়মে 'স' যোগ করিয়া ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ক্লীবলিঙ্গ ২য়ার একবচন ব্যবহার করিবে। যেমন—সযত্নম্, সবেগম্, সহর্ষম্, সক্রোধম্ (angrily)। মনে রাখিবে সক্রোধেন বা সযত্নেন—এরূপ কখনও হইবে না। হয় ক্রোধেন, বা সক্রোধম্।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :—

লাফাইতে লাফাইতে (use উৎ-পত্) ঘোড়ারা বেগে ছোটে। বিছানায় শোওয়া রোগী আস্তে আস্তে কথা বলে। গর্বিত রাজা রাগের সঙ্গে মন্ত্রীকে বলিলেন। বালকটি ভাল নাচে। বানরগুলি গাছে সুখেই বাস করিতেছিল। হরিণ জোরে দৌড়ায়। বালকটি ভালভাবে গান করে। ধীরে চল, সাবধানে থাক। হৃদয় আমার আনন্দেতে নাচে। বৃদ্ধ অত্যন্ত দুর্বল, সে মৃদুভাবে কথা বলে। প্রবল বেগে বাতাস বহে। সবিস্ময়ে বলিলাম। মেঘ দেখিতে দেখিতে ময়ূর আনন্দে নাচে। স্পষ্ট কথা বলিতে বলিতে সে ধীরে চলিয়া গেল।

৭। কর্তৃবাচ্যে কর্তা ও ক্রিয়াপদের নিয়ম

২৯। কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়ার পুরুষ ও বচন **কর্তার অনুরূপ**। ক্রিয়াপদ বসাইবার পূর্বে একবার দেখিয়া লইবে যে কর্তা একবচন, দ্বিবচন বা বহুবচন কিনা, এবং কর্তার প্রথম পুরুষ (3rd person অর্থাৎ আমি, তুমি বা আমরা ও তোমরা **ছাড়া আর কিছু**) কিনা, অথবা মধ্যম পুরুষ (Second

person : তুমি বা তোমরা), বা উত্তম পুরুষ (1st person : আমি আমরা) আছে কিনা]। ক্রিয়াপদের কর্তার পুরুষ ও বচনের সঙ্গে মিল রাখিতে পারিলেই অনুবাদ বিষয়ে একটা প্রধান যোগ্যতা অর্জন করা হয়।

(ক) লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ ও লৃট্—এই প্রত্যয়গুলির যোগে, গুটিকয়েক ধাতুর রূপাদর্শ ঠিক রাখিলে ঐগুলির দৃষ্টান্তে অন্য ধাতুর রূপও নির্ণয় করা যায়। ধাতুরূপ ঠিক জানা না থাকিলে কৃ-ধাতুর ব্যবহার করা ভাল।

উত্তম পুরুষের কর্তা আমি—ক্রিয়াপদেও পরস্মৈপদী ধাতুতে বর্তমানকাল বুঝাইতে শেষে সাধারণতঃ 'আমি' যুক্ত হয়। যেমন—ভবামি, গচ্ছামি, হসামি, ধাবামি, বদামি। তবে কঠিন ধাতুরূপের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে; যেমন—করোমি, চিনোমি। কর্তা, 'আমরা' হইলে সহজ ধাতুগুলির শেষে 'আমঃ' যুক্ত হয়—ভবামঃ, গচ্ছামঃ, বদামঃ, খাদামঃ।

স্ম যোগে Past tense করা যায়। অতএব লঙ্-এর পদ যেখানে জানা নাই, সেখানে লট্-এর সঙ্গে স্ম যোগ করিলে অবশ্যই অনুবাদ শুদ্ধ হইবে (করোতি স্ম)। লঙ্-এর বেলায় ক্রিয়াপদের পূর্বে একটি 'অ' যুক্ত হয় এবং 3rd Person একবচনে পরস্মৈপদী ধাতুতে প্রায়ই শেষে ৎ (অগচ্ছৎ, অভবৎ, অকরোৎ) ইত্যাদি হয়, বহুবচনে শেষে প্রায়ই হসন্ত ন্ হয় (অগচ্ছন্, অভবন্, অকুর্বন্)। 1st person একবচনে শেষে 'ম্' (অপশ্যম্, অগচ্ছম্ ইত্যাদি) এবং বহুবচনে 'আম' যোগ হয় (অপশ্যাম, অগচ্ছাম)। এই সাধারণ সঙ্কেতগুলি মনে রাখা ভাল। এগুলি ভ্বাদি, তুদাদি, দিবাদি ও চুরাদিগণেই খাটে।

(খ) উচিত (should) অর্থে বিধিলিঙ্ প্রয়োগ করিবে। যেখানে One should বলিয়া ইংরাজী বাক্য থাকিবে—সেখানে "one' এই কর্তৃবাচক পদটির সংস্কৃতে উল্লেখ না করিলেও চলিবে। ক্রিয়ার 3rd person singular ব্যবহার করিলেই তাহা বোঝা যাইবে ; যেমন—One should speak the truth—সত্যং বদেৎ। One should do it—ইদং কুর্যাৎ।

(গ) কর্তৃবাচ্যে ক্তবতু যোগে অতীতকাল করা যায়। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। উহা কর্তার বিশেষণ, পুংলিঙ্গে যথা—স চন্দ্রং দৃষ্টবান্, তৌ চন্দ্রং দৃষ্টবন্তৌ, তে চন্দ্রং দৃষ্টবন্তঃ। স্ত্রীলিঙ্গে শেষে 'বতী' হয় এবং উহা নদী শব্দের মত —বালিকা গতবতী, মাতা উক্তবতী। অকর্মক ও গমনার্থক ধাতুর বেলায় কর্তৃবাচ্যেও ক্ত হয়—যথা স গৃহং গতঃ। তে তত্র স্থিতাঃ। সীতা বনং গতা। তে প্রস্থিতাঃ। তে পলায়িতাঃ (গত্যর্থক)। সা রুদিতা।

৮। কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ক্রিয়াপদের নিয়ম

৩০। কর্মবাচ্যে কর্মে হইবে প্রথমা, কর্তায় তৃতীয়া ও ক্রিয়াপদটি প্রথমান্ত কর্মের অনুরূপ অর্থাৎ ক্রিয়ার বচন ও পুরুষ কর্মের অনুরূপ। লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্—এই কয়টি বিভক্তির পূর্বে য-কার আগম হয়। ধাতুটি আত্মনেপদী হইবে। যেমন—লট্ তে যোগে—দৃশ্যতে, ভূয়তে, পীয়তে, চীয়তে শ্রূয়তে, দীয়তে, ভুজ্যতে, পীয়তে, সেব্যতে, লভ্যতে ইত্যাদি। ভাববাচ্যে কর্ম থাকে না, কর্তায় তৃতীয়া হয়, ক্রিয়া-পদটিতে য-ফলা যুক্ত হয় এবং নিত্য **3rd person singular** হয়; যেমন—বালকৈঃ হস্যতে, শিশুনা রুদ্যতে, অস্মাভিঃ স্থীয়তে, তেন ম্রিয়তে।

Flowers are being plucked by the boys—বালকৈঃ পুষ্পাণি চীয়ন্তে। We see the moon in the sky—আকাশে অস্মাভিঃ চন্দ্রঃ দৃশ্যতে। The mouse is killed by the cat—মূষিকঃ বিড়ালেন হন্যতে।

৩১। উচিত অর্থে কর্মে বা ভাববাচ্যে তব্য, অনীয়, ণ্যৎ যৎ প্রভৃতি কৃত্য প্রত্যয় যোগে অনুবাদ করা সহজ। কর্তায় তৃতীয়া বা ষষ্ঠী হইবে, কৃত্য-প্রত্যয়ান্ত শব্দটি কর্মবাচ্যে প্রথমান্ত কর্মের বিশেষণ বলিয়া উহার সহিত লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচনের মিল হইবে। দৃষ্টান্ত যথা—We should respect our teachers—শিক্ষকাঃ অস্মাকং (বা অস্মাভিঃ) মাননীয়াঃ। One should not tell a lie—মিথ্যা ন বক্তব্যম্ (মিথ্যা পদটি অব্যয়)। A bad companion should be avoided—অসৎসংসর্গঃ পরিহর্তব্যঃ।

ভাববাচ্যে কর্ম নাই, কৃত্য-প্রত্যয়যুক্ত পদটি নিত্য ক্লীবলিঙ্গ একবচন ('ফল' শব্দের মত রূপ), যথা—I shall know—ময়া জ্ঞাতব্যম্। He should go—তেন গন্তব্যম্। We should stay—অস্মাভিঃ স্থাতব্যম্।

৩২। অতীতকালে কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ক্ত-প্রত্যয় যুক্ত হয়। ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদটি প্রথমান্ত কর্মপদের বিশেষণ। রাবণো রামেণ নিহতঃ, চন্দ্রো বালকেন দৃষ্টঃ, ময়া পুস্তকং ক্রীতম্, দশরথস্য আজ্ঞা রামেণ প্রতিপালিতা। ভাববাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ নিত্য ক্লীবলিঙ্গ একবচন—তেন হসিতম্, অস্মাভিঃ শয়িতম্।

অনুশীলনী

সংস্কৃত অনুবাদ কর (কর্তৃবাচ্যে):—

(ক) পাখীরা গাছে বাস করিত। একদিন খুব বৃষ্টি হয়। পাখীরা তাহাদের বাসায় সুখেই ছিল। গাছের তলায় বানরেরা কাঁপিতেছিল। পাখীরা বানরদিগকে

উপদেশ দিল—'নিজের তৈরী বাসগৃহ তোমাদের থাকা উচিত। আমরা ঠোঁটে খড়কুটো জোগাড় (সম্-গ্রহ) করিয়া বাসা তৈরী করি। আর হাত-পা লইয়া তোমরা অক্ষম।' কিন্তু সেই উপদেশে তাহারা রাগিয়া উঠিল। যখন বৃষ্টি থামিল, তখন তাহারা গাছে উঠিয়া পাখীদের বাসা ভাঙিয়া দিল।

(খ) এই সেই আশ্রম। ইহা ঋষির তপোবন—যেখানে শিষ্যরা নিত্য বেদ পড়িতেছে। মুনিকন্যারা সানন্দে বৃক্ষে জল সেচন করিতেছে। তাহারাও পাঠাভ্যাস করে। অতিথি পরিচর্যা আশ্রমবাসীদের বিশেষ কাজ। শিষ্যরা আচার্যকে পিতার মত ভক্তি করে।

2. সংস্কৃতে অনুবাদ কর (কর্মবাচ্যে) :

সুন্দর এক কানন সেখানে আমাদের দৃষ্ট হইল। সেখানকার তরু ও লতায় জল সেচন করা হইতেছিল। নিকটেই আশ্রম দেখা গেল। আশ্রমের মুনিকে আমাদের সম্মান করা উচিত।

৯। অসমাপিকা ক্রিয়া

৩৩। **করিতে, যাইতে**—এই অর্থে 'তুমুন্' যোগ করিবে। কর্তা এক হওয়া চাই। He wishes to go—স গন্তুম্ ইচ্ছতি। They can do—তে কর্তুম্ শক্নুবন্তি। They go to the river to bathe—তে স্নাতুং নদীং গচ্ছন্তি। I go to sleep—অহং শয়িতুং গচ্ছামি।

কর্তা এক না হইলে তুমুন্ ব্যবহার করা ঠিক নয়। তখন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদে **নিমিত্তার্থে চতুর্থী যোগ করিবে**—যেমন, প্রভুঃ ভৃত্যম্ গমনায় আদিশতি ('গন্তুম্ আদিশতি' হইবে না)। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে তাদর্থ্যে চতুর্থী সর্বত্র যোগ করা যায়, যেমন—পাকায় স যাতি, স্নানায় যাতি।

৩৪। **করিয়া, যাইয়া** এই অর্থে ক্ত্বা হইবে, উপসর্গ বা অব্যয় পূর্বে থাকিলে ল্যপ্ হইবে। সাধারণতঃ কর্তা এক হওয়া চাই। স গৃহং গত্বা পিতরং প্রণমতি। মাতরং প্রণম্য পুত্রঃ গচ্ছতি। এইরূপ আরুহ্য, বিজিত্য, আদায়, সংগৃহ্য ইত্যাদি।

১০। কারক-বিভক্তিভাব

৩৫। কারক ও বিভক্তির যে সব নিয়ম খুব কঠিন, সেই জটিল প্রয়োগগুলি এড়াইয়া অনুবাদ করা নিরাপদ। পরের পৃষ্ঠায় প্রধান নিয়মগুলি অবশ্যই মানিবে।

(১) ১মা—কর্তৃবাচ্যে কর্তায়, কর্মবাচ্যে কর্মে ও নাম বুঝাইতে ১মা।

(২) ২য়া—কর্মে, ক্রিয়াবিশেষণে, ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক শব্দে, এবং বিনা, প্রতি, ধিক্, নিকষা (near), পুরতঃ (in front), অভিতঃ (toward), পরিতঃ (around প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া।

(৩) ৩য়া—করণে ৩য়া, কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া, হেতু-অর্থে ও উন, বারণ ও প্রয়োজন অর্থে এবং সহ ও তুল্যার্থ শব্দযোগে ৩য়া।

(৪) ৪র্থী—সম্প্রদানে, তাদর্থ্যে এবং নমঃ, স্বস্তি প্রভৃতি শব্দযোগে ৪র্থী।

(৫) ৫মী—অপাদানে অর্থাৎ যাহা হইতে বিচ্যুতি, ভয়, বিরতি, প্রাপ্তি ইত্যাদি বোঝায় এবং হেতু ও অপেক্ষা অর্থে (অন্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট এই অর্থে) এবং অন্য, প্রাক্ (পূর্বে), বহিঃ, আরাৎ (দূরে বা নিকটে) ও আ-যোগে (পর্যন্ত অর্থে) ৫মী।

(৬) ৬ষ্ঠী—কাহার এই প্রশ্নের উত্তরে সম্বন্ধ পদে, কৃদ্‌যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদের সহিত সম্পর্ক বুঝাইতে (যেমন—অন্নস্য ভোজনম্, অশ্বস্য গমনম্) —এই সব অর্থে ও নির্ধারণে (বহুর মধ্যে উৎকর্ষে) ৬ষ্ঠী।

(৭) ৭মী—স্থান, কাল ও বিষয়াধিকরণে এবং ভাবে ৭মী।

বিবিধ দৃষ্টান্ত

There is a big forest near the Vindya hill—বিন্ধ্যগিরিং নিকষা অস্তি মহদ্ বনম্। Having done this, he left for the village—ইদং কৃত্বা স গ্রামায় প্রস্থিতঃ (গমনার্থক-ধাতু বলিয়া কর্তৃবাচ্যে ক্ত)। The king of this country is very generous—অস্য দেশস্য নৃপঃ অতীব (ইহা অব্যয়) দানশীলঃ। O, Sanjaya, listen to me, you are intelligent and educated—ভোঃ সঞ্জয়, শৃণু মাম্, ত্বং বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতশ্চ। There are beautiful gardens round the city of Ujjayini—উজ্জয়িনীপুরীং পরিতঃ সন্তি রম্যাণি উদ্যানানি। The Brahmanas went to the sage and asked him a question—তাপসসমীপং গত্বা ব্রাহ্মণাস্তং প্রশ্নম্ অপৃচ্ছন্ (প্রচ্ছ্ ধাতু দ্বিকর্মক)। The student read grammar for six months—ছাত্রঃ মাসষট্কং ব্যাকরণম্ অপঠৎ (পঠতি স্ম, বা পঠিতবান্)। In the spring the cuckoo sings very sweetly in the mango grove—বসন্তকালে কোকিলঃ আম্রকুঞ্জে সুমধুরং গায়তি। One should serve the country at the cost of one's own life—স্বপ্রাণ-

ব্যয়েনাপি দেশং রক্ষেৎ (অথবা অনীয় যোগে কর্মবাচ্যে—দেশঃ রক্ষণীয়ঃ)। What is the use learning, if it does not give modesty ?—বিদ্যয়া কিম্, যদি সা বিনয়ং ন দদাতি (বা, যচ্ছতি) ? Going with the disciples the ascetic bathed in the river—শিষ্যবৃন্দেন সহ গচ্ছন্ মুনিঃ নদ্যাং স্নানম্ অকরোৎ (বা স্নাতি স্ম) । He is equal to Harischandra in charity—স দানেন হরিশ্চন্দ্রেণ তুল্যঃ। Our teacher should be respected—শিক্ষকাঃ অস্মাকং মাননীয়াঃ (বা, অস্মাভিঃ মাননীয়াঃ)। I shall send a massenger to the king—রাজসমীপে অহং দূতং প্রেরয়িষ্যামি। Karna, mounting on the chariot, started for battle—কর্ণঃ রথম্ আরুহ্য যুদ্ধায় প্রস্থিতঃ। Sita was highly afraid of Ravana—আসীৎ সীতা রাবণাদ্ অতীব ভীতা। Good men show their usefulness by deeds—সজ্জনাঃ কর্মভিস্তেষাম্ উপযোগং দর্শয়ন্তি।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :—

(ক) (i) পাটলিপুত্র নগরে গোপাল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার পুত্রের মৃত্যুতে সে শোকে উন্মত্ত হয়। (ii) নদীর তীরে পবিত্র আশ্রম অবস্থিত ছিল! সন্ধ্যায় মুনিরা সেখানে বেদ গান করেন। (iii) পাঁচটি রাজপুত্র গভীর বনে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু কোথাও তাহারা খাবার জল পাইল না। (iv) দিলীপের যজ্ঞাশ্ব চুরি করেন দেবরাজ ইন্দ্র। অতএব ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পুত্র রঘুর যুদ্ধ হয়। (v) যাহারা কথা বেশী বলে, তাহারা কাজ করে কম। মানুষের কাজেই পরিচয়, কথায় নহে। (vi) একদা এক বাজপাখী (শ্যেনঃ) মাংসের টুকরা লইয়া যেই গাছে উঠিল, তখনই আর সকলে তাহাকে আক্রমণ করিল।

(খ) বন্ধু বিনা অন্য কেহ আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে না। সৎ ব্যক্তিরাও দুষ্টদিগকে ভয় করে, কারণ তাহারা বিনা কারণেই ক্ষতি করে। বীরবর রাত্রিতে রাজবাড়ীর বাহিরে গেল। দুঃখে কাঁদিয়া আসিতেছে এমন এক স্ত্রীলোককে সে দেখিল। সূর্যোদয়ের আগে (প্রাক্) তোমরা মুখ ধোও (প্রক্ষালয়)। লব ও কুশ দুই ভাই বাল্মীকির কাছে রামায়ণ শিখিয়াছিল। আমরা আরম্ভ হইতে (আদিতঃ) গল্পটি (উপাখ্যান) শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিদিশায় শূদ্রক রাজা ছিলেন, প্রজারা তাঁহাকে ভালবাসিত। অসংসঙ্গ হইতে নিজেকে (আত্মানম্) দূরে রাখা উচিত। হরি অপেক্ষা এই বালকটি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমত্তরঃ)। সে বাঘের ভয়ে কাঁপিতেছিল, প্রত্যেকরই (সর্বে) তাহাদের মা বাবাকে সম্মান করা উচিত। সে আমার কাছে দিনে দুইবার আসে। পণ্ডিত ব্যক্তি সকলের সম্মানিত, কিন্তু কেহই মূর্খকে পছন্দ করে না। সচ্চরিত্রতা সুখেই পরিণত হয়। লোভ হইতে দুঃখ জন্মে। হিতৈষী লোকেরা (হিতৈষিণঃ) ভাল উপদেশ দেন, এবং তাঁহাদের উপদেশ আমাদের শোনা উচিত। সে তাহার শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। রাজা তাঁহার প্রাসাদ হইতে সমুদ্র দেখেন। কাক পাখীদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক। অন্ধ মানুষটিকে তাহার পুত্র হাত ধরিয়া আছে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা বড় কবি। সূর্য অস্ত গেলে, অনুচরবর্গের সঙ্গে আমরা নগর ত্যাগ করিব। শরীরে অন্ন হইতে বল হয়, কিন্তু অপরের পীড়ার জন্য বল নহে। তাঁহার প্রাণের অপেক্ষাও সীতা রামের প্রিয় ছিলেন, তথাপি রাম লোকনিন্দার জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করেন (ত্যজ্)।

অনুবাদের আরও আদর্শ

কাহিনীমূলক (Narrative)

নিম্নের অনুবাদের নানা ধরণের দৃষ্টান্ত দেওয়া রহিল। অনুবাদের অনুসৃত রীতি ভালভাবে লক্ষ্য করিবে।

1. অযোধ্যায় অনেক গুণসম্পন্ন দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন স্ত্রী ও চার পুত্র ছিল।

—আসীৎ অযোধ্যায়াং দশরথো নাম গুণগ্রামেপেতঃ কশ্চিৎ নৃপঃ (গুণগ্রাম = গুণরাজি)। আসন্ তস্য তিস্রো ভার্যাঃ চত্বারঃ পুত্রাশ্চ। [সংস্কৃতে ক্রিয়াপদ বাক্যের প্রথমেও দেওয়া যায়।]

2. দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম পিতার আদেশ পালন করিয়া বনে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সীতা এবং লক্ষ্মণ।

—দশরথস্য জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো রামঃ জনকনিদেশং পালয়ামাস। সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ স বনং জগাম (লিট্ প্রয়োগ)। [দুই বাক্যে ভাঙ্গা হইয়াছে।]

3. লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রাম যখন বনে যাইতেছিলেন, তখন প্রজারা কাঁদিতে লাগিলেন।

সসীতে সহলক্ষ্মণে (বহুব্রীহি সমাস) চ রামে বনং প্রস্থিতে (ভাবে ৭মী)। অযোধ্যাবাস্তব্যাঃ প্রজা রোদিতুন্ আরব্ধাঃ।

4. In the territory of Kalinga, there is a city by the name of Sobhavati, where lived a wise rich Brahmin.

অস্তি কলিঙ্গদেশে শোভাবতী নাম নগরী। তত্র জ্ঞানী ধনী চ কশ্চন ব্রাহ্মণঃ প্রতিবসতি স্ম ((স্ম-যোগে অতীত অর্থে লট্)। বাক্যটিকে ভাঙ্গিয়া অনুবাদ করা হইল।]

5. In ancient times there lived in Puspapuri a king, Rajavahana by name, who defeated even Kartikeya in beauty.

পুরা পুষ্পপুর্য্যাং রাজবাহানো নাম নরপতিঃ প্রতিবসতি স্ম (স্ম যোগে অতীত)। স সৌন্দর্যেণ কার্ত্তিকেয়মপি পরাজিতবান্ (ক্তবতু যোগে)।

6. Parasurama was a Brhmin by caste but kastriya by profession, whill Visvamitra was a Ksatriya by caste, but became Brahmin by dint of his penance.

পরশুরামঃ জাত্যা ব্রাহ্মণঃ বৃত্ত্যা চ ক্ষত্রিয় আসীৎ। বিশ্বামিত্রস্তু জাত্যা ক্ষত্রিয়োঽপি তপোবলেন ব্রাহ্মণোঽভবৎ (তৃতীয়া বিভক্তি লক্ষণীয়)।

বর্ণনামূলক (Descriptive)

7. সূর্য অস্ত গেলে একশত শিষ্যের সঙ্গে ঋষি সমৃদ্ধ এক নগরীতে পৌছিয়া সেখানে রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

—সূর্যোঽস্তং গতে (ভাবে ৭মী) শতেন শিষ্যৈঃ সহ তাপসঃ সমৃদ্ধাং নগরীমাসাদ্য তত্র রাত্রিং বিশ্রামম্ অকরোৎ (কৃ-ধাতুর ব্যবহার)।

8. আঃ কি সুন্দর চন্দ্রালোকিত রাত্রি! এস আমরা ইহার সৌন্দর্য উপভোগের জন্য বাগানে বেড়াই।

—অহো কীদৃক্ রমণীয়া ইয়ং চন্দ্রালোকিতা রজনী! তদেতস্যাঃ সৌন্দর্যম্ উপভোক্তুম্ অস্মাভিরুদ্যানভ্রমণায় গন্তব্যম্ (কৃত্যপ্রত্যয়ের যোগে)।

9. ঈশ্বরচন্দ্র একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রবল আমাদিগকে উৎসাহিত করে।

আসীৎ ঈশ্বরচন্দ্রো মহান্ পণ্ডিতঃ মাতৃভক্তশ্চ। তস্য চরিত্রবলম্ অস্মান্ অনুপ্রেরয়তি।

10. এই সুন্দর প্রভাত। সূর্য পূর্বদিকে উঠিয়াছে। পদ্মগুলি ফুটিয়াছে। বালিকারা সেগুলি তুলিতেছে।

—রম্যম্ ইদং প্রাতঃ। পূর্বস্যাং দিশি সূর্যঃ সমুদিতঃ। সরোবরে কমলানি প্রস্ফুটন্তি। বালিকাশ্চ তানি চিন্বন্তি।

11. Having risen from bed, those two went to the river to wash their hands and feet.

শয্যাতঃ (৫মীর স্থানে তসিল্ যোগে অনুবাদ করা যায়—নদীতঃ ইত্যাদি) সমুত্থায় পাণিপাদং প্রক্ষালয়িতুং দ্বাবেব তৌ নদীং গতৌ (কর্তৃবাচ্যে ক্ত)।

12. Having heard this, the king said angrily, "O you are a fool to say so. How can you be my friend? A king has no friendship with a begger."

ইদমাকর্ণ্য রাজা সরোষম্ অবদৎ—'অহো ত্বং মূর্খঃ যদেবং ভাষসে। কথং ত্বং মে সখা ভবেঃ? ন হি রাজ্ঞঃ সখ্যং ভবতি ভিক্ষুকেণ সহ। (বাক্যের প্রথমে 'ন হি'—সংস্কৃতের একটি বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি)।

13. Let the cows give enough milk. Let the cloud pour in time. Let the earth be rich with all sorts of corns.

ভূরিক্ষীরদা ভবন্তু ধেনবঃ। কালে বর্ষতু বারিবাহঃ। নানাশস্যসম্ভারৈশ্চ সমৃদ্ধা ভবতু বসুন্ধরা (ইংরাজীর মত ভাবগাম্ভীর্য অনুবাদেও লক্ষণীয়)

উপদেশমূলক (Didactic)

14. সৎ ও সত্যবাদী হও। কোন বড় কাজ কখনই অসদুপায়ে সাধন করা যায় না।

—সজ্জনঃ সত্যবাদী চ ভব। অসাধুভিরুপায়ৈঃ ন কিমপি মহৎ কার্যং কদাপি নিষ্পাদয়িতুং শক্যম্।

15. জ্ঞানই বল। অজ্ঞান দুঃখের মূল। জ্ঞান ব্যতীত মানুষ বন্য পশুরই মত। অতএব জ্ঞানার্জনে মন দাও।

জ্ঞানমেব বলম্। অজ্ঞানং দুঃখস্য মূলম্। জ্ঞানং বিনা নরঃ প্রায়ঃ বন্যঃ পশুরিব। অতো জ্ঞানার্জনে মনো দেহি।

16. One who keeps company with the good and holds good discourse with the learned does not suffer in life.

সজ্জনৈঃ সহ সাঙ্গত্যং বিদ্বদ্ভিশ্চ সহ সৎকথাং কুর্বাণো জনঃ কষ্টং নাপ্নোতি জীবনে।

17. What is the use of the acquisition of money, if it is not given to the poor ? What is learning without discipline ?

কিং তাবদ্ অর্জিতেন ধনেন যদি নাম দরিদ্রায় তন্ন দীয়তে ? নিয়মানুবর্তনং বিনা কিং নাম বিদ্যাভ্যাসেন ?

18, Some have too much, still they crave. I little have, yet seek no more.

কেষামস্তি অতীব ভূয়ঃ, তথাপি তে কাঙ্ক্ষন্তি। অকিঞ্চনোঽপি নাহমধিকং কাময়ে।

দ্রষ্টব্য—[অনুবাদ প্রকরণে নির্বাচিত বাক্যগুলির কয়েকটি বা অংশবিশেষ পর্ষৎ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত নানা প্রশ্নপত্র হইতে যথাসম্ভব গৃহীত।]

অনুবাদের অন্যান্য বিবিধ আদর্শ

1. ধর্ম চিত্তের শান্তি আনে। ধার্মিক ব্যক্তি কোন কিছু হইতেই ভয় পায় না। ভগবান্ তাহাকে সকল আপদ হইতে ত্রাণ করেন।

অনু:—ধর্মো হি মনসঃ শান্তিং জনয়তি। ধার্মিকো ন কুতশ্চিদ্ বিভেতি। ঈশ্বরস্তম্ আপন্নিচয়াৎ ত্রায়তে। (নিচয় = সমূহ)।

2. সন্ধ্যা সমাগত হইলে মুনিবালকেরা শিলাতলে বসিয়া সান্ধ্য স্তব গান করিলেন।

অনু:—প্রদোষে সমাগতে শিলাতটে নিষণ্ণা মুনিকুমারাঃ সান্ধ্যং স্তোত্রং গায়ন্তি। (প্রদোষ = সন্ধ্যাকাল)। (নিষণ্ণ = উপবিষ্ট)।

3. সকলকে ভালবাস। কেহই তোমার শত্রুতা করিবে না। কখনও মিথ্যা বলিবে না। সকলেই তোমার সম্মান করিবে।

অনু:—সর্বেষু প্রীতিমান্ ভব। ন কোঽপি ত্বয়ি বৈরং করিষ্যতি। কদাপি ন মৃষা বদ। সর্বে ত্বাং মানয়িষ্যন্তি।

4. মরণের পূর্বেই কাপুরুষেরা বারবার মরিয়া থাকে। কিন্তু সাহসী বীরগণ একবারই মরিয়া থাকে।

অনু:—প্রাগেব মরণাৎ কাপুরুষা অসকৃদ্ ম্রিয়ন্তে। শূরাস্তু সাহসিকাঃ সকৃদেব ম্রিয়ন্তে।

5. যতদিন জীবন ততদিন ধর্ম আচরণ কর। ধর্মই একমাত্র বন্ধু যাহা মৃত্যুতেও অনুগমন করে। আর সব দেহের সঙ্গে নষ্ট হয়।

অনু:— যাবজ্জীবং ধর্মং চর।
এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি।

6. তাহাদের সঙ্গে মিশিও না, যাহাদের স্বভাব মন্দ। যে সৎসঙ্গে কাল কাটায়, তাহাকে সবাই ভালবাসে।

অনু:—যেষাং মন্দঃ স্বভাবঃ তৈঃ সহ সঙ্গং ন কুর্যাৎ। তস্মিন্নেব সর্বে অনুরজ্যন্তে যঃ সজ্জনসঙ্গেনৈব কালং যাপয়তি।

7. যুদ্ধে কখনও কল্যাণ নাই। লাভ বা সুখ কিছুই নাই। যে ক্ষতি হয় তাহার তুলনায় জয়ের মূল্য কিছুই নহে।

অনু:—ন যুদ্ধে কল্যাণং ক্বচিৎ, নাস্তি লাভো ন বা সুখমপি কিঞ্চিৎ। যচ্চ ক্ষীয়তে, ঔপম্যেন তস্য অকিঞ্চিৎকরং জয়স্য মূল্যম্।

8. প্রকৃত দয়ালু ব্যক্তিরা দরিদ্র ও আর্তদের পরম যত্নের সহিত সেবা করেন। তাঁহারা ইহা কর্তব্য মনে করেন।

অনু:—যথার্থদয়ালুজনা দরিদ্রান্ আর্তাংশ্চ পরমযত্নেন সেবন্তে। তদিদং তে কর্তব্যং মন্যন্তে।

9. ভারতবর্ষ তাহার মন্দির এবং পবিত্র স্থানগুলির জন্য বিখ্যাত। এস আমরা সানন্দে সেগুলি পরিদর্শন করি।

অনু:—ভারতবর্ষং তস্য দেবালয়ানাং পুণ্যতীর্থানাং চ হেতোঃ বিশ্রুতমস্তি। তদেহি, বয়ং তানি সানন্দং পরিপশ্যামঃ।

10. একদা দ্রোণ রাজা দ্রুপদকে বলিলেন—'ওহে আমি তোমার বন্ধু, রাজ্যের অর্দ্ধেক আমাকে যে দিতে চাহিয়াছিলে, সেই প্রতিজ্ঞার কথা তোমার স্মরণ আছে কী?'

অনু:—একদা দ্রোণো নৃপং দ্রুপদমাহ—ভোঃ! অহমস্মি তে সখা, রাজ্যার্দ্ধং মহ্যং দেয়মিতি প্রতিজ্ঞাবৃত্তান্তং কিং স্মরসি?

11. শ্রমের দ্বারা বিনষ্ট ধনের পূরণ হইতে পারে, চিকিৎসার দ্বারা রোগের প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু সময় নষ্ট হইলে উহা চিরকালের মতো চলিয়া যায়।

অনুঃ—শ্রমেণ নষ্টধনস্য পূরণং ভবেৎ, চিকিৎসয়া রোগস্য চ প্রতিকারঃ সম্ভবেৎ, কিন্তু সকৃদপি নষ্টঃ কালঃ চিরায় সমতীতঃ স্যাৎ।

12. আমাদের মাতৃভূমির সম্মান উচ্চে তুলিয়া ধরিতে হইলে আমাদের সকলকেই কঠোরশ্রম করিতে হইবে। চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।

অনুঃ—অকস্মাৎ মাতৃভূমেঃ সম্মানমুচ্চৈঃ সমুদ্ধর্তুং সর্বৈরস্মাভিঃ কঠোরঃ শ্রমঃ কার্যঃ। ন হি ছলেন মহৎ কিমপি কর্ম প্রসিধ্যতি।

13. রাত্রিকালে নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশের দিকে দৃষ্টি দিলে জগতের বিশালতা আমাদের মনে জাগিয়া ওঠে। তখন আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই।

অনুঃ—নক্ষত্রখচিতং নভোমণ্ডলং পরিপশ্যতাং নো মনসি জাগর্তি বিশ্বস্য বিপুলতা। তদা বয়ং বিস্ময়েন অভিভূতা ভবামঃ।

14, বৃক্ষগুলি স্বয়ং সূর্যের প্রচণ্ড তাপে অবস্থান করে, কিন্তু পরের উপকারে জন্য ছায়াপ্রদান করে। পরোপকারই সজ্জনগণের স্বভাব।

অনুঃ—পাদপাঃ খলু স্বয়ং তিষ্ঠন্তি প্রচণ্ডমার্তণ্ডতাপে, কিন্তু ছায়াং কুর্বন্তি পরোপকারায়। পরোপকারো হি সজ্জনানাং প্রকৃতিঃ।

17. সূর্যবংশের রাজা ত্রিশঙ্কু পার্থিব শরীর লইয়াই স্বর্গ যাইবার জন্য যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু সেই ইচ্ছা সফল হয় নাই।

অনুঃ—সূর্যবংশ্যো নরপতিস্ত্রিশঙ্কুস্তস্য মর্ত্যেনৈব শরীরেণ স্বর্গমারোঢুং যিযক্ষতে স্ম (যজ্ ধাতু সনন্তের প্রয়োগ)। পরন্তু তদভীষ্টং ন সিদ্ধমাসীৎ।

18. এই বসন্তকাল আসিল বৃক্ষগুলি নবপত্রে শোভিত হইয়াছে। ফুলে-ফুলে ভ্রমররা গুনগুন করিয়া বেড়াইতেছে। কাননে কোকিলরা ডাকিতেছে।

অনুঃ—এষ বসন্ত সমায়াতঃ। নবপল্লবৈঃ শোভন্তে বৃক্ষাঃ। গুঞ্জন্তো ভ্রমরা পুষ্পেষু ভ্রমন্তি। কাননে কূজতি কোকিলকুলম্।

19. চন্দ্র হইতে শোভা যদি চলিয়া যায়, হিমালয় যদি হিম ত্যাগ করে, সাগরও যদি বেলাভূমি অতিক্রম করে, আমি কিন্তু পিতৃপ্রতিজ্ঞা পরিহার করিব না।

অনুঃ— লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ॥

(অতীয়াৎ—অতি+ইয়াৎ, অতিক্রম করিতে পারে)।

20. সুখার্থী ব্যক্তি পরম সন্তোষ আশ্রয় করিয়া সংযত থাকিবে। সুখই সন্তোষের মূল, উহার বিপরীতই দুঃখের মূল।

অনু:— সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলংহি সুখং দুঃখমূলং বিপর্যয়ঃ।

21. তুমি স্বাধীন এবং তোমার নিজের মতে বিচার করিবার অধিকার আছে, যদি তোমার বিচারের যথার্থ শক্তি থাকে।

অনু: –যথার্থতস্তে বিচারসামর্থ্যে সতি স্বাধীনস্য তে স্বচ্ছন্দতো বিচারবিধৌ অস্ত্যধিকারঃ।

22. সকাল বেলা। সবে মাত্র সূর্য উঠেছে পূর্ব আকাশে। ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু ঝলমল করছে। কি সুন্দরই না সব দেখাচ্ছে।

অনু:—প্রাতরিদম্। পূর্বাকাশে সদ্যঃ সূর্যঃ সমুদিতঃ। ঘাসস্যোপরি শিশিরবিন্দবঃ সমুজ্জ্বলন্তি। কীদৃগ্ রমণীয়মিব সর্বং লক্ষ্যতে।

23 বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইবার আগে ভালভাবে ভাবিয়া লয়। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি না ভাবিয়া কাজ করে এবং দুঃখ ভোগ করে।

অনু:—কর্মণি প্রবৃত্তেঃ প্রাগেব সুধীঃ সম্যগ্ বিবেচয়তি। মূর্খস্তু অবিবিচ্যৈব কর্ম কুরুতে, দুঃখঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে।

24. এ জগতে হায় সেই বেশী চায়, আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি॥

অনু:— অহো স যাচতে ভূয়ো যস্যাস্তি ভুবি ভূরিশঃ।
রাজ্ঞঃ করোঽপহর্তা হি ধনং কৃৎস্নং দরিদ্রস্য॥

25. পশুধর্মই যদি মানুষের পক্ষে একমাত্র চরম ধর্ম হোত, তাহলে প্রবৃত্তিকে সংযত করবার কথা কেউই তাকে বলতই না।

অনু:—পশুধর্ম এব মনুষ্যস্য চরমো ধর্ম ইতি চেত্তর্হি প্রবৃত্তিং সংযময়িতুং কোঽপি তং ন ব্রূয়াৎ।

26. একদা একটি কুকুর একটি মাংসখণ্ড মুখে লইয়া নদীতীরে পথ ধরিয়া যাইতেছিল। নদীর জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

অনু:—কশ্চিৎ সারমেয়ঃ (অর্থাৎ কুকুর) একদা মাংসখণ্ডং মুখে ধৃত্বা নদীতীরপথম্ অনুযাতি স্ম। সরিৎসলিলে স্বপ্রতিবিম্বম্ অবলোক্য তস্যোপরি উৎপ্লুত্য স নিপতিতঃ।

27. Flowers enhance the beauty of the garden. The gentle breeze blows carrying fragrance to and fro.

কুসুমানি খলু উদ্যানশোভাং বিবর্ধয়ন্তি, মৃদুমন্দবায়ুশ্চ সৌরভম্ আবহন্ ইতস্ততো বাতি।

28 The harmitage of the great sage Kanva was on the bank of the Malini. One day the King Dusyanta while pursuing a deer came there.

আসীন্মালিনীতীরে মহর্ষিকণ্বস্য আশ্রমঃ। একদা মৃগানুসারী রাজা দুষ্যন্তস্তত্র সমায়াতঃ।

29, You should know that truth alone triumphs and not untruth. The learned declare that there is no virtue superior to truth.

ত্বয়া জ্ঞাতব্যং যৎ সত্যমেব জয়তে ন তু অনৃতম্ (অর্থাৎ মিথ্যা)। নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম ইতি বিদ্বদ্ভিরুচ্যতে।

30. Contentment is the source of all happiness. Be content with what you earn by your own labour.

সন্তোষো হি সর্বসুখস্য মূলম্। অর্জিতং যৎ স্বয়ং শ্রমাৎ তেনৈব ত্বং সুখী ভব।

31. When Arjuna saw his relations and friends in the fore-front of the battlefield, he refrained from war leaving aside his Gandiva bow.

স্বজনান্ বান্ধবাংশ্চ রণশিরসি পশ্যন্ অর্জুনস্তদীয়ং গাণ্ডীবং ধনুস্ত্যক্ত্বা যুদ্ধাদ্ বিররাম।

32, You konw that we had a very great man amongst us. He was the father of the nation, Mahatma Gandhi.

ত্বং বেৎসি যদস্মাকং মধ্যে আসীৎ কোঽপি অতিমহানেব জনঃ। জাতীয়-জনকঃ স নাম মহাত্মা গান্ধীমহোদয়ঃ।

33. Men many come and men may go
But I go on for ever.

আগচ্ছেয়ুর্নরা যথা গচ্ছেয়ুশ্চ তথৈব হি। অহন্তু সততং যামি।

34. We should not worry about the past, not should we be anxious for the future ; we should attend to the present only as the intelligent do.

গতস্য শোচনা নাস্তি ভবিষ্যতোর্ন চিন্তনম্ ।
বর্তমানে সুধীর্যথা তথা যুজ্যামহে বয়ম্ ॥

35. If the King be virtuous, the people become virtuous, if he be vicious, the latter too become addicted to vice. Like king, like subject.

ধার্মিকে তু স্থিতে রাজ্ঞি ভবন্তি ধার্মিকা জনাঃ। অধার্মিকশ্চেদ্ ভবেদ্রাজা প্রজা অধার্মিকা ভবেৎ। যথা রাজা তথা প্রজা।

36. Books are the most faithful of friends, our friends may change or die, but books are always waiting to talk to us.

গ্রন্থা হি বান্ধবেষু পরমাপ্তজনাঃ। বান্ধবা নঃ (ষষ্ঠীর বহুবচনে) পরিবর্তেরন্ ম্রিয়েরন্ (বিধিলিঙ্) বা। গ্রন্থাস্ত অস্মান্ বক্তুং সততং প্রতীক্ষন্তে।

37. বিঘ্নভয়ে নীচ ব্যক্তিগণ কাজ আরম্ভ করে না, মধ্যম লোকেরা বিঘ্নপ্রাপ্ত হইলে উহা ত্যাগ করে, কিন্তু বিঘ্ন বারবার প্রতিহত করিলেও উত্তম লোকেরা আরব্ধ কাজ ত্যাগ করে না।

অনুবাদ : প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি ॥

38. নীতিনিপুণ লোকেরা নিন্দাই করুন বা স্তুতিই করুন, লক্ষ্মী যদি ইচ্ছামত আসেন বা চলিয়া যান, আজ অথবা অন্য যুগেই মরণ হউক, ধীর ব্যক্তিগণ ন্যায়পথ হইতে এক পাও বিচলিত হন না।

অনুবাদ : নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেচ্ছম্।
অদ্যৈব মরণমস্তু দিনান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

38. সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন।

অনুবাদ : স হি নরকুলে ধন্যো বিস্মরন্তি ন যং জনাঃ ॥
যং মনোমন্দিরে নিত্যং সেবন্তে নিখিলা জনাঃ।

43. আমাদের যাত্রা হোলো সুরু
এবার ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার।
এবার তুফান উঠুক বাতাস ছুটুক
ভয় করিনে আর—তোমারে করি নমস্কার।

অনুবাদ ঃ যাত্রা নঃ প্রারব্ধা। তদিদানীং ভোঃ কর্ণধার ! ত্বয়ি প্রণামঃ। অথ বাত্যা কামং উত্তিষ্ঠতাম্, ধাবতু বা বায়ুঃ, ন পুনর্বিভেমি, ত্বয়ি প্রণামঃ।

অনুশীলনী

১। (ক) সংস্কৃতে অনুবাদ কর ঃ (Translate into Sanskrit) :

(i) কোন এক গ্রামে হরিদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কৃষিকর্ম করিতেন। একদিন তাঁহার ক্ষেত্রমধ্যে তিনি এক ভীষণ ফণাযুক্ত সাপ দেখিতে পান।

(ii) দিলীপের যজ্ঞের ঘোড়া ইন্দ্র চুরি করেন। ফলে ইন্দ্রের সহিত দিলীপের পুত্র রঘুর ভীষণ যুদ্ধ হয়।

(iii) এক সময়ে বায়ু ও সূর্যের মধ্যে ঝগড়া হইল। বায়ু বলিল—'আমি তোমার চেয়ে বলবান্।' সূর্য বলিল—'আমি তোমার চেয়ে বলবান্'।

(iv) বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর ছিলেন। পরের দুঃখে তাঁহার চিত্ত গলিয়া যাইত। তাঁহার হৃদয় কুসুমের অপেক্ষা কোমল এবং বজ্র অপেক্ষা কোমল ছিল।

(v) মানুষ পূর্বে কত অসহায় ছিল, বুদ্ধি ও চেষ্টার ফলে সে আজ কত উন্নতি করিয়াছে। সে আজ চন্দ্রলোকে যাইতে পারিয়াছে।

(vi) সম্পদ্ মানুষকে সুখী করিতে পারে না। কিন্তু যাহার মনে সন্তোষ আছে, সেই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা সুখী লোক।

(vii) ভগিনী নিবেদিতার নাম তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। তিনি দূর দেশ হইতে আসিয়া ভারতমাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

(viii) দেউলাখ্য গ্রামে রাজসিংহের এক স্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ বড় ঝগড়াটে ছিলেন।

(ix) পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃতের প্রতি সমধিক সমাদর দেখা যায়। কিন্তু আমাদের এই নিজস্ব সম্পদের প্রতি আমাদের তেমন সমাদর-বোধ নাই।

(x) একদিন এক সিংহ পর্বতের গুহায় ঘুমাচ্ছিল, একটি ইঁদুর ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে ওর সামনে গিয়ে পড়ে। সে তো ভয়ে অস্থির।

(xi) 'হে ভারত, ভুলিও না, দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী তোমার রক্ত, সবাই তোমার ভাই।'

(xii) স্বাধীনতা লাভ করলেই সব হয় না। তাকে জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা চাই এবং উপযুক্তভাবে তার রক্ষার ও উন্নতির ব্যবস্থা করা দরকার।

(xiii) জীবনে যখন শক্তি থাকে, সামর্থ্য থাকে, তখন আলস্যে কাটালে শেষে দুঃখ ভোগই করতে হয়।

(xiv) ভারত মহাকাশে আর্যভট্ট নামে এক মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের প্রগতির উজ্জ্বল নিদর্শন।

(xv) নিরন্নকে অন্ন দাও, দরিদ্রের দুঃখ দূর কর, নিরক্ষরকে শিক্ষা দাও। উহাই তো দেশের সেবা।

সংকেত: (iv) গলিয়া যাইত—অদ্রবৎ (বা দ্রবীভূতং জাতম্)। (v) কত—কীদৃক্ (viii) ঝগড়াটে—কলহপ্রিয়া (স্ত্রীঃ)। (xi) ঘুমাইয়াছিল—সুপ্তঃ। ঐ পথ দিয়ে—তেন পথা বা মার্গেণ। (xv) উৎক্ষেপণ করিয়াছে—উৎক্ষিপতি স্ম।

(খ) (১৬) Man has succeeded to conquer space (নভোলোক) but he has yet to conquer himself (use আত্মন্).

(১৭) One day the sage Bharata went to the river Saraju where he saw a deer carried away (নীয়মান) by the stream of the river.

(১৮) Man is the maker of his fate (ভাগ্যনির্মাতা) So do not lie idle but try to attain the goal (লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য) in life

(১৯) Valmiki was formerly a robber, but later he turned পরিণত) to be a sage. But this story is not found in the Ramayana.

(২০) Ah, look, his anger is increasing (use বৃধ্ ধাতু) It is not possible to pacify him (use উপশম) by mere words. Bring him a doll (পুত্তলিকা).

(২১) In our independent India Sanskrit should have an important place (বিশিষ্টং স্থানম্) in the scheme of education (শিক্ষাক্রম).

(২২) You should show respect to them who deserve it (use অর্হ্ ধাতু). By this you do not lose anything (use it as ন কিমপি তে ক্ষীয়তে),

(২৩) Today all the people of Ayodhya rejoice, because Rama will ascend the throne:

(২৪) The rising sun has set in, the sky is overcast with dark masses of cloud where the lightning flashes forth (বিদ্যুৎ বিদ্যোততে , from time to time (ক্বচিৎ ক্বচিৎ).

(২৫) Lord God, Be of easy approach to us (সুপ্রাপঃ), as a Father to his son.

(গ) (২৬) একদিন এক শশকের পালা (বারঃ ; এলো। সে খুব দেরীতে সিংহের কাছে গিয়ে হাজির হলো।

(২৭) সিংহ জিজ্ঞাসা করলো তুই আসতে এত দেরী করেছিস কেন? শশকটি বললো—প্রভু! পথে অন্য একটা সিংহ আমাকে ধরে। কথা দিয়ে এখানে এসেছি।

(২৮) সিংহ বললো—চল্, কোথায় সেই দুরাত্মা? শশক এক কূপের কাছে সিংহকে নিয়ে বললো—প্রভু দেখুন। ঐখানে ঐ দুরাত্মা।

(২৯) ক্রোধে সিংহ প্রতিবিম্বের উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। বুদ্ধি যার বল তার।

(ঘ) (৩০) শরৎকালে মেঘমুক্ত আকাশ। আকাশে উড়ে চলেছে হাঁসের দল। সিদ্ধার্থ সেই দৃশ্য দেখছেন।

(৩১) কিন্তু একটি হাঁস আর্তনাদ করতে করতে সিদ্ধার্থের কোলে এসে পড়ল। হাঁসের বুকে বিঁধছে তীক্ষ্ণ তীর।

(৩২) সিদ্ধার্থ তার বুক থেকে তীরটি বের করে দিল। তার শুশ্রূষায় হাঁসটি জীবন ফিরে পেল।

(৩৩) এমন সময় সিদ্ধার্থের ভাই দেবদত্ত উপস্থিত হলেন। তারই তীরে হাঁস বিদ্ধ হয়েছিল।

(৩৪) সে হাঁসটিকে চাইল। সিদ্ধার্থ সব কিছু ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু হাঁসটিকে না। সিদ্ধার্থ সত্যই করুণার মূর্তি।

(ঙ) (৩৫) এক রজকের বাড়ীতে নীলের বড় গামলার (ভাণ্ড) মধ্যে শৃগাল পড়িয়া যায়। তাহার গায়ের বর্ণ নীল হইয়া যায়।

(৩৬) শৃগাল তাহার পর নিজেকে পশুদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। বনের অন্য পশুরা তাহার সেবা করিতে লাগিল।

(৩৭) একদিন সন্ধ্যায় শিয়াল ডাকবার সময় সেও ডাকিতে (রোতুম্) আরম্ভ করিল।

(৩৮) তখন সবাই তাহাকে শিয়াল বলিয়া জানিল এবং তাহাকে মারিয়া ফেলিল।

(চ) (৩৯) মহাভারত জ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার। ভারতবর্ষে এবং ইহার বাহিরে বহু দেশে মহাভারত সমাদৃত হয়।

(৪০) বহু পাশ্চাত্ত্য মনীষী মহাভারতের সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিয়াছেন। মহাভারতের রচনাকাল লইয়া তাঁহারা বহু গবেষণা করিয়াছেন।

(৪১) আকারের মহত্ত্ব ও বিষয়গৌরবের ভারবত্তাবশতই এই গ্রন্থের নাম মহাভারত।

(৪২) পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে, সে তো দস্যু।

(৪৩) সহস্র অভাগার অশ্রু অত্যাচারী রাজার মস্তকে বর্ষিত হয়। সেই অভিশাপধারা কোন রাজাকে রক্ষা করিতে পারে না।

(৪৪) এই বলিয়া সীতা সেই সব বনের চিত্র দেখিলেন। এমন সময় দৌবারিক সংবাদ দিল—সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত করিয়া (সজ্জীকৃত্য) দ্বারদেশে উপস্থিত।

(৪৫) সীতা তপোবন দর্শনে যাইবার জন্য উৎসুক ছিলেন। তিনি শুনিবামাত্র লক্ষ্মণের সহিত রথে আরোহণ করিলেন।

(৪৬) বর্ষাকাল। বড়ই দুর্দিন। সমস্ত দিন ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। পথেও কোন লোক নাই।

(৪৭) একজন মাত্র পথিক পথে চলিতেছে। সেই পথিক পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী। পরিধানে গৈরিক বস্ত্র। তিনি জলে ভিজিতে ভিজিতে (বর্ষণসিক্তঃ) চলিয়াছেন।

(৪৮) বলে ও বীরত্বে যে প্রতাপশালী, তাহাকেই বেশীর ভাগ লোক ভয় করে।

(৪৯) রাজা এক কালে কত সৈন্য সামন্ত লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হতেন এবং বিজয়লক্ষ্মী তাহাদিগকে বরণ করিত (অবৃণুত)।

(৫০) রঘু এমন একজন দিগ্বিজয়ী বীর। কালিদাস রঘুবংশে তাঁহার সেই বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫১) আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে আদর্শগুলিকে পবিত্র ও হিতকর মনে করিতেন, মহাভারত আমাদিগকে তাহাই শিক্ষা দেয়।

(৫২) মহাভারত দেশ ও কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া শাশ্বত ধর্মের উপদেশ দিয়াছে।

(৫৩, গীতার উপদেশ শুধু আমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিনা, অন্তরেও স্থান দিই।

(৫৪) সমাজসেবা শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। কোথাও বন্যা হইলে যুবকেরা দলে দলে (সঙ্ঘক্রমেণ) সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিবে। ইহা আশা করা কি অন্যায়?

(৫৫ দেশকে ভালবাসিতে হইবে (use প্রতি)। দেশবাসীকে ভাইয়ের মত দেখ। তাহা না হইলে শিক্ষার মূল্য কি?

(৫৬ The success of Science today is very great. Its influencee can be telt in every sphere of life. It has brought the distant countries of the world close together.

(৫৭) Our knowledge of the universe has become wider now. Human diseases are quickly cured by wonderful medicine.

(৫৮) That tolerance (সহিষ্ণুতা) is a great virtue has been taught to us by the kind teachers of our country.

(৫৯) Do not be suddenly (সহসা) upset (উত্তেজিতঃ) by the wrong of others. Try to correct them by sympathy and compassion (করুণয়া).

(৬০) Donkeys are very lazy. They never walk fast. Their skin is very thick. So they do not feel pain easily.

(৬১) But it is a cruel deed to whip (use বেত্রাঘাত) a donkey to cause him to move swiftly. We should be kind to animals

(৬২) Great fires are inside some of the mountains and large streams of melted stone run down by the sides of it.

(৬৩) Clouds of ashes come out of the top of the mountains and sometimes large cities are completely covered by the ashes.

(৬৪) O Lord ! Thou art my life , my soul, my everything on the surface of the earth. All that I possess, I offer to your holy name.

(৬৫) Teach me, my God and King.
In all thing thee to see,
And what I do in anything
To do it as for thee.



। সংস্কৃত হইতে ইংরাজী অথবা বাংলায় অনুবাদ ॥২॥
(Translation from Sanskrit into English or Bengali)

অনুবাদের পূর্বে সংস্কৃতের বাক্যগুলি বারবার পড়িবে। অর্থ বুঝিবার সময় সন্ধি ভাঙিয়া পড়িবে। বাক্যের কর্তা, ও ক্রিয়া খুঁজিয়া লইবে। কর্তা, কর্ম, করণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কারকের সঙ্গে যে সব পদের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচনের মিল আছে, বুঝিবে সেগুলি সেই সেই কারকের বিশেষণ। এই ভাবে বাংলায় একটা অনুবাদের খসড়া করিবার পর তদনুসারে ইংরাজীতে অনুবাদ করা উচিত। পরে ঐ খসড়ার অংশটি কাটিয়া দিবে! ইংরাজী অথবা বাংলা বা হিন্দী—যে কোন ভাষায় অনুবাদ করা যাইবে। ইংরাজীতে অনুবাদ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। ইংরাজী প্রতিশব্দ বা ইংরাজী বাক্যগঠনের নিয়ম ভাল ভাবে জানা চাই। সংস্কৃত হইতে বাংলায় অনুবাদ করিতে হইলে প্রতিশব্দগুলি যথাসম্ভব সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনুবাদ যে একেবারে literal বা অক্ষরানুক্রমিক হইবে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু ইংরাজী বা বাংলা অনুবাদটি শুদ্ধ হওয়া চাই এবং মূলের সঙ্গে অনুবাদের অন্ততঃ যেন ভাবগত সুস্পষ্ট মিল থাকে।

বাংলা অনুবাদের ভাষা সরল হওয়া উচিত। কঠিন শব্দের সহজ প্রতিশব্দ দিবে। মূলের সংস্কৃত বাক্য সমাসবহুল ও জটিল হইলে উহাকে ছোট ছোট বাক্যে ভাঙিয়াও বাংলায় অনুবাদ করিতে পার। নিম্নের আদর্শগুলি লক্ষ্য কর।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদের আদর্শ

১। আসীৎ পুরা কলিঙ্গদেশে শোভাবতী নাম পুরী। ঐশ্বর্যবীর্যাতিশয়েন বিশ্রুতঃ প্রদ্যুম্নো নাম নৃপতিস্তাং পুরীং শশাস। তস্যাঞ্চ পুনঃ কচিৎ প্রদেশে যজ্ঞস্থলাভিধো বহুদ্বিজঃ কশ্চিদ্ গ্রামঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ। তত্র চ বেদপারগা বিপ্রাঃ প্রতিবসন্তি স্ম।

Eng. Trans. In ancient time, there was in the country of Kalinga a city, Sobhavati by name. The city was ruled over by Pradyumna who was known for his great prowess and strength. There in a certain part (of the State) he set up a village called Yajnasthala, inhabited by many a Brahmin. There lived Brahmins well-versed in the Veda.

২। যযাতিঃ কনিষ্ঠং পুত্রং রাজ্যেঽভিষেক্তুম্ ঐচ্ছৎ। ততঃ নৃপতিং পৌরজানপদা অব্রুবন্—"জ্যেষ্ঠং সুতং যদুমতিক্রম্য কথং কনিষ্ঠায় পুরবে রাজ্যং প্রযচ্ছসি ?" যযাতিস্তানবদৎ—"মাতাপিত্রোর্বচনং যঃ করোতি, স এবং পুত্রঃ। তস্মাৎ পিত্রোরনুব্রতং পুরুং রাজ্যেঽভিষেক্তুম্ ইচ্ছামি।"

বঙ্গানুবাদ :—যযাতি কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে পুরবাসিগণ রাজাকে বলিলেন—"জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে কেন রাজত্ব দিতেছেন ?" যযাতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"মাতাপিতার কথা যে শোনে, সেই পুত্র। তাই মাতাপিতার অনুগামী পুরুকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

৩। অয়মুদেতি গগনে ভানুঃ। অপগতা তমোময়ী নিশা। জলকণশীতলঃ সুখস্পর্শো বায়ুর্বাতি। কূজন্তঃ পক্ষিণঃ প্রভাতাগমম্ উদ্‌ঘোষয়ন্তি। ভ্রমরাশ্চ পুষ্পেভ্য ইতস্ততো বিচরন্তঃ মধুরং গুঞ্জন্তি। সরসি কমলানি প্রস্ফুটন্তি। পুষ্পাণাং সৌরভং সর্বান্ আমোদয়তি। কং ন প্রীণয়তি ঈদৃশঃ প্রভাতকালঃ !!

Eng. Trans. The sun is rising in the sky. The dark night disappears. There blows the breeze, pleasant to touch, and cool carrying drops of water. The chirping birds announce the advent of the dawn. The bees are moving to and fro from flowers, and humming sweetly. Lotuses bloom in the pond. The sweet smell of the flowers pleases all. Whom does not please such a morn !

৪। অস্তি দাক্ষিণাত্যে মহিলারোপ্যং নাম নগরম্। তত্র সকলকলাপারং-গতোঽমরশক্তির্নাম রাজা বভূব। অস্য ত্রয়ঃ পুত্রাস্তু পরমদুর্মেধসো বভূবুঃ। সচিবানাহূয় রাজা প্রোবাচ—'এতে মম পুত্রাঃ শাস্ত্রবিমুখা বিবেকরহিতাশ্চ। তদেষাং যথা বুদ্ধিপ্রকাশো ভবতি, তথা কোঽপ্যুপায়োঽনুষ্ঠীয়তাম্।'

বঙ্গানুবাদ :—দাক্ষিণাত্যে মহিলারোপ্য নামে এক নগর ছিল। সেখানে সকল শাস্ত্রে পারদর্শী অমরশক্তি নামে এক রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার তিন পুত্র ছিল অতিশয় বুদ্ধিহীন। রাজা অমাত্যবর্গকে ডাকিয়া বলিলেন,—আমার এই পুত্রগণ শাস্ত্রপরাঙ্মুখ ও বিবেকহীন। যাহাতে ইহাদের বুদ্ধির উন্মেষ হয়, সেইরূপ কোন উপায়ের ব্যবস্থা করুন।'

Eng. Trans. In the Deccan, there was a city of the name of Mahilaropya. There was a King, named Amarasakti, who

was versed in all branches of learning. But his three sons became much too deficient in intellect. The King called his ministers and said, "These my sons are averse to *Sastras* and devoid of discrimination (between right and wrong). So, some way is to be made out, by means of which, their intelligence may develop."

৫। এতদ্ উত্থানম্। অত্র বৃক্ষা রোহন্তি। বৃক্ষাঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈশ্চ শোভন্তে। বৃক্ষাঃ ফলভারেণ নমন্তি। বৃক্ষমূলমাশ্রিত্য জনাঃ ছায়াস্থ বিশ্রাম্যন্তি, ফলানি চ ভক্ষয়ন্তি। খগা বৃক্ষেষু নিবসন্তি। অপি তে ফলানি খাদন্তি। এবং পাদপাঃ খলু পরোপকারায়।

Eng. Trans. This is a garden. Here grow the trees. The trees with leaves and flowers look pretty. Trees bend low under the load of fruits People sheltering at the foot of the tree take rest under the shade and eat the fruits. Birds dwell on the trees. They too eat the fruits. Trees are thus for doing good to others.

৬। আসীৎ পুরা নিষাদরাজো হিরণ্যধনুর্নাম। তস্ত পুত্র একলব্যঃ কদাচিদস্ত্রশিক্ষার্থৈ দ্রোণাচার্যম অভ্যাগচ্ছৎ। তঞ্চ নিষাদং জ্ঞাত্বা দ্রোণস্তং নৈব প্রত্যগৃহ্লাৎ। ততঃ একলব্যো বনং প্রবিশ্য দ্রোণস্য মৃন্ময়ীং প্রতিকৃতিং নির্মায় তামেব অপূজয়ৎ। এবং কালেন অর্জ্জুনাদপি স শ্রেয়ান্ ধনুর্ধরো জাতঃ।

Eng. Trans. In an ancient time, there was a king of Nisadas, Hiranyadhanus by name. His son, Ekalavya, came to Dronacharya to learn the use of missiles. Drona did not accept him, as he knew him to be a Nisada (of low caste). Then Ekalavya entered into a forest where he set up a clay-made image of Drona and worshipped it. Thus in course of of time, he became a greater archer than Arjuna.

৭। কদাচিদ্ উত্থানং গচ্ছতা ভোজরাজেন কোঽপি ধারানগরবাসী বিপ্রো লক্ষিতঃ। স চ রাজানং বীক্ষ্য নেত্রে নিমীল্য আগচ্ছন্ রাজ্ঞা পৃষ্টঃ—"দ্বিজ! ত্বং মাং দৃষ্ট্বা লোচনে নিমীলয়সি। তত্র কো হেতুঃ?" বিপ্র আহ—"দেব! ত্বং বৈষ্ণবোঽসি, বিপ্রাণাং নোপদ্রবং করিষ্যসি। ততস্ত্বত্তো ন মে ভীতিঃ। কিন্তু কস্মৈচিৎ কিমপি ন প্রযচ্ছসি। প্রাতরেব কৃপণমুখাবলোকনাৎ পরতোঽপি লাভহানিঃ স্যাদিতি লোকোক্ত্যা লোচনে নিমীলিতে।" (ভোজপ্রবন্ধঃ)

বঙ্গানুবাদ : কোন এক সময়ে ভোজরাজ উদ্যানে যাইতে যাইতে ধারানগরবাসী এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। রাজাকে দেখিয়া তিনি দুই চোখ বন্ধ করিয়া আসিতেছিলেন। তখন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি আমাকে দেখিয়া চোখ বন্ধ করিয়া আছ, বলি ইহার কারণ কি?" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"হে দেব! আপনি বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণগণের কোন অনিষ্ট করেন না। অতএব আপনার নিকট হইতে আমার কোন ভয় নাই। কিন্তু আপনি কাহাকেও কিছুমাত্র দান করেন না। সকালবেলায় কৃপণের মুখ দেখিলে তাহার পর হইতে লাভের হানিই হয়-এই লৌকিক প্রবাদহেতু চোখ দুইটি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি।"

৮। ইহ হি মহীমণ্ডলে নরপতিতিলকো নাম নানাশাস্ত্রবিদ্বিবিধগুণরত্নাকরঃ পুরন্দর ইব সর্বাঙ্গসুন্দরো রাজচক্রবর্তী শ্রীমান্ বিক্রমকেশরী বভূব। স খলু নরপতিরনেকসামন্তামাত্যপরিজনবৃতো ভুবঃ স্বামী রাজরাজেশ্বরস্তদ্রাজসুখ-মনুভবন্ কালং নয়ন্নবতিষ্ঠতে। (বেতালপঞ্চবিংশতিঃ)

বঙ্গানুবাদ : এই পৃথিবীতে নৃপতিকুলতিলক রাজচক্রবর্তী শ্রীবিক্রমসিংহ বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ছিলেন বিবিধ শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং নানাবিধ গুণের সাগর। ইন্দ্রের ন্যায় তিনি ছিলেন সর্বাঙ্গসুন্দর এবং পরাক্রমে সিংহসদৃশ। নানা সামন্ত, অমাত্য ও পরিজন কর্তৃক পরিবৃত হইয়া পৃথিবীর অধিপতিরূপে রাজ-রাজেশ্বর হইয়া তিনি সেই রাজ্যসুখ অনুভবে কাল কাটাইয়া বাস করিতেছিলেন।

৯। বোধিসত্ত্ব একদা তক্ষশিলানগর্যাং স্থিত আচার্যাৎ শাস্ত্রাণি অপঠৎ। আচার্যস্য জ্যেষ্ঠপুত্রোঽপি তেনৈব সহ বিদ্যাশিক্ষামকরোৎ। সহসা তু আচার্যতনয়ো রোগাক্রান্তঃ প্রাণানত্যজৎ। আচার্যং পুত্রশোকেন কাতরং দৃষ্ট্বা বোধিসত্ত্বস্তমবদৎ— দেব! কোঽর্থঃ শোকেন? মৃতো ন পুনরায়াতি। পাপাদেব তু অকালমরণং ভবতি। অতো যথা এবং ন পুনর্ভবতি, তথাবিধং ধর্মাচরণং ভবতা কর্তব্যম্।

বঙ্গানুবাদ : এক সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা নগরে থাকিয়া গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিত। গুরুর জ্যেষ্ঠপুত্রও তাহারই সহিত বিদ্যা-শিক্ষা করিত। কিন্তু হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হইয়া গুরুপুত্র প্রাণত্যাগ করিল। গুরুকে পুত্রশোকে কাতর দেখিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে বলিল,—'হে দেব! শোক করিয়া কি লাভ? মৃত ব্যক্তি তো আর ফিরিয়া আসে না। পাপের

কারণেই অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপ যাহাতে আর না হয়, সেইরূপ ভাবে আপনার ধর্মাচরণ করা উচিত।'

১০। বানর আহ—অস্তি কুত্রচিদরণ্যে গুপ্ততরং মহৎ সরো ধনদনির্মিতম্। তত্র সূর্যেঽর্ধোদিতে রবিবারে যঃ কশ্চিন্নিমজ্জতি ধনদপ্রসাদাদীদৃগ-রত্নমালা-বিভূষিতকণ্ঠো নিঃসরতি। অথ ভূভুজা তদাকর্ণ্য স বানরঃ সমাহূতঃ পৃষ্টশ্চ—ভো যূথাধিপ, কিং সত্যমেতৎ? কপিরাহ—স্বামিন্, এষ মৎকণ্ঠস্থিতয়া রত্ন-মালয়া প্রত্যয়স্তে। তদ্ যদি প্রয়োজনম্, তন্ময়া সহ কমপি প্রেষয়। তচ্ছ্রুত্বা নৃপতিরাহ—যদ্যেবং তদহং সপরিজনঃ স্বয়মেষ্যামি।

বঙ্গানুবাদ—বানর বলিল—'কোন এক বনে ধনাধিপতি নির্মিত বড় অথচ গুপ্ত এক সরোবর আছে। রবিবার সূর্য অর্ধেক উদিত—এমন সময় সে সেখানে ডুব দিবে, সেই ব্যক্তি ধনপতির কৃপায় রত্নমালায় শোভিত হইয়া বাহির হইয়া আসিবে।' রাজা এই কথা শুনিয়া তাহার পর সেই বানরটিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা, দলের সর্দার এ কি সত্য?' বানর বলিল 'প্রভু, আমার গলায় এই রত্নমালাটি হইতেই আপনার বিশ্বাস হইবে। অতএব আপনার যদি দরকার থাকে, তবে আমার সঙ্গে কাহাকেও পাঠান।' উহা শুনিয়া রাজা বলিলেন—'যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে পরিবারবর্গ সহ আমি নিজেই আসিতেছি।'

১১। অথ স্বয়ংকৃতস্য অপাত্রনিহিতস্য বরস্য প্রতীকারায় মহাদেবো নারায়ণসমীপং গতঃ। ভস্মাসুরোঽপি তমন্বিষ্যন্ নারায়ণধাম সংপ্রাপ্তঃ। অথ নারায়ণঃ সস্মিতং তমসুরমাহ—'ভো ভস্মাসুর! বৃথৈব তে তপঃক্লেশ। কিং শিরসি করপাতেন কোঽপি ম্রিয়তে? পুনর্বো বরস্তয়া লব্ধস্তস্য পরীক্ষণং নাদ্যাপি জাতম্। স্বয়ংজ্ঞাতস্যৈব বিষয়স্য পরত্র প্রয়োগঃ সম্ভবতি। অতঃ স্বস্য শিরসি করং নিধায় পরীক্ষ্যতাং ফলম্।' ততো ভস্মাসুরঃ স্বস্য শিরসি যাবৎ করং নিধত্তে, তাবদেব স ভস্মসাদ্‌ভূৎ। (এই অংশটি এই পুস্তকের লেখক অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী প্রণীত দেবভারতী—প্রথমভাগ বইটির স্বলিখিত গল্প হইতে প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃত।)

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর অনুপযুক্ত পাত্রে নিজের দেওয়া বরটির প্রতিকার উদ্দেশ্যে মহাদেব নারায়ণের নিকট গেলেন। ভস্মাসুরও তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে নারায়ণের ধামে গিয়া পৌঁছিলেন। অনন্তর নারায়ণ সহাস্যে তাঁহাকে বলিলেন—'ওহে ভস্মাসুর, বৃথাই তোমার তপস্যার কষ্ট। বলি, মাথায় হাত

দিলে কেউ কি (কখনো) মরে? তোমাকে তো মহাদেব ঠকাইয়াছেন। আর, যে বর তুমি পাইয়াছ, আজ পর্যন্ত তাহার পরীক্ষাই হয় নাই। ইহার ফলটা তো পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অতএব নিজের মাথায় হাত রাখিয়া একবার) ফলটা পরীক্ষা করিয়া দেখ।' তারপর ভস্মাসুর যেই নিজের মাথায় হাত দিয়াছে, তখনই সে ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

১২। পূর্ণা নো মনোরথাঃ। অধীতানি শাস্ত্রাণি। শিক্ষিতাঃ সকলাঃ কলাঃ। গতোঽসি আয়ুধবিদ্যাসু পরাং প্রতিষ্ঠাম্। অনুমতোঽসি নির্গমায় বিদ্যাগৃহাদাচার্যৈঃ। উপগৃহীতশিক্ষং পৌর্ণমাসীশশিনমিব পশ্যতু জনঃ। ব্রজন্তু সফলতাং দর্শনোৎকণ্ঠিতানি লোকলোচনানি। তদদ্য প্রভৃতি নির্গত্য মাতৃভ্যো দর্শনং দত্ত্বা গুরুভ্যশ্চাভিবাদ্য যথাসুখমনুভব রাজ্যসুখানি। (কাদম্বরী)

বঙ্গানুবাদ—আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। (তোমার) শাস্ত্রসমূহ পড়া হইয়াছে। সকল কলায় শিক্ষালাভ করিয়াছ। অস্ত্রবিদ্যাসমূহে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছ। বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইবার জন্য আচার্যগণ অনুমতি দিয়াছেন। শিক্ষালাভ করায় লোকে তোমাকে পূর্ণিমার চাঁদের মত দেখুক। দর্শনোৎকণ্ঠিত লোকলোচন (তোমাকে দেখিয়া) সার্থকতা লাভ করুক। আজ এখান হইতে বাহির হইয়া মাতৃবৃন্দের নিকটে দেখা দিয়া এবং গুরুজনকে অভিবাদন করিয়া তৃপ্তির সহিত রাজ্যসুখ উপভোগ করিতে থাক।

১৩। পুরা সর্বসম্পদাং কেতনং চিরায়ুর্নাম কশ্চিদ্ ভূপতিরাসীৎ। তস্য নাগার্জুনো নাম মন্ত্রী বভূব, যঃ সর্বৌষধিজ্ঞো রাজানম্ আত্মানঞ্চ চিরজীবিতৌ অকরোৎ। কদাচিৎ তস্য নাগার্জুনস্য সর্বেষু পুত্রেষু শ্রেষ্ঠঃ সুতো বালোঽপি পঞ্চত্বমাযযৌ। শোকসন্তপ্তঃ স মর্ত্যানাং মৃত্যুশান্তয়ে অমৃতং স্রষ্টুমুপচক্রমে। ইন্দ্রেণ সর্বং তচ্চিকীর্ষিতম্ অবুধ্যত।

Eng. Trans. In ancient time there was a king named Chirayus, who was the insignia of all prosperity. He had a minister, Nagarjuna by name, who was versed in medicine and made both the king and himself ever alive. But once Nagarjuna's son, the most favourite of all his sons, though young, passed away. Being afflicted with grief, he set himself to the task of bringing out *amrita* (death-antidote) to prevent the death of the mortals. All his intention became known to Indra.

১৪। তদাকর্ণ্য বুদ্ধোঽবদৎ—'ভদ্রে মৃতঃ কদাপি ন পুনর্জীবতি। অতো বৃথাশোকং পরিত্যজ্য ধর্মকর্মপরা ভব।' বৃদ্ধা তু তদ্বচনেন ন স্বস্থতাং গতা। পূর্ববদেব তং সকাতরং ভূয়োভূয়ঃ পুত্রজীবনমযাচত। অথাসৌ ক্ষণং বিচিন্ত্য তামবদৎ—'ভদ্রে, শোকং পরিহর। পুত্রস্ত তে জীবনার্থং যতিষ্যে। গৃহে যত্র কদাপি কোঽপি ন মৃতঃ তাদৃশাদ্ গৃহাৎ তোলকপরিমাণং সর্ষপমানয়। শ্মশানে বিকীর্ণে তস্মিন্ পুত্রস্তে প্রাগেব পুনর্জীবিষ্যতি।'

বঙ্গানুবাদ : তাহা শুনিয়া বুদ্ধ বলিলেন—"ভদ্রে! মৃত কখনও আর বাঁচিয়া উঠে না। অতএব বৃথাশোক ত্যাগ করিয়া ধর্মকার্যে রত হও।" বৃদ্ধা কিন্তু ঐ কথায় ক্ষান্ত হইলেন না, পূর্বের মত বারবার কাতরভাবে পুত্রের জীবন প্রার্থনা করিলেন। তখন তিনি কিছুক্ষণ ভাবিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"ভদ্রে, শোক ত্যাগ কর। তোমার পুত্রের জীবনের জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিব। যে গৃহে কেহ কখনও মরে নাই, তেমন বাড়ী হইতে একতোলা পরিমাণ সরিষা আন। উহা শ্মশানে ছড়াইয়া দিলে তোমার পুত্র তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিবে।"

১৫। তথা পৃষ্টশ্চাসৌ শুকো নিখিলমাত্মবৃত্তান্তমবর্ণয়ৎ—দেব, পম্পাসরস-স্তীরে মম জন্ম। ভাগ্যহীনস্য মে জায়মানস্যৈব জননী লোকান্তরমগমৎ। বর্ধিতশ্চাহং পিত্রা কস্যচিজ্জীর্ণস্য শাল্মলীতরোঃ কোটরে অবসম্। কদাচিৎ প্রভাতবেলায়াং কোঽপি ভীমদর্শনো ব্যাধস্তমুদ্দেশমাগত্য বহুভিঃ শুকৈঃ সহ তাতং নিজঘান। অহং তু দৈবাৎ ততো মুক্তঃ পথি লুণ্ঠন্ স্নানায় গচ্ছতা মুনিকুমারকেণ হারীতনাম্না দৃষ্টঃ সদয়মাশ্রমং নীতশ্চ।

বঙ্গানুবাদ : শুকটিকে সেইরূপ জিজ্ঞাসা করা হইলে সে নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল—'দেব! পম্পা-সরোবরের তীরে আমার জন্ম। আমি ভাগ্যহীন, জন্মিবামাত্রেই আমার মা পরলোক গমন করেন। পিতা কর্তৃক পালিত হইয়া আমি এক জীর্ণ শাল্মলীবৃক্ষের কোটরে বাস করিতেছিলাম। কোন একদিন প্রভাতকালে কোন এক ভীষণাকৃতি ব্যাধ সেই স্থলে আসিয়া অনেক পশুপাখীর সহিত আমার পিতাকে নিহত করে। কিন্তু আমি দৈবাৎ উহা হইতে মুক্ত হইয়া পথের উপর লুটাইয়া পড়ি। সেই সময়ে স্নানে যাইতে যাইতে হারীত নামে এক মুনিকুমার আমাকে দেখিতে পান এবং সদয় হইয়া আমাকে আশ্রমে লইয়া যান।'

১৬। পুরা বোধিসত্ত্বঃ কোশলদেশে কস্মিংশ্চিদ্ দ্বিজকুলে জাতঃ। তস্য তিস্রঃ কন্যা অভবন্, তাসাং বিবাহাৎ প্রাগেব স পঞ্চত্বং গতঃ। পরজন্মনি স

স্বর্ণহংসো ভূত্বা হিমালয়প্রদেশস্থ কস্মিংশ্চিৎ সরসি স্থিতঃ। তস্য জন্মান্তরস্মৃতিস্ত নাপগতা। একদা স সমতলভূমিমাসাদ্য ভার্যাং কন্যাশ্চাম্বিষ্যন্ গোধূমপেষণেন সন্ততীঃ পালয়ন্তীং তস্য ভার্যামালোক্য পরং বিষাদং গতঃ। অর্থাভাবাচ্চ জ্যেষ্ঠাং কন্যামনূঢ়াং দৃষ্ট্বা করুণার্দ্রহৃদয়ো বোধিসত্ত্বো ভার্যামাহূয়াব্রবীৎ—'ভদ্রে, অহমেব প্রাক্ তে পতিরাসম।'

বঙ্গানুবাদ : পুরাকালে বোধিসত্ত্ব কোশলদেশে কোন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন কন্যা ছিল। তাহাদের বিবাহের পূর্বেই তিনি মারা যান। পরজন্মে তিনি স্বর্ণহংস হইয়া হিমালয় প্রদেশে কোন এক সরোবরে বাস করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্বজন্মের স্মৃতি নষ্ট হয় নাই। একদিন সমতল প্রদেশে আসিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রী এবং কন্যাদের খোঁজ করেন, এবং তাঁহার স্ত্রী গম পিষিয়া কন্যাদের লালন-পালন করিতেছে দেখিয়া খুবই বিষণ্ণ হন। অর্থাভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয় নাই দেখিতে পাইয়া করুণার্দ্র হৃদয়ে পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন—'ভদ্রে ! পূর্বজন্মে আমিই তোমার পতি ছিলাম।'

১৭। বহবঃ শশকাঃ ভগ্নপাদশিরোগ্রীবা বিহিতাঃ। কেচিন্মৃতাঃ কেচিজ্জীবশেষা জাতাঃ। অথ গতে তাস্মিন্ গজযূথে শশকাঃ সোদ্বেগা গজপাদক্ষুন্নসমাবাসাঃ কেচিদ্ ভগ্নপাদা জর্জরিতকলেবরা রুধিরপ্লুতা অন্যে হতশিশবো বাষ্পপিহিতলোচনাঃ সমেত্য মিথো মন্ত্রং চক্রুঃ—অহো বিনষ্টা বয়ম্।

বঙ্গানুবাদ : অনেক শশকেরই পা, মাথা ও ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল। কেহ কেহ মরিয়া গেল, এবং কাহারও কাহারও প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ছিল। তারপর, সেই হস্তীর দলটি চলিয়া গেলে হস্তীর পায়ের ভরে বাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শশকেরা উদ্বিগ্ন হইল। তাহারা কেহ বা পা-ভাঙ্গা অবস্থায়, অন্য সকলে রক্তাক্ত ও ভগ্নজীর্ণ দেহে, আবার যাহাদের শাবক নিহত হইয়াছিল, এমন অন্য সকলে বাষ্পাবৃত চোখে মিলিত হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল—'হায় ! আমরা মারা গেলাম।'

১৮। অয়ে জলধর আবেদিতস্ত্বয়া নিদাঘান্তো নভঃস্থলং সমন্তা বৃবতা। রবিতেজস্তপ্তাং ধরণীং ধারাসারৈঃ স্নপয়। তাপপীড়য়া মৃতপ্রায়ং জীবলোকং সংজীবয়। তৃষাতুরাংশ্চাতকানপঃ পায়য়। নীপান কুসুমোদ্গমরমণীয়ান্ সম্পাদয়। নৃত্যকুশলান্ শিখিনঃ প্রমোদয়। গভীরগর্জিতেন মদোদ্ধতান্ কেশরিণঃ সন্ত্রাসয়।

বঙ্গানুবাদ : হে মেঘ, তুমি চারিদিকে আকাশ আবৃত করিয়া জানাইয়া দিতেছ যে গ্রীষ্মের অবসান হইয়াছে। সূর্যতেজে উত্তপ্তা পৃথিবীকে ধারাবর্ষণে স্নান করাও। সন্তাপজ্বরে মৃতপ্রায় যে জীবলোক, উহাকে সঞ্জীবিত কর। পিপাসাতুর চাতকগণকে জল পান করাও। কদম্ববৃক্ষগুলিকে পুষ্পোদ্গমের শোভায় সুন্দর করিয়া তোল। নৃত্যনিপুণ ময়ূরগুলির হর্ষ বিধান কর। গম্ভীর ধ্বনিতে মদোদ্ধত সিংহগুলির ত্রাস সৃষ্টি কর।

১৯। ততঃ স জনমেজয়স্য ভ্রাতৃভিরভিহতো রোরূয়মাণো মাতৃসমীপমাগচ্ছৎ। তং মাতাপৃচ্ছৎ—কিং রোদিষি, কেনাস্যভিহত ইতি। স এবমুক্তো মাতরং যথাবৃত্তং প্রত্যুবাচ। তং মাতা প্রত্যুবাচ ব্যক্তং ত্বয়া তত্রাপরাদ্ধং যেনাস্যভিহত ইতি। স তাং পুনরুবাচ—নাপরাধ্যামি কিঞ্চিদপি। তচ্ছ্রুত্বা তস্য মাতা সরমা পুত্রদুঃখার্তা তদ্‌যজ্ঞস্থানমুপাগচ্ছৎ। জনমেজয়স্তয়া ক্রুদ্ধয়া তত্রোক্তঃ—অয়ং মে পুত্রো ন কিঞ্চিদপরাধ্যতি। কিমর্থমভিহত ইতি। ন কিঞ্চিদুক্তবন্তস্তে।

বঙ্গানুবাদ :—অতঃপর জনমেজয়ের ভাইদের দ্বারা আহত হইয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকটে আসিল। মাতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কি কাঁদিতেছ? কে তোমাকে মারিয়াছে?’ তাহাকে এইরূপ বলা হইলে সে উত্তরে যথাযথ ঘটনা বলিল। মাতা তাহাকে বলিলেন—‘তুমি ওখানে স্পষ্টই কোন অন্যায় কাজ করিয়াছ যে কারণে তোমাকে মারিয়াছে।’ সে পুনরায় উত্তর দিল—‘না কিছুই দোষ করি নাই।’ অতঃপর উহা শুনিয়া মাতা সরমা পুত্রের দুঃখে কাতর হইয়া জনমেজয়ের কাছে সেই যজ্ঞস্থানে গেলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া সেখানে তিনি বলিতে লাগিলেন—‘এই আমার পুত্র কোন কিছুই দোষ করে নাই। কেন তাহাকে মারিয়াছেন?’ তাঁহারা কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না।

২০। অথ দিবি দেবদুন্দুভয়ঃ প্রণেদুঃ। অবিরলকুসুমবৃষ্টিঃ সমীরণঃ প্রববৌ। সাধু সাধ্বিতি দশস্বপি দিক্ষু বাচো বিচেরুঃ। অত্রান্তরে ধর্মপাকশাসনৌ প্রকটিতরূপৌ তৌ রাজানমাহতুঃ। সাধু মহীনাথ? অতি শোভনস্তে ধর্মবোধঃ।

বঙ্গানুবাদ :—অতঃপর স্বর্গে দেবতাদিগের দামামা বাজিয়া উঠিল। নিরন্তর পুষ্পবর্ষণযুক্ত বাতাস বহিতে লাগিল। দশ দিকে সাধু সাধু—এই বাণী প্রচারিত হইল। ইতিমধ্যে ধর্মরাজ ও ইন্দ্র তাঁহাদের রূপ প্রকাশ করিয়া রাজাকে বলিলেন—‘হে রাজন্! ভালই, আপনার ধর্মবুদ্ধি অতি সুন্দর।’

২১। অস্তি কিলোত্তরস্যাং দিশি সুমহান্ শৈলঃ। সমীপে চ তস্য নগরম্।

তং শৈলমধিবসন্ কশ্চিদ্রাক্ষসঃ রাত্রৌ নগরমাগত্য কমপি মানবং শৈলং নীত্বা ভক্ষয়তি। একদা নগরবাসিভির্মন্ত্রয়িত্বা রাক্ষস উক্তঃ— ভো রাক্ষস, মা খাদীঃ, বয়মেব প্রত্যহং ভবতে মানবমেকং সমর্পয়াম ইতি।'

বঙ্গানুবাদ :—উত্তর দিকে এক বিশাল পর্বত ছিল। নিকটেই ছিল এক নগর। সেই পর্বতে যে রাক্ষস বাস করিত সে রাত্রিতে নগরটিতে আসিয়া কোনও লোককে পাহাড়ে লইয়া গিয়া খাইয়া ফেলিত। একদিন নগরবাসীরা মন্ত্রণা করিয়া রাক্ষসকে বলিল—'হে রাক্ষস, তুমি (এইভাবে) খাইবে না, আমরাই তোমাকে একটি করিয়া লোক প্রত্যহ দিব।'

২৪। অথৈকদা কশ্চিৎ পথি কিমপি নগরং প্রস্থিতঃ। তস্য মস্তকে মহান্ ভার আসীৎ। মার্গেণ গচ্ছতা তেন প্রাপ্তা কাপি বৃক্ষবাটিকা। তচ্ছীতলং স্থলং দৃষ্ট্বা ভ্রমণেন শ্রান্তঃ স পান্থোঽচিন্তয়ৎ—'অহো সুখকরং রমণীয়ং চৈতদুপবনম্। অত্রৈব বৃক্ষতলে কিঞ্চিৎকালং বিশ্রম্য অপরাহ্নে গমিষ্যামি।

বঙ্গানুবাদ :—অনন্তর কোন এক লোক পথ দিয়া এক নগরে যাইতেছিল। তাহার মাথায় বেশ একটা ভার ছিল। পথে যাইতে যাইতে সে এক বাগান-বাড়ীতে পৌছিল। উহার শীতল তলদেশ দেখিয়া শ্রান্ত সেই পথিক ভাবিল—'অহো, কি সুখকর রমণীয় এই উপবন। এখানেই গাছের তলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বিকালে রওনা হইব।'

অনুশীলনী

(১) ইংরাজী, বাংলায় অথবা হিন্দীতে অনুবাদ কর :—

১। আসীদ্ ভাগীরথীতীরে কশ্চিন্মহান্ বৃক্ষঃ। তস্য কোটরে প্রত্যবসদ্ গলিতনখনয়নো বৃদ্ধো জরদ্গবো নাম গৃধ্রঃ, অন্যে চ বহবঃ পক্ষিণস্তস্মিন্ বৃক্ষে স্বস্বনীড়েষু নিবসন্তি। তে কৃপয়া তস্য জরদ্গবস্য জীবনায় স্বাহারাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ উদ্ধৃত্য তস্মৈ অযচ্ছন্। তেনাসৌ জীবিকাং নিরবর্তয়ত।

২। আসীদ্ বারাণস্যাং কর্পূরপটো নাম রজকঃ। স চৈকদা প্রসুপ্তঃ। অতো দ্রব্যাণি হর্তুং তদ্গৃহং চোরঃ প্রবিষ্টঃ। তস্য প্রাঙ্গণে গর্দভো বদ্ধস্তিষ্ঠতি, কুক্কুরশ্চোপবিষ্টঃ। তং চোরমবলোক্য গর্দভঃ শ্বানমাহ—'সখে, ভবতস্তাবদয়ং ব্যাপারঃ। তৎ, কিমিতি ত্বমুচ্চৈঃ শব্দং কৃত্বা স্বামিনং ন জাগরয়সি?'

৩। রেবাতীরে বটবৃক্ষে বকা নিবসন্তি। তস্য অধস্তাদ্ বিবরে সর্পস্তিষ্ঠতি। স চ সর্পো বকানাং বালাপত্যানি খাদতি। ততঃ কেনচিদ্ বকেনোক্তম্—'ভো,

এবং কুরুত, নকুলবিবরাৎ সর্পবিবরং যাবৎ মৎস্যান্ আনীয় বিকিরত। ততো মৎস্যলুব্ধৈর্নকুলৈঃ স সর্পো হন্তব্য ইতি।'

৪। পুত্তলিকা ভোজরাজায় অব্রবীৎ—'ভো রাজন্, যদি তে বিক্রমাদিত্যস্যেব ঔদার্যাদিগুণা বিদ্যন্তে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ' রাজাব্রবীৎ—'মম স্বয়োক্তা গুণা বিদ্যন্তে।' পুত্তলিকা ভণতি—'রাজন্, এতদেব তবানুচিতং যৎ স্বমুখেনৈব আত্মানং কীর্তয়সি।' (দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা)

৫। একদা বৃক্ষশাখায়াং কপিঞ্জলো নাম পক্ষী নীড়ং কৃত্বা অবসৎ। স কদাচিৎ অন্যত্র গতঃ। তস্য নীড়ে শশকোঽবসৎ। অথ কপিঞ্জলঃ প্রত্যাগতঃ। তদা তয়োর্মধ্যে 'নীড়ো মে তব ন' ইত্যেবং বিবাদোঽভবৎ। বিবাদনিষ্পত্তয়ে তৌ ধ্যানোপবিষ্টং মার্জারম্ অনুরুরুধতুঃ। স মার্জারোঽবদৎ—'অহং তপসা কৃশঃ দূরান্ন শৃণোমি।' ইত্যুক্ত্বা নিকটমানীয় তেন বিড়ালেন দ্বাবেব ব্যাপাদিতৌ।

৬। অথাসৌ নকুলো ব্রাহ্মণমাগান্তম্ অবলোক্য রক্তবিলিপ্তমুখপাদস্তস্য চরণয়োর্লুলোঠ। ততোঽসৌ ব্রাহ্মণস্তথাবিধং নকুলং দৃষ্টা 'মম পুত্রোঽনেন ভক্ষিতঃ' ইত্যবধার্য তং ব্যাপাদিতবান্। পশ্চাৎ গৃহং প্রবিশ্য যাবদসৌ পশ্যতি তাবদ্ বালকঃ স্বস্থঃ স্বপিতি, সর্পশ্চ খণ্ডিতস্তিষ্ঠতি।

৭। রাজ্ঞস্তু মনসি শান্তির্নাসীৎ। পুত্রহীনো রাজা নিতরাং পীড্যমানঃ কুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণমগচ্ছৎ। স চ কুলগুরুরেবম্ আহ—"ভো রাজন্, ধৈর্যং ধেহি। ন হি অন্তরেণ বিধিং সিধ্যন্তি সম্পদঃ। অস্তি হি ঋষ্যশৃঙ্গো নাম তাপসঃ। তমানয়তু ভবান্। স চ ভবদর্থং পুত্রেষ্টিযজ্ঞং করিষ্যতীতি।"

৮। একদা ঘণ্টামাদায় পলায়মানঃ কশ্চিচ্চৌরো ব্যাঘ্রেণ ব্যাপাদিতঃ। তৎপাণিপতিতা ঘণ্টা বানরৈঃ প্রাপ্তা। তে বানরাস্তাং ঘণ্টাম্ অনুক্ষণং বাদয়ন্তি। "ঘণ্টাকর্ণো রাক্ষসঃ কুপিতো ঘণ্টাং বাদয়তি মনুষ্যাংশ্চ খাদতি" - ইত্যুক্ত্বা সর্বে জনাঃ নগরাৎ পলায়িতাঃ।

৯। অস্তি কল্যাণকটকে ভৈরবো নাম ব্যাধঃ। স চৈকদা পাপবুদ্ধির্লুব্ধো ভ্রাম্যন্ বিন্ধ্যাটবীমধ্যং গতঃ। তেন তত্র ব্যাপাদিতং মৃগমাদায় গচ্ছতা ঘোরাকৃতিঃ শূকরো দৃষ্টঃ। ততস্তেন মৃগং ভূমৌ নিধায় শূকরঃ শরেণ হতঃ। শূকরেণাপি ঘোরগর্জনং কুর্বাণেন স ব্যাধো হতাশ্ছিন্নদ্রুম ইব পপাত। (হিতোপদেশঃ)

১০। অথ কদাচিৎ পঞ্চবট্যাং রামঃ সীতয়া সহ উপাবিশৎ। সহসা সীতয়া দৃষ্টঃ কশ্চিদ্ধরিণঃ। সুবর্ণময়ং তস্যাজম্, রুচিরা চ তস্য আকৃতিরাসীৎ।

ততো বৈদেহী প্রাহ—'আর্যপুত্র, পশ্য পশ্য এনমদ্ভুতং কনকময়ং মৃগম্। এনং মদর্থং গৃহ্ণাতু আর্যপুত্র ইতি।,

১১। পঞ্চবিংশতিশতানি সংবৎসরাণাং ব্যতীতানি গৌতমকুলোৎপন্নস্য সিদ্ধার্থস্য জন্মনঃ। ভাগীরথ্যা উত্তরে তীরে কপিলবস্তু নাম কিমপি নগরমাসীৎ। তত্র নয়েন রাজ্যকমরোৎ শুদ্ধোদনো নাম নরপতিঃ। তস্য সিদ্ধার্থো নাম পুত্ররত্নমজায়ত। স রাজপুত্রঃ সুচরিতো বিবেকশীলশ্চাসীৎ।

১২। আসীৎ ইন্দ্রপ্রস্থং নাম নগরম্। তত্র পাণ্ডবজ্যেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ প্রজানাং কল্যাণায় সততম্ অচেষ্টত। অচিরাত্তস্য রাজ্যং সমৃদ্ধমভবৎ। তচ্ছ্রুত্বা মাৎসর্যেণ সন্তপ্তাঃ কৌরবাঃ পাণ্ডবানাং নাশোপায়ং চিন্তিতবন্তঃ। অথ শকুনিনা সহ মন্ত্রয়িত্বা তে অক্ষক্রীড়ায়াং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরং সমাহূতবন্তঃ।

১৩। রাজানমাগতং দৃষ্ট্বা যোগিনা উক্তম্—ভো মহারাজ, কিমর্থম্ অস্মাকং স্থানম্ অতিকষ্টেন আগতোঽসি। রাজ্ঞা উক্তম্—ভো দেব, অহং তব সন্দর্শনায় আগতোঽস্মি। যোগিনোক্তম্—মহৎ কষ্টমনুভূতং খলু ত্বয়া। রাজ্ঞোক্তম্—কিমপি নাস্তি। ভবৎসন্দর্শনমাত্রেণ সকলমপি পাতকং গতম্।

১৪ বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্বতি সর্বেঽপি জনাঃ সুখেনাসন্। সদাচারবন্তঃ সর্বে জনাঃ। তেষাং যশসি অভিরুচিঃ, পরোপকারকরণে মতিঃ, অসতো অপ্রণয়ঃ, লোভে দ্বেষঃ, পরাপবাদে অনাদরঃ, পরমেশ্বরে ভক্তিঃ, বাচি সত্যম্, উক্তিপরিপালনে দার্ঢ্যম্, হৃদয়ে ঔদার্যগুণঃ। এবং সর্বে পবিত্রান্তঃকরণা বর্তন্তে।

১৫। অথ কদাচিৎ তৃষ্ণার্তো বায়সো জলমন্বিষ্যন্ ন কুত্রাপি তদলভত। ততঃ শ্রান্তশ্চাসৌ কিমপি উদ্যানং প্রাপ্তঃ। তত্র স ভাগ্যেন দৃষ্টবান্ জলকুম্ভম্। কিন্তু তস্মিন্ ঘটে স্বল্পমেব জলমাসীৎ। তত্র চঞ্চুং নেতুং নাশক্নোৎ। অথ স উপলখণ্ডানি চঞ্চ্বা আহৃত্য ঘটস্য অভ্যন্তরে ন্যক্ষিপৎ। এবমুপরিপ্রাপ্তং জলং তেন পীতম্।

১৬। একদা গরুড়স্য যাত্রাপ্রসঙ্গেন সর্বে পক্ষিণঃ সমুদ্রতীরং গতাঃ। কাকেন সহ কশ্চিদ্ বর্তকোঽপি তত্র চলিতঃ। অথ পথি গচ্ছতঃ কস্যচিদ্ গোপালস্য মস্তকস্থিতাদ্ দধিভাণ্ডাদ্ বারং বারং তেন কাকেন দধি খাদ্যতে। ততো যাবদসৌ দধিভাণ্ডং ভূমৌ নিধায় ঊর্ধ্বং পশ্যতি, তাবৎ তেন কাকবর্তকৌ দৃষ্টৌ। ততস্তেন তাড়িতঃ কাকঃ পলায়িতঃ, স্বভাবনিরপরাধোঽপি মন্দগতির্বর্তকস্তেন প্রাপ্তো ব্যাপাদিতঃ।

১৭। অস্তি মালবদেশে পদ্মগর্ভাভিধানং সরঃ। তত্র একো বৃদ্ধবকঃ সামর্থ্যহীন উদ্বিগ্নমিব আত্মানং দর্শয়িত্বা স্থিতঃ। স কেনচিৎ কুলীরেণ (কাঁকড়া কর্তৃক) পৃষ্টঃ—'কিমিতি ভবান্ আহারপরিত্যাগেন তিষ্ঠতি?' বকেনোক্তম্—'ভোঃ শৃণু, মৎস্যা মম জীবনহেতবঃ। ধীবরৈর্মৎস্যা ব্যাপাদয়িতব্যা ইতি ময়া শ্রুতম্। আহারাভাবাদ্ মমাপি মরণমিতি জ্ঞাত্বা আহারেঽপি অনাদরঃ।

১৮। কদাচিদ্ বৃক্ষারূঢ়স্য ভল্লূকস্য শরণাগতো রাজপুত্রস্তস্য অঙ্কে নিদ্রাং গতঃ। তরোরধস্তাদ্ ব্যাঘ্রো বদতি—ভো ভল্লূক, অয়ং গ্রামবাসী মৃগয়ায়ৈ অস্মান্ হনিষ্যতি। শত্রুরয়ং কিমর্থমঙ্কে নিবেশিতঃ। এনমধঃ পাতয় অহমেনং ভক্ষয়ামি। ভল্লূকেনোক্তম্—অয়ং যাদৃশোঽপি ভবতু, পরং মম শরণাগতঃ। শরণাগতমারণে মহৎ পাপম্।' (দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা)

১৯। আসীত্তস্য মহীপতেঃ সকলশ্রুতিশাস্ত্রপারগো ব্রাহ্মণঃ শ্রুতশীলো নাম মহামন্ত্রী। অথ স নৃপতিস্তস্মিন মন্ত্রিণি নিধায় রাজ্যচিন্তাভারং সকলসংসারসুখম্ অনুভবন্নাস্তে। স কদাচিৎ পর্বতভূবি বিজহার। কদাচিৎ সেনয়া সমন্বিতো মৃগানুসারী বনমার্গং বভ্রাম। কদাচিৎ অক্ষবিনোদমন্বতিষ্ঠৎ।

২০। ব্রাহ্মণস্তীর্থযাত্রাং কর্তুকামঃ পুত্রায় উপদিশতি—'ভোঃ পুত্র, অতিকষ্টাং দশাং প্রাপ্তোঽপি স্বধর্মং ন পরিত্যজ। পরৈঃ সহ বিবাদং মা কুরু। সর্বভূতেষু দয়া কার্যা। পরমেশ্বরে ভক্তির্বিধেয়া। বলবতা সহ বিরোধং মা কুরু। স্ববিত্তানুসারেণ ব্যয়ঃ করণীয়ঃ। সজ্জনসঙ্গঃ সেবনীয়ঃ। দুর্জনাঃ পরিহর্তব্যা ইতি।

২১। অথ রাক্ষসঃ সমাগত্য প্রহসিতবদনং পুরুষং দৃষ্ট্বা বদতি—'ভো মহাপুরুষ অত্র শিলায়াং য উপবিশতি, স মদাগমনাৎ প্রাগেব ম্রিয়তে। ভবান্ পুনঃ সানন্দং প্রহসতি। ততঃ কো ভবান্' ইতি। রাজা আত্মপরিচয়ং দত্ত্বা কথয়তি—'ময়া পরার্থমেব এতৎ শরীরং দীয়তে, অনেন মে ন কাপি গ্লানিঃ।

২২। শৈব্যা—হা পুত্র! হা পুত্র! দেহি মে প্রতিবচনম্। পিত্রাপি তে যথা পরিত্যক্তা, তথা ত্বমপি মাং মন্দভাগিনীং মাতরং পরিত্যজসি (ইতি মোহং গচ্ছতি)।

রাজা—(শ্রুত্বা অবলোক্য চ) কথমিয়মপি ভর্ত্রা পরিত্যক্তা? অহো, সর্বথা সর্বত্র নিষ্করুণতা নিয়তিকৃতা।

শৈব্যা—কিমিতি মাং ন আলপসি? (সোন্মাদম্) কিং ভণসি—উপাধ্যায়স্য

কারণাৎ কুসুমচয়নকালে কৃষ্ণসর্পেণ দষ্টোঽসি ? কিমিতি স কৃষ্ণসর্পো মাং ন দশতি ? হা এবাহং মন্দভাগিনী !

২৫। একদা কশ্চিৎ বায়সো মাংসখণ্ডম অলভত। বৃক্ষস্য অধস্তাদ্ আসীৎ কশ্চন জম্বুকঃ। স ব্রূতে—'অহো ভাগ্যং যৎ ত্বৎসদৃশো রমণীয়ো বিহগো ময়া অদ্য বিলোকিতঃ। তথাপি দুঃখং যদ্ বিধাত্রা ত্বং মূকঃ কৃতঃ।' আত্মস্তুতিং শ্রুত্বা শব্দং কর্তুং যাবদসৌ বায়সো মুখং ব্যাদদাতি, তাবৎ তন্মাংসখণ্ডং ভূমৌ নিপতিতম্। শৃগালেন চ তৎ তৎক্ষণাৎ লব্ধম্।

২৬। ইয়ং রম্যা মন্দাকিনী নদী। সা চ কমলৈরুপশোভিতা হংসসারসৈশ্চ সেবিতা। জটাবল্কলধরা আশ্রমবাসিন ঋষয়স্তত্র অবগাহন্তে। ঊর্ধ্ববাহবস্তে আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তে। পুলিনমস্যা নানাবিধৈঃ পুষ্পফলদ্রুমৈঃ মনোঽভিরামম্। বীতভয়ানি মৃগযূথানি তত্র বিচরন্তি, পিবন্তি চ অমৃতময়ং তোয়ম্। হিমকিরণ-স্নিগ্ধৈর্বাতৈঃ পথিকজনশ্রমঃ অপনুদ্যতে।

২৭। আসীৎ পুরা সূর্যবংশে দিলীপস্য সুতো রঘুর্নাম। তস্য নাম্নৈব দিলীপবংশো রঘুবংশ ইতি বিখ্যাতোঽভবৎ। তস্য পুত্রঃ অজঃ। কালেন স যৌবনপদবীম আরূঢ়ঃ। অজস্য গুণং বিক্রমঞ্চ শ্রুত্বা রাজকন্যা ইন্দুমতী তস্য কণ্ঠে বিবাহমালাম্ অর্পয়ামাস। তদনন্তরং পিত্রা সিংহাসনে স্থাপিতঃ।

২৮। একদা গগনমধ্যারূঢ়ে দিনকরে রমণীয়সলিলং সরঃ প্রেক্ষ্য সা তস্য তীরমুপজগাম। অথ সা প্রচ্ছায়শীতলস্য অশ্বত্থতরোর্মূলে শিশুং রাজকুমারং শায়য়িত্বা স্নাতুং সলিলে অবততার। তদা কুম্ভীরেণ গৃহীতপাদা সা প্রাণৈঃ বিয়োজিতা। অহো রাজকুমারঃ অজ্ঞাতদেশে অশরণঃ সম্পন্নঃ।

২৯। আসীদুজ্জয়িন্যাং সকলগুণোপেতো বিক্রমাদিত্যো নাম রাজা। স একদা স্বমনস্যচিন্তয়ৎ—অহো অসারোঽয়ং সংসারঃ। কদা কস্য কিং ভবিষ্যতি ন জ্ঞায়তে। অত উপার্জিতং বিত্তং দানভোগৈর্বিনা সফলং ন ভবতি। অতো বিত্তস্য সৎপাত্রে দানমেকং ফলম্। অন্যথা নাশমেব প্রাপ্নোতি। ইত্যেবং বিচার্য সর্বস্বদক্ষিণং যজ্ঞমুপচক্রমে। ততঃ শিল্পিভিরতিমনোহরো মণ্ডপো নির্মিতঃ।

৩০। ততো রাজকুমারো বনং গত্বা বহূন্ শ্বাপদান্ ব্যাপাদ্য কৃষ্ণসারং দৃষ্ট্বা তদনুগতো মহদরণ্যং প্রবিষ্টো যাবৎ পশ্যতি, তাবৎ সর্বোঽপি সৈন্যবর্গো নগর-মার্গে লগ্নঃ। কৃষ্ণসারোঽপি তস্মাদৃশ্যো জাতঃ। স্বয়মেকাকী তু তুরগারূঢ়

সরোবরস্যাগ্রে বনমপশ্যৎ। তত্রাশ্বাদবতীর্ণো বৃক্ষশাখায়ামশ্বং নিবধ্য জলপানং বিধায় যাবৎ বৃক্ষাধস্তাদুপবিশতি তাবদতিভয়ঙ্করঃ কশ্চিদ্‌ব্যাঘ্রঃ সমাগতঃ।

সংকেতঃ কৃষ্ণসারঃ—কৃষ্ণসার মৃগ। নিবধ্য—বাঁধিয়া। (দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা)

৩১। অস্তি নর্মদাতীরে ধর্মপুরনামধেয়ং নগরম্। তত্র জীমূতবাহনো নাম রাজা বভূব। স রাজা অমাত্যসহিতঃ সুখাসীন আস্তে ইত্যেব কালে একা স্ত্রী করুণস্বরেণ রোদিতি। ক্রন্দনং শ্রুত্বা রাজা প্রতীহারমাদিদেশ। স গত্বা বদতি—মাতঃ, কা ত্বং কথং বা রোদিষি? সা ব্রূতে—নাগমাতাহম্, মমাষ্ট পুত্রা গরুড়েন খাদিতাঃ। এষ একঃ পুত্রো বিদ্যতে। এতং যেবভাবেন খাদিতুং স্পৃহয়তি। তেনাহং ক্রন্দামি। (বেতালপঞ্চবিংশতিঃ)

৩২। রাজা চ তমালিঙ্গ্য প্রণম্য নিজকরকমলেন তৎকরকমলম্ অবলম্ব্য সৌধান্তরং গত্বা প্রোত্তুঙ্গগবাক্ষে উপবিষ্টঃ প্রাহ—'বিপ্র! ভবন্নাম্না কান্যক্ষরাণি সৌভাগ্যমবলম্বিতানি? কস্য বা দেশস্য ভবদ্বিরহঃ সুজনান্ বাধতে?" ইতি। ততঃ কবির্লিখতি রাজ্ঞো হস্তে—কালিদাস ইতি। রাজা বাচয়িত্বা পাদয়োঃ পততি। ততস্তত্রাসীনয়োঃ কালিদাস-ভোজয়োরাসীৎ সন্ধ্যা। রাজা "সখে, সন্ধ্যাং বর্ণয়" – ইত্যবাদীৎ। (ভোজপ্রবন্ধম্ঃ)

সঙ্কেতঃ বাচয়িত্বা—(উহা) পড়িয়া বা উচ্চারণ করিয়া

৩৩। স মূষিকঃ সবিনয়ং তং সিংহমব্রবাৎ—প্রভো রক্ষ মাম্। ত্বং পশূনামধিপতিঃ অহঞ্চাতীব ক্ষুদ্রজন্তুঃ। মাদৃশস্য জন্তোঃ রুধিরেণ স্বমাত্মনঃ করং ন দূষয়িতুমর্হসি। তস্যৈতৎ সকরুণং বাক্যং শ্রুত্বা সিংহস্তমমুঞ্চৎ। অথ গচ্ছতা কালেন স এব সিংহঃ কস্যচিদ্ ব্যাধস্য জালে নিপতিতঃ। বহুনাপ্যায়াসেনাত্মানং মোচয়িতুমসমর্থঃ স কেবলমুচ্চৈর্গর্জতি স্ম। তস্য তদ্ গর্জনং শ্রুত্বা পূর্বোপকৃতঃ স মূষিকঃ সত্বরং তত্রাগত্যাহ—প্রভো, অলং ভয়েন। অয়মহং তে দাস ইত্যুক্ত্বা স্বৈর্দশনৈস্তস্য পাশানকৃন্তৎ। (দশনৈঃ—দাঁতগুলির দ্বারা)

৩৪। পিঙ্গলকঃ সভয়ম্ আহ—জ্ঞাতং ময়াধুনা দেবতাপ্রসাদং বিনা শষ্পভোজনো ব্যালাকীর্ণে বন এবং নিঃশঙ্কা নদন্তো ন ভ্রমন্তি। ততস্ত্বয়া কিমভিহিতম্? দমনক আহ—স্বামিন্, এতদভিহিতম্—যদেতদ্বনং চণ্ডিকাবাহনভূতস্য পিঙ্গলকস্য বিষয়ীভূতম্। তদ্ ভগবানভ্যাগতঃ প্রিয়োঽতিথিঃ। তৎ তস্য সকাশং গত্বা ভ্রাতৃস্নেহেনৈকত্র ভক্ষণপান-বিহরণক্রিয়াভিরেকস্থানাশ্রয়েণ কালো নেয়ঃ। [সঙ্কেত—ব্যালাকীর্ণ—শ্বাপদসঙ্কুল]।

৩৫। পরমার্থোঽয়ং শ্রূয়তাম্। সর্বোঽপি জন্তুর্জন্ম লব্ধা রোদনৈকসারং রোগাকুলং সর্বথা চ পরাধীনং বাল্যং নয়তি। কামাহঙ্কারাদিদোষৈরাক্রান্তং যৌবনং সুখভাবনয়াপরস্তোঽতিবাহয়তি। জরাং নামাতিকষ্টময়ীং দশাং যথা কথঞ্চিদ্ বিকলাঙ্গোঽনুভূয়াবশো ভূত্বা মৃত্যুমুখং প্রবিশতি। সাধারণ এষ পন্থাঃ প্রাণিনাং সর্বেষাম্।

৩৬। অথ তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণী পরুষতরবচনৈস্তং ভর্ৎসয়মানা প্রাহ—'কুতস্তে দারিদ্র্যোপহতস্য ভোজনপ্রাপ্তিঃ। তৎ কিং ন লজ্জসে এবং ব্রুবাণঃ। কিং চ, ন ময়া তব হস্তলগ্নয়া কদাচিদপি লব্ধং সুখং ন মিষ্টান্নস্যাদনং ন চ হস্তপদকর্ণাদিভূষণম্।' তচ্ছ্রুত্বা ভয়ত্রস্তোঽপি বিপ্রো মন্দং মন্দং প্রাহ।

৩৭। পুণ্যানি হি নামগ্রহণান্যপি মহামুনীনাম্, কিং পুনর্দর্শনানি। ধন্যমিদম্ আশ্রমপদম্ অয়মধিপতির্যত্র। অথবা ভুবনতলমেব ধন্যমখিলম্ অনেনাধিষ্ঠিতম্। পুণ্যভাজঃ খল্বমী মুনয়ো যদহর্নিশম্ অপগতান্যব্যাপারা নিশ্চলদৃষ্টয়ঃ পুণ্যাঃ কথাঃ শৃণ্বন্ত এনং পর্যুপাসতে।

৩৮। অস্তি মুনিজনসেবিতা পবিত্রা বিন্ধ্যাটবী নাম। তস্যাঞ্চ মহামুনেরগস্ত্যস্য আশ্রমপদমাসীৎ। তস্যাগস্ত্যাশ্রমস্য নাতিদূরে পম্পাভিধানং সরঃ। তস্যৈব পদ্মসরসঃ পশ্চিমে তীরে জীর্ণঃ শাল্মলীবৃক্ষঃ। তত্র বিরচিতকুলায়সহস্রাণি শুককুলানি প্রতিবসন্তি স্ম। একস্মিংশ্চ জীর্ণকোটরে জায়য়া সহ নিবসতঃ পশ্চিমে বয়সি বর্তমানস্য পিতুরহমেব একঃ সূনুরভবম্। অতিপ্রবলয়া মমৈব জায়মানস্য প্রসববেদনয়া জননী মে লোকান্তরমগমৎ। (কাদম্বরী)

সঙ্কেত: পশ্চিমে বয়সি—প্রাচীন বয়সে। সূনুঃ—পুত্র।

৩৯। হা প্রিয়সখ মকরন্দ। পশ্যেদং দৈবদুর্বিলসিতম্। কিং পূর্বং ময়া কৃতমনবদাতং কর্ম। অহো বিপাকো নিয়তেঃ। অহো দুরতিক্রমতা কালগতেঃ। অহো গ্রহাণামতিকটু-কটাক্ষপাতনম্। অহো বিসদৃশফলতা গুরুজনাশিষাম্। অহো দুঃস্বপ্নানাং দুর্নিমিত্তানাং চ ফলম্। সর্বথা ন কিঞ্চিদগোচরো ভবিতব্যানাম্। (বাসবদত্তা)

৪০। অস্তি বিদর্ভো নাম জনপদঃ। তস্মিন্ ভোজবংশভূষণম্ অংশাবতার ইব ধর্মস্য সত্যবাদী বদান্যো বিনেতা প্রজানাং পুণ্যশ্লোকঃ পুণ্যবর্মা নামাসীৎ। স্বপুণ্যৈঃ কর্মভিঃ জীবনকালেন দিবং গতঃ। তস্য দেহান্তরাদনন্তরম অনন্তবর্মা নাম তৎসুতঃ সিংহাসনমভ্যতিষ্ঠৎ। স সর্বগুণৈঃ সম্বন্ধোঽপি দৈবাদণ্ডনীত্যাং নাত্যাদৃতোঽভূৎ। (দশকুমারচরিতম)

॥ ৩ ॥

ব্যাকরণ

॥ বর্ণপ্রকরণ ॥ ১ ॥

মানুষ অর্থবিশিষ্ট শব্দের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে। ভাষা মানুষের সভ্যতা ও শ্রেষ্ঠতার গৌরবময় নিদর্শন। শব্দই ভাষায় প্রকাশিত হয়। মহাকবি দণ্ডী শব্দের প্রশংসায় সুন্দর এক উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি শব্দনামক জ্যোতিঃ বসুধাতলে প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আবৃত থাকিত। ইহা কবিহৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস নয়, ইহা যথার্থ সত্যের স্বীকৃতি।

১। বর্ণ লইয়া শব্দ গঠিত হয়। এই জন্য শব্দকে বলা হয় বর্ণাত্মক। আমরা মুখ দিয়া যে-সকল ধ্বনি উচ্চারণ করি, তাহার ধ্বনিগত এক একটা নির্দিষ্ট রূপ বা আকার আছে, সেইগুলিকে বলা হয় বর্ণ। লিপিতে প্রকাশ করিবার সময় উহাদিগকে বলা হয় অক্ষর। স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনযুক্ত স্বরবর্ণ বা অনুস্বারযুক্ত স্বরবর্ণকেও অক্ষর বলে।

বর্ণ দুই প্রকার—স্বর ও ব্যঞ্জন।

স্বরবর্ণ (Vowel)

২। যে সব বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজেই উচ্চারিত হয়, তাহারা স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণ তেরটি। যথা—অ আ ই ঈ, উ ঊ ঋ ৠ ঌ, এ ঐ ও ঔ। এই বর্ণগুলির মধ্যে অ ই উ ঋ ঌ—এই পাঁচটি হ্রস্ব স্বর। ইহাদের উচ্চারণে এক মাত্রা অর্থাৎ অল্প সময় লাগে। অবশিষ্ট আটটি দীর্ঘ স্বর অর্থাৎ দুই মাত্রা-বিশিষ্ট, যেমন—আ ঈ ঊ ৠ এ ঐ ও ঔ।

৩। পাণিনি স্বরবর্ণগুলিকে অচ্ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। অচ্ বলিতে অ হইতে চ্ পর্যন্ত পাণিনির সূত্রে যে বর্ণগুলি আছে, তাহাদের মধ্যে ণ্ ক্ ঙ্ চ্ বাদে আর সব বর্ণ স্বরবর্ণ। সূত্রগুলি যথা—(১) অ ই উ ণ্. (২) ঋ ঌ ক্, (৩) এ ও ঙ্. (৪) ঐ ঔ চ্। এই চারিটি সূত্রের শেষের চারিটি বর্ণ. যেমন ণ্ ক্ ঙ্ চ্—এই ব্যঞ্জনবর্ণগুলি ঐ তালিকায় ঠিক অন্তর্ভুক্ত নহে। উহারা ইৎ, অর্থাৎ কার্যকালে থাকে না। শুধু পূর্বের ও শেষের ঐ বর্ণগুলিকে

লইয়া এক একটি মিলিত 'প্রত্যাহার' বা সমষ্টির পরিচয় দেওয়া হয়, যেমন অণ্ বলিতে অ ই উ ণ্ বোঝাইলেও ণ্ বাদে অ ই উ বোঝাইবে। ঋক্ বলিতে ঋ ঌ ক্ হইলেও ক্ বাদে ঋঌ-কেই বোঝাইবে। সেইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

পাণিনি অচ্ সংজ্ঞায় স্বরবর্ণের যে তালিকা দিয়াছেন, উহাতে আ ঈ উ ঋ— এই দীর্ঘ স্বরের উল্লেখ করেন নাই। অন্য সূত্রে দীর্ঘ স্বরের কথা আছে।

৪। পাণিনি স্বরবর্ণের সূত্রগুলিতে বর্ণগুলিকে ক্রম-পরিপাটির নীতিতে সাজাইয়াছেন। কারণ অণ্ বলিতে অ ই উ—এই যে তিন স্বর, উহারা সরল স্বর (Simple vowel)। ঋক্ বলিতে ঋ ঌ—এই দুই স্বর, উহারা নাদ স্বর (Sonant vowel)। এচ্ বলিতে এ ও ঐ ঔ—এই যে চারিটি স্বর, উহারা সন্ধ্যক্ষর (Dipthong), বা যৌগিক স্বর, অর্থাৎ দুই স্বর মিলিয়া গঠিত। অ+ই=এ, দুই স্বর পাশাপাশি একসঙ্গে উচ্চারণ করিলে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। যেমনি অ+উ=ও। আবার ঐ বলিতে অই (Ai), ঔ বলিতে অউ (Au)—এই হিসাবেও ঐ ঔ যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যক্ষর।

৫। স্বরবর্ণগুলি কখনও কখনও অনুনাসিক হয়। অনুনাসিক বুঝাইতে ঠিক স্বরবর্ণটির উপরে চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন ঁ দেওয়া হয়। যেমন—মহাঁলাভঃ।

ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant)

৬। স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া যে সব বর্ণ পৃথক্‌ভাবে উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদিগকে ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant) বলে। যেমন ক্ খ্ ইত্যাদি। ইহাদের নীচে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া হয়—উহাই ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্ন। উচ্চারণ করিতে গেলে ক্ এর সঙ্গে অ—ক, অথবা আগে অ, পরে ক্ (অক্) —এই ভাবে স্বরবর্ণের সাহায্য লাগে। ব্যঞ্জনবর্ণ পঁয়ত্রিশটি। তন্মধ্যে পাঁচ বর্গে পাঁচটি করিয়া ২৫টি বর্ণ। নিম্নে উচ্চারণপ্রসঙ্গ দেখ। যেমন ক-বর্গ বলিতে ক্ হইতে ঙ্ পর্যন্ত বর্ণ। বর্গ বলিতে শ্রেণী বা একজাতীয় সমষ্টি বোঝায়। স্পর্শবর্ণের মধ্যে উচ্চারণের স্থান অনুসারে বর্গভেদ।

য্ ব্ র্ ল্—এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণ। উহারা স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী বলিয়া, অথবা স্পর্শ এবং উষ্মবর্ণের মধ্যবর্তী বলিয়া অন্তঃস্থ। য্ ব্ র্ ল্ স্পষ্ট অর্ধস্বর (Semi-vowel) এবং র্ ল্ তরল স্বরও (Liquid) বটে। উচ্চারণ যথা—য্—ইঅ্, ব্—উঅ্, র্—ঋঅ্, ল্—ঌঅ্।

শ্ ষ্ স্ হ্—এই চারিটি উষ্মবর্ণ (Sibilant)। উচ্চারণে শিস্ দেওয়ার মত শ্বাসবায়ু কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়। অনুস্বার ও বিসর্গ অযোগবাহ বর্ণ; পাণিনির তালিকায় ইহাদের যোগ হয় নাই বটে, কিন্তু ইহারা কার্য নির্বাহ করে।

৭। পাণিনি ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে **হল্** সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। উহাদের পরিচয় দিতে গিয়া তিনি দশটি সূত্র রচনা করিয়াছেন। যথা—

(১) হ য ব র ট্ (২) ল ণ্ (৩) ঞ ম ঙ ণ ন ম্ (৪) ঝ ভ ঞ্ (৫) ঘ ঢ ধ ষ্ (৬) জ ব গ ড দ শ্ (৭) খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্ (৮) ক প য্ (৯) শ ষ স র্ (১০) হল্।

উপরের ঐ সূত্রগুলির মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যে অকার যোগ করিয়া দেখান হইয়াছে, সেই অ-স্বর উচ্চারণের জন্য, কার্যকালে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। প্রতিসূত্রের শেষে যে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, যেমন ট্ ণ্ ম্ ঞ্ ইত্যাদি, সেগুলিও ইৎ। ফলে যণ্ বলিলে য্ ব্ র্ ল্—এই কয়টিকে বোঝাইবে। এইরূপ অন্যত্র।

৮। (ক) ব্যঞ্জনবর্ণের পাণিনিধৃত উপরের তালিকায় প্রথমেই দেখা গেল হ্-এর পরে য্ ব্ র্ ল্—এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণ। এই চারিটিতে কিছুটা স্বরবর্ণের ধর্ম আছে। যেমন—য্—ইঅ্। ব্—উঅ্ ইত্যাদি। কাজেই স্বরবর্ণের তালিকায় শেষে ব্যঞ্জনবর্ণের আরম্ভে অন্তঃস্থবর্ণের উল্লেখ পাণিনিমতে খুবই যুক্তিযুক্ত।

(খ) ইহার পরেই পাণিনিসূত্রে দেখা যায়—বর্গের পঞ্চম বর্ণের তালিকা ঞ্ ম্ ঙ্ ন্ ণ্। ইহারা **অনুনাসিক**। ইহাদের নিজ নিজ উচ্চারণস্থান তো আছেই। তাহা ছাড়া উচ্চারণে নাসিকারও অতিরিক্ত একটা স্থান আছে। একটু 'নাকি' সুরে উচ্চারণ করিতে হয়।

(গ) ইহার পরেই রহিয়াছে চতুর্থ বর্ণগুলি—ঝ্ ভ্ ঘ্ ঢ্ ধ্।

(ঘ) বর্গের তৃতীয় বর্ণগুলি জশ্ সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট হয়—জ্ ব্ গ্ ড্ দ্।

(ঙ) পরবর্তী দুই সূত্রে বর্গের দ্বিতীয় ও প্রথম বর্ণের উল্লেখ আছে।

(চ) সব শেষে আছে শ্ ষ্ স্ হ্—উহারা **উষ্মবর্ণ**। পাণিনি এই ক্রমে বর্ণগুলিকে সাজাইয়াছেন নানা প্রয়োজনে। এক তো উচ্চারণের ক্রমবৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। দ্বিতীয়তঃ সন্ধির ক্ষেত্রে এই বিভাগ বিশেষ উপযোগী, যেমন ইক্ স্থানে যণ্ আদেশ, অর্থাৎ ই উ ঋ স্থানে যথাক্রমে য্ ব্ র্ আদেশ। ইহা সন্ধি পড়িবার সময় বুঝিতে পারিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—স্বরবর্ণের মধ্যে অ ই উ ঋ প্রভৃতিকে যথাক্রমে অ-বর্ণ, ই-বর্ণ, উ-বর্ণ ও ঋ-বর্ণ বলে। উহাদের দীর্ঘস্বরও উহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অতএব অ-বর্ণ বলিতে অ আ—দুইই বোঝাইবে। এই প্রকার ই-বর্ণ, উ-বর্ণ ইত্যাদি। কিন্তু এ ও ঐ ঔ—ইহাদের হ্রস্ব স্বর নাই। উহারা দীর্ঘস্বর।

বর্ণের উচ্চারণ-স্থান

অ-বর্ণ, ক-বর্গ, হ্—কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত বলিয়া		কণ্ঠ্য বর্ণ	(Gutturals)
ই-বর্ণ, চ-বর্গ, য্ শ্—তালু ,,	,, ,,	তালব্য বর্ণ	(Palatals)
ঋ-বর্ণ, ট-বর্গ, র্ ষ্—মূর্ধা ,,	,, ,,	মূর্ধন্য বর্ণ	(Cerebrals)
৯, ত-বর্গ, ল্ স্—দন্ত ,,	,, ,,	দন্ত্য বর্ণ	(Dentals)
উ-বর্ণ, প-বর্গ—ওষ্ঠ ,,	,, ,,	ওষ্ঠ্য বর্ণ	(Labials)
এ ঐ কণ্ঠ ও তালু ,,	,,	কণ্ঠতালব্য বর্ণ	(Gutturo-Palatals)
ও ঔ কণ্ঠ ও ওষ্ঠ ,,	,,	কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ	(Gutturo-labials)
অন্তঃস্থ ব্ দন্ত ও ওষ্ঠ ,,	,,	দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ	(Labio-dentals)
ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ নাসিকা হইতেও ,,		অনুনাসিক বর্ণ	(Nasals)
অনুস্বার নাসিকা হইতে ,,		অনুনাসিক বর্ণ	(Nasals)

: (বিসর্গ)—পূর্ববর্তী স্বরের উচ্চারণ স্থানই বিসর্গের উচ্চারণ স্থান।

বর্ণবিশ্লেষ

১। (ক) স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগে শব্দ গঠিত হয়। যেমন—ক বলিলে বুঝিতে হইবে ক্+অ। কিন্তু যদি হসন্ত চিহ্ন দেওয়া থাকে, যেমন ক্, সেখানে সেই ক্ ব্যঞ্জনবর্ণ, পরবর্তী কোন স্বরের সহিত যুক্ত হয় নাই বুঝিতে হইবে। শব্দের বর্ণগুলিকে পরপর পৃথক্‌ভাবে সাজাইলে **বর্ণবিশ্লেষ** করা হয়। যেমন—কা অর্থাৎ ক্+আ। কাক—ক্+আ+ক্+অ।

(খ) বর্ণসংযোগের বেলায় ব্যঞ্জনবর্ণের ঠিক আগে র্ থাকিলে উহা রেফ্ হইয়া পরবর্ণের মাথায় বসে। যেমন—নির্+ধন=নির্ধন, দুর্+গতিঃ=দুর্গতিঃ। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের ঠিক পরে র্ থাকিলে উহা রফলা হইয়া পূর্বের ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে যুক্ত হয়। আ ম্ র্ অ—আম্র। ব্+র্+আ+হ্+ম্+অ+ণ্+অ=ব্রাহ্মণ।

(গ) বর্ণবিশ্লেষের জ্ঞান সন্ধিতে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ সন্ধিতে প্রথম শব্দের বা প্রথম পদের শেষ বর্ণ ও পরপদের প্রথম বর্ণের মিলন হয়।

অনুশীলনী

১। বর্ণ কয় প্রকার এবং কি কি?

২। স্বরবর্ণে ও ব্যঞ্জনবর্ণে প্রভেদ আছে কিনা? প্রভেদ কিরূপ?

৩। পাণিনিমতে অচ্ ও হল্ বলিতে কোন্ বর্ণগুলি বোঝায়?

৪। ক-বর্গ ও প-বর্গের উচ্চারণস্থান কি কি? বর্ণবিশ্লেষ কর :—রামঃ, কৃষ্ণঃ, গিরিঃ।

॥ সংজ্ঞা ও পরিভাষা প্রকরণ ॥১॥

১। **গুণ**—গুণ বলিতে ই ঈ স্থানে এ, উ ঊ স্থানে ও, ঋ ৠ স্থানে অর্, ৯ স্থানে অল্ বোঝায়। সূত্র—অদেঙ্ গুণঃ, (১.১.২), উরণ্ রপরঃ (অর্, অল্)। সন্ধি ও কৃৎপ্রত্যয়যোগের ক্ষেত্রে গুণ বিধানের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

২। **বৃদ্ধি**—আ ঐ ঔ আর্ আল্—ইহাদিগকে বৃদ্ধি সংজ্ঞা বলে। অ স্থানে আ, ই ঈ এ ঐ স্থানে ঐ; উ ঊ ও ঔ স্থানে ঔ; ঋ ৠ স্থানে আর্ এবং ৯ স্থানে আল্ হয়। সূত্র—বৃদ্ধিরাদৈচ্ (১.১.১)। সন্ধি ও তদ্ধিতে বৃদ্ধির কার্য হয়।

৩। **সম্প্রসারণ**—য্ ব্ র্ ল্ অক্ষরগুলিতে অংশতঃ স্বরবর্ণের ধর্ম আছে। এ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। য্ ব্ র্ ল্—এই অর্ধস্বরগুলিকে পুরোপুরি স্বরবর্ণে পরিণত করিয়া যথাক্রমে ই উ ঋ ৯ করা হইলে সম্প্রসারণ করা বলে। সূত্র—ইগ্ যণঃ সম্প্রসারণম্ (১.১. ৪৫)।

৪। **সবর্ণ**—তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ (১.১.৯)। তালু প্রভৃতি মুখের এক স্থান হইতে এবং একই প্রযত্নে উচ্চারিত বর্ণ সবর্ণ (Homogeneous)। কিন্তু স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ একস্থান হইতে উচ্চারিত হইলেও উহারা পরস্পর সবর্ণ নহে। এ বিষয়ে নিষেধসূত্র আছে—নাজ্ঝলৌ (১.১.১০)। অর্থাৎ অচ্ ও হল্—ইহারা পরস্পর সবর্ণ নহে। একই উচ্চারণস্থানীয় স্বরবর্ণ সবর্ণ, এবং এইরূপ একই উচ্চারণস্থানীয় ব্যঞ্জনবর্ণ পরস্পর সবর্ণ। অবর্ণ অর্থাৎ অ আ সবর্ণ স্বর। ইবর্ণ অর্থাৎ ই ঈ সবর্ণ। উবর্ণ অর্থাৎ উ ঊ সবর্ণ।

৫। **ধাতু**—ক্রিয়াবোধক 'ভূ' প্রভৃতিকে ধাতু (Root) বলা হয়। "ভূবাদয়ো ধাতবঃ" (১.৩.১)।

৬। **প্রকৃতি**—মূল শব্দকে বলে প্রকৃতি। ইহা দুই প্রকার। ধাতু ও প্রাতিপদিক।

৭। **প্রাতিপদিক**—যাহা ধাতুও নয়, প্রত্যয়ও নয় বা প্রত্যয়ান্তও নয়, অথচ যাহার অর্থ আছে, এমন শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। "অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্" (১.২.৪৪)। প্রতিটি সুবন্ত পদের ইহা মূল প্রকৃতি। অন্যান্য ব্যাকরণে যাহাকে নাম বা শব্দ বলা হয়, পাণিনির ব্যাকরণে উহা প্রাতিপদিক। কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত ও সমাসবদ্ধ শব্দও প্রাতিপদিক। সূত্র—"কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ" (১.২.৪৬)।

৮। **প্রত্যয়**—প্রকৃতির পরে বিশেষ বিশেষ বিধিবশতঃ যাহা যোগ করা হয়, তাহাকে প্রত্যয় (Suffix) বলে।

৯। **বিভক্তি**—বিভক্তি দুই প্রকার। সুপ্ বিভক্তি ও তিঙ্ বিভক্তি। 'সংখ্যাকারকাদিবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ'—যাহার দ্বারা সংখ্যা ও কারকাদি প্রভৃতি বোঝায়, তাহাকে সুপ্ বিভক্তি বলে। শব্দের উত্তর সু ঔ জস্ প্রভৃতি সুপ্ বিভক্তি ও ধাতুর পরে তিপ্ তস্ ঝি (অন্তি) প্রভৃতি তিঙ্ বিভক্তি বসে।

১০। **পদ**—"সুপ্তিঙন্তং পদম্" (১.৪.১৪)। সুপ্‌প্রত্যয়ান্ত ও তিঙ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিকে পদ বলে। শাস্ত্রে পদই ব্যবহার করিবে—'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত', যাহা পদ নয়—তাহা শাস্ত্রে ব্যবহার করিবে না। অব্যয়ে বিভক্তির চিহ্ন থাকে না। কিন্তু উহারা পদ।

১১। **কৃৎপ্রত্যয়** (Primary Suffix)—ধাতুর উত্তর তিঙ্ বিভক্তি অর্থাৎ তিপ্ তস্ ইত্যাদি ভিন্ন নানাবিধ অর্থ বোঝাইতে যে সব প্রত্যয় যোগ করা হয়, তাহাকে কৃৎপ্রত্যয় বলে। তুমুন, ক্ত্বা, ল্যপ্, তব্য, অনীয়, ল্যুট্, ঘঞ্, ক্ত, ক্তবতু ইত্যাদি কৃৎপ্রত্যয়। সূত্র—কৃদতিঙ্ (৩.১.৯৩)।

১২। **কৃত্যপ্রত্যয়**—তব্য, অনীয়, যৎ, ণ্যৎ, ক্যপ্ প্রভৃতিকে কৃত্য-প্রত্যয় বলে। √কৃ+তব্য=কর্তব্য, √ভৃ+ক্যপ্=ভৃত্য।

১৩। **তদ্ধিত** (Secondary Suffix)—শব্দ বা প্রাতিপদিকের উত্তর সুপ্ (সু ঔ জস্ ইত্যাদি) ভিন্ন শিষ্ট প্রয়োগ অনুসারে যে সকল প্রত্যয় বিহিত হয়, তাহাকে তদ্ধিত বলে। এ ইহার অপত্য (পুত্র কন্যা) এইরূপ অর্থে, বা তাহার ইনি বা ইহা তাহার আছে—এমন সব নানা বিশিষ্ট অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়। যথা, অণ্, ইঞ্, ঢক্, তল্, ইমন্ ইত্যাদি। তদ্ধিত প্রত্যয়ের ণ্, ঞ্, ঢ্ প্রভৃতি 'ইৎ' হয়, অর্থাৎ লুপ্ত হয়, ফলে আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন, পুত্র+অণ্ =পৌত্র (আদি স্বর 'উ'-কারের বৃদ্ধি ঔ হইল)। কৃপণ+ষ্যঞ্=কার্পণ্য (ঋ-এর বৃদ্ধি আর্ হইল)। এই নিয়ম মনে রাখিলে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে নিজেরাই অনেক শব্দ গঠন করিতে পারিবে।

১৪। **নিপাত**—যেমন চ, তু, হ, বা ন, এবম্, আর প্র, পরা প্রভৃতি শব্দ—যাহা সাধারণত দ্রব্যবাচী নয়, তাহা নিপাত। সূত্র—'চাদয়োঽসত্ত্বে', (১.১.৫৭) 'প্রাদয়ঃ' (১.৪.৫৮)—প্র, পরা প্রভৃতি কুড়িটি অব্যয়ও নিপাত। নিপাত শব্দটির চমৎকার অর্থ করিয়াছেন নিরুক্তকার যাস্ক—"উচ্চাবচেষর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতাঃ"—অর্থাৎ যে শব্দগুলি নানাবিধ অর্থে নিপতিত হয়, তাহারাই নিপাত।

অব্যয় (Indeclinables)—নিপাত এবং স্বর্, অন্তর্, প্রাতর্ প্রভৃতি শব্দকে

অব্যয় বলে। বিভক্তি ও বচন অনুসারে ইহাদের কোন প্রকার বিকার বা পরিবর্তন হয় না—যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্।

১৫। উপসর্গ—প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নিস্, নির্,দুস্, দুর্, বি, আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উদ্, অভি, প্রতি, পরি, উপ—এই নিপাতগুলি ধাতুর পূর্বে বসিলে তখন তাহাদিগকে উপসর্গ বলে। "উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে" (১.৪.৫৯), "তে প্রাগ্ ধাতোঃ" (১.৪.৮০)।

এইগুলির উপসর্গ সংজ্ঞা করার ফলে একই ধাতুতে নানা উপসর্গযোগে ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধ হয়। যেমন—আহার, প্রহার, সংহার, বিহার ইত্যাদি।

প্রকৃত প্রস্তাবে ধাতুর মধ্যে নানা অর্থ নিহিত আছে—"ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ"। উপসর্গ সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন অর্থেরই অভিব্যক্তি ঘটায়—"উপসর্গাঃ পদার্থানাং দ্যোতকা ন তু বাচকাঃ"।

ষত্ব ও ণত্ববিধিতেও ইহাদের উপযোগিতা আছে। উপসর্গ পূর্বে থাকিলে ধাতুর পর ক্ত্বা স্থানে ল্যপ্ হয়। প্রণম্বা ভুল, প্রণম্য হইবে। কিন্তু ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ না হইলে প্র, পরা প্রভৃতিকে শুধুই নিপাত বলে।

১৬। উপধা—কোন শব্দের শেষবর্ণের ঠিক পূর্ববর্ণটিকে উপধা (Penultimate) বলে। সূত্র—"অলোঽন্ত্যাৎ পূর্ব উপধা" (১.১.৬৫)। গুণিন্ শব্দের ন্-এর পূর্ববর্তী ই-কার উপধা।

১৭। টি—শব্দের শেষের স্বরবর্ণকে, অথবা শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে সেই ব্যঞ্জনবর্ণ সমেত তাহার ঠিক পূর্ববর্তী স্বরকে লইয়া একসঙ্গে টি বলা হয়। সূত্র—অচোঽন্ত্যাদি টি (১.১.৬৪)। লতা শব্দের শেষের আ টি হয়। রাজন্ শব্দের শেষের অন্ অংশটি টি। সীমন্তঃ প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে সন্ধিতে যে 'শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বাচ্যম্' বলিয়া বার্তিক আছে, উহার কাজ টি-স্থলেই প্রযুক্ত হইবে। ফলে সীমন্+অন্তঃ—ইহাদের সন্ধিতে পূর্বের টি অর্থাৎ সীমন্ শব্দের অন্ স্থলে পররূপ অ হইবে। সীমন+অন্তঃ<সীম্+অন্তঃ=সীমন্তঃ। এই প্রকার মনস্+ঈষা<মন্+ঈষা=মনীষা, বা পতৎ+অঞ্জলিঃ=পতঞ্জলিঃ।

অনুশীলনী

১। গুণ ও বৃদ্ধি কাহাকে বলে? কোন্গুলি সবর্ণ বর্ণ?

২। নিপাত কাহাকে বলে? উপসর্গ সংজ্ঞা বলিতে কি বোঝায়? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। ৩। পদ, কৃৎ ও তদ্ধিত কাহাকে বলে?

৪। উপধা ও টি- সংজ্ঞা কাহাকে বলে উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও।

॥ সন্ধিপ্রকরণ ॥ ৩ ॥
(Euphonic Combination)

১। দুইটি বর্ণ অতি নিকটবর্তী হইলে পরস্পর মিলিত হইয়া যায়। দুই বর্ণের এই মিলনের নাম সন্ধি। সূত্র—পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা (১.৪.১০৯)। সন্ধিতে পূর্বপদের শেষবর্ণ ও পরপদের প্রথম বর্ণ মিলিত হয়, দ্রুত উচ্চারণের ফলেই এই মিলন অনেকটা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে। সেই মিলনের ফলে ঐ দুই বর্ণ নূতন আকার ধারণ করে। বিদ্যা+আলয়ঃ—তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিলে বিদ্যালয়ঃ এইরূপ শোনায়। তৎ+ছায়া—এই দুইটি শব্দ তাড়াতাড়ি পড়িলে তৎ পদের ত্ ও পরবর্তী বর্ণ ছ্ মিলিয়া মিশিয়া চ্ছ্ হইয়া যায়—তচ্ছায়া। এইরূপ বাক্+দেবী=বাগ্‌দেবী। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্ণের রূপান্তর হইল। কোন সময় পরবর্ণের রূপান্তর হয়—যেমন, যজ্+নঃ=যজ্ঞঃ।

২। সন্ধি তিন প্রকার—(ক) **স্বরসন্ধি**, (খ) **ব্যঞ্জনসন্ধি**, ও (গ) **বিসর্গসন্ধি**। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি, উহা স্বরসন্ধি। ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে, অথবা ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে যে সন্ধি, উহা ব্যঞ্জনসন্ধি। বিসর্গের সহিত স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি, তাহা বিসর্গসন্ধি।

৩। বাক্যে যে সন্ধি করিতেই হইবে—এমন কোন কথা নেই। কিন্তু উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা প্রয়োগটিকে শ্রুতিমধুর করিয়া তুলিতে সন্ধির ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। **কিন্তু কোন কোন স্থানে সন্ধি অবশ্য কর্তব্য।** যেমন—একপদের মধ্যে, ধাতু ও উপসর্গের মধ্যে, সমাসে এবং শ্লোকে সন্ধি অবশ্যই করিতে হইবে। একপদে যথা—নে+অনম্=নয়নম্। ধাতু ও উপসর্গের মধ্যে—নিঃ+অগচ্ছৎ=নিরগচ্ছৎ। সমাসে—বিদ্যা+আলয়ঃ= বিদ্যালয়ঃ। তাই বলা হয়—

> সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতুপসর্গয়োঃ।
> সূত্রে সমাসে শ্লোকে চ বাক্যে সা তু বিবক্ষয়া ॥

স্বরসন্ধি

১। **সবর্ণ দীর্ঘ :** অ ই উ ঋ—এবং ইহাদের দীর্ঘ স্বরবর্ণ আ ঈ ঊ ৠ যাহারা এক স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, তাহারা পরস্পর **সবর্ণ**। যেমন, অ আ পরস্পর সবর্ণ। সেইরূপ ই ঈ, উ ঊ, বা ঋ ৠ—ইহারা যথাক্রমে পরস্পর সবর্ণ। দুই সবর্ণ স্বর মিলিয়া দীর্ঘ হয়। পাণিনির সূত্র—অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ (৬.১.১০১) সবর্ণ স্বর পরে থাকিলে অবর্ণ, ইবর্ণ, উবর্ণ ও ঋবর্ণ স্থানে উহার দীর্ঘ আদেশ হয়।

শশ + অঙ্কঃ = শশাঙ্কঃ। দেব + আলয়ঃ = দেবালয়ঃ। বিদ্যা + আলয়ঃ = বিদ্যালয়ঃ। গিরি + ইন্দ্রঃ = গিরীন্দ্রঃ। লক্ষ্মী + ঈশঃ = লক্ষ্মীশঃ। বিধু + উদয়ঃ = বিধূদয়ঃ (H. S. '80)। লঘু + ঊর্মিঃ = লঘূর্মিঃ। পিতৃ + ঋণম্ = পিতৄণম্।

২। **পরবর্ণের গুণঃ** অবর্ণের পর ই ঈ স্থানে এ, উ ঊ স্থানে ও, ঋ স্থানে অর্, ৯ স্থানে অল্ এই গুণ হয়। ইহার সূত্র—আদ্‌গুণঃ, (৬. ১. ৮৭)।

পূর্ণ + ইন্দুঃ = পূর্ণেন্দুঃ। মহা + ঈশঃ = মহেশঃ। সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ। গঙ্গা + ঊর্মিঃ = গঙ্গোর্মিঃ। দেব + ঋষিঃ = দেবর্ষিঃ। মহা + ঋষিঃ = মহর্ষিঃ।

৩। তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে অ-কার কিংবা আ-কারের পর 'ঋত' শব্দের ঋ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া 'আর্' হয়। যথা—শীত + ঋতঃ = শীতার্তঃ। ক্ষুধা + ঋতঃ = ক্ষুধার্তঃ। তৃতীয়াতৎপুরুষ না হইলে আর্ হয় না; যথা—পরম + ঋতঃ = পরমর্তঃ। 'ঋতে চ তৃতীয়াসমাসে' (বার্তিক)।

৪। **পরবর্ণের বৃদ্ধিঃ**—বৃদ্ধি বলিতে অ আ স্থানে আ, ই ঈ এ ঐ স্থানে ঐ, উ ঊ ও ঔ স্থানে ঔ, ঋ স্থানে আর্, ৯ স্থানে আল্। সূত্র—বৃদ্ধিরাদৈচ্ (১.১.১) অ বা আ-কারের পর এ ঐ বা ও ঔ থাকিলে উভয় মিলিয়া পরবর্ণের বৃদ্ধি হয়। এই সন্ধির সূত্র—বৃদ্ধিরেচি (৬. ১. ৮৮)।

অদ্য + এব = অদ্যৈব। মত + ঐক্যম্ = মতৈক্যম্। মহা + ওষধিঃ = মহৌষধিঃ।

৫। **অসমান স্বরবর্ণ** পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে য্, উ ঊ স্থানে ব্ এবং ঋ স্থানে র্। পরবর্তী স্বর সেই য্, ব্ বা র্-তে যুক্ত হয়। সূত্র—**ইকো যণচি** (৬. ১. ৭৭)।

নদী + অম্বু = নদ্যম্বু। মুনি + ঋষভঃ = মুন্যৃষভঃ। অতি + ঔদার্যম্—অত্যৌদার্যম্। মধু + ঋতে = মধ্বৃতে। বধূ + আদি = বধ্বাদিঃ। বধূ + ঔদার্যম্ = বধ্বৌদার্যম্। পিতৃ + অনুমতিঃ = পিত্রনুমতিঃ। মাতৃ + ইচ্ছা = মাত্রিচ্ছা।

৬। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এ ও ঐ ঔ স্থানে যথাক্রমে অয়্, অব্, আয়্, আব্ হয়। সূত্র – এচোঽয়বায়াবঃ (৬. ১. ৭৮)।

এ স্থানে অয়্—নে + অনম্ = নয়নম্, ও স্থানে অব, পো + অনঃ = পবনঃ, রৈ + আ = রায়া। ঔ স্থানে আব্—পৌ + অকঃ = পাবকঃ।

৭। পদের অন্তে স্থিত (অর্থাৎ সুপ্ বা তিঙ্ বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতুর অন্তে স্থিত) এ-কার কিংবা ও-কারের পর অ থাকিলে অ-এর লোপ হয়। লোপ হইলে অ-কারের একটি (ঽ) চিহ্ন থাকে। উহা লুপ্ত অ-কার।

গ্রামে + অত্র = গ্রামেঽত্র। তে + অপি = তেঽপি (H.S. 1980)। সূত্র—এঙঃ পদান্তাদতি (৬. ১. ১০৯)।

৮। পদান্তে স্থিত এ ও ঐ ঔ স্থানে যে অয়্, অব্, আয়্, আব্ যথাক্রমে হয়, তাহার অ বা আ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের 'য়'-কার বা 'ব'-কারের বিকল্পে লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। সূত্র—লোপঃ শাকল্যস্য (৮. ৩. ১৯)।

মুনে + আগচ্ছ—(মুনয়্ আগচ্ছ)—মুনয়াগচ্ছ, মুন আগচ্ছ।

প্রভো + এহি—(প্রভব্ এহি)—প্রভবেহি, প্রভ এহি।

স্রিয়ৈ + আদরঃ = স্রিয়ায় আদরঃ = স্রিয়ায়াদরঃ, স্রিয়া আদরঃ।

যবৌ + উদিতে—(যবাব্ উদিতে)—যবাবুদিতে, যবা উদিতে।

৯। অবর্ণান্ত অর্থাৎ অকারান্ত এবং আকারান্ত উপসর্গের পর আদিতে ঋকার আছে এমন ধাতু থাকিলে উভয়ে মিলিয়া বৃদ্ধি হয়। সূত্র—উপসর্গাদৃতি ধাতৌ' (৬.১.৯) যথা—উপ + ঋচ্ছতি = উপার্চ্ছতি। আ + ঋচ্ছতি = আর্চ্ছতি।

১০। সন্ধিতে পররূপ: ক) অবর্ণান্ত + একারাদি বা ওকারাদি ধাতু উভয়ে মিলিয়া পররূপ হয়। সূত্র—'এঙি পররূপম্' (৬.১.৯৪)। যথা—প্র + এজতে = প্রেজতে। উপ + ওষতি = উপোষতি। কিন্তু অবর্ণের পর ইণ্ ধাতুর ক্ষেত্রে ঐরূপ হয় না। উপ + এতি = উপৈতি।

(খ) এব শব্দ পরে থাকিলে নিশ্চিতভাবে নিয়োগ বা আদেশ না বুঝাইলে উভয়ে মিলিয়া পররূপ হয়। যেমন ক + এব = কেব (অনিশ্চয় অর্থ)। নিয়োগ অর্থে—অত্র + এব = অত্রৈব। এখানে পররূপ হইল না, সাধারণ সন্ধির নিয়মে একারের বৃদ্ধি হইল। সূত্র—'এবে চানিয়োগে' (বার্তিক)।

(গ) শকন্ধু প্রভৃতি শব্দে সন্ধিতে পূর্ব শব্দের টি-স্থানে পররূপ হয়। টি বলিতে অন্ত্য স্বরবর্ণ বা পূর্বের স্বরবর্ণ সহ অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণ। সংজ্ঞাপরিভাষায় ইহার আলোচনা আছে। শক + অন্ধুঃ = শকন্ধুঃ (শকদেশের কূপ)। কুল + অটা = কুলটা। সীমন্ + অন্তঃ = সীমন্তঃ (কেশবিন্যাসঃ, সিঁথি)। কিন্তু সীমান্তঃ (সীমানার শেষ)। সার + অঙ্গঃ = সারঙ্গঃ (কৃষ্ণবর্ণের মৃগ বা পক্ষী), কিন্তু সারাঙ্গঃ (পশু পক্ষী ভিন্ন সুন্দর চর্ম যাহার)। মনস্ + ঈষা = মনীষা (সঙ্কল্প বা বুদ্ধি)। লাঙ্গল + ঈষা = লাঙ্গলীষা (লাঙ্গলের কাষ্ঠাংশ)। হল + ঈষা = হলীষা। পতৎ + অঞ্জলিঃ = পতঞ্জলিঃ (মহাভাষ্যের রচয়িতা), মার্ত + অণ্ডঃ = মার্তণ্ডঃ।

(ঘ) সমাসে ওতু (বিড়াল) ও ওষ্ঠ শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে পররূপ। যথা বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠঃ, বিম্বৌষ্ঠঃ। স্থূলোতুঃ, স্থূলৌতুঃ। কিন্তু সমাস না হইলে পররূপ হয় না। যথা—তব + ওষ্ঠঃ = তবৌষ্ঠঃ।

১১। বিশেষ সন্ধি: (ক) প্র + উহঃ = প্রৌহঃ। প্র + উঢ়ঃ = প্রৌঢ়ঃ।

প্র+ঊঢ়িঃ=প্রৌঢ়িঃ। প্র+এষঃ=প্রৈষঃ। প্র+ঐষ্যঃ=প্রৈষ্যঃ। কিন্তু প্র+ঊঢ়বান্=প্রোঢ়বান্।

(খ) প্র+ঋণম্=প্রার্ণম্। দশ+ঋণঃ=দশার্ণঃ (দেশ), দশার্ণা (নদী)।

(গ) অক্ষ+ঊহিনী=অক্ষৌহিণী (ণত্ববিধি হইয়াছে)। স্ব+ঈরী=স্বৈরী (H. S. 1980)। স্ব+ঈরিণী=স্বৈরিণী।

(ঘ) গো+অগ্রম্=গোঅগ্রম্, গোঽগ্রম্, গবাগ্রম্। কিন্তু গো+অক্ষঃ=গবাক্ষঃ।

৯। সন্ধিনিষেধ বা প্রকৃতিভাব

১১। প্রগৃহ্য স্বরের সন্ধি হয় না। আ-ভিন্ন একস্বর-বিশিষ্ট অব্যয়, ও-কারান্ত অব্যয়, দ্বিবচন-নিষ্পন্ন দীর্ঘ ঈ-কারান্ত, দীর্ঘ ঊ-কারান্ত পদ, ও অদস্ শব্দের অমূ, অমী—এই সব পদের শেষ স্বরের সহিত পরের স্বরবর্ণের সন্ধি হয় না। ইহাদিগকে প্রগৃহ্য স্বর বলে। সূত্রগুলি যথা—(১) নিপাত একাজনাঙ্ (আঙ্ ভিন্ন অব্যয়) (২) ওৎ (ওকারান্ত অব্যয়), (৩) ঈদূদেদ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্ (৪), অদসো মাৎ (অদস্ শব্দের ম-এর পর ঈ-কার ও ঊ-কার)।

উ উমেশঃ ; অহো ঈশ্বর ; মুনী ইমৌ ; সাধূ এতৌ ; লতে এতে ;
যাচেতে * অর্থম্ ; অমূ অর্ভকৌ ; অমী অশ্বাঃ।

স্বরসন্ধি সঙ্কেত

(ক) সবর্ণ দীর্ঘ (উভয়ে মিলিয়া)	(খ) পরবর্ণের গুণ (উভয়ে মিলিয়া)
অ আ+অ আ=আ	অ আ+ই ঈ=এ
ই ঈ+ই ঈ=ঈ	অ আ+উ ঊ=ও
উ ঊ+উ ঊ=ঊ	অ আ+ঋ ৠ=অর্
ঋ ৠ+ঋ ৠ=ৠ	অ আ+ঌ=অল্

(গ) পরবর্ণের বৃদ্ধি (উভয়ে মিলিয়া)

অ আ+এ ঐ=ঐ অ আ+ও ঔ=ঔ

(ঘ) অসবর্ণ পরে ই ঈ স্থানে য্, উ ঊ স্থানে ব্, ঋ স্থানে র্।
ই ঈ+ই ঈ-ভিন্ন স্বরবর্ণ=ই ঈ স্থানে য্ ফলা।
উ ঊ+উ ঊ-ভিন্ন স্বরবর্ণ=উ ঊ স্থানে ব্ ফলা।
ঋ ৠ+ঋ ৠ-ভিন্ন স্বরবর্ণ=ঋ স্থানে র্ ফলা।

---

* যাচেতে=দ্বিবচননিষ্পন্ন একারান্ত ক্রিয়াপদ

(ঙ) এ ও ঐ ঔ স্থানে যথাক্রমে অয়্, অব্, আয়্, আব্।

পূর্বের স্বর পদান্ত না হইলে	পূর্বের স্বর পদান্ত হইলে
এ—স্বরবর্ণ=এ স্থানে অয়্	বিকল্পে য্ লোপ
ও+স্বরবর্ণ=ও স্থানে অব্	" ব্ লোপ
ঐ+স্বরবর্ণ=ঐ স্থানে আয়্	" য্ লোপ
ঔ+স্বরবর্ণ=ঔ স্থানে আব্	" ব্ লোপ

(চ) অ পরে থাকিলে পদান্তস্থিত এ, ও স্থানে বিশেষ নিয়ম, যথা—

পদান্ত এ+অ=অ লোপ

পদান্ত ও+অ=অ লোপ

অনুশীলনী

১। স্বরসন্ধি কাহাকে বলে? সন্ধি কর:—

রত্ন+আকরঃ। মহা+ঈশঃ। ভ্রাতৃ+ঋণম্। অক্ষ—এষণম্। নদী+অম্বু। মহা+ঋষিঃ। মধু+ঋতে। সখে+অত্র। দেবী+এষা। রবৌ+উদিতে। মাতা+ইব। মাতা+এব। মাতৃ+আদেশঃ। প্রভো+এহি। উপ+এজতে। প্র+ঋচ্ছতি। প্র+ঋণম্। প্র+উঢ়বান্। স্ব+ঈরী (H. S. '80)। মনস্+ঈষা। বিধু+উদয়ঃ, (H. S. 1980), বে+এব (H.S. 1979), তে+অপি (H. S. 1980)।

২। সন্ধিবিচ্ছেদ কর:—

ব্রহ্মর্ষিঃ। স্বাগতম্। নাবিকঃ। মন্বাধারঃ। প্রতীক্ষা। পিত্রর্থম্। গুর্বাদেশঃ। পিতৃণম্। গজোর্মিঃ। শীতার্তঃ। সাধোঽত্র। যাবেব। সূর্য উদিতে। ভ্রাত্রিচ্ছা। প্রৌঢ়ঃ। পঙ্কজিনিঃ। অক্ষৌহিণী।

৩। কারণ দেখাইয়া শুদ্ধ কর:—

অত্যাধিকঃ। পরিক্ষা। মাত্রীচ্ছা। ভূম্যাধিকারী। দেবার্ষিঃ। পিত্রানুমতিঃ। যাচেতেঽর্থম।

৪। প্রগৃহ্য কাহাকে বলে। প্রগৃহ্য পদের সন্ধি হয় কিনা দৃষ্টান্ত সহ বুঝাইয়া দাও।

৫। পার্থক্য স্থির কর:—সীমন্তঃ, সীমান্তঃ। সারঙ্গঃ, সারাঙ্গঃ।

৬। বিকল্প সন্ধি বল:—গবাগ্রম্। বিম্বোষ্ঠঃ। প্রভবেহি। স্বাএব।

ব্যঞ্জনসন্ধি

১। তবর্গ স্থানে চবর্গ : 'চ্' বা 'ছ্' পরে থাকিলে পূর্বের 'ত্' ও 'দ্' স্থানে 'চ্' হয়। মহৎ+চরিত্রম্=মহচ্চরিত্রম্। বিপদ্+চয়ঃ=বিপচ্চয়ঃ।

(খ) 'জ্' বা 'ঝ্' পরে থাকিলে পূর্বের 'ত্' ও 'দ্' স্থানে 'জ্' হয়। উৎ+জ্বলঃ=উজ্জ্বলঃ। বিপদ্+জালম্=বিপজ্জালম্। তদ্+ঝঙ্কারঃ=তজ্ঝঙ্কারঃ।

(গ) 'শ্' পরে থাকিলে পূর্বে 'ত্' ও দ্' স্থানে 'চ্' হয় এবং পরের 'শ্' স্থানে বিকল্পে 'ছ্' হয়। যথা—মহৎ+শকটম্=মহচ্‌শকটম্, মহচ্ছকটম্।

(ঘ) 'শ্' পরে থাকিলে পূর্বের 'ন্' স্থানে "ঞ্' হয় এবং পরবর্তী 'শ্' বিকল্পে 'ছ্' হয়। মহান+শব্দঃ=মহাঞ্‌শব্দঃ, মহাঞ্ছব্দঃ। সন্+শম্ভুঃ=সঞ্‌শম্ভুঃ, সঞ্ছম্ভুঃ।

(ঙ) 'জ্' বা 'ঝ্' পরে থাকিলে পূর্বের 'ন্' স্থানে 'ঞ্' হয়। মহান্+জয়ঃ=মহাঞ্জয়ঃ। গচ্ছন্+ঝটিতি=গচ্ছঞ্ঝটিতি।

(চ) 'চ্' বা 'জ্' এর পর 'ন্' থাকিলে পরবর্তী 'ন্' স্থানে 'ঞ্' হয়। যাচ্+না=যাচ্ঞা। যজ্+ন=যজ্ঞঃ।

২। তবর্গ স্থানে ট বর্গ (:) 'ট্' বা 'ঠ্' পরে থাকিলে পূর্বের 'ত্' ও 'দ্' স্থানে 'ট্' হয়। তদ্+টীকা=তট্টীকা। তদ্+ঠকুরঃ=তট্ঠকুরঃ।

(৮) 'ড্' বা 'ঢ্' পরে থাকিলে পূর্বের 'ত্' 'দ্' স্থানে 'ড্' হয়। উৎ+ডীনঃ=উড্ডীনঃ। মহৎ+ঢক্কা—মহড্‌ঢক্কা। তৎ+ডমরুঃ=তড্ডমরুঃ।

(৯) 'ড্' বা 'ঢ্' পরে থাকিলে পূর্বের দন্ত্য 'ন্' স্থানে মূর্ধন্য ণ্ হয়। মহান্+ডামরঃ=মহাণ্ডামরঃ। নদন্+ঢক্কাম্=নদণ্ঢক্কাম্।

(১০) 'ষ্' এর পরের 'ত্' স্থানে 'ট্' এবং 'থ্' স্থানে 'ঠ্' হয়। উৎকৃষ্+তঃ=উৎকৃষ্টঃ। ষষ্+থঃ=ষষ্ঠঃ।

১৩। বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ ইত্যাদি

(১১) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ বা য্ ব্ র্ ল্ হ্ পরে থাকিলে বর্গের প্রথমবর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা—দিক্+অন্তঃ=দিগন্তঃ। প্রাক্+এব=প্রাগেব। দিক্+গজঃ=দিগ্‌গজঃ। বাক্+জালম্=বাগ্‌জালম্। বাক্+দেবী=বাগ্‌দেবী। সূত্র—'ঝলাং জশোঽন্তে' (৮.২.৩৯)।

(১২) 'ন্' কিংবা 'ম্' পরে থাকিলে পুর্ব পদের অন্তে স্থিত 'ক্' স্থানে বিকল্পে 'ঙ্' এবং 'ত্' স্থানে বিকল্পে 'ন্' হয়। যথা—দিক্+নাগঃ=দিঙ্নাগঃ, দিগ্‌নাগঃ।

জগৎ+নাথঃ=জগন্নাথঃ, জগন্নাথঃ। কিন্তু মাত্র ময় প্রত্যয় পরে থাকিলে নিত্যই 'ক্' স্থানে 'ঙ্' ও ত্ স্থানে 'ন্' হয়। বাঙ্মাত্রম্। মৃন্ময়ী।

(১৩) 'হ্' পরে থাকিলে পূর্ব পদের অন্তে স্থিত 'ক্' স্থানে 'গ্' এবং পরের 'হ্' স্থানে বিকল্পে 'ঘ্' ও পূর্ব পদের অন্তে স্থিত 'ত্' স্থানে 'দ্' এবং পরের 'হ্' স্থানে বিকল্পে 'ধ্' হয় যথা—দিক্+হস্তী=দিগ্‌হস্তী, দিগ্‌ঘস্তী। উৎ+হৃতঃ=উদ্‌হৃতঃ, উদ্ধৃতঃ।

(১৪) 'ল্' পরে থাকিলে পূর্বের 'ত্' ও 'দ্' স্থানে 'ল্' হয়।—সূত্র 'তোর্লি'। উৎ+লেখঃ=উল্লেখঃ। তদ্+লাভঃ=তল্লাভঃ।

১৪। ম্ ও ন্ স্থানে সন্ধি ও বিশেষ বিধি

(১৫) ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তে স্থিত 'ম্' স্থানে অনুস্বার হয়। যথা—মধুরম্+হসতি=মধুরং হসতি। কষ্টম্+সহতে=কষ্টং সহতে। সূত্র—'মোঽনুস্বারঃ' (৮.৩.২৩)।

কিন্তু স্পর্শবর্ণ পরে থাকিলে সেই বর্ণের বর্গ অনুসারে বিকল্পে পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা—কিম্+কর্তব্যম্=কিংকর্তব্যম, কিঙ্কর্তব্যম্।

(১৬) 'চ্' 'ছ্', 'ট্' 'ঠ্', 'ত্' 'থ্' পরে থাকিলে পূর্ব পদের অন্তে স্থিত 'ন্' স্থানে অনুস্বার হয় ও পরবর্ণে যথাক্রমে তালব্য 'শ্', মূর্ধন্য 'ষ্' ও দন্ত্য 'স্' আগম হয়। অর্থাৎ 'চ্' 'ছ্' থাকিলে তালব্য 'শ্', 'ট্' 'ঠ্' থাকিলে মূর্ধন্য 'ষ্' এবং 'ত্' 'থ্' থাকিলে দন্ত্য 'স্' আগম হয়। হসন্+চলিতঃ=হসংশ্চলিতঃ। ধাবন্+ছাগঃ=ধাবংশ্ছাগঃ। চলন্+টিট্টিভঃ=চলংষ্টিট্টিভঃ। পতন্+তরুঃ=পতংস্তরুঃ।

(১৭) 'ল্' পরে থাকিলে পূর্বের 'ন্' অনুনাসিক 'ল্' হয়। পূর্ববর্ণে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যোগ করিলে পরবর্তী 'ল্' অনুনাসিক হয়। যথা—মহান্+লাভঃ=মহাঁল্লাভঃ। বিদ্বান্+লিখতি=বিদ্বাঁল্লিখতি।

(১৮) পদের অন্তে স্থিত 'ঙ্' বা 'ন্' এর পূর্বে যদি হ্রস্বস্বর থাকে এবং সেই 'ঙ্' বা 'ন্' এর পরে যদি স্বরবর্ণ থাকে, তাহা হইলে 'ঙ্' বা 'ন্' এর দ্বিত্ব হয়। প্রত্যঙ্+আত্মা=প্রত্যঙ্ঙাত্মা। ধাবন্+আয়াতি=ধাবন্নায়াতি। তিষ্ঠন্+ইহ=তিষ্ঠন্নিহ। কিন্তু 'ঙ্' বা 'ন্' পূর্বে দীর্ঘস্বর থাকিলে ঐরূপ দ্বিত্ব হয় না। যেমন—মহান্+আগ্রহঃ=মহানাগ্রহঃ।

(১৯) স্বরবর্ণের পরে 'ছ্' থাকিলে 'ছ্' স্থানে 'চ্ছ্' হয়।

বৃক্ষ+ছায়া=বৃক্ষচ্ছায়া। পরি+ছেদঃ=পরিচ্ছেদঃ।

(২০) উদ্ উপসর্গের পর 'স্থা' ও 'স্তম্ভ্' ধাতুর 'স্'-কারের লোপ হয়। 'উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্বস্য' (৮.৪.৬১)। উদ্+স্থানম্=উত্থানম্। উদ্+স্তম্ভনম্=উত্তম্ভনম্।

(২১) সংজ্ঞা বুঝাইলে বনস্ পতিঃ=বনস্পতিঃ। চোর বুঝাইলে তৎ+করঃ =তস্করঃ, নচেৎ তৎকরঃ (ভৃত্য)। দেবগুরু বুঝাইলে বৃহৎ+পতিঃ=বৃহস্পতিঃ। বার্তিক—তদ্বৃহতোঃ করপত্যোশ্চৌরদেবতয়োঃ। ক +কঃ=কষ্কঃ (H. S. '৪0)

কয়েকটি প্রয়োজনীয় সঙ্কেত

(গ) বর্গের ১ম বর্ণ স্থানে অন্য বর্ণ

বর্গের ১ম বর্ণ+স্বরবর্ণ, গ্ জ্ ড্ দ্ ব্, ঘ্ ঝ্ ঢ্ ধ্ ভ্ ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্, য্ ব্ র্ ল্ হ্=১ম বর্ণ স্থানে ৩য় বর্ণ।

(ঘ) ম্, ন্ স্থানে সন্ধি ও বিশেষ বিধি

ম্+ব্যঞ্জনবর্ণ=ম্ স্থানে ং; স্পর্শবর্ণ অনুসারে বিকল্পে ৫ম বর্ণ।

ন্+চ্, ছ্=ংশ্চ্, ংশ্ছ্। ন্+ট্, ঠ্=ংষ্ট্, ংষ্ঠ্। ন্+ত্, থ্=ংস্ত্, ংস্থ্। ন্+ল্=ল্ল্। হ্রস্বস্বরের পর পদান্ত ন্ স্থানে ন্ন্।

অনুশীলনী

২। সন্ধি কর:—বাক্+দেবী, হসন্+চলতি, পঠন্+আস্তে, তৎ+ছবিঃ, জগৎ+মাতা, অব+ছেদঃ, দিক্+অন্তঃ, চলৎ+চিত্রম্, হসন্+এতি, অপরম্ +চ, ভগবৎ+গীতা, পতন্+তরুঃ, সন্+শম্ভুঃ, ধাবন্+অশ্বঃ, তরু+ছায়া, তৎ+শ্রদ্ধা, মহান্+লাভঃ, উদ্+স্থিতঃ, গচ্ছন্+এব, উদ্+হারঃ, মহান্+লাভঃ। অপ্+জঃ।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর:— পতংস্তরুঃ, উত্থানম্, জগন্নাথঃ, তচ্ছরীরম্, হসন্নাগতঃ বাগীশ্বরঃ, কশ্চিন্নপি।

৪। পার্থক্য কি বল—তৎকরঃ, তস্করঃ।

—

বিসর্গসন্ধি

১। যদি অ-কারের পর বিসর্গ থাকে এবং পরে অ-কার থাকে, তাহা হইলে পূর্ব অ-কার ও বিসর্গ মিলিয়া ও হয়, সেই ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, আর পরের **অকারের লোপ** হয়। লুপ্ত অ-কারের চিহ্ন থাকে। সূত্র—অতো রোঃ ইত্যাদি (৬.১.১১৩)। নরঃ+অয়ম্=নরোঽয়ম্। কঃ+অপি=কোঽপি।

২। যদি অ-কারের পর বিসর্গ থাকে এবং পরে অ-কার **ভিন্ন স্বরবর্ণ** থাকে, তাহা হইলে অ-কারের পরবর্তী বিসর্গ লোপ পায়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা—কৃতঃ+আগতঃ=কৃত আগতঃ। নরঃ+ইব=নর ইব।

৩। যদি অ-কারের পর বিসর্গ থাকে এবং বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, অথবা য্ ব্ র্ ল্ হ থাকে তাহা হইলে পূর্ব অ-কার ও বিসর্গ মিলিয়া ও হয়। ও কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—মধুরঃ+গন্ধঃ=মধুরো গন্ধঃ। সুন্দরঃ+ঘটঃ=সুন্দরো ঘটঃ। সদ্যঃ+জাতঃ=সদ্যোজাতঃ।

৪। যদি আ-কারের পর বিসর্গ থাকে বা 'ভোঃ' শব্দে যে বিসর্গ থাকে এবং পরে স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, অথবা য্ ব্ র্ ল্ হ্ থাকে, তাহা হইলে ভোঃ শব্দের বিসর্গ বা আ-কারের পরবর্তী **বিসর্গের লোপ** হয়। **লোপের পর আর সন্ধি হয় না।** যথা—গজাঃ+অমী=গজা অমী। হতাঃ+গজাঃ=হতা গজাঃ। অশ্বাঃ+ধাবন্তি=অশ্বা ধাবন্তি। ভোঃ+বালক=ভো বালক।

৫। যদি অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পর বিসর্গ থাকে, পরে স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, অথবা য্ ব্ র্ ল্ হ্ থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ স্থানে 'র্' হয়। 'র্' পরের স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত হয়, বা পরের ব্যঞ্জনবর্ণের মস্তকে রেফ্ হইয়া যুক্ত হয়। সূত্র—সসজুষো রুঃ (৮.২.৬৬)। শ্রীঃ+অসৌ=শ্রীরসৌ। গুরুঃ+উবাচ=গুরুরুবাচ। নিঃ+ধনঃ=নির্ধনঃ।

৬। যদি অ-কারের পর 'র্'-জাত বিসর্গ থাকে, এবং পরে স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, বা য্ ব্ র্ ল্ হ্ থাকে, তাহা হইলে সেই বিসর্গ স্থানে 'র্' হয়। পুনঃ, অন্তঃ, প্রাতঃ, স্বঃ (স্বর্গ) এবং ঋ-কারান্ত শব্দের সম্বোধনের একবচনান্ত পদের বিসর্গ 'র্'-জাত। যথা—পুনঃ+অপি=পুনরপি। প্রাতঃ+আগতঃ=প্রাতরাগতঃ। মাতঃ+এহি=মাতরেহি।

৭। 'র্' পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে যে 'র্' হয়, তাহার লোপ হয় এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। রোরি (৮.৩.১৪) সূত্রে র্ পরে র্ এর লোপ হয়। 'ঢ্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘোঽণঃ' (৬.৩.১১১)। র্ লোপ হওয়ার পূর্বস্বরের দীর্ঘ হয়।

পুনঃ+রমতে=পুনারমতে। প্রাতঃ+রম্যম্=প্রাতারম্যম্। পিতঃ+রক্ষ=পিতারক্ষ। নিঃ+রসঃ=নীরসঃ। নিঃ+রাজনা=নীরাজনা। বিধুঃ+রাজতে=বিধূরাজতে। মাতুঃ+রোদনম্=মাতুরোদনম্। চক্ষুঃ+রোগঃ=চক্ষুরোগঃ।

(৮) 'সঃ' ও 'এষঃ' এই দুই পদের বিসর্গের পর অ-কার ভিন্ন যে কোন বর্ণ থাকিলে বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। সঃ+করোতি=স করোতি। সঃ+বদতি=স বদতি। এষঃ+হসতি=এষ হসতি। কিন্তু অ পরে থাকিলে ও-কার হয়। লুপ্ত অকারের চিহ্ন থাকে। সঃ+অয়ম্=সোঽয়ম্। এষঃ+অপি=এষোঽপি।

(৯) 'চ্' কিংবা 'ছ্' পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে তালব্য 'শ্', 'ট্' কিংবা 'ঠ্' পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে মূর্ধন্য 'ষ্', এবং 'ত্' কিংবা 'থ্' পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে দন্ত্য 'স্' হয়। যথা—পূর্ণঃ+চন্দ্রঃ=পূর্ণশ্চন্দ্রঃ। শিরঃ+ছেদঃ=শিরশ্ছেদঃ। ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কারঃ। উন্নতঃ+তরুঃ=উন্নতস্তরুঃ।

১০। শ্, ষ্, স্, পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে যথাক্রমে বিকল্পে শ্, ষ্, স্, হয়। যথা—সুপ্তঃ+শিশুঃ=সুপ্তস্‌শিশুঃ, সুপ্তঃ শিশুঃ। মত্তঃ+ষট্‌পদঃ=মত্তষ্‌ষট্‌পদঃ, মত্তঃ ষট্‌পদঃ। ক্রুদ্ধঃ+সিংহঃ=ক্রুদ্ধস্‌সিংহঃ, ক্রুদ্ধঃ সিংহঃ।

১১। বিশেষ সন্ধি—অহঃ+অহঃ=অহরহঃ। অহঃ+রাত্রম্=অহোরাত্রম্। অহঃ+রূপম্=অহোরূপম্। কিন্তু অহঃ+গণঃ=অহর্গণঃ। পুরঃ+কারঃ=পুরস্কারঃ। নমঃ+কারঃ=নমস্কারঃ। দুঃ+করঃ=দুষ্করঃ। গীঃ+পতিঃ=গীর্পতিঃ, গীষ্পতিঃ।

বিসর্গসন্ধি সঙ্কেত

অঃ+অ=অঃ স্থানে ও (পরের অ লোপ)।

অঃ+অ-ভিন্ন স্বরবর্ণ=বিসর্গের লোপ। সঃ, এষঃ+অ-ভিন্ন বর্ণ=বিসর্গের লোপ।

অঃ+বর্গের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ, য্ ব্ র্ ল্ হ্=অঃ স্থানে ও,
কিন্তু র্-জাত বিসর্গ স্থানে র্।

আঃ বা ভোঃ+স্বরবর্ণ, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ, য্ ব্ র্ ল্ হ্=বিসর্গের লোপ।

অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পর বিসর্গ + স্বরবর্ণ, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ,

য্ ব্ র্ ল্ হ্ = বিসর্গ স্থানে র্।

বিসর্গ স্থানে র্ + র্ = পূর্ব র্ এর লোপ, পূর্বস্বর দীর্ঘ।

বিসর্গ + চ্ ছ্, ট্ ঠ্, ত্ থ্ = বিসর্গ স্থানে যথাক্রমে শ্ ষ্ স্।

বিসর্গ + শ্ ষ্ স্ = বিসর্গ স্থানে বিকল্পে যথাক্রমে শ্ ষ্ স্।

অনুশীলনী

১। কোথায় কোথায় বিসর্গের লোপ হয় বল। র্-জাত বিসর্গ কোনগুলি ?

২। সন্ধি কর :— কুতঃ + অপি, শিরঃ + মণিঃ, চক্ষুঃ + রোগঃ, মুনেঃ + আদেশঃ, নরঃ + অয়ম্, দেবাঃ + গচ্ছন্তি, এষঃ + স্বপিতি, নরঃ + তত্র, গুরুঃ + রমতে, শিরঃ + উপরি, প্রাতঃ + রম্যম্, পুনঃ + অত্র, সঃ + এতি, কবিঃ + অয়ম্, গীঃ + পতিঃ। 'লতাভিঃ + রম্যঃ', এবং 'দেব + অত্র' (H. S. 1979)

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :— সোঽপি, মুনেরাশ্রমঃ, নমস্তস্মৈ, কৃষ্ণো মেঘঃ, নীরসঃ, পূর্ণশ্চন্দ্রঃ, তৈলক্তম্, পিতারক্ষ, শৃগালো ব্রূতে, বুদ্ধির্যস্য, ততোঽসৌ, যশ্চ, স বদতি, অতএব, নীরাজনা, অহোরাত্রম্, হরীরাজতে।

৪। কারণ দেখাইয়া শুদ্ধ কর :—

প্রাতো রম্যম্, ভয়োচ্ছায়া, মনোকষ্টম্, হুরাদৃষ্টম্, ভো শার্দুল, সো গচ্ছতি। এষো ছাত্রঃ (H. S. 1980)

॥ পদপ্রকরণ ॥ ৪ ॥

১। সাধারণ ভাবে অর্থবহ ধ্বনিকে শব্দ বলে। উহা শুনিবামাত্র কোন না কোন পদার্থের বোধ হয়। তাই বলা হয়—"প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দঃ" (পতঞ্জলির মহাভাষ্য)। যেমন 'গো' শব্দ উচ্চারণ করিলে গলকম্বল-বিশিষ্ট প্রাণীর বোধ হয়।

তবে বাংলায় যেমন নর, মুনি, ফল বলিলে সেই সেই শব্দের একটা অর্থ অভিহিত হয়, সংস্কৃতে সেই সেই শব্দের অভিহিত অর্থমাত্র বোঝাইতে অন্ততঃ প্রথমা বিভক্তি যোগ করিতে হয়। ভাষায় পদেরই ব্যবহার। তাই বলা হয়—নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত। শাস্ত্রে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে যাহা পদ নয়, উহা প্রয়োগ করিবে না। অতএব 'নর' না বলিয়া প্রথমা বিভক্তি যোগে 'নরঃ' এবং এই দৃষ্টান্তে দেবঃ, আচার্যঃ, জনকঃ প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিবে।

২। পদ কাহাকে বলে তাহা সংজ্ঞাপ্রকরণে বলা হইয়াছে। শব্দে সুপ্ বিভক্তি যোগ হয়, এবং ধাতুতে তিঙ্ বিভক্তি যোগ হয়। এইভাবে সুবন্ত শব্দ, বা তিঙন্ত ধাতু—এই উভয়কেই পদ বলে। সুপ্তিঙন্তং পদম্। অতএব সংস্কৃত বাক্যে সুপ্‌বিভক্তিহীন শব্দ বা তিঙ্‌বিভক্তিহীন ধাতু প্রয়োগ করা চলিবে না। তবে যদি কোথাও সুপ্ বিভক্তির চিহ্ন লুপ্ত থাকে, সে কথা পৃথক্। সেখানে ব্যাকরণের নিয়মে চিহ্ন লুপ্ত আছে বটে, কিন্তু বুঝিতে হইবে বিভক্তিটি আছে। স্ত্রীলিঙ্গে আ-কারান্ত লতা এবং দীর্ঘ ঈ-কারান্ত নদী প্রভৃতি শব্দের প্রথমার একবচনে লতা, নদী।

৩। শব্দের পর সুপ্ বিভক্তি যোগ করা হয়, ইহা বলা হইয়াছে। বিভক্তিহীন শব্দকে প্রাতিপদিক বা নামপ্রকৃতি বলে, ইংরাজীতে Stem বলে। প্রাতিপদিক বা শব্দের পর সুপ্‌বিভক্তি যোগে যে সব পদ হয়, তাহার রূপকে শব্দরূপ (Declension) বলে।

শব্দের পর সু ঔ জস্ প্রভৃতি বিভক্তি যোগ করা হয়। নর+সু=নরঃ, নর+ঔ=নরৌ, নর+জস্=নরাঃ। প্রথমার একবচনের সু হইতে সপ্তমীর বহুবচনের সুপ্ প্রত্যয়ের প্ পর্যন্ত মোট একুশটি প্রত্যয় লইয়া সুপ্‌বিভক্তি হয়। সুপ্‌বিভক্তি প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী—এই সাত প্রকারের। এবং প্রত্যেকটি আবার একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন ভেদে তিন প্রকার, মোট ৭×৩=২১টি। পরে ইহার বিবরণ দেওয়া [illegible]

মনে রাখিবে সংখ্যা, কারক বা আরও নানা প্রকার সম্বন্ধ বোঝাইতে শব্দের পর সুপ্‌বিভক্তি যুক্ত হয়। সংখ্যাকারকাদি-বোধয়িত্রী বিভক্তিঃ।

বিশেষ্য পদ (Noun)

৪। পদ বলিতে বিশেষ্য ও বিশেষণ দুই-ই বোঝায়। রামঃ—এই পদে রাম নামে ব্যক্তিবিশেষকে বোঝায়। বৃক্ষঃ, লতা—এই সব পদে বিভিন্ন বস্তুকে বোঝায়। মনুষ্যঃ, অশ্বঃ প্রভৃতি পদে মনুষ্য বা অশ্বজাতিকে বোঝায়। গুণবাচক শব্দ যথা— শুক্লতা, দরিদ্রতা। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ যথা—গমনম্, ভোজনম্। এই সব পদকে বিশেষ্য বলে। তাই বলা হয়—যে পদের দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু জাতি, গুণ, অবস্থা বা ক্রিয়া প্রভৃতির নাম প্রকাশ করা হয়, সেই পদকে বিশেষ্য বলে। "গুণাদিভিস্তু যদ্ভেদং তদ্বিশেষ্যমুদাহৃতম্"।

বিশেষণ (Adjective)

৫। ভেদকো বিশেষণম্—একজাতীয় পদার্থসমূহ হইতে যে পদ কোন একটি বা একের অধিক বিশেষ্য পদকে গুণ, অবস্থা বা সংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশেষিত করিয়া দেয়, উহাকে বিশেষণ বলে। যেমন—দাশরথিঃ রামঃ (দশরথপুত্র রাম)। ভার্গবঃ রামঃ—ভৃগুর পুত্র পরশুরাম। বিশালঃ বৃক্ষঃ। পুষ্পিতা লতা। পক্বম্ ফলম্।

বাংলায় বিশেষণ পদে বিভক্তি ও বচন দেখা যায় না, লিঙ্গও কচিৎ দেখা যায়। কিন্তু সংস্কৃতে লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন—এই তিনটিই বিশেষ্যের মত হওয়া চাই।

বিশেষ্যস্য হি যল্লিঙ্গং বিভক্তিবচনে চ যে।
তানি সর্বাণি যোজ্যানি বিশেষণপদেষ্বপি ॥

যেমন—সুন্দরঃ বালকঃ। সুন্দরী কন্যা। দীর্ঘৌ ভুজৌ। চঞ্চলাঃ ভ্রমরাঃ। গভীরা নদী। রম্যম্ কাননম্। মিষ্টম্ ফলম্। নির্মলম্ জলম্।

অবশ্য কোন কোন স্থলে বাক্যের প্রয়োগ অনুসারে একই পদ কোথাও বিশেষ্য অথবা কোথাও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—সাধুঃ নরঃ। এখানে 'সাধুঃ' পদটি বিশেষণ। কিন্তু পূজ্যঃ সাধুঃ—এই বাক্যে 'সাধুঃ' পদটি বিশেষ্য।

কারক ও বিভক্তি—সাধারণ আলোচনা

৬। কারক ও বিভক্তি সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। পরে অবশ্য বিশেষভাবে ইহার আলোচনা করা হইবে।

ক্রিয়ার সহিত যাহার কোন না কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে কারক বলে। ক্রিয়ার ব্যাপারে সাহায্য বিধান করাই কারকের কাজ। তোমরা জান,

পাক করা একটা কাজ। কিন্তু পাক করিতে হইলে কত কি উপকরণ দরকার। চাউল, কাঠ, হাঁড়ি বা পাত্র এবং যে রান্না করিতেছে সবগুলিই। পাণিনি অবশ্য কারকের কোন সংজ্ঞা করেন নাই। কারণ 'কারক' এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে বোঝা যায় ক্রিয়ার কাজে যাহা কোন না কোন প্রকারে সাধক বা ক্রিয়া-নিষ্পাদক, তাহাই কারক। কোন না কোন প্রকারে রান্নার কাজের যাহারাই সহায়তা করিতেছে, সেই সবগুলিই কারক। ক্রিয়ার সঙ্গে উহাদের সম্পর্ক থাকাতেই কারক বলা হয়। তাই সাধারণতঃ বলা হয়—ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্। সংস্কৃতে ছয়টি কারক স্বীকার করা হয়—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। ভিন্ন ভিন্ন কারকে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি হয়। এই সব বিষয়ে কারক-প্রকরণে বলা হইবে।

(১) কর্তা—যে প্রধানভাবে ক্রিয়া সম্পাদন করে, সে কর্তা। ব্যাকরণের ভাষায় বলা হয় স্বতন্ত্রঃ কর্তা। সংস্কৃতে কর্তৃবাচ্যে তিঙন্ত ক্রিয়াপদের তিঙ্ বিভক্তিই কর্তার কথা বলিয়া দেয়। 'গচ্ছতি' এই ক্রিয়াপদে তিঙ্‌বিভক্তি শুনিবামাত্র বোঝা যায়, যে যাইতেছে, সে সংখ্যায় এক জন, এবং তুমি আমি বাদে সে কোন এক জন। 'তুমি' মধ্যম পুরুষ, 'আমি' উত্তম পুরুষ এবং তুমি, আমি বাদে যাহা, তাহা ইংরাজীতে 3rd Person, সংস্কৃতে উহা প্রথম পুরুষ। দেখা গেল—তিঙন্ত ক্রিয়াপদের তিঙ্‌বিভক্তি হইতেই কর্তৃকারকের একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে। কেবল সেই পদার্থটি কি, মানুষ না গরু—শব্দের সেই অর্থগত পরিচয়টা কিন্তু তিঙ্‌যুক্ত ক্রিয়াপদ হইতে জানা যায় না। অতএব সেই পরিচয় বুঝাইবার জন্যই প্রাতিপদিকার্থমাত্রে বা অভিধেয়মাত্রে প্রথমা। পাণিনিমতে কর্তায় প্রথমা বলা ঠিক নহে। কারণ কর্তা তো তিঙন্ত ক্রিয়াপদের দ্বারাই অভিহিত হইয়াছে। সে স্থলে প্রথমা বিভক্তির দ্বারা পুনরায় কর্তাকে বোঝাইতে গেলে পুনরুক্তিই হয়। তবে কর্তা কি ধরণের বস্তু, প্রাণী বা পদার্থ—প্রথমা বিভক্তি মাত্র তাহারই পরিচয় দেয়। প্রতি শব্দের বা প্রাতিপদিকের একটা অর্থ আছে। শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিপথে উহার নিশ্চিত একটা অর্থের বোধ হয়। প্রথমা বিভক্তিযোগে সেই অর্থের বোধ হয়।

কিন্তু যেখানে তিঙন্ত ক্রিয়ার দ্বারা কর্তা অভিহিত হয় না, যাহাকে বলা হয় অনুক্ত কর্তা, যেমন—কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে যে কর্তা, সেখানে অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া হয়। 'বালকেন গম্যতে'—এই ভাববাচ্যের প্রয়োগে 'গম্যতে' পদ হইতে যাওয়া কাজটি যে ঘটিতেছে, শুধু এইটুকুই জানা গেল। কর্তা কয় জন, কোন্ পুরুষ বা কি তাহার পরিচয়, কিছুই ঐ তিঙ্ বিভক্তির প্রয়োগ হইতে জানিবার

উপায় নাই। সেক্ষেত্রে কর্তা অনুক্ত। কিন্তু কর্তা তো একটা চাই, নচেৎ কাজ কেমন করিয়া হইবে? তখন 'বালকেন' এই পদের তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারাই সেই অনুক্ত কর্তার পরিচয় পাওয়া গেল। তাই এখানে ভাববাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া। কর্মবাচ্যের দৃষ্টান্ত যথা—শিশুনা চন্দ্রঃ দৃষ্টঃ। কর্মবাচ্যে কর্মের কথাই বলা হয়, চাঁদ দেখা হইতেছে। কর্তা শিশু সেখানে অভিহিত নয়। পাণিনির সূত্রে তাই বলা হয়—কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া অর্থাৎ অনুক্ত বা অনভিহিত কর্তায় এবং করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

(২) কর্ম—কর্তা যাহা করে, ক্রিয়াসম্পাদনে কর্তা যে বস্তুটিকে পরম অভীষ্টরূপে অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রধান বিষয় রূপে পাইতে চাহে, উহাকে কর্ম বলে। বলা হয়—কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম। বালকঃ চন্দ্রং পশ্যতি—দেখার অভীষ্টতম বিষয়বস্তু হইল চাঁদ, দেখা ক্রিয়ার দ্বারা বালকটি চাঁদের সহিত সেরূপ সম্বন্ধ করায় তখন অন্য কিছু দেখার দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। কাহাকে বা কোন্ বস্তুটিকে—ক্রিয়াপদের উল্লেখে এই প্রশ্ন করিলেই কর্ম পাওয়া যায়। ইংরাজীতে go verb 'অকর্মক', কিন্তু সংস্কৃতে গম্ ধাতু সকর্মক, গমন ক্রিয়ার দ্বারা সেই স্থলের প্রাপ্তি বোঝায়। স গ্রামং গচ্ছতি, বিদ্যালয়ং গচ্ছতি—এই সব বাক্যে ক্রিয়ার অভীষ্ট বিষয়রূপে সেই সেই স্থানের প্রাপ্তি বোঝাইতেছে।

(৩) করণ—যাহা কার্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট সাধন অর্থাৎ সর্বাধিক ভাবে উপকারক তাহাই করণ। সাধকতমং করণম্। দ্বারা, দিয়া, অর্থে করণে তৃতীয়া। নেত্রাভ্যাম্ পশ্যামি (দুই নেত্র দিয়া দেখি)—এই বাক্যে নেত্রদুইটি দেখাক্রিয়ার প্রকৃষ্ট সাধন। চোখের সঙ্গে কোন বস্তুর সংযোগ রূপ ব্যাপার হওয়ার ফলেই সঙ্গে সঙ্গে উহা দেখা যায়। অতএব চোখদুইটি করণ কারক। এইরূপ—মুখেন খাদামি। চরণাভ্যাম্ চরামি।

(৪) সম্প্রদান—যাহাকে দান করা যায়, তাহা সম্প্রদান। সম্প্রদানে চতুর্থী—নৃপঃ দরিদ্রায় ধনং যচ্ছতি (রাজা দরিদ্রকে ধন দেয়)—এই বাক্যে 'দরিদ্রায়' পদে সম্প্রদানে চতুর্থী। যাহার জন্য বা যে জন্য কিছু করা হয়, সেই অর্থেও চতুর্থী হয়। তাহাকে তাদর্থ্যে চতুর্থী বলে। যেমন, ধর্মায় জীবনম্—এই বাক্যে ধর্মের জন্য জীবন—এ অর্থে 'ধর্মায়' পদে তাদর্থ্যে চতুর্থী।

(৫) কোন কিছু হইতে অপায় অর্থাৎ বিশ্লেষ বা সংযোগ-চ্যুতি বুঝাইলে যাহা হইতে অপায়, তাহাকে অপাদান বলে। ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্। অপাদানে পঞ্চমী। যথা—বৃক্ষাৎ পতাত পত্রম্। 'কোথা হইতে'—এই প্রশ্ন করিলে উত্তরে যে পদ পাওয়া যাইবে, উহাই অপাদান বুঝিতে হইবে।

(৬) 'কোথায়, বা কখন'—এই প্রশ্নের উত্তরে স্থান বা কালবাচক যে পদ পাওয়া যাইবে, উহা অধিকরণ। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে। সিংহঃ বনে বসতি। বৃক্ষে বসতি বিহগঃ।

(৭) সম্বন্ধপদ কারক নহে। উহার সহিত তিঙন্ত ক্রিয়াপদের সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ নাই। 'নৃপস্য আলয়ঃ' বলিলে রাজার বাড়ী বোঝায়। সেখানে বাড়ীর সহিত রাজার সম্বন্ধ, কোন ক্রিয়াপদের সহিত সম্বন্ধ বোঝায় না। সম্বন্ধ বুঝাইতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। পাণিনি মতে ইহা শেষে ষষ্ঠী। কারক এবং প্রাতিপদিকের অর্থ ছাড়া আর সব স্থলে শেষে ষষ্ঠী। যথা—ছাত্রস্য পুস্তকম্। সূর্যস্য কিরণঃ।

(৮) পদযোগে বিভক্তি—কারকের অর্থ ছাড়াও কতকগুলি বিশিষ্ট পদের যোগেও ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি হয়। পরে কারক ও বিভক্তি প্রকরণে এ সব বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইবে। এখানে প্রসিদ্ধ পদযোগে বিভক্তির সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে, যেমন—'বিনা' ও 'নিকষা' যোগে দ্বিতীয়া, শ্রমং বিনা বিদ্যা ন ভবতি। গ্রামং নিকষা (অর্থাৎ নিকটে)। 'সহ' শব্দযোগে তৃতীয়া—লক্ষ্মণেন সহ রামঃ গচ্ছতি। 'নমঃ' শব্দ যোগে চতুর্থী—নমঃ কৃষ্ণায়। নমঃ শিবায়। 'বহিঃ' শব্দ যোগে পঞ্চমী—স গ্রামাৎ বহিঃ গচ্ছতি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। সুবন্ত পদ কাহাকে বলে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। শব্দ ও পদ বলিতে কি বোঝ ?

৩। প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা বলিলে কি বোঝ ?

৪। কারক কাহাকে বলে ? বিভক্তি হইতে কি কি অর্থের পরিচয় পাওয়া যায় ?

৫। সম্বন্ধ পদকে কারক বলা চলে কি ? এ বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ কর।

৬। পদযোগে বিভক্তি বলিতে কি বোঝ ?

॥ লিঙ্গ ও বচন প্রকরণ ॥ ৫ ॥

১। সাধারণতঃ পুরুষবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ, যেমন, নরঃ, বালকঃ, জনকঃ, ব্যাঘ্রঃ। স্ত্রী-বাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, যথা—নারী, বালিকা, জননী, ব্যাঘ্রী। যে শব্দ পুরুষ বা স্ত্রী-বাচক নহে, তাহা ক্লীবলিঙ্গ, যথা—ফলম্, বনম্, ধনম্।

তবে সংস্কৃত ভাষায় সব সময় অর্থ দেখিয়া শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করা যায় না। অভিধান বা শিষ্ট জনের ব্যবহারই উহার প্রমাণ। দার, ভার্যা ও কলত্র—এই শব্দ তিনটির একই অর্থ 'স্ত্রী', কিন্তু দার পুংলিঙ্গ শব্দ (এবং বহুবচন), ভার্যা স্ত্রীলিঙ্গ এবং কলত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। মিত্র শব্দ সূর্য অর্থে পুংলিঙ্গ, বন্ধু অর্থে ক্লীবলিঙ্গ। মিত্রঃ (সূর্যঃ), মিত্রম্ (বন্ধু)।

২। শব্দের প্রয়োগ, বা শব্দের গঠনে প্রত্যয়গত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির উপরেও লিঙ্গের ব্যবহার নির্ভর করে। নিম্নের নিয়মগুলি মনে রাখিলে লিঙ্গ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকিবে এবং উহা কাজে লাগিবে।

পুংলিঙ্গ (Masculine)

পূর্বে অনুবাদ প্রকরণে ৩৫ পৃষ্ঠায় পদ, লিঙ্গ, বচন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এখানে অল্প আলোচনা করিলাম।

৩। (১) দেব, দৈত্য, স্বর্গ, যাগ, পর্বত, মেঘ, সাগর, বৃক্ষ, কাল প্রভৃতি পর্যায়বাচক শব্দ পুংলিঙ্গ।

> পুংস্থে সভেদানুচরাঃ সপর্যায়াঃ সুরাসুরাঃ।
> স্বর্গযাগাদ্রি-মেঘাব্ধি-দ্রুকালাসি-শরারয়ঃ ॥
> করগণ্ডৌষ্ঠ-দোর্দণ্ড-কণ্ঠকেশনখস্তনাঃ।
> মাসর্তুরসদর্ণাহিপক্ষিপক্ষ-হুষাস্তথা ॥ (অমরকোষঃ)

দেববাচক শব্দ—দেবঃ, সুরঃ। দৈত্যবাচক—দৈত্যঃ, অসুরঃ। এই প্রকার —স্বর্গঃ, সুরলোকঃ। যাগঃ, যজ্ঞঃ। পর্বতঃ, গিরিঃ। মেঘঃ, ঘনঃ, বারিবাহঃ। সাগরঃ, উদধিঃ। বৃক্ষঃ, তরুঃ, পাদপঃ। কালঃ, সময়ঃ। অসিঃ, তরবারিঃ। শরঃ, বাণঃ। অরিঃ, শত্রুঃ, অমিত্রঃ, রিপুঃ। করঃ, কিরণঃ, রশ্মিঃ, হস্তঃ, ভুজঃ, কণ্ঠঃ, গলঃ। কেশঃ, কুন্তলঃ, চিকুরঃ। মাসঃ, ঋতুঃ। সর্পঃ, পক্ষী, বিহগঃ ইত্যাদি।

(২) কোন শব্দের শেষে ক, তু, থি, ক, ট, থ, প, ভ, ম প্রভৃতি বর্ণ থাকিলে সেই শব্দগুলি প্রায়ই পুংলিঙ্গ। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে। সংকেত শ্লোক ও দৃষ্টান্তগুলি অনুবাদ প্রকরণে দেখ।

(৩) ঘঞ্, অপ্, অচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। এই প্রত্যয়গুলি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের অর্থ প্রকাশ করে। যথা—ক্রোধঃ, পাকঃ, ত্যাগঃ, লোভঃ, নাশঃ, ক্ষয়ঃ, জয়ঃ। কিন্তু ভয়ম্ ক্লীবলিঙ্গ।

(৪) ইমন্ প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ—মহিমন্, গরিমন্ শব্দ। ১মায় মহিমা।

স্ত্রীলিঙ্গ (Feminine)

৪। (১) আ বা দীর্ঘ ঈ-কারান্ত শব্দগুলি প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ। লতা, শাখা, শয্যা, বিদ্যা, প্রজ্ঞা। নদী, মহী, অটবী।

(২) ভূ, তিথি, রাত্রি ও স্ত্রীবাচক শব্দ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ। ভূঃ, ক্ষিতিঃ, পৃথিবী, বসুধা। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, প্রতিপৎ। রাত্রিঃ, নিশা, যামিনী, নারী।

(৩) ক্তিন্ (ক্তি)-প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ—ক্তিন্নন্তঃ। এগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ। কৃতিঃ, মতিঃ, গতিঃ, প্রীতিঃ, হানিঃ, কিন্তু জ্ঞাতি শব্দ পুংলিঙ্গ।

(৪) তল্ (তা) প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ—তলন্তঃ। যথা, সাধুতা, মৃদুতা, দরিদ্রতা, দেবতা, বন্ধুতা, জনতা।

(৫) ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ। সম্পদ্, আপদ্, বিপদ্, পর্ষদ্।

(৬) ঊনবিংশতি হইতে নবনবতি (নিরানব্বই) পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। বিংশতিঃ, ত্রিংশৎ, পঞ্চাশৎ, সপ্ততিঃ (সত্তর), অশীতিঃ (আশি)।

ক্লীবলিঙ্গ (Neuter)

৫। (১) গগন, কানন, পত্র, ধন, বল, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি পর্যায়বাচক শব্দগুলি প্রায়ই ক্লীবলিঙ্গ।

অনুবাদ প্রকরণে লিঙ্গ ও বচন অংশে ৩৬ পৃষ্ঠায় আলোচনা দেখ। যথা—অম্বরম্, গগনম্, নভঃ, বনম্, অরণ্যম্, পত্রম্, ধনম্, বিত্তম্, মুখম্, বদনম্। সুখম্, দুঃখম্, পাপম্, পুণ্যম্। অন্নম্, দধি, দুগ্ধম্। ছিদ্রম্।

(২) ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ক্লীবলিঙ্গ। ইহাদের শেষে ন বা ণ থাকে। যেমন—গগনম্, ভোজনম্, শয়নম্, দর্শনম্, শ্রবণম্, ভ্রমণম্ ইত্যাদি।

(৩) ভাববাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি ক্লীবলিঙ্গ—হসিতম্ (হাসি), গীতম্।

(৪) ভাবার্থে অণ্ (অ), ষ্যঞ্ (ষ্য), বা ত্ব প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। অণ্—শৈশবম্, গৌরবম্। ষ্যঞ্—দারিদ্র্যম্। ত্ব—লঘুত্বম্।

(৫) সমাহার দ্বন্দ্ব ও অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন শব্দগুলি ক্লীবলিঙ্গ। সমাহার দ্বন্দ্ব—অহিনকুলম্, পাণিপাদম্। অব্যয়ীভাব—দুর্ভিক্ষম্, উপবনম্, যথাশক্তি।

(৬) শত ও সহস্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। বিশেষণ হইলে শত ও সহস্র শব্দ একবচন। শতং নরাঃ। মিত্র শব্দ বন্ধু অর্থে ক্লীবলিঙ্গ, সূর্য অর্থে পুংলিঙ্গ।

বচন (Number)

৬। যাহার দ্বারা পদার্থের সংখ্যা বোঝায়, তাহাকে বচন বলে। এক বুঝাইতে একবচন। নরঃ, মুনিঃ। দুইটি বুঝাইতে দ্বিবচন, যথা—ভুজৌ অর্থাৎ (দুই) বাহু। দুইয়ের অধিক বুঝাইতে বহুবচন—বালকাঃ, ভ্রমরাঃ।

৭। কতকগুলি শব্দ নিত্য একবচন, নিত্য দ্বিবচন বা নিত্য বহুবচন।

(ক) নিত্য একবচন: (১) সমষ্টিবোধক দ্বয়, ত্রয়, চতুষ্টয়, গণ, বৃন্দ প্রভৃতি শব্দ একবচন। তবে দল বা সমষ্টি অধিক হইলে দ্বিবচন বা বহুবচনও হয়।

(২) **সমাহার দ্বিগু ও সমাহার দ্বন্দ্ব** একবচন। সমাহার দ্বিগুতে সংখ্যাবাচক পদ পূর্বে থাকে। যেমন—ত্রিভুবনম্, পঞ্চবটী অর্থাৎ পাঁচটি বটবৃক্ষের মিলিত সমষ্টি বুঝাইতেছে। সমাহার দ্বন্দ্ব—পাণিপাদম্, অহিনকুলম্।

(৩) শত, সহস্র এবং ঊনবিংশতি হইতে নবনবতি পর্যন্ত শব্দ সংখ্যাবাচক বিশেষণ হইলে নিত্য একবচন হয়। শত ও সহস্র শব্দ একবচন এবং ক্লীবলিঙ্গ—শতম্ নরাঃ, সহস্রং ছাত্রাঃ, বিংশতিঃ পুরুষাঃ। কিন্তু বিশেষ্য হইলে দ্বিবচন ও বহুবচনও হয়—ছাত্রাণাং ত্রীণি শতানি।

(খ) নিত্য দ্বিবচন—দ্বি, উভ ও দম্পতি শব্দ নিত্য দ্বিবচনে ব্যবহৃত হয়। দ্বৌ বালকৌ। উভৌ শিক্ষকৌ। এতৌ দম্পতী।

(গ) নিত্য বহুবচন—পুংলিঙ্গে দার শব্দ (অর্থ স্ত্রী), প্রাণবাচক শব্দ এবং পুংলিঙ্গে গৃহ শব্দ নিত্য বহুবচন। 'দারাক্ষতলাজাসূনাং বহুত্বঞ্চ'—দার, অক্ষত (আতপ চাউল), লাজ (খৈ), অসু অর্থাৎ প্রাণবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ।

স্ত্রীলিঙ্গে বর্ষা; সমা (বৎসর), সিকতা (বালু) ও অপ্ (জল) শব্দ বহুবচন। বর্ষাসু বর্ষণম্। আপঃ। 'অপ্সুমনস্সমাসিকতাবর্ষাণাং বহুত্বঞ্চ'।

বঙ্গ, মদ্র প্রভৃতি প্রদেশবাচক শব্দ নিত্য বহুবচন। যথা—কলিঙ্গেষু, মদ্রেষু। কিন্তু দেশ শব্দের সহিত সমাসে ব্যতিক্রম—অঙ্গদেশঃ।

অনুশীলনী

১। নিম্নের শব্দগুলি সংস্কৃতে কোন্ লিঙ্গ বল। স্বর্গ, দেব, লতা, বাণ, উদধি, ভয়, দীপ, মিত্র, ভূমি, দার, ক্রোধ, পরিশ্রম, গতি, রাত্রি, ভোজন।

২। কোন্ পর্যায়বাচক শব্দ পুংলিঙ্গ?

৩। কোন্ শব্দগুলি নিত্য বহুবচন?

———

॥ ণত্ব ও ষত্ববিধান ॥ ৬ ॥

ণত্ববিধান

১। (ক) ঋ, ঋৃ, র্, ষ্—এই চারিবর্ণের কোন একটির পর একপদস্থিত দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য হয়। ঋ—ঋণম্, নৃণাম্। ঋৃ—দাতৄণাম্। র্—পূর্ণম্, জীর্ণম্। ষ্—কৃষ্ণঃ। সূত্র—রষাভ্যাং নো ণঃ সমানপদে (৮.৪.১), ঋবর্ণাচ্চেতি বক্তব্যম্ (বার্তিক)। ভিন্ন পদে হয় না। যথা—রঘুনন্দনঃ, সর্বনাম, দুর্নাম।

(খ) ঋ, ঋৃ, র্, ষ্—ইহাদের যে কোন একটি বর্ণের পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য্, ব্, হ্, অথবা অনুস্বার ব্যবধানথাকিলেও একপদস্থিত দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়। সূত্র—অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি। স্বরবর্ণ ব্যবধান—করণম্, কিরণঃ, নরাণাম্, নরেণ। ক-বর্গ ও স্বরবর্ণ ব্যবধান—করেণ, মূর্খেণ, মৃগেণ। পবর্গ ও স্বরবর্ণ ব্যবধান—সর্পেণ, রেফেণ, ক্রমেণ। য্ ব্ হ্ স্বরবর্ণ ও অনুস্বার ব্যবধান—রয়েণ, সর্বেণ, গ্রহাণাম্, বৃংহণম্।

সঙ্কেতশ্লোকঃ—ঋ র্ মূর্ধন্য ষ্ পর যদি দন্ত্য ন্ থাকে।
তখনই মূর্ধন্য কর নির্বিচারে তাকে॥
ক-বর্গ প-বর্গ যদি মধ্যে স্বর আর।
য্ ব্ হ্ বা অনুস্বার, তবু মূর্ধন্য-কার॥

২। নিম্নের বানানগুলিতে ণত্বের নিমিত্ত থাকিলেও অন্য বর্ণের ব্যবধান থাকায় মূর্ধন্য ণ্ হয় নাই। অর্চনা, বর্তমানঃ, অর্থেন, প্রার্থনা, মূর্ধন্যঃ, রসায়নম্।

৩। পদান্তস্থিত দন্ত্য ন্ কখনও মূর্ধন্য ণ্ হয় না।

সূত্র—(ন) পদান্তস্য। নরান্, গিরীন্, ভ্রাতৄন্, বৃক্ষান্।

৪। সংস্কৃত শব্দরূপে তৃতীয়ার একবচনে ইন বা না যোগ হয়। ষষ্ঠীর বহুবচনে নাম্ যোগ। তাই ণত্বের নিমিত্ত থাকিলে মূর্ধন্য ণ্ হইবে—নরেণ, মৃগেণ, নরাণাম্, মৃগাণাম্, কিন্তু মুনীনাম্, সাধূনাম্।

৫। ন্ ভিন্ন ত-বর্গযুক্ত দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয় না। গ্রন্থঃ, বৃন্দম্। কিন্তু বিষণ্ণঃ।

৬। পর, পূর্ব, বা অপর প্রভৃতি অকারান্ত পদের পরে ণত্বের কারণ থাকিলে অহ্ন শব্দের দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়। পূর্বাহ্ণঃ, অপরাহ্ণঃ। কিন্তু নিরহ্নঃ।

৭। পূর্বে ণত্বের নিমিত্ত থাকিলে পরপদের নী শব্দের দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়। যথা—গ্রামণীঃ, অগ্রণীঃ। পরবর্তী অয়ন শব্দের দন্ত্য ন্ অনুরূপ ভাবে মূর্ধন্য ণ্ হয়। যথা—পরায়ণঃ, চান্দ্রায়ণম্।

৮। 'উপসর্গাদসমাসেঽপি ণোপদেশস্য' (৮.৪.১৪)—প্র, পরা, পরি, নির্—এই চারিটি উপসর্গের পর ন্-কারাদি কয়েকটি ধাতুর ন্ ণ্ হয়। নদ্, নম্, নশ্, নী প্রভৃতি ধাতুর দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়। প্রণদতি, প্রণয়ঃ, প্রণামঃ, পরিণামঃ। নশ্—প্রণাশঃ, (কিন্তু প্রনষ্টঃ) সূত্র—'নশেঃ ষান্তস্য' (৮.৪.৩৬): এখানে ন্ ণ্ হয় না।

ষত্ববিধান

১। অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ এবং ক্ ও র্—এই যে কোন বর্ণের পর একপদাশ্রিত প্রত্যয়ের দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়। সূত্র—ইণ্‌কোঃ (৮.৩.৫৭) অ আ ভিন্ন স্বরের পরে যথা—মুনি+সুপ্=মুনিষু। এইরূপ সাধুষু, ভ্রাতৃষু। ক্-এর পরে সুপ্—দিক্ষু। র্ এর পর—চতুর্ষু। কিন্তু লতাসু—মূর্ধন্য ষ্ হইল না। কারণ 'সু'র পূর্বে আকার আছে। অপ্‌সু—পূর্বে প্ আছে।

ধাতুরূপের বেলায় ভবিষ্যৎ কালে লৃট্-এ স্যতি স্যতঃ স্যন্তি ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ হয়। সেখানে ই-কারের পর ষত্ববিধি হওয়ায় ভবিষ্যতি, ভবিষ্যতঃ এইরূপ হইবে। কিন্তু যাস্যতি। তিঙের সি যোগে করোষি। কিন্তু যাসি।

২। অনুস্বার ও বিসর্গের ব্যবধান থাকিলেও প্রত্যয়ের দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়। হবীংষি, ধনূংষি, আশীঃষু, ধনুঃষু।

৩। ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর সেব্, সহ্ প্রভৃতি কতকগুলি স-কারাদি ধাতুর দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়। যেমন—নিষেবিতঃ, দুর্বিষহঃ, বিষাদঃ, বিষণ্ণঃ, উপনিষদ্, নিষীদতি ইত্যাদি। অবশ্য 'প্রতি' উপসর্গ ভিন্ন সদ্‌ধাতু হইলে এইরূপ হয়। সূত্র—সদিরপ্রতেঃ (৮.৩.৬৬), প্রতিসীদতি। নিষেধঃ, পরিষিঞ্চতি, অনুষ্ঠানম্ ইত্যাদি। সূত্র—উপসর্গাৎ সুনোতি-সুবতি... সেধসিচ- সঞ্জ-স্বঞ্জাম্ (৮.৩.৬৫)

অনুশীলনী

১। নিম্নের বানানগুলিতে মূর্ধন্য ণ বা মূর্ধন্য ষ্ কেন হইয়াছে বল। নরেষু দাতৃণাম্, ভ্রাতৃষু, বৃংহণম্, ধনূংষি, অভিষেকঃ, প্রণাশঃ, নিষেধঃ,।

২। বানান শুদ্ধ কর—লতাষু, আশীঃসু, দাতৃণ্, হবীংসি, তেষু, মৃগেন।

———

॥ সুবন্ত প্রকরণ ও শব্দরূপ ॥ ৭ ॥

(Declension)

সুপ্-বিভক্তি (Case-ending)

১। সংখ্যা ও কারক প্রভৃতির অর্থ বুঝাইতে প্রাতিপদিক অর্থাৎ অর্থ-বোধক শব্দের পর সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি সুপ্ প্রত্যয় যোগ করা হয়। সূত্র—সংখ্যাকারকাদিবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ।

২। সুপ্ বিভক্তি বলিতে সু, ঔ, জস্ ইত্যাদি একুশটি। সুপ্ বিভক্তিগুলি প্রথমা হইতে সপ্তমী—এই সাত ভাগে বিভক্ত এবং ইহাদের প্রত্যেকটির আবার একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন এই তিন ভেদ, ফলে মোট (৭×৩) একুশটি সুপ্ বিভক্তি। নর+সু=নরঃ। নর+ঔ=নরৌ। নর+অস্ (জস্)=নরাঃ।

৩। সুপ্ বিভক্তির আকৃতি নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভক্তি (Case-ending)	একবচনে (Singular)	দ্বিবচনে (Dual)	বহুবচনে (Plural)
প্রথমা (1st)	সু (:)	ঔ	জস্ (অঃ)
দ্বিতীয়া (2nd)	অম্	ঔট্ (ঔ)	শস্ (অঃ)
তৃতীয়া (3rd)	টা (আ)	ভ্যাম্	ভিস্ (ভিঃ)
চতুর্থী (4th)	ঙে (এ)	ভ্যাম্	ভ্যস্ (ভ্যঃ)
পঞ্চমী (5th)	ঙসি (অঃ)	ভ্যাম্	ভ্যস্ (ভ্যঃ)
ষষ্ঠী (6th)	ঙস্ (অঃ)	ওস্ (ওঃ)	আম্
সপ্তমী (7th)	ঙি (ই)	ওস্ (ওঃ)	সুপ্ (সু)

স্বরান্ত শব্দরূপ

অ-কারান্ত শব্দ—নর (মানুষ)—Man—পুংলিঙ্গ। ফল—ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচনে	দ্বিবচনে	বহুবচনে	একবচনে	দ্বিবচনে	বহুবচনে
প্রথমা	নরঃ	নরৌ	নরাঃ	ফলম্	ফলে	ফলানি
দ্বিতীয়া	নরম্	নরৌ	নরান্	ফলম্	ফলে	ফলানি
তৃতীয়া	নরেণ	নরাভ্যাম্	নরৈঃ	ফলেন	ফলাভ্যাম্	ফলৈঃ
চতুর্থী	নরায়	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ	ফলায়	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
পঞ্চমী	নরাৎ	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ	ফলাৎ	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
ষষ্ঠী	নরস্য	নরয়োঃ	নরাণাম্	ফলস্য	ফলয়োঃ	ফলানাম্
সপ্তমী	নরে	নরয়োঃ	নরেষু	ফলে	ফলয়োঃ	ফলেষু
সম্বোধন	নর	নরৌ	নরাঃ	ফল	ফলে	ফলানি

যাবতীয় অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ নর শব্দের মত। দেব, দৈত্য স্বর্গ, যাগ, পর্বত, বৃক্ষ, দেশ, গ্রাম, আচার্য, বালক, বিহগ, নৃপ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : প্রথমার একবচনে বিসর্গ, প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে ঔ (নরৌ), দ্বিতীয়ার বহুবচনে শব্দের শেষের স্বর দীর্ঘ এবং উহার পরে হসন্ত্ ন্ যোগ (নরান্)। ষষ্ঠীর বহুবচনেও ঐরূপ দীর্ঘ করিবার পর নাম্ যোগ (নরাণাম্) লক্ষণীয়। স্বরান্ত পুংলিঙ্গের প্রায় সব শব্দেরই দ্বিতীয়ার বহুবচনে ঐভাবে দীর্ঘ ও হসন্ ন্ দেখা যায়। ক্লীবলিঙ্গে অকারান্ত শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার রূপ ভিন্ন। অন্যান্য বিভক্তিতে রূপ নরশব্দের মত।

অকারান্ত শব্দরূপে অন্যান্য বৈচিত্র্য

নির্জর (God), পাদ (Foot), দন্ত (Tooth), মাস (Month) ইত্যাদি পুংলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের রূপ সর্বত্র নরশব্দের মত। কেবল কতকগুলি অতিরিক্ত রূপ লক্ষণীয়।

নির্জর শব্দ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	নির্জরঃ	নির্জরৌ, নির্জরসৌ	নির্জরাঃ, নির্জরসঃ
দ্বিতীয়া	নির্জরম, নির্জরসম্	নির্জরৌ, নির্জরসৌ	নির্জরান্, নির্জরসঃ
তৃতীয়া	নির্জরেণ, নির্জরসা	নির্জরাভ্যাম	নির্জরৈঃ
চতুর্থী	নির্জরায়, নির্জরসে	নির্জরাভ্যাম্	নির্জরেভ্যঃ
পঞ্চমী	নির্জরাৎ, নির্জরসঃ	নির্জরাভ্যাম্	নির্জরেভ্যঃ
ষষ্ঠী	নির্জরস্য, নির্জরসঃ	নির্জরয়োঃ, নির্জরসোঃ	নির্জরাণাম্, নির্জরসাম্
সপ্তমী	নির্জরে, নির্জরসি	নির্জরয়োঃ, নির্জরসোঃ	নির্জরেষু
সম্বোধন	নির্জর		

নির্জর শব্দের কয়েকস্থানে অতিরিক্ত রূপ হয়। এই রূপগুলিতে বিকল্পে 'নির্জরস্' হয়। অজর শব্দের রূপও এই প্রকার।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের চতুর্থী, পঞ্চমী ও সপ্তমীর একবচনে সর্বনাম হিসাবে অতিরিক্ত পদ—চতুর্থীর একবচনে, পঞ্চমীর একবচনে, সপ্তমীর একবচনে যথা—দ্বিতীয়ায়, দ্বিতীয়স্মৈ। দ্বিতীয়াৎ, দ্বিতীয়স্মাৎ। দ্বিতীয়ে, দ্বিতীয়স্মিন্।

মাস শব্দ ২য়ার বহুবচন হইতে বিকল্পে ব্যঞ্জনান্ত মাস্ শব্দ হয়। যথা—২য়ার বহুবচন—মাসঃ। তৃতীয়া—মাসা মাভ্যাম্ মাভিঃ। ৭মীর একবচন—মাসি।

পুংলিঙ্গ আকারান্ত বিশ্বপা—সূর্য, চন্দ্র বা বিশ্বের পালক

প্রথমা	বিশ্বপাঃ	বিশ্বপৌ	বিশ্বপাঃ
দ্বিতীয়া	বিশ্বপাম্	বিশ্বপৌ	বিশ্বপঃ
তৃতীয়া	বিশ্বপা	বিশ্বপাভ্যাম্	বিশ্বপাভিঃ
চতুর্থী	বিশ্বপে	বিশ্বপাভ্যাম্	বিশ্বপাভ্যঃ
পঞ্চমী	বিশ্বপঃ	বিশ্বপাভ্যাম্	বিশ্বপাভ্যঃ
ষষ্ঠী	বিশ্বপঃ	বিশ্বপোঃ	বিশ্বপাম্
সপ্তমী	বিশ্বপি	বিশ্বপোঃ	বিশ্বপাসু
সম্বোধন	বিশ্বপাঃ		

গোপা (cow-herd), মধুপা (bee) ইত্যাদি ধাতুনিষ্পন্ন আকারান্ত পুংলিঙ্গ বিশ্বপা শব্দের মত।

আ-কারান্ত—লতা (Creeper)—স্ত্রীলিঙ্গ

প্রথমা	লতা	লতে	লতাঃ
দ্বিতীয়া	লতাম্	লতে	লতাঃ
তৃতীয়া	লতয়া	লতাভ্যাম্	লতাভিঃ
চতুর্থী	লতায়ৈ	লতাভ্যাম	লতাভ্যঃ
পঞ্চমী	লতায়াঃ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
ষষ্ঠী	লতায়াঃ	লতয়োঃ	লতানাম্
সপ্তমী	লতায়াম্	লতয়োঃ	লতাসু
সম্বোধন	লতে		

আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ লতা শব্দের ন্যায়। যথা—অর্চনা, আশা, উমা, কন্যা, কৃপা, গুহা, চিন্তা, জায়া, তারা, দয়া, দেবতা, প্রজা, বালিকা, ভার্যা, বিদ্যা, শয্যা, শাখা, সেবা, সেনা।

বর্ষা, সমা (বৎসর) ও সিকতা (বালুকা) শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

'মা' অর্থে অম্বা শব্দের সম্বোধনে—অম্ব। জগদম্বা শব্দের সম্বোধনে জগদম্বে।

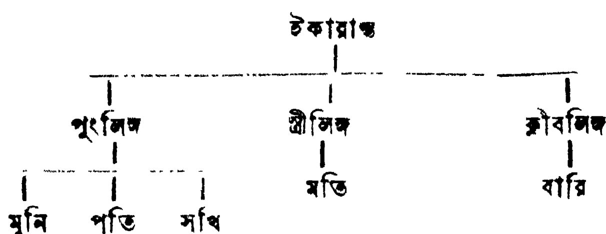
দ্রষ্টব্য :—আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে প্রথমার একবচনে প্রায়ই বিসর্গ হয় না।

জরা-শব্দের রূপ লতা শব্দের মত হইলেও বিকল্পে জরস্ শব্দের রূপের মতই। প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে (জরসৌ), বহুবচনে (জরসঃ), একবচনে তৃতীয়া (জরসা), চতুর্থী (জরসে), ৫মী, ষষ্ঠী একবচনে (জরসঃ), ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দ্বিবচন (জরসোঃ) এবং ষষ্ঠীর বহুবচনে অতিরিক্ত রূপ (জরসাম্) হয়। সেক্ষেত্রে জরাশব্দের স্থানে জরস্ আদেশ হয়। সূত্রঃ—জরায়া জরসন্যতরস্যাম্।

নাসিকা, নিশা ইত্যাদি শব্দের রূপ দ্বিতীয়ার বহুবচন হইতে সপ্তমীর বহুবচন পর্যন্ত যাবতীয় বিভক্তিতে এক একটি অতিরিক্ত রূপ হইয়া থাকে। যেমন, নাসিকা স্থানে নস্। নিশা স্থানে নিশ্ হয়। সূত্রঃ—পদ্দন্নোমাস্ ইত্যাদি। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের মত রূপ দাঁড়ায় যেমন, ৭মীর ১বচনে নসি, নিশা শব্দে নিশি। ভ্যাম যোগে—নোভ্যাম্ (নাসিকা শব্দে)। নিড্ভ্যাম্ (নিশা শব্দে) - এইগুলি সব বিকল্পে।

ই-কারান্ত শব্দ

ই-কারান্ত শব্দগুলির নিয়ে একটি সূচক-তালিকা দেওয়া হইল।



ই কারান্ত—মুনি (Sage)—পুংলিঙ্গ। ই-কারান্ত—মতি (Intellect)—স্ত্রীলিঙ্গ

প্রথমা	মুনিঃ	মুনী	মুনয়ঃ	মতিঃ	মতী	মতয়ঃ
দ্বিতীয়া	মুনিম্	মুনী	মুনীন্	মতিম্	মতী	মতীঃ
তৃতীয়া	মুনিনা	মুনিভ্যাম্	মুনিভিঃ	মত্যা	মতিভ্যাম্	মতিভিঃ
চতুর্থী	মুনয়ে	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ	মত্যৈ, মতয়ে	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
পঞ্চমী	মুনেঃ	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ	মত্যাঃ, মতেঃ	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
ষষ্ঠী	মুনেঃ	মুন্যোঃ	মুনীনাম্	মত্যাঃ, মতেঃ	মত্যোঃ	মতীনাম্
সপ্তমী	মুনৌ	মুন্যোঃ	মুনিষু	মত্যাম্, মতৌ	মত্যোঃ	মতিষু
সম্বো	মুনে			মতে		

পতি ও সখি ভিন্ন হ্রস্ব ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ মুনি শব্দের মত।

হ্রস্ব ই-কারান্ত কয়েকটি পুংলিঙ্গ শব্দ—অগ্নি, অতিথি, অরি (শত্রু), অলি (ভ্রমর), অহি (সাপ), অসি, ঋষি, কপি (বানর), গিরি (পর্বত), পাণি (হাত), রবি (সূর্য), বিধি, ব্যাধি, সারথি।

সমাসে পতি শব্দ শেষে থাকিলে উহা মুনি শব্দের মত। যেমন নরপতি, ভূপতি, অধিপতি ইত্যাদি। নরপতিনা হইবে, নরপত্যা হইবে না। এইরূপ অন্যত্রও হইবে। সূত্র—পতিঃ সমাস এব (১. ৪. ৮)।

যাবতীয় ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ মতি শব্দের ন্যায়। যথা—উন্নতি, কীর্তি, কৃষি, গতি, জাতি, তিথি, নীতি, প্রীতি, ভূমি হানি, প্রকৃতি।

লক্ষ্য কর: মতি শব্দে দ্বিতীয়ার বহুবচনে মতীঃ হইয়াছে; মতীন্ নহে। চতুর্থী হইতে সপ্তমী পর্যন্ত একবচনে মুনি ও নদী শব্দের দৃষ্টান্তে দুইটি করিয়া রূপ। মুনয়ে—মতয়ে। নদ্যৈ—মত্যৈ।

ই-কারান্ত—বারি (জল)—ক্লীবলিঙ্গ

প্রথমা	বারি	বারিণী	বারীণি
দ্বিতীয়া	বারি	বারিণী	বারিণি
তৃতীয়া	বারিণা	বারিভ্যাম্	বারিভিঃ
চতুর্থী	বারিণে	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ
পঞ্চমী	বারিণঃ	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ
ষষ্ঠী	বারিণঃ	বারিণোঃ	বারীণাম্
সপ্তমী	বারিণি	বারিণোঃ	বারিষু
সম্বোধন	বারি, বারে		

দ্রষ্টব্য:—ই-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে বিভক্তির চিহ্ন লুপ্ত থাকে, দ্বিবচনে দীর্ঘ ঈ কারান্ত নী যুক্ত হয়। বহুবচনে শব্দটিকে দীর্ঘ ঈকারান্ত করিবার পর ই-কারান্ত 'নি' যোগ করিবে। যথা, বারিণী (দ্বিবচনে); বারীণি (বহুবচনে)। তৃতীয়া হইতে সপ্তমী পর্যন্ত একবচনে না, নে, নঃ, নঃ, নি যোগ হয়, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দ্বিবচনে নোঃ যুক্ত হয়। উহা বাদে অন্যান্য বিভক্তি ও বচনে মুনি শব্দের মত রূপ, অবশ্য সম্বোধনে দুইটি রূপ হয়। 'ন্'-যোগের বেলায় ণত্ববিধি লক্ষণীয়। ক্লীবলিঙ্গ অক্ষি (eye) শব্দের রূপ কিছুটা ভিন্ন। অক্ষি শব্দ: ১মা ২য়া—অক্ষি অক্ষিণী অক্ষীণি। তৃতীয়া—অক্ষ্ণা অক্ষিভ্যাম্ অক্ষিভিঃ। ৪র্থী একবচন—অক্ষ্ণে। ষষ্ঠী—অক্ষ্ণঃ। ৭মী—অক্ষ্ণি, অক্ষণি। সম্বোধন—অক্ষে; অক্ষি। দধি শব্দও এইরূপ।

শুচি (pure) শব্দের রূপ বারি শব্দের মত (তবে নকারের ণত্ব হয় না)। শুধু চতুর্থী হইতে সপ্তমীর একবচনে অতিরিক্ত হিসাবে শুচয়ে, শুচেঃ, শুচেঃ, শুচৌ পদগুলি যথাক্রমে হয়, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দ্বিবচনে অতিরিক্ত পদ—শুচ্যোঃ।

ক্লীবলিঙ্গ দধি শব্দের একবচনে তৃতীয়া হইতে সপ্তমী পর্যন্ত রূপ—দধ্না, দধ্নে, দধ্নঃ, দধ্নঃ, ৭মী—দধ্নি (বা দধনি)। ৬ষ্ঠী, ৭মীর দ্বিবচনে—দধ্নোঃ।

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ হইলেও পতি ও সখি শব্দের রূপ মুনি শব্দ হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। ঐ দুইটির রূপ নিম্নে দেওয়া হইল।

পতি—স্বামী, প্রভু, (Lord, husband)। সখি (পুরুষ বন্ধু)—পুংলিঙ্গ।

প্রথমা	পতিঃ	পতী	পতয়ঃ	সখা	সখায়ৌ	সখায়ঃ
দ্বিতীয়া	পতিম্	পতী	পতীন্	সখায়ম্	সখায়ৌ	সখীন্
তৃতীয়া	পত্যা	পতিভ্যাম্	পতিভিঃ	সখ্যা	সখিভ্যাম্	সখিভিঃ
চতুর্থী	পত্যে	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ	সখ্যে	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
পঞ্চমী	পত্যুঃ	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ	সখ্যুঃ	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
ষষ্ঠী	পত্যুঃ	পত্যোঃ	পতীনাম্	সখ্যুঃ	সখ্যোঃ	সখীনাম্
সপ্তমী	পত্যৌ	পত্যোঃ	পতিষু	সখ্যৌ	সখ্যোঃ	সখিষু
সম্বোধন	পতে			সখে		

দ্রষ্টব্য :—পতি ও মুনি শব্দের রূপ প্রথমা ও দ্বিতীয়া পর্যন্ত একই প্রকার। কিন্তু একবচনে তৃতীয়া হইতে সপ্তমী পর্যন্ত পতি ও সখি শব্দে আ, এ, উঃ, উঃ, ঔ যোগ হয়। পতি+আ=পত্যা। সখি+উঃ—সখ্যুঃ ইত্যাদি।

সমাসের শেষে পতি শব্দ থাকিলে, উহা মুনি শব্দের মত। যেমন, নরপতি, ভূপতি ইত্যাদি। ষষ্ঠীর একবচনে নরপতেঃ (নরপত্যুঃ নহে)। এইরূপ অন্যত্রও।

প্রথমার একবচনে সখি শব্দের ক্ষেত্রে বিসর্গ হয় না। উহা আকারান্ত হয়—সখা। স্ত্রীলিঙ্গে বান্ধবী অর্থে সখী· উহা নদী শব্দের মত। মনে রাখিবে কর্মধারয় ও তৎপুরুষে সখি শব্দ আকারান্ত হয়। প্রিয়সখঃ।

ঈ-কারান্ত পুং—সুধী (Learned man)। ঈ-কারান্ত নদী—স্ত্রীলিঙ্গ

প্রথমা	সুধীঃ	সুধিয়ৌ	সুধিয়ঃ	নদী	নদ্যৌ	নদ্যঃ
দ্বিতীয়া	সুধিয়ম্	সুধিয়ৌ	সুধিয়ঃ	নদীম্	নদ্যৌ	নদীঃ
তৃতীয়া	সুধিয়া	সুধীভ্যাম্	সুধীভিঃ	নদ্যা	নদীভ্যাম্	নদীভিঃ
চতুর্থী	সুধিয়ে	সুধীভ্যাম্	সুধীভ্যঃ	নদ্যৈ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
পঞ্চমী	সুধিয়ঃ	সুধীভ্যাম্	সুধীভ্যঃ	নদ্যাঃ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
ষষ্ঠী	সুধিয়ঃ	সুধিয়োঃ	সুধিয়াম্	নদ্যাঃ	নদ্যোঃ	নদীনাম্
সপ্তমী	সুধিয়ি	সুধিয়োঃ	সুধীষু	নদ্যাম্	নদ্যোঃ	নদীষু
সম্বোধন	সুধীঃ			নদি		

দ্রষ্টব্য :—সুধী শব্দের ধী-স্থানে ধিয়্ হইলে হ্রস্ব ই-কার হয়। সম্বোধনের একবচনে সুধীঃ হয়। ষষ্ঠীর বহুবচনে সুধিয়াম্, সুধীনাম্ নহে। সেনানী, গ্রামণী অগ্রণী ভিন্ন দীর্ঘ ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ (হতধী, সুশ্রী) এইরূপ। রূপ সুধী শব্দের মত।

সেনানী—১মা—সেনানীঃ সেনান্যৌ সেনান্যঃ। ২য়া—সেনান্যম্ সেনান্যৌ সেনান্যঃ। ৩য়া—সেনান্যা সেনানীভ্যাম্ সেনানীভিঃ। ৪র্থীর একবচনে—সেনান্যে। ষষ্ঠীর একবচনে—সেনান্যঃ, বহুবচনে—সেনান্যাম্ হয়। সপ্তমীর একবচনে—সেনান্যাম্। অগ্রণী, গ্রামণী এইরূপ। বাতপ্রমী (হরিণ)—সেনানী শব্দের মত। কিন্তু ২য়ার একবচনে—বাতপ্রমীম্, বহুবচনে বাতপ্রমীন্। ৭মীর একবচনে—বাতপ্রমী : প্রধী শব্দ সেনানী শব্দের মত, কিন্তু ৭মীর একবচনে—প্রধ্যি।

নদী শব্দের ১মার একবচনে বিসর্গ হয় না। সম্বোধনে প্রথমার হ্রস্ব ই—নদি।

নারী শব্দের প্রথমার—নারী, নার্যৌ, নার্যঃ হয়। ষষ্ঠীর একবচনে—নার্যাঃ।

শ্রী (সম্পদ্, সৌন্দর্য, ভাগ্য), হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধি), ভী (ভয়), লক্ষ্মী (সৌন্দর্য, লক্ষ্মী, সম্পদ্), তরী, অবী (স্ত্রী-ভেড়া), তন্ত্রী (বীণা) এবং স্ত্রী শব্দের রূপ ভিন্ন প্রকার। ঐগুলি বাদে অটবী (বন), মহী (পৃথিবী), নগরী, যামিনী (রাত্রি), শর্বরী (রাত্রি), গৃহিণী, জননী, কামিনী (স্ত্রীলোক), নারী, শ্রেণী, সখী ইত্যাদি ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ নদী শব্দের মত।

লক্ষ্মী, শ্রী, তন্ত্রী, ধী, হ্রী, ভী ইত্যাদি শব্দের প্রথমার একবচনে বিসর্গ থাকে (লক্ষ্মীঃ, ভীঃ ইত্যাদি)। শ্রী শব্দের রূপ প্রায়ই সুধী শব্দের মত। কেবল চতুর্থী পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে একবচনে বিকল্পে যথাক্রমে শ্রিয়ৈ, শ্রিয়াঃ, শ্রিয়াঃ, শ্রিয়াম্ হয়। আবার ষষ্ঠীর বহুবচনে শ্রীণাম্ পদটিও অতিরিক্ত হয় (শ্রিয়াম ছাড়াও)। স্ত্রী শব্দের অন্যবিধ বৈশিষ্ট্য আছে।

স্ত্রী (Woman, wife)

প্রথমা	স্ত্রী	স্ত্রিয়ৌ	স্ত্রিয়ঃ
দ্বিতীয়া	স্ত্রিয়ম্, স্ত্রীম্	স্ত্রিয়ৌ	স্ত্রিয়ঃ, স্ত্রীঃ
তৃতীয়া	স্ত্রিয়া	স্ত্রীভ্যাম্	স্ত্রীভিঃ
চতুর্থী	স্ত্রিয়ৈ	স্ত্রীভ্যাম্	স্ত্রীভ্যঃ
পঞ্চমী	স্ত্রিয়াঃ	স্ত্রীভ্যাম্	স্ত্রীভ্যঃ
ষষ্ঠী	স্ত্রিয়াঃ	স্ত্রিয়োঃ	স্ত্রীণাম্
সপ্তমী	স্ত্রিয়াম্	স্ত্রিয়োঃ	স্ত্রীষু
সম্বোধন	স্ত্রি		

লক্ষ্য কর—ইয়্ আদেশ হইলে হ্রস্ব ইকার

উ-কারান্ত সাধু—পুং (সজ্জন)। **উ-কারান্ত—ধেনু—গাভী, স্ত্রীলিঙ্গ**

প্রথমা	সাধুঃ	সাধূ	সাধবঃ	ধেনুঃ	ধেনূ	ধেনবঃ
দ্বিতীয়া	সাধুম্	সাধূ	সাধূন্	ধেনুম্	ধেনূ	ধেনূঃ
তৃতীয়া	সাধুনা	সাধুভ্যাম্	সাধুভিঃ	ধেন্বা	ধেনুভ্যাম্	ধেনুভিঃ
চতুর্থী	সাধবে	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ	ধেন্বৈ, ধেনবে	ধেনুভ্যাম্	ধেনুভ্যঃ
পঞ্চমী	সাধোঃ	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ	ধেন্বাঃ, ধেনোঃ	ধেনুভ্যাম্	ধেনুভ্যঃ
ষষ্ঠী	সাধোঃ	সাধ্বোঃ	সাধূনাম্	ধেন্বাঃ, ধেনোঃ	ধেন্বোঃ	ধেনূনাম্
সপ্তমী	সাধৌ	সাধ্বোঃ	সাধুষু	ধেন্বাম্, ধেনৌ	ধেন্বোঃ	ধেনুষু
সম্বোধন	সাধো			ধেনো		

উ-কারান্ত—মধু (Honey)—ক্লীবলিঙ্গ।

প্রথমা	মধু	মধুনী	মধূনি
দ্বিতীয়া	মধু	মধুনী	মধূনি
তৃতীয়া	মধুনা	মধুভ্যাম্	মধুভিঃ
চতুর্থী	মধুনে	মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
পঞ্চমী	মধুনঃ	মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	মধুনঃ	মধুনোঃ	মধূনাম্
সপ্তমী	মধুনি	মধুনোঃ	মধুষু
সম্বোধন	মধু, মধো		

উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ—বন্ধু, অংশু (কিরণ), ভানু, ঋতু, গুরু, জন্তু, পশু, সাধু, শত্রু শব্দের মত।

চঞ্চু (ঠোঁট), তনু, রজ্জু ইত্যাদি উ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ ধেনু শব্দের মত।

অম্বু, অশ্রু, জানু, বস্তু ইত্যাদি হ্রস্ব উ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ মধু শব্দের মত।

প্রতিভূ (জামিন)—পুংলিঙ্গ। **বধূ (Bride)—স্ত্রীলিঙ্গ।**

প্রথমা	প্রতিভূঃ	প্রতিভুবৌ	প্রতিভুবঃ	বধূঃ	বধ্বৌ	বধ্বঃ
দ্বিতীয়া	প্রতিভুবম্	প্রতিভুবৌ	প্রতিভুবঃ	বধূম্	বধ্বৌ	বধূঃ
তৃতীয়া	প্রতিভুবা	প্রতিভূভ্যাম্	প্রতিভূভিঃ	বধ্বা	বধূভ্যাম্	বধূভিঃ
চতুর্থী	প্রতিভুবে	প্রতিভূভ্যাম্	প্রতিভূভ্যঃ	বধ্বৈ	বধূভ্যাম্	বধূভ্যঃ
পঞ্চমী	প্রতিভুবঃ	প্রতিভূভ্যাম্	প্রতিভূভ্যঃ	বধ্বাঃ	বধূভ্যাম্	বধূভ্যঃ
ষষ্ঠী	প্রতিভুবঃ	প্রতিভুবোঃ	প্রতিভুবাম্	বধ্বাঃ	বধ্বোঃ	বধূনাম্
সপ্তমী	প্রতিভুবি	প্রতিভুবোঃ	প্রতিভূষু	বধ্বাম্	বধ্বোঃ	বধূষু
সম্বো	প্রতিভূঃ			বধু		

স্বয়ম্ভু (ব্রহ্ম), অধিভু (রাজা, প্রধান) ইত্যাদি দীর্ঘ উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ প্রতিভূ শব্দের মত।

লক্ষ্য কর—প্রতিভূ শব্দে উব্ যোগে হ্রস্ব উ,প্রতিভুবৌ প্রতিভুবঃ ইত্যাদি।

ভূ (পৃথিবী), ভ্রূ প্রভৃতি দীর্ঘ উ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ ভিন্ন। ভূ-শব্দের রূপগুলি প্রতিভূ শব্দের মত, তবে ভূ-স্থলে কেবল চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর একবচনে বিকল্পে যথাক্রমে ভুবৈ, ভুবাঃ, ভুবাঃ, ও ভুবাম্ এই পদগুলি হয়। ভ্রূ ও সুভ্রূ শব্দের রূপ ভূ শব্দের মত।

ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ—দাতৃ (Giver) ঋ-কারান্ত—পিতৃ

প্রথমা	দাতা	দাতারৌ	দাতারঃ	পিতা	পিতরৌ	পিতরঃ
দ্বিতীয়া	দাতারম্	দাতারৌ	দাতৄন্	পিতরম্	পিতরৌ	পিতৄন্
তৃতীয়া	দাত্রা	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভিঃ			
চতুর্থী	দাত্রে	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ	দ্রষ্টব্য :		
পঞ্চমী	দাতুঃ	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ	অবশিষ্ট বিভক্তিতে দাতৃ		
ষষ্ঠী	দাতুঃ	দাত্রোঃ	দাতৄণাম্	শব্দের মত রূপ হইবে।		
সপ্তমী	দাতরি	দাত্রোঃ	দাতৃষু			
সম্বোধন	দাতঃ					

ভ্রাতৃ, জামাতৃ ও নৃ শব্দের মত। নৃ শব্দ—না নরৌ নরঃ। নরম্ নরৌ নৄন্। ন্রা নৃভ্যাম্ নৃভিঃ ইত্যাদি। কিন্তু ষষ্ঠীর বহুবচনে নৃণাম্, নৄণাম্।

নেতৃ, জেতৃ, ধাতৃ, হর্তৃ, সবিতৃ (সূর্য) ইত্যাদি পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ দাতৃ শব্দের মত।

মাতৃ (মা), দুহিতৃ (কন্যা) ইত্যাদি ঋ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ পিতৃ শব্দের মত। কেবল দ্বিতীয়ার বহুবচনে (পুংলিঙ্গ পিতৃ, ভ্রাতৃ ইত্যাদি স্থলে পিতৄন্, ভ্রাতৄন্ ইত্যাদির বদলে)—মাতৄঃ (মাতৄন্ নহে), দুহিতৄঃ ইত্যাদি হয়। স্বসৃ (ভগিনী) শব্দের রূপ দাতৃ শব্দের মত। স্বসা স্বসারৌ স্বসারঃ ইত্যাদি। দ্বিতীয়ার বহুবচনে স্বসৄঃ হয়, স্বসৄন্ নহে।

ক্লীবলিঙ্গে ঋ-কারান্ত ধাতৃ (সৃষ্টিকর্তা) শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার রূপ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ হইতে ভিন্ন প্রকার। যেমন—ধাতৃ ধাতৃণী ধাতৄণি। ধাতৃ ধাতৃণী ধাতৄণি। অন্যত্র পুংলিঙ্গের দাতৃ শব্দের মত, তবে তৃতীয়া হইতে সপ্তমী পর্যন্ত একবচনে ও ষষ্ঠী এবং সপ্তমীর দ্বিবচনে বারি শব্দের দৃষ্টান্তে অতিরিক্ত একটি করিয়া পদ হয়। তৃতীয়া—ধাত্রা, ধাতৃণা। চতুর্থী—ধাত্রে ধাতৃণে, এইরূপ।

ঐ-কারান্ত—রৈ (Wealth)

১মা—রাঃ রায়ৌ রায়ঃ। ২য়া—রায়ম্ রায়ৌ রায়ঃ। ৩য়া—রায়া রাভ্যাম্, রাভিঃ- এই প্রকার রূপ। সম্বোধনে—রাঃ।

ঔ-কারান্ত—নৌ (নৌকা—Boat)

১মা—নৌঃ নাবৌ নাবঃ। ২য়া—নাবম্ নাবৌ নাবঃ। ৩য়া—নাবা, নৌভ্যাম্ নৌভিঃ—এইরূপ। সম্বোধনে নৌঃ।

ও-কারান্ত গো (Bull, cow)—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমা	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ
দ্বিতীয়া	গাম্	গাবৌ	গাঃ
তৃতীয়া	গবা	গোভ্যাম্	গোভিঃ
চতুর্থী	গবে	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
পঞ্চমী	গোঃ	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
ষষ্ঠী	গোঃ	গবোঃ	গবাম্
সপ্তমী	গবি	গবোঃ	গোষু
সম্বোধন	গৌঃ		

অনুশীলনী

১। পার্শ্বে লিখিত বিভক্তি যোগে শব্দের রূপ লিখ—(Decline the case-endings noted against them.)

নর in তৃতীয়া Singular. ভূপতি in ষষ্ঠী Singular, সখি in ২য়া plural. পতি in চতুর্থী Singular. বিশ্বপা in তৃতীয়া Singular, সুধী in ষষ্ঠী plural, গো in ২য়া plural. নৌ in ২য়া plural, স্ত্রী in ২য়া plural, দধি in ষষ্ঠী singular, ভ্রাতৃ in ষষ্ঠী plural. পিতৃ in ৭মী singular, মাতৃ in ২য়া plural, দুর্গা in তৃতীয়া singular, নদী in ৭মী singular, অম্বা in সম্বোধন singular, মধু in ৭মী singular, শ্রী in চতুর্থী singular.

২। নিম্নের পদগুলির বিকল্প পদ লিখ (Give the optional form.)
মত্যৈ, দ্বিতীয়স্মৈ, অক্ষি, স্ত্রিয়ম্, নৃণাম্, মাসে, শ্রিয়াঃ।

৩। শুদ্ধ কর : (Correct the following)

(i) হে সুধি ! ভবান্ নরপত্যুঃ অপি পূজ্যঃ। (ii) শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়সখা অর্জুনঃ অক্ষাভ্যাম্ বিশ্বরূপঃ দদর্শ। (iii) রামঃ মাতৄন্ প্রণম্য সীতায়াঃ সহ বনং গতঃ। (iv) বধূ গৃহস্য লক্ষ্মী। (v) রাত্রে দধিং ন ভোক্তব্যম্। (vi) স্ত্রীয়ঃ গৃহেষু শ্রীয়ঃ। (vii) সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ শ্রীরাঘবে।

———

ব্যঞ্জনান্ত শব্দের রূপ

ব্যঞ্জনান্ত শব্দের প্রথমার একবচন, প্রথমার দ্বিবচন এবং দ্বিতীয়ার বহুবচন—এই তিনটি ঠিক রাখিলে উহাদের সাহায্যে সম্ভবত অন্য রূপগুলি করা যায়।

(ক) **প্রথমার একবচনে** যে পদটি হয়, প্রায়ই তাহার সঙ্গে ভ্যাম্, ভিঃ, ভ্যঃ, ও সপ্তমীর সুপ্—এই বিভক্তিগুলি সন্ধির নিয়মে যুক্ত হয়। যেমন জলমুচ্ শব্দের প্রথমার একবচনে—জলমুক্। জলমুক্+ভ্যাম্ =জলমুগ্‌ভ্যাম্ (সন্ধির নিয়মে , ৭মীর বহুবচনে—জলমুক্+সু=জলমুক্ষু (ষত্ববিধি হইল)। তবে ভ্যাম্ ভিঃ, ভ্যঃ, ও সপ্তমীর সুপের পূর্বে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষে 'ন্' লুপ্ত হয়। যেমন—রাজন্+ভ্যাম্=রাজভ্যাম্। গুণিন্+ভ্যাম্=গুণিভ্যাম্। গুণিন্+সুপ্= গুণিষু।

(খ) **প্রথমার দ্বিবচনে** ঔ-বিভক্তিযোগে যে পদ হয়, তাহার ঔ স্থানে অঃ যোগে প্রথমার বহুবচন, অম্ যোগে দ্বিতীয়ার একবচন হয়। যেমন—জলমুচৌ, প্রথমার বহুবচনে—জলমুচঃ। দ্বিতীয়ার একবচনে—জলমুচম্।

(গ) দ্বিতীয়ার বহুবচনে অঃ যোগে যে পদটি হয়, তাহার 'অ' স্থানে যথাক্রমে আ, এ, অঃ, অঃ ই যোগ করিলে একবচনে তৃতীয়া হইতে সপ্তমীর যাবতীয় পদ পাওয়া যাইবে; এবং ওঃ যোগে ষষ্ঠী, সপ্তমীর দ্বিবচন, এবং আম্ যোগে ষষ্ঠীর বহুবচন পাওয়া যাইবে। ষষ্ঠীর বহুবচনে স্বরান্ত পদে নাম্ যোগ হয়, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণে আম্ যোগ হয় (নাম্ নহে—সুহৃদাম্, বণিজাম্)।

(১) চ্-কারান্ত—জলমুচ্ (মেঘ)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	জলমুক্	জলমুচৌ	জলমুচঃ
দ্বিতীয়া	জলমুচম্	জলমুচৌ	জলমুচঃ
তৃতীয়া	জলমুচা	জলমুগ্‌ভ্যাম্	জলমুগ্‌ভিঃ
চতুর্থী	জলমুচে	জলমুগ্‌ভ্যাম্	জলমুগ্‌ভ্যঃ
পঞ্চমী	জলমুচঃ	জলমুগ্‌ভ্যাম্	জলমুগ্‌ভ্যঃ
ষষ্ঠী	জলমুচঃ	জলমুচোঃ	জলমুচাম্
সপ্তমী	জলমুচি	জলমুচোঃ	জলমুক্ষু
সম্বোধন	জলমুক্		

পুংলিঙ্গে বারিমুচ্ শব্দ, এবং স্ত্রীলিঙ্গে ত্বচ্, বাচ্ (বাক্) প্রভৃতি শব্দ জলমুচ্ শব্দের মত। যেমন—বাক্ বাচৌ বাচঃ (স্ত্রীলিঙ্গে)।

প্রাচ্ শব্দের পুংলিঙ্গে বৈশিষ্ট্য আছে—প্রাঙ্—প্রাঞ্চৌ প্রাঞ্চঃ। প্রাঞ্চম্ প্রাঞ্চৌ প্রাচঃ। প্রাচা প্রাগ্ভ্যাম্ প্রাগ্ভিঃ ইত্যাদি। ৭মীর বহুবচনে—প্রাক্ষু।

প্রত্যচ্ শব্দ—প্রত্যঙ্ প্রত্যঞ্চৌ প্রত্যঞ্চঃ। দ্বিতীয়ার বহুবচনে—প্রতীচঃ। তৃতীয়া—প্রতীচা প্রত্যগ্ভ্যাম্ ইত্যাদি। সপ্তমীর বহুবচনে— প্রত্যক্ষু।

তির্যচ্ শব্দ—তির্যঙ্ তির্যঞ্চৌ তির্যঞ্চঃ। তির্যঞ্চম্ তির্যঞ্চৌ তিরশ্চঃ। তৃতীয়া—তিরশ্চা তির্যগ্ভ্যাম্ ইত্যাদি। সপ্তমীর বহুবচন—তির্যক্ষু।

জ্-কারান্ত বণিজ্—১মা বণিক্ বণিজৌ বণিজঃ। ৩য়া—বণিজা বণিগ্ভ্যাম্ বণিগ্ভিঃ ইত্যাদি।

সম্রাজ্ ভিন্ন জ্-কারান্ত শব্দ বণিজ্ শব্দের মত। ভিষজ্, ঋত্বিজ্, স্রজ্ (স্ত্রীলিঙ্গ) [মালা]। সম্রাজ্ শব্দের ১মায়—সম্রাট্ সম্রাজৌ সম্রাজঃ। ৩য়া—সম্রাজা সম্রাড্ভ্যাম্, ইত্যাদি। ৭মী বহুবচন—সম্রাট্সু।

ত-কারান্ত—ভূভৃৎ (রাজা, পর্বত)

১মা—ভূভৃৎ ভূভৃতৌ ভূভৃতঃ। ৩য়া—ভূভৃতা ভূভৃদ্ভ্যাম্ ভূভৃদ্ভিঃ।

মৎ বৎ, তবৎ,শতৃ প্রত্যয়ান্ত (অৎ-ভাগান্ত) ও স্যতৃ প্রত্যয়ান্ত (স্যৎ-ভাগান্ত) বাদে মহীভৃৎ (রাজা) মরুৎ (বায়ু) ইত্যাদি ত-কারান্ত পুংলিঙ্গ ও সরিৎ (নদী), যোষিৎ স্ত্রী), তড়িৎ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ ভূভৃৎ শব্দের মত সভাসদ্, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি দ্-কারান্ত পুংলিঙ্গ, এবং আপদ্, সম্পদ্, বিপদ্, সংসদ, উপনিষদ্ ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ সুহৃদ্ শব্দের মত।

পুংলিঙ্গ মহৎ

প্রথমা	মহান্	মহান্তৌ	মহান্তঃ
দ্বিতীয়া	মহান্তম	মহান্তৌ	মহতঃ

অন্যান্য বিভক্তিতে ভূভৃৎ শব্দের ন্যায়।

	শ্রীমৎ (পুং)			ভগবৎ (ঈশ্বর)—পুংলিঙ্গ		
প্রথমা	শ্রীমান্	শ্রীমন্তৌ	শ্রীমন্তঃ	ভগবান্	ভগবন্তৌ	ভগবন্তঃ
দ্বিতীয়া	শ্রীমন্তম্	শ্রীমন্তৌ	শ্রীমতঃ	ভগবন্তম্	ভগবন্তৌ	ভগবতঃ
সম্বো	শ্রীমন্			ভগবন্		

অন্যান্য বিভক্তিতে ভূভৃৎ শব্দের মত।

দ্রষ্টব্য—মনে রাখিও মহান্, শ্রীমান্, ভগবান. হনুমান্ ইত্যাদি পদ পুংলিঙ্গে প্রথমায় একবচনের রূপ, অ কারান্ত শব্দ নহে। মৎ-ভাগান্ত শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে শ্রীমৎ শব্দের মত। কিয়ৎ, যাবৎ, তাবৎ, হিমবৎ স্থিতবৎ (স্থা+ক্তবতু) প্রভৃতি ভগবৎ শব্দের মত হইবে। ইহা ছাড়াও, অৎ ভাগান্ত (শতৃ প্রত্যয়ান্ত) ধাবৎ ও স্যতৃ প্রত্যয়ান্ত ভবিষ্যৎ, গমিষ্যৎ প্রভৃতি শব্দ ধাবৎ শব্দের মত।

পুংলিঙ্গ ধাবৎ শব্দ : ১মা—ধাবন্ ধাবন্তৌ ধাবন্তঃ। ২য়া—ধাবন্তম্ ধাবন্তৌ ধাবতঃ। ৩য়া—ধাবতা ধাবদ্ভ্যাম্ ধাবদ্ভিঃ। সম্বোধনে একবচনে 'ধাবন্' হয়।

সুহৃদ্ শব্দ ১মা—সুহৃৎ সুহৃদৌ সুহৃদঃ। ৩য়া—সুহৃদা সুহৃদ্ভ্যাম্ সুহৃদ্ভিঃ। অন্য রূপগুলি ভূভৃৎ শব্দের মত। কুর্বৎ, গচ্ছৎ, বদৎ, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে ধাবৎ শব্দের মত।

কিন্তু জাগ্রৎ, শাসৎ, দদৎ, দধৎ, বিভ্রৎ ইত্যাদিতে নটি অভি যোগে রূপে স্থিতি হয় না, তাহাদের শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ভূভৃৎ শব্দের মত।

মহৎ ও শ্রীমৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে মহতী ও শ্রীমতী (নদী শব্দের মত)।

ক্লীবলিঙ্গে ১মা ও ২য়া—শ্রীমৎ শ্রীমতী শ্রীমন্তি। মহৎ মহতী মহান্তি।

১। ত্-কারান্ত শব্দের কয়েকটি ধারার তালিকা নিম্নে রহিল।

ত্-কারান্ত

ভূভৃৎ (ভূভৃৎ)

(অৎ)	(মৎ)	(বৎ)	(তবৎ)	(শতৃ-অৎ)	স্যতৃ-স্যৎ
মহৎ	শ্রীমৎ	ভগবৎ	গতবৎ	ধাবৎ	ভবিষ্যৎ
(মহান্)	(শ্রীমান্)	(ভগবান্)	(গতবান্)	(ধাবন্)	(ভবিষ্যন্)

(২) অন্ ভাগান্ত—যুবন্ (যুবা)—পুংলিঙ্গ। পথিন্ (পথ)—পুংলিঙ্গ।

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যুবা	যুবানৌ	যুবানঃ	পন্থাঃ	পন্থানৌ	পন্থানঃ
দ্বিতীয়া	যুবানম্	যুবানৌ	যূনঃ	পন্থানম্	পন্থানৌ	পথঃ
তৃতীয়া	যূনা	যুবভ্যাম্	যুবভিঃ	পথা	পথিভ্যাম্	পথিভিঃ
চতুর্থী	যূনে	যুবভ্যাম্	যুবভ্যঃ	পথে	পথিভ্যাম্	পথিভ্যঃ
পঞ্চমী	যূনঃ	যুবভ্যাম্	যুবভ্যঃ	পথঃ	পথিভ্যাম্	পথিভ্যঃ
ষষ্ঠী	যূনঃ	যূনোঃ	যূনাম্	পথঃ	পথোঃ	পথাম্
সপ্তমী	যূনি	যূনোঃ	যুবসু	পথি	পথোঃ	পথিষু
সম্বোধন	যুবন্					

যুবন্ শব্দে যেখানে যুবা বা যুব থাকে সেখানে হ্রস্ব উকার, অন্যত্র দীর্ঘ উকার। শ্বন্ (কুকুর) এইরূপ শব্দরূপ পরপৃষ্ঠায় দেখ। সমাসে পথিন্ স্থলে পথ হয়। রাজপথ, মহাপথ ইত্যাদি অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ নর শব্দের মত।

ইন্-ভাগান্ত—গুণিন্ (গুণী ব্যক্তি)—পুংলিঙ্গ

প্রথমা	গুণী	গুণিনৌ	গুণিনঃ
দ্বিতীয়া	গুণিনম্	গুণিনৌ	গুণিনঃ
তৃতীয়া	গুণিনা	গুণিভ্যাম্	গুণিভিঃ
চতুর্থী	গুণিনে	গুণিভ্যাম্	গুণিভ্যঃ
পঞ্চমী	গুণিনঃ	গুণিভ্যাম্	গুণিভ্যঃ
ষষ্ঠী	গুণিনঃ	গুণিনোঃ	গুণিনাম্
সপ্তমী	গুণিনি	গুণিনোঃ	গুণিষু
সম্বোধন	গুণিন্		

লক্ষ্য কর—প্রথমার একবচন ছাড়া কোথাও দীর্ঘ ঈ হয় না। ষষ্ঠীর বহুবচনে -গুণিনাম্ (গুণীনাম্ নহে)। ইন্-ভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ যেমন স্থায়িন্—স্থায়ি স্থায়িনী স্থায়ীনি। ৩য়া হইতে গুণিন্ শব্দের মত।

অন্-ভাগান্ত—আত্মন্ (আত্মা, আপন)—পুংলিঙ্গ

প্রথমা	আত্মা	আত্মানৌ	আত্মানঃ
দ্বিতীয়া	আত্মানম্	আত্মানৌ	আত্মনঃ
তৃতীয়া	আত্মনা	আত্মাভ্যাম্	আত্মভিঃ
সপ্তমী	আত্মনি	আত্মনোঃ	আত্মসু

ব্রহ্মন্, মহাত্মন্, অধ্বন্ (পথ) প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

ক্লীবলিঙ্গ কর্মন্ শব্দের ১মা ও ২য়া—কর্ম কর্মণী, কর্মাণি। তৃতীয়া হইতে আত্মন্ শব্দের মত। জন্মন্, চর্মন্ প্রভৃতি ক্লীবলিঙ্গ কর্মন্ শব্দের মত।

অহন্ (১মা)—অহঃ ; অহ্নী, অহনী ; অহানি। ২য়া—অহঃ ; অহ্নী, অহনী ; অহানি। অহ্না অহোভ্যাম্ অহোভিঃ। ৭মী—অহ্নি, অহনি ; অহ্নোঃ ; অহঃসু।

লঘিমন্ (লঘুতা)—পুংলিঙ্গ। **শ্বন্** (কুকুর)—পুংলিঙ্গ।

প্রথমা	লঘিমা	লঘিমানৌ	লঘিমানঃ	শ্বা	শ্বানৌ	শ্বানঃ
দ্বিতীয়া	লঘিমানম্	লঘিমানৌ	লঘিম্নঃ	শ্বানম্	শ্বানৌ	শুনঃ
তৃতীয়া	লঘিম্না	লঘিমভ্যাম্	লঘিমভিঃ	শুনা	শ্বভ্যাম্	শ্বভিঃ
সপ্তমী	লঘিম্নি, লঘিমনি	লঘিম্নোঃ	লঘিমসু	শুনি	শুনোঃ	শ্বসু
সম্বোধন	লঘিমন্			শ্বন্		

মহিমন্, গরিমন্ ইত্যাদি শব্দের রূপ লঘিমন্ শব্দের মত।

রাজন্ (রাজা)—পুংলিঙ্গ।

প্রথমা	রাজা	রাজানৌ	রাজানঃ
দ্বিতীয়া	রাজানম্	রাজানৌ	রাজ্ঞঃ
তৃতীয়া	রাজ্ঞা	রাজভ্যাম্	রাজভিঃ
সপ্তমী	রাজ্ঞি, রাজনি	রাজ্ঞোঃ	রাজসু
সম্বোধন	রাজন		

অস্‌-ভাগান্ত—বিদ্বস্‌ (বিদ্বান্‌)—পুংলিঙ্গ। **বেধস্‌** (বিধাতা)—পুংলিঙ্গ।

প্রথমা	বিদ্বান্‌	বিদ্বাংসৌ	বিদ্বাংসঃ	বেধাঃ	বেধসৌ	বেধসঃ
দ্বিতীয়া	বিদ্বাংসম্‌	বিদ্বাংসৌ	বিদুষঃ	বেধসম্‌	বেধসৌ	বেধসঃ
তৃতীয়া	বিদুষা	বিদ্বদ্ভ্যাম্‌	বিদ্বদ্ভিঃ	বেধসা	বেধোভ্যাম্‌	বেধোভিঃ
চতুর্থী	বিদুষে	বিদ্বদ্ভ্যাম্‌	বিদ্বদ্ভ্যঃ	বেধসে	বেধোভ্যাম্‌	বেধোভ্যঃ
পঞ্চমী	বিদুষঃ	বিদ্বদ্ভ্যাম্‌	বিদ্বদ্ভ্যঃ	বেধসঃ	বেধোভ্যাম্‌	বেধোভ্যঃ
ষষ্ঠী	বিদুষঃ	বিদুষোঃ	বিদুষাম্‌	বেধসঃ	বেধসোঃ	বেধসাম্‌
সপ্তমী	বিদুষি	বিদুষোঃ	বিদ্বৎসু	বেধসি	বেধসোঃ	বেধঃসু

ক্বসু প্রত্যয়ান্ত জগ্মিবস্‌, তস্থিবস্‌ শব্দ বিদ্বস্‌ শব্দের মত। দ্বিতীয়ার বহুবচনে—জগ্মুষঃ। ইহাদের স্ত্রীলিঙ্গ ঈ-কারান্ত—বিদুষী, নদী শব্দের মত। বহুব্রীহি নিষ্পন্ন অস্‌ ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ বেধস্‌ শব্দের মত। যথা—দুর্মনস্‌, দুর্বাসস্‌ ইত্যাদি।

লঘীয়স্‌ (অপেক্ষাকৃত লঘু)। ১মা—লঘীয়ান্‌ লঘীয়াংসৌ লঘীয়াংসঃ। ২য়া—লঘীয়াংসম্‌ লঘীয়াংসৌ লঘীয়সঃ। ৩য়া—লঘীয়সা লঘীয়োভ্যাম্‌ লঘীয়োভিঃ ৭মী বহুবচন—লঘীয়ঃসু। গরীয়স্‌, বলীয়স্‌, শ্রেয়স্‌, ভূয়স্‌ প্রভৃতি ঈয়সু প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার। স্ত্রীলিঙ্গে শেষে দীর্ঘ ঈকার, যেমন—লঘীয়সী, গরীয়সী—উহারা নদী শব্দের মত।

অস্‌-ভাগান্ত—পয়স্‌ (দুধ বা জল)—ক্লীবলিঙ্গ।

প্রথমা	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি
দ্বিতীয়া	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি

মনস্‌, তেজস্‌, যশস্‌ প্রভৃতি অস্‌-ভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

অন্যত্র বেধস্‌ শব্দের মত।

এই প্রসঙ্গে ইস্‌-ভাগান্ত হবিস্‌ (ঘি), জ্যোতিস্‌ ইত্যাদি ও উস্‌-ভাগান্ত ধনুস্‌, আয়ুস্‌, চক্ষুস্‌, বপুস্‌ (দেহ) ইত্যাদি ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ যথা—

হবিস্‌ শব্দ। ১মা ও ২য়া—হবিঃ হবিষী হবীংষি। ৩য়া—হবিষা হবির্ভ্যাম্‌ হবির্ভিঃ। সপ্তমী বহুবচনে—হবিঃষু।

ধনুস্‌ শব্দ। ১মা ও ২য়া—ধনুঃ ধনুষী ধনূংষি। ৩য়া—ধনুষা ধনুর্ভ্যাম্‌ ধনুর্ভিঃ। ৭মী বহুবচনে—ধনুঃষু।

দিশ্‌ (দিক) [স্ত্রীলিঙ্গ] ১মা—দিক্‌ দিশৌ দিশঃ। ২য়া—দিশম্‌ দিশৌ দিশঃ। ৭মী—দিশি দিশোঃ দিক্ষু।

দ্বিষ্‌ (শত্রু)—দ্বিট্‌ দ্বিষৌ দ্বিষঃ ইত্যাদি।

দিব্ (স্বর্গ)—স্ত্রীলিঙ্গ।

প্রথমা	দ্যৌঃ	দিবৌ	দিবঃ
দ্বিতীয়া	দিবম্, দ্যাম্	দিবৌ	দিবঃ
তৃতীয়া	দিবা	দ্যুভ্যাম্	দ্যুভিঃ
চতুর্থী	দিবে	দ্যুভ্যাম্	দ্যুভ্যঃ
পঞ্চমী	দিবঃ	দ্যুভ্যাম্	দ্যুভ্যঃ
ষষ্ঠী	দিবঃ	দিবোঃ	দিবাম্
সপ্তমী	দিবি	দিবোঃ	দ্যুষু

গির্ (স্ত্রীং)—বাক্য। ১মা—গীঃ গিরৌ গিরঃ। ৩য়া—গিরা গীর্ভ্যাম্ গীর্ভিঃ। ৭মী—গিরি গিরোঃ গীর্ষু।

পুর্—নগরী (স্ত্রীং) পূঃ পুরৌ পুরঃ। ৩য়া—পুরা পূর্ভ্যাম্। উপানহ্ (স্ত্রীং) (জুতা)—উপানৎ উপানহৌ উপানহঃ। ৩য়া—উপানহা উপানদ্ভ্যাম্। অনডুহ্ (ষাঁড়): অনড্বান্ অনড্বাহৌ। ২য়া বহুবচন—অনডুহঃ। অনডুদ্ভ্যাম্।

দ্রষ্টব্য: বাংলায় অনেক শব্দ স্বরান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃতে লিখিবার সময় ভাবিয়া দেখিবে মূল শব্দটি সংস্কৃতে ব্যঞ্জনান্ত কিনা। ব্যঞ্জনান্ত হইলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দে বিভক্তি যোগ করিবে। 'যশের নিমিত্ত কর্ম'—এই বাক্যে 'যশ' ও 'কর্ম' শব্দ দুইটি বাংলায় অ-কারান্ত। কিন্তু সংস্কৃতে শব্দ দুইটি ব্যঞ্জনান্ত—যশস্ ও কর্মন্। অতএব অনুবাদ হইবে—যশসে কর্ম। শব্দরূপ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

নিম্নের শব্দগুলি বাংলায় স্বরান্ত হইলেও সংস্কৃতে ব্যঞ্জনান্ত। যশ, —যশস্, তেজ—তেজস্, মন—মনস্, নভ—নভস্, তপ—তপস্, বক্ষ—বক্ষস্ শির—শিরস্ ছন্দ—ছন্দস্, সর—সরস্, তম—তমস্, কর্ম—কর্মন, চর্ম—চর্মন, জন্ম—জন্মন্, ধাম—ধামন্, বর্ত্ম—বর্ত্মন্ (পথ), ভস্ম—ভস্মন্, আয়ু—আয়ুস্, চক্ষু—চক্ষুস্, ধনু—ধনুস্, বপু—বপুস্। এইগুলি সব ক্লীবলিঙ্গ।

অনুশীলনী

১। কর্মন্, অহন্, গুণিন্, পথিন্, পয়স্ শব্দের ১মা, ৩য়া ও ৭মীর রূপ লিখ।

২। রূপ বল:—বিদ্বস্ ১মা ও ৭মী একবচন, দিব্ ১মা ও ৭মীর বহুবচন। যুবন্ ২য়ার বহুবচন ও ৭মীর বহুবচন। প্রত্যচ্ ও তির্যচ্ শব্দের ১মা ও ২য়ার বহুবচন। গুণিন্ ৭মী একবচন ও ষষ্ঠি বহুবচন। রাজন্ ৭মীর একবচন।

৩। শুদ্ধ কর: ভগবানস্য অপারা মহিমা। শিরে ব্যথা মনে চ সুখং নাস্তি। বিদ্বানস্য সফলম্ জন্মম। স্বামী গুণীনাং যশঃ।

———

সর্বনাম শব্দরূপ

	সর্ব (পুংলিঙ্গ)			সর্বা (স্ত্রীলিঙ্গ)		
প্রথমা	সর্বঃ	সর্বৌ	সর্বে	সর্বা	সর্বে	সর্বাঃ
দ্বিতীয়া	সর্বম্	সর্বৌ	সর্বান্	সর্বাম্	সর্বে	সর্বাঃ
তৃতীয়া	সর্বেণ	সর্বাভ্যাম্	সর্বৈঃ	সর্বয়া	সর্বাভ্যাম্	সর্বাভিঃ
চতুর্থী	সর্বস্মৈ	সর্বাভ্যাম্	সর্বেভ্যঃ	সর্বস্যৈ	সর্বাভ্যাম্	সর্বাভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্বস্মাৎ	সর্বাভ্যাম্	সর্বেভ্যঃ	সর্বস্যাঃ	সর্বাভ্যাম্	সর্বাভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্বস্য	সর্বয়োঃ	সর্বেষাম্	সর্বস্যাঃ	সর্বয়োঃ	সর্বাসাম্
সপ্তমী	সর্বস্মিন্	সর্বয়োঃ	সর্বেষু	সর্বস্যাম্	সর্বয়োঃ	সর্বাসু
সম্বো	সর্ব			সর্বে		

ক্লীবলিঙ্গে ১মা ও ২য়া—সর্বম্ সর্বে সর্বাণি। অন্য বিভক্তিতে ইহা পুংলিঙ্গের সর্ব শব্দের মত।

অন্য, অন্যতর, ইতর, কতর প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ সর্ব শব্দের মত। কেবল ক্লীবলিঙ্গে ১মা ও ২য়ার ১বচনে ম্ স্থানে ত্ হয়। যথা—অন্যৎ, কতরৎ।

পূর্ব, পর, অবর, অপর, দক্ষিণ, উত্তর, অধর প্রভৃতি সর্বনাম সর্ব শব্দের মত, কিন্তু পুংলিঙ্গে ১মার বহুবচনে এবং ৫মী ও ৭মীর একবচনে বিকল্পে নর শব্দের মত (পূর্বস্মাৎ, পূর্বাৎ, পূর্বস্মিন্, পূর্বে)। পশ্চিম শব্দ সর্বনাম নহে।

সর্বনাম রূপের সঙ্কেতঃ (ক) অ-কারান্ত সর্বনাম পুংলিঙ্গ নর শব্দের মত, স্ত্রীলিঙ্গে আ-কারান্ত হইয়া লতা ও ক্লীবলিঙ্গে ফল শব্দের মত রূপ। কিন্তু পুংলিঙ্গে ১মার বহুবচনে এ-কারান্ত হয় ও ৬ষ্ঠীর বহুবচনে সেই এ-কারান্তের পর 'ষাম্' হয়। স্ত্রীলিঙ্গে ৬ষ্ঠীর বহুবচনে আ-কারান্তের পর 'সাম্' যোগ হয়। ক্লীবলিঙ্গে ১মা ২য়ার একবচনে কোন কোন শব্দ 'ম্' স্থানে খণ্ড ত্ হয়। আর কয়েক স্থলে নিম্নের বর্ণগুলি যুক্ত হয়। কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে নিম্নের বর্ণগুলির পূর্বে আ-কারান্ত শব্দ অ-বর্ণান্ত হয়।

একবচনে	৪র্থী	৫মী	৬ষ্ঠী	৭মী
পুং ও ক্লীবলিঙ্গে	স্মৈ	স্মাৎ	স্য	স্মিন্
স্ত্রীলিঙ্গে	স্যৈ	স্যাঃ	স্যাঃ	স্যাম্

(খ) ব্যঞ্জনান্ত সর্বনাম—সুপ্ বিভক্তির পূর্বে শব্দটি অ-কারান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গে আ-কারান্ত হয়। যথা, তদ্—ত, এতদ্—এত, যদ্—য, কিম্—ক। মাত্র তদ্ ও এতদ্ শব্দের পুংলিঙ্গে ১মার একবচনে সঃ ও এষঃ, এবং স্ত্রীলিঙ্গে সা ও এষা হয়।

তদ্ (সে, তাহা)—পুংলিঙ্গ। তদ্ (সে, তাহা)—স্ত্রীলিঙ্গ।

প্রথমা	সঃ	তৌ	তে	সা	তে	তাঃ
দ্বিতীয়া	তম্	তৌ	তান্	তাম্	তে	তাঃ
তৃতীয়া	তেন	তাভ্যাম্	তৈঃ	তয়া	তাভ্যাম্	তাভিঃ
চতুর্থী	তস্মৈ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ	তস্যৈ	তাভ্যাম্	তাভ্যঃ
পঞ্চমী	তস্মাৎ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ	তস্যাঃ	তাভ্যাম্	তাভ্যঃ
ষষ্ঠী	তস্য	তয়োঃ	তেষাম্	তস্যাঃ	তয়োঃ	তাসাম্
সপ্তমী	তস্মিন্	তয়োঃ	তেষু	তস্যাম্	তয়োঃ	তাসু

ক্লীবলিঙ্গে ১মা ও ২য়া—তৎ তে তানি। অন্যত্র পুংলিঙ্গের মত। যদ্ (যে, যাহা) শব্দের রূপ যঃ যৌ যে। স্ত্রীলিঙ্গে—যা যে যাঃ। ক্লীবলিঙ্গে—যৎ যে যানি।

এতদ্ (এই, ইহা) শব্দের প্রথমায়—এষঃ এতৌ এতে। স্ত্রীলিঙ্গে—এষা এতে এতাঃ ইত্যাদি। কিম্—কঃ কৌ কে (১মা)। ৪র্থী—কস্মৈ কাভ্যাম্ কেভ্যঃ স্ত্রীলিঙ্গের ১মা—কা কে কাঃ, ৪র্থী—কস্যৈ। ক্লীঃ—কিম্ কে কানি।

(৬) ইদম্ (এ, ইনি)—পুংলিঙ্গ। ইদম্ (এ, ইনি)—স্ত্রীলিঙ্গ।

প্রথমা	অয়ম্	ইমৌ	ইমে	ইয়ম্	ইমে	ইমাঃ
দ্বিতীয়া	ইমম্	ইমৌ	ইমান্	ইমাম্	ইমে	ইমাঃ
তৃতীয়া	অনেন	আভ্যাম্	এভিঃ	অনয়া	আভ্যাম্	আভিঃ
চতুর্থী	অস্মৈ	আভ্যাম্	এভ্যঃ	অস্যৈ	আভ্যাম্	আভ্যঃ
পঞ্চমী	অস্মাৎ	আভ্যাম্	এভ্যঃ	অস্যাঃ	আভ্যাম্	আভ্যঃ
ষষ্ঠী	অস্য	অনয়োঃ	এষাম্	অস্যাঃ	অনয়োঃ	আসাম্
সপ্তমী	অস্মিন্	অনয়োঃ	এষু	অস্যাম্	অনয়োঃ	আসু

ক্লীবলিঙ্গে ১মা, ২য়া—ইদম্ ইমে ইমানি। অন্যত্র পুংলিঙ্গের মত রূপ।

অদস্ (ঐ, উনি)—পুংলিঙ্গ। অদস্ (ঐ, উনি)—স্ত্রীলিঙ্গ।

প্রথমা	অসৌ	অমূ	অমী	অসৌ	অমূ	অমূঃ
দ্বিতীয়া	অমুম্	অমূ	অমূন্	অমূম্	অমূ	অমূঃ
তৃতীয়া	অমুনা	অমূভ্যাম্	অমীভিঃ	অমুয়া	অমূভ্যাম্	অমূভিঃ
চতুর্থী	অমুষ্মৈ	অমূভ্যাম্	অমীভ্যঃ	অমুষ্যৈ	অমূভ্যাম্	অমূভ্যঃ
পঞ্চমী	অমুষ্মাৎ	অমূভ্যাম্	অমীভ্যঃ	অমুষ্যাঃ	অমূভ্যাম্	অমূভ্যঃ
ষষ্ঠী	অমুষ্য	অমুয়োঃ	অমীষাম্	অমুষ্যাঃ	অমুয়োঃ	অমূষাম্
সপ্তমী	অমুষ্মিন্	অমুয়োঃ	অমীষু	অমুষ্যাম্	অমুয়োঃ	অমূষু

ক্লীবলিঙ্গে ১মা ও ২য়া—অদঃ অমূ অমূনি। অন্যত্র পুংলিঙ্গের মত

লক্ষ্য কর :—পুংলিঙ্গে ১মা বাদে একবচনে ম্-এর সঙ্গে হ্রস্ব উ, দ্বিবচনে দীর্ঘ উ (৬ষ্ঠী, ৭মী বাদে) ও বহুবচনে (২য়া বাদে) দীর্ঘ ঈ। স্ত্রীলিঙ্গে মাত্র ২য়ার একবচনে দীর্ঘ উ, একবচনে আর সব হ্রস্ব উ। ষষ্ঠী ৭মীর দ্বিবচনে ম্-এর সঙ্গে হ্রস্ব উ, উহা বাদে দ্বিবচনে ও বহুবচনে সব দীর্ঘ উ।

এতদ্ ও ইদম্ শব্দে এন আদেশ—পূর্বের নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর পুনরায় নির্দেশ বুঝাইতে ২য়ার সকল বচনে, ৩য়ার একবচনে ও ৬ষ্ঠী ৭মীর দ্বিবচনে এন আদেশ হয়। যথা—

	২য়া	৩য়া	৬ষ্ঠী, ৭মী
পুংলিঙ্গে—	এনম্ এনৌ এনান্ ;	এনেন	এনয়োঃ
স্ত্রীলিঙ্গে—	এনাম্ এনে এনাঃ ;	এনয়া	এনয়োঃ
ক্লীবলিঙ্গে—	এনৎ এনে এনানি ;	এনেন	এনয়োঃ

নিজ অর্থে স্ব শব্দ সর্বনাম। কিন্তু জ্ঞাতি ও ধন অর্থে সর্বনাম নহে। স্বেষাম্ নিজেদের) পুত্রাণাম্। কিন্তু মম স্বানাম্ (জ্ঞাতিদের) ধনম্।

অস্মদ্ (আমি)

প্রথমা	অহম্	আবাম্	বয়ম্
দ্বিতীয়া	মাম্, মা	আবাম্, নৌ	অস্মান্, নঃ
তৃতীয়া	ময়া	আবাভ্যাম্	অস্মাভিঃ
চতুর্থী	মহ্যম্, মে	আবাভ্যাম্, নৌ	অস্মভ্যম্, নঃ
পঞ্চমী	মৎ	আবাভ্যাম্	অস্মৎ
ষষ্ঠী	মম, মে	আবয়োঃ, নৌ	অস্মাকম্, নঃ
সপ্তমী	ময়ি	আবয়োঃ	অস্মাসু

যুষ্মদ্ (তুমি)

প্রথমা	ত্বম্	যুবাম্	যূয়ম্
দ্বিতীয়া	ত্বাম্, ত্বা	যুবাম্, বাম্	যুষ্মান্, বঃ
তৃতীয়া	ত্বয়া	যুবাভ্যাম্	যুষ্মাভিঃ
চতুর্থী	তুভ্যম্, তে	যুবাভ্যাম্, বাম্	যুষ্মভ্যম্, বঃ
পঞ্চমী	ত্বৎ	যুবাভ্যাম্	যুষ্মৎ
ষষ্ঠী	তব, তে	যুবয়োঃ, বাম্	যুষ্মাকম্, বঃ
সপ্তমী	ত্বয়ি	যুবয়োঃ	যুষ্মাসু

অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ শব্দের রূপ তিন লিঙ্গেই সমান। ইহাদের সম্বোধন নাই

মা, মে, নৌ, নঃ এবং ত্বা, তে, বাম্, বঃ—এই কয়েটি রূপ বাক্যের প্রথমে, বাক্যের প্রথমে স্থিত সম্বোধনের পরে, এবং চ, বা, এব—এই সব অব্যয়ের ঠিক সঙ্গে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—নিম্নের পদগুলির বানান ও অর্থ ঠিক রাখিবে। ত্বম্ (ব ফলা)—তুমি। তম্ (ব-ফলা নাই)—তাহাকে। ত্বাম্ (ব-ফলা ও আকার)—তোমাকে। তাম্ (ব-ফলা নাই)—(স্ত্রীলিঙ্গে) তাহাকে। পুংলিঙ্গে—যস্মৈ (উচ্চারণ যস্‌সৈ), স্ত্রীলিঙ্গে—যস্যৈ (য-ফলা)। এইরূপ তস্মৈ, তস্যৈ।

অনুশীলনী

১। শব্দরূপ লিখ :—সর্ব+৪র্থী একবচন। সর্ব—৬ষ্ঠী বহুবচন। তদ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)+৪র্থী একবচন। ইদম্ (পুং)+৩য়া একবচন। ইদম্ (স্ত্রীং)+১মা বহুবচন। অস্মদ্+৬ষ্ঠী বহুবচন। যুষ্মদ্—৫মী বহুবচন। অস্মদ্ ৪র্থীর বহুবচন।

সংখ্যাবাচক শব্দ

এক (এক), দ্বি (দুই-দ্বিবচন), ত্রি (তিন) ও চতুর্ (চার)—এই সংখ্যা-বাচক শব্দের রূপ তিনলিঙ্গে তিন রকম। 'এক' শব্দ একবচনে। তবে 'কেহ কেহ'—এই অর্থে বহুবচনও হয়। একে বদন্তি।

এক	পুংলিঙ্গে	স্ত্রীলিঙ্গে	ক্লীবলিঙ্গে	দ্বি—পুং (দ্বিবচন)	স্ত্রীং ও ক্লীব
প্রথমা	একঃ	একা	একম্	দ্বৌ	দ্বে
দ্বিতীয়া	একম্	একাম্	একম্	দ্বৌ	দ্বে
তৃতীয়া	একেন	একয়া	একেন	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
চতুর্থী	একস্মৈ	একস্যৈ	একস্মৈ	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
পঞ্চমী	একস্মাৎ	একস্যাঃ	একস্মাৎ	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
ষষ্ঠী	একস্য	একস্যাঃ	একস্য	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ
সপ্তমী	একস্মিন্	একস্যাম্	একস্মিন্	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ

	ত্রি (তিন)			চতুর (চার)		
	পুংলিঙ্গে	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্রথমা	ত্রয়ঃ	তিস্রঃ	ত্রীণি	চত্বারঃ	চতস্রঃ	চত্বারি
দ্বিতীয়া	ত্রীন্	তিস্রঃ	ত্রীণি	চতুরঃ	চতস্রঃ	চত্বারি
তৃতীয়া	ত্রিভিঃ	তিসৃভিঃ	ত্রিভিঃ	চতুর্ভিঃ	চতসৃভিঃ	চতুর্ভিঃ
ষষ্ঠী	ত্রয়াণাম্	তিসৃণাম্	ত্রয়াণাম্	চতুর্ণাম্	চতসৃণাম্	চতুর্ণাম্
সপ্তমী	ত্রিষু	তিসৃষু	ত্রিষু	চতুর্ষু	চতসৃষু	চতুর্ষু

(৫)	পঞ্চন্	ষষ্	অষ্টন্
১মা	পঞ্চ	ষট্	অষ্ট, অষ্টৌ
২য়া	পঞ্চ	ষট্	অষ্ট, অষ্টৌ
৩য়া	পঞ্চভিঃ	ষড্‌ভিঃ	অষ্টভিঃ, অষ্টাভিঃ
৪র্থী	পঞ্চভ্যঃ	ষড্‌ভ্যঃ	অষ্টভ্যঃ, অষ্টাভ্যঃ
৫মী	পঞ্চভ্যঃ	ষড্‌ভ্যঃ	অষ্টভ্যঃ, অষ্টাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	পঞ্চানাম্	ষণ্ণাম্	অষ্টানাম্
৭মী	পঞ্চসু	ষট্‌সু	অষ্টসু, অষ্টাসু

দ্রষ্টব্য : পঞ্চন্ হইতে অষ্টাদশন্ পর্যন্ত বহুবচন এবং তিন লিঙ্গেই সমান।

উপরের শব্দগুলি **বহুবচনান্ত ও তিন লিঙ্গেই সমান**। অষ্টন্ ভিন্ন, সপ্তন্ হইতে অষ্টাদশন্ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ সব **পঞ্চন্** শব্দের মত। বিংশতি (কুড়ি), ষষ্টি (ষাট), সপ্ততি (সত্তর), অশীতি (আশী) ও নবতি (নব্বই) শব্দ এবং ইহারা যাহার শেষে আছে এমন শব্দ ও কোটি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও **মতি** শব্দের ন্যায়।

ত্রিংশৎ (ত্রিশ), চত্বারিংশৎ (চল্লিশ), পঞ্চাশৎ (পঞ্চাশ) ও ইহারা যাহার শেষে আছে এরূপ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু ভূভৃৎ শব্দের মত।

কতি (কত) শব্দ বহুবচন। ১মা ২য়ার সব লিঙ্গে—**কতি**, **কতি**। ৩য়া হইতে কতিভিঃ, কতিভ্যঃ, কতিভ্যঃ, কতীনাম্, কতিষু ইত্যাদি।

শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ প্রভৃতি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও ফল শব্দের মত।

সংখ্যার পূরণবাচক শব্দ

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ সেই সংখ্যার পূরণ অর্থাৎ সেই সংখ্যাস্থানীয় বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। এইগুলি **অ-কারান্ত বিশেষণ**। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের চতুর্থী, পঞ্চমী ও সপ্তমীতে বিকল্পে সর্বনামের মত রূপ : দ্বিতীয়ায় দ্বিতীয়স্মৈ ইত্যাদি। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দে আ-কার যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়, যেমন প্রথমা, দ্বিতীয়া। আর সব ক্ষেত্রে ঈ-যোগে স্ত্রীলিঙ্গ, যথা—চতুর্থী কন্যা, পঞ্চমী তিথিঃ। ঊনবিংশতি হইতে উপরের দিকে যাবতীয় শব্দে তম যোগে পূরণবাচক শব্দ করা যায়—শততমঃ শ্লোকঃ। **স্ত্রীলিঙ্গে** দীর্ঘ ঈ যোগ—শততমী রাত্রিঃ।

অনুশীলনী

১। পঞ্চন্ শব্দের রূপ বল। ত্রি ও চতুর্ শব্দের তিন লিঙ্গেই রূপ লিখ।

২। ষষ্ শব্দের ষষ্ঠীর এবং অষ্টন্ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের পদ বল।

৩। শুদ্ধ কর :—পঞ্চৈঃ পুত্রৈঃ সহ পিতা। ত্রয়ঃ কন্যাঃ। সপ্তাঃ বালকাঃ।

॥ তিঙন্ত প্রকরণ ॥ ১০ ॥

(Conjugation of verbs)

তিঙন্ত পদ

১। যাহা দ্বারা 'হয়, থাকে, দেখে'—ইত্যাদি কোন না কোন কাজ করা বোঝায়, সেই কাজের ব্যাপারটিকে ক্রিয়া বলে। ক্রিয়ার মূল বা প্রকৃতির নাম ধাতু, যথা—ভূ, স্থা, গম্, দৃশ্ ইত্যাদি। ধাতুর চিহ্ন ∠। সূত্র—**ভূবাদয়ো ধাতবঃ** (১. ৩. ১)। ধাতু অবশ্য দুই প্রকার : মূল ধাতু, যেমন—ভূ-গম্ ইত্যাদি এবং যৌগিক ধাতু, যেমন—ণিজন্ত, সনন্ত, নামধাতু ও যঙন্ত প্রভৃতি।

ক্রিয়া বুঝাইতে ধাতুর পর তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি বিভক্তি বসে। ক্রিয়ার কাল, প্রকার এবং কর্তৃগত সংখ্যা ও পুরুষ প্রভৃতি বুঝাইতে ধাতুর পর উহারা যুক্ত হয়। উহা তিঙ্ বিভক্তি। তিঙ্‌যুক্ত ধাতুকে ক্রিয়াপদ বা **তিঙন্ত পদ** বলে।

তিঙ্ বিভক্তি

২। তিঙ্‌বিভক্তি বা ধাতুবিভক্তি দশটি ভাগে বিভক্ত। যথা—**লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্, লৃট্, লৃঙ্, লুট্, আশীর্লিঙ্, লিট্, লুঙ্।** এইগুলিকে **ল-কার** বলে। বিভক্তিগুলির যে দশ প্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে, উহাদের প্রত্যেকটিতেই আদিতে ল-কার আছে। তাই উহাদিগকে **দশ ল-কার** বলে। প্রত্যেকটিতেই আবার **প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষ**—এই তিন ভেদ, এবং উহাদের আবার **একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন**—এই তিন ভেদ। ফলে তিঙ্ বিভক্তির সংখ্যা দাঁড়াইল ১০×৩×৩=৯০টি। কোন কোন ধাতু **পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী**—এই দুই শ্রেণী হওয়ায় তিঙ্‌বিভক্তির মোট সংখ্যা এক শত আশী। উহারা অবশ্য **উভয়পদী** ধাতু। নচেৎ ৯০টি।

পুরুষ ও বচন

৩। কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়া কর্তার কথা বলিয়া দেয়। অতএব তিঙ্‌বিভক্তির প্রয়োগ হইতে কর্তৃপদের **পুরুষ ও বচন** জানা যায়।

কর্তার অস্মদ্ শব্দে **উত্তম পুরুষ** (First Person), যুষ্মদ্ শব্দে **মধ্যম পুরুষ** (Second Person) এবং **তদ্ভিন্ন অন্য** শব্দে **প্রথম পুরুষ** (Third Person) হয়। এই তিন প্রকার পুরুষ অনুযায়ী তিঙ্ বিভক্তিতেও অনুরূপ তিনটি পুরুষের প্রয়োগ হয়। কর্তা যেখানে এক, সেখানে একবচন ; কর্তা যেখানে দুই সেখানে দ্বিবচন এবং যেখানে কর্তা দুইয়ের অধিক হয়, সেখানে বহুবচন। তিঙ্ বিভক্তিযোগে এইভাবে এক একটি ল-কারের নয়টি করিয়া রূপ।

৪। লট্, লোট্, বিধিলিঙ্, প্রভৃতি ল-কারের ব্যবহার :—

(ক) ক্রিয়ার ব্যাপার বা ঘটনাটি যে সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়কে কাল বলে। কাল তিন প্রকার—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

বর্তমান কাল (Present tense) বুঝাইতে সাধারণতঃ লট্ হয়। যায়, করে, করিতেছে, যাইতেছে—এই সব অর্থে লট্ হয়। ইংরাজীতে ঘটমান বা Present continuous Tense আছে। যেমন—He is doing, we are going. সংস্কৃতে সেরূপ নাই। বর্তমান কাল বুঝাইতে লট্ ব্যবহার করিলেই হইবে। কিন্তু লট্-এর সঙ্গে 'স্ম' যোগে অতীত কাল বোঝায়। বর্তমান কালের কাছাকাছি বুঝাইলেও লট্ হয়—অহম্ সদ্যঃ আগচ্ছামি। অদ্যকার পূর্বের অতীত বুঝাইলে লঙ্, অদ্যতন অতীতে লুঙ্, পরোক্ষ বা চোখের বাহিরের ঘটনায় লিট্ হয়।

অতীত কাল (Past tense) বুঝাইতে—লঙ্, লিট্, লুঙ্ হয়।

ভবিষ্যৎ কাল (Future tense) বুঝাইতে—লৃট্, লুট্ হয়।

(খ) ক্রিয়ার প্রকার বা বিশেষ বিশেষ অবস্থা বুঝাইতে বাকী ল-কার যথা—**আদেশ বা অনুরোধ** (Imperative mood) অর্থে—লোট্।

বিধি বা উচিত (Should) অর্থে—বিধিলিঙ্ (Potential mood)।

সম্ভাবনায় ('যদি এইরূপ হইত তবে উহা হইত) এই অর্থে—লৃঙ্।

আশীর্বাদ অর্থে—আশীর্লিঙ্। পরে লকারার্থ প্রকরণে আলোচনা দেখ।

ধাতুরূপে গণবিভাগ

৫। ধাতুর পর তি তস্ অন্তি প্রভৃতি বিভক্তি যোগে যে ভিন্ন ভিন্ন তিঙন্ত পদ হয়, তাহাকে **ধাতুরূপ** বলে।

৬। সংস্কৃতে ধাতু অজস্র। ইহারই ফলে সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার এত সমৃদ্ধ। খুব কম ভাষাতেই এত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন পদসম্ভার আছে।

সেই সব ধাতুগুলিকে দশটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়। উহাদের এক এক শ্রেণীর তালিকায় প্রথমে যে ধাতুটির নাম দেখা যায়, সেই ধাতুর নাম অনুসারেই উক্ত তালিকায় ধাতুগুলিকে এক একটি **গণ হিসাবে** চিহ্নিত করা হয়। যেমন —ভ্বাদি বলিতে ভূ-প্রভৃতি ধাতু। অদাদি বলিতে অদ্ প্রভৃতি ধাতু।

গণ দশটি যথা—ভ্বাদি, অদাদি, হ্বাদি (বা জুহোত্যাদি), দিবাদি, স্বাদি, তুদাদি, রুধাদি, তনাদি, ক্র্যাদি ও চুরাদি। নিম্নের কারিকায় উহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—

ভ্বাদ্যদাদী জুহোত্যাদির্দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ।
তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনক্র্যাদি-চুরাদয়ঃ ॥

গণ-হিসাবে ধাতুরূপের কিছু-না-কিছু পৃথক্ ধরণের বৈশিষ্ট্য আছে।

সাধারণতঃ ধাতুরূপের লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্, ল়ৃট্ এবং আর কয়েকটি প্রয়োজনীয় স্থলে লিট্, লুঙ্,—অল্প কিছুর দৃষ্টান্ত জানিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত অনুসারে পদগুলি স্থির করিবে। অজস্র ধাতুরূপ মুখস্থ না করিয়া আদর্শরূপ কয়েকটা ঠিক রাখ।

তিঙ্ বিভক্তির আকৃতি

লট্ (বর্তমান কাল)—Present Tense

বচনে	পরস্মৈপদে প্রথমপুরুষে	মধ্যমপুরুষে	উত্তমপুরুষে	আত্মনেপদে প্রথমপুরুষে	মধ্যমপুরুষে	উত্তমপুরুষে
এক	তি	সি	মি	তে	সে	এ
দ্বি	তস্	থস্	বস্	আতে	আথে	বহে
বহু	অন্তি	থ	মস্	অন্তে	ধ্বে	মহে

লোট্ (আদেশ অর্থে)—Imperative

বচনে	প্রথমপুরুষে	মধ্যমপুরুষে	উত্তমপুরুষে	প্রথমপুরুষে	মধ্যমপুরুষে	উত্তমপুরুষে
এক	তু	হি	আনি	তাম্	স্ব	ঐ
দ্বি	তাম্	তম্	আব	আতাম্	আথাম্	আবহৈ
বহু	অন্তু	ত	আম	অন্তাম্	ধ্বম্	আমহৈ

লঙ্ (অতীত কাল)—Past Tense Imperfect

বচনে	প্রথমপুরুষে	মধ্যমপুরুষে	উত্তমপুরুষে	প্রথমপুরুষে	মধ্যমপুরুষে	উত্তমপুরুষে
এক	দ্	স্	অম্	ত	থাস্	ই
দ্বি	তাম্	তম্	ব	আতাম্	আথাম্	বহি
বহু	অন্	ত	ম	অন্ত	ধ্বম্	মহি

বিধিলিঙ্ (উচিত অর্থে)—Potentive

বচনে	প্রথমপুরুষে	মধ্যমপুরুষে	উত্তমপুরুষে	প্রথমপুরুষে	মধ্যমপুরুষে	উত্তমপুরুষে
এক	যাৎ	যাস্	যাম্	ঈত	ঈথাস্	ঈয়
দ্বি	যাতাম্	যাতম্	যাব	ঈয়াতাম্	ঈয়াথাম্	ঈবহি
বহু	যুস্	যাত	যাম	ঈরন্	ঈধ্বম্	ঈমহি

ল়ৃট্ (ভবিষ্যৎ কাল)—Future

বচনে	প্রথমপুরুষে	মধ্যমপুরুষে	উত্তমপুরুষে	প্রথমপুরুষে	মধ্যমপুরুষে	উত্তমপুরুষে
এক	স্যতি	স্যসি	স্যামি	স্যতে	স্যসে	স্যে
দ্বি	স্যতস্	স্যথস্	স্যাবস্	স্যেতে	স্যেথে	স্যাবহে
বহু	স্যন্তি	স্যথ	স্যামস্	স্যন্তে	স্যধ্বে	স্যামহে

লুঙ্ (সাধারণ ও অদ্যতন অতীত)—Aorist

এক	দ্	স্	অম্	ত	থাস্	ই
দ্বি	তাম্	তম্	ব	আতাম্	আথাম্	বহি
বহু	অন্	ত	ম	অন্ত	ধ্বম্	মহি

লিট্ (পরোক্ষ অতীত)—Perfect

এক	অ (ণল্)	থ (থল্)	অ (ণল)	এ	সে	এ
দ্বি	অতুস্	অথুস্	ব	আতে	আথে	বহে
বহু	উস্	অ	ম	ইরে	ধ্বে	মহে

লৃঙ্ (অনিষ্পত্তিতে যদি অর্থে)—Conditional, Subjunctive

এক	স্যাৎ	স্যস্	স্যম্	স্যত	স্যথাস্	স্যে
দ্বি	স্যাতাম্	স্যতম্	স্যাব	স্যেতাম্	স্যেথাম্	স্যাবহি
বহু	স্যন্	স্যত	স্যাম	স্যন্ত	স্যধ্বম্	স্যামহি

লুট্ (শ্বস্তন ভবিষ্যৎ)—Periphrastic Future

এক	তা	তাসি	তাস্মি	তা	তাসে	তাহে
দ্বি	তারৌ	তাস্থস্	তাস্বস্	তারৌ	তাসাথে	তাস্বহে
বহু	তারস্	তাস্থ	তাস্মস্	তারস্	তাধ্বে	তাস্মহে

আশীর্লিঙ্ (আশীর্বাদার্থে ভবিষ্যৎ)—Benedictive

এক	যাৎ	যাস্	যাসম্	সীষ্ট	সীষ্ঠাস্	সীয়
দ্বি	যাস্তাম্	যাস্তম্	যাস্ব	সীয়াস্তাম্	সীয়াস্থাম্	সীবহি
বহু	যাসুস্	যাস্ত	যাস্ম	সীরন্	সীধ্বম্	সীমহি

৭। নিম্নে ভ্বাদিগণের একটি পরস্মৈপদী এবং একটি আত্মনেপদী ধাতুর দশটি যাবতীয় ল-কারের রূপ আদর্শ হিসাবে দেখান হইল।

ভূ (হওয়া)—To be (পরস্মৈপদী)

	লট্			লোট্		
বচনে	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ	প্রথমপুরুষ	মধ্যম	উত্তমপুরুষ
এক	ভবতি	ভবসি	ভবামি	ভবতু	ভব	ভবানি
দ্বি	ভবতঃ	ভবথঃ	ভবাবঃ	ভবতাম্	ভবতম্	ভবাব
বহু	ভবন্তি	ভবথ	ভবামঃ	ভবন্তু	ভবত	ভবাম

	লঙ্			বিধিলিঙ্		
এক	অভবৎ	অভবঃ	অভবম্	ভবেৎ	ভবেঃ	ভবেয়ম্
দ্বি	অভবতাম্	অভবতম্	অভবাব	ভবেতাম্	ভবেতম্	ভবেব
বহু	অভবন্	অভবত	অভবাম	ভবেয়ুঃ	ভবেত	ভবেম

	লৃট্			লুঙ্		
এক	ভবিষ্যতি	ভবিষ্যসি	ভবিষ্যামি	অভূৎ	অভূঃ	অভূবম্
দ্বি	ভবিষ্যতঃ	ভবিষ্যথঃ	ভবিষ্যাবঃ	অভূতাম্	অভূতম্	অভূব
বহু	ভবিষ্যন্তি	ভবিষ্যথ	ভবিষ্যামঃ	অভূবন্	অভূত	অভূম

	লিট্			লুট্		
এক	বভূব	বভূবিথ	বভূব	ভবিতা	ভবিতাসি	ভবিতাস্মি
দ্বি	বভূবতুঃ	বভূবথুঃ	বভূবিব	ভবিতারৌ	ভবিতাস্থঃ	ভভিতাস্বঃ
বহু	বভূবুঃ	বভূব	বভূবিম	ভবিতারঃ	ভবিতাস্থ	ভবিতাস্মঃ

	আশীর্লিঙ			লৃঙ্		
এক	ভূয়াৎ	ভূয়াঃ	ভূয়াসম্	অভবিষ্যৎ	অভিবিষ্যঃ	অভবিষ্যম্
দ্বি	ভূয়াস্তাম্	ভূয়াস্তম্	ভূয়াস্ব	অভবিষ্যতাম্	অভবিষ্যতম্	অভবিষ্যাব
বহু	ভূয়াসুঃ	ভূয়াস্ত	ভূয়াস্ম	অভবিষ্যন্	অভবিষ্যত	অভবিষ্যাম

বৃৎ—থাকা (আত্মনেপদী)

	লট্			লোট্		
এক	বর্ত্ততে	বর্ত্তসে	বর্ত্তে	বর্ত্ততাম্	বর্ত্তস্ব	বর্ত্তৈ
দ্বি	বর্ত্তেতে	বর্ত্তেথে	বর্ত্তাবহে	বর্ত্তেতাম্	বর্ত্তেথাম্	বর্ত্তাবহৈ
বহু	বর্ত্তন্তে	বর্ত্তধ্বে	বর্ত্তামহে	বর্ত্তন্তাম্	বর্ত্তধ্বম্	বর্ত্তামহৈ

	বিধিলিঙ্			লঙ্		
এক	বর্ত্তেত	বর্ত্তেথাঃ	বর্ত্তেয়	অবর্ত্তত*	অবর্ত্তথাঃ	অবর্ত্তে
দ্বি	বর্ত্তেয়াতাম্	বর্ত্তেয়াথাম্	বর্ত্তেবহি	অবর্ত্তেতাম্	অবর্ত্তেথাম্	অবর্ত্তাবহি
বহু	বর্ত্তেরন্	বর্ত্তেধ্বম্	বর্ত্তেমহি	অবর্ত্তন্ত	অবর্ত্তধ্বম্	অবর্ত্তামহি

	লৃট্			লুঙ্		
এক	বর্ত্তিষ্যতে+	বর্ত্তিষ্যসে	বর্ত্তিষ্যে	অবর্ত্তিষ্ট*	অবর্ত্তিষ্ঠাঃ	অবর্ত্তিষি
দ্বি	বর্ত্তিষ্যেতে	বর্ত্তিষ্যেথে	বর্ত্তিষ্যাবহে	অবর্ত্তিষাতাম্	অবর্ত্তিষাথাম্	অবর্ত্তিষ্বহি
বহু	বর্ত্তিষ্যন্তে	বর্ত্তিষ্যধ্বে	বর্ত্তিষ্যামহে	অবর্ত্তিষত	অবর্ত্তিষধ্বম্	অবর্ত্তিষ্মহি

+বিকল্পে পরস্মৈপদী—বর্ৎস্যতি ইত্যাদি।

*বিকল্পে পরস্মৈপদী—অবৃতৎ অবৃততাম্ অবৃতন্ ইত্যাদি।

লিট্—ববৃতে ববৃতাতে ববৃতিরে। ববৃতিষে ববৃতাথে ববৃতিধ্বে। ববৃতে ববৃতিবহে ববৃতিমহে।

লুট্—বর্তিতা বর্তিতারৌ বর্তিতারঃ। বর্তিতাসে বর্তিতাসাথে বর্তিতাধ্বে। বর্তিতাহে বর্তিতাস্বহে বর্তিতাস্মহে।

আশীর্লিঙ্—বর্তিষীষ্ট বর্তিষীয়াস্তাম্ বর্তিষীরন্। বর্তিষীষ্টাঃ বর্তিষীয়াস্থম্ বর্তিষীধ্বম্। বর্তিষীয় বর্তিষীবহি বর্তিষীমহি।

লৃঙ্—অবর্তিষ্যত অবর্তিষ্যেতাম্ অবর্তিষ্যন্ত। অবর্তিষ্যথাঃ অবর্তিষ্যেথাম্ অবর্তিষ্যধ্বম্। অবর্তিষ্যে অবর্তিষ্যাবহি অবর্তিষ্যামহি।

গণ হিসাবে ধাতুরূপের সঙ্কেত

(১) **ভ্বাদি**, (২) তুদাদি—লট্ লোট্ লঙ্ বিধিলিঙ্—এই চার বিভক্তিতে **ধাতুর পর** এবং বিভক্তির পূর্বে **অ** যোগ হয়। ভূ+অ—ভবতি। গম্—গচ্ছতি। গম্—গচ্ছ্, দৃশ্—পশ্য্, ইষ্—ইচ্ছ্। যেমন—পশ্যতি ইচ্ছতি। ক্রম্—ক্রাম্, সদ্—সীদ্, স্থা—তিষ্ঠ, পা—পিব্, দা—যচ্ছ্ ঘ্রা—জিঘ্র্—এই সব রূপান্তর ও মুচ্—মুঞ্চ্, বিদ্—বিন্দ্ মনে রাখিবে।

(৩) দিবাদি—লট্ লোট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে **ধাতুর পর য** যুক্ত হয়। যেমন—নৃত্যতি, ক্রুধ্যতি, দীব্যতি (দিব্ স্থানে দীব্ আদেশ)।

(৪) **চুরাদি**—লট্ লোট্ প্রভৃতি চার বিভক্তিতে ধাতুটি **অ-কারান্ত হইবার পর অন্তঃস্থ য়** যুক্ত হয়। চিন্তয়তি, পূজয়তি, কথয়তি ইত্যাদি।

(৫) **অদাদি**—অনেক সময় সন্ধির নিয়মে তিঙ্ যুক্ত হয়। কোথাও কোথাও নানা প্রকারের বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। যেমন—অত্তি অত্তঃ অদন্তি। শাস্তি শিষ্টঃ শাসতি ইত্যাদি।

(৬) **হ্বাদি**—লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে **ধাতুর পূর্বে** বর্ণাগম হয়। যেমন—হু—জুহু, হা—জহা, ভী—বিভী, দা—দদা ইত্যাদি। লট্ অন্তি স্থলে কয়েকটিতে ন্ থাকেই না, যেমন—ভী—বিভ্যতি, দা—দদতি (দদন্তি নহে)।

(৭) **স্বাদি**—লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে ধাতুর **উত্তর নু** (ণু) হয়। তি সি মি, তু আনি আব আম, ঐ আবহৈ আমহৈ, দ্ স্ অম্—এই কয় বিভক্তি পরে থাকিলে নো হয়, অন্যত্র নু। সু+তি= সুনোতি। সু+তঃ=সুনুতঃ।

(৮) **রুধাদি**—ধাতুর শেষের স্বরবর্ণের পরে ন হয়। কিন্তু তি সি মি, তু আনি আব আম, ঐ আবহৈ, আমহৈ, দ্ স্ অম্ ছাড়া ন্-এর পরের অ-কারের লোপ হয়। তি যোগে—রুণদ্ধি, কিন্তু হি-যোগে রুন্ধি। এইরূপ—ছিনত্তি, ছিন্ধি।

(৯) তনাদি—লট্ লোট্ লঙ্ বিধিলিঙ্—এই চারি বিভক্তিতে ধাতুর উত্তর উ আগম হয়। তন্+তে=তনুতে। তন্+তঃ=তনুতঃ। কিন্তু তি সি মি, তুঁআনি আব আম ; ঐ আবহৈ আমহৈ, দ্ স্ অম্—এই কয় বিভক্তিতে উ স্থানে ও হয়। তন্+তি—তন্+ও+তি=তনোতি। কৃ—করোতি, কুরুতঃ।

(১০) ক্র্যাদি—লট্ লোট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে ক্র্যাদিগণীয় ধাতুর পর না (শ্না) হয়। ক্রী+তি=ক্রী+না+তি। জ্ঞা—জা+না+তি=জানাতি। গ্রহ্—গৃহ্ণাতি। কিন্তু তি সি মি, তু, দ্ স্ ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে না এর স্থানে নী হয়। ক্রী+তঃ=ক্রী+ণী+তঃ=ক্রীণীতঃ। এইরূপ তস্ যোগে—অশ্নীতঃ, গৃহ্ণীতঃ। (ন্ যোগের বেলায় ণত্ববিধি মানিতে হইবে।

৯। লঙ্ লুঙ্, লৃট্, লিট্ ইত্যাদির ধাতুরূপের কয়েকটি নিয়ম নিম্নে দেওয়া হইল। অবশ্য বিশেষ স্থলে কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে।

(ক) লৃট্, লুট্, ও লুঙ্ বিভক্তিতে ধাতুত উত্তর প্রায় ইট্ (ই) হয়। যেমন —ভূ+লৃট্ স্যতি=ভবিষ্যতি। ভূ+লুট্ তা=ভবিতা। অবশ্য কতকগুলি ধাতু অনিট্। যাহারা অনিট্ বলিয়া পরিচিত, সে সব স্থলে ইট্ হয় না। যেমন—দা+স্যতি=দাস্যতি। যা+লুট্ ত=যাতা।

লুঙ্ বিভক্তিতেও ইট্ হয় এবং স্ হয়, কিন্তু দ্ ও স্ অর্থাৎ 3rd person এবং 2nd person একবচনের বিভক্তিতে স্ লোপ পায় এবং পরে ঈ হয়। যেমন=বদ্ ধাতু+লঙ্ দ্=অবাদীৎ, লুঙ্ তাম্ যোগে—অবাদিষ্টাম্, অন্ যোগে—অবাদিষুঃ।

(খ) (i) লিট্ বিভক্তিতে ব্যঞ্জনাদি ধাতুর প্রথম অবয়বের দ্বিত্ব হয়। যেমন—বদ্>বদ্ বদ্। দ্বিত্বের পূর্ব অংশকে অভ্যাস বলে, অভ্যাসের দ্বিতীয় ব্যঞ্জন বর্ণ লোপ পায়। ফলে হয় ববদ্। লিট্ অ যোগে ববাদ। পত্>পত্ পত্>পপত্=পপাত, (ii) দ্বিত্বের অভ্যাস অংশে প্রথম বর্ণটি প্রায় অকারান্ত হয়। বৃৎ—বৃৎ বৃৎ—বৃবৃৎ>ববৃৎ, লিট্ এ যোগে ববর্তে।

(iii) অভ্যাসে অর্থাৎ দ্বিত্বের পূর্ব অংশে কবর্গ স্থানে চ বর্গ এবং হ স্থানে জ হয়। কৃ—কক্ব—চকৃ—চকার। হৃ—হ হৃ—জহৃ>জহার।

(iv) অভ্যাসে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। খাদ্—খখাদ—কখাদ>চখাদ। ভূ—ভূ ভূ—ভভূ—বভূ> বভূব।

নিম্নে অক্ষরানুক্রমিক প্রয়োজনীয় ধাতুরূপ দেওয়া হইল। সমস্ত যঙন্ত প্রত্যয় যোগের দৃষ্টান্তও যথাসম্ভব দেওয়া হইল।

অক্ষরানুক্রমে প্রয়োজনীয় ধাতুরূপ

অদ্—(খাওয়া)—অদাদি, পরস্মৈপদী। **লট্—অত্তি** অত্তঃ অদন্তি। **লোট্**—অত্তু অত্তাম্ অদন্তু। হি যোগে অদ্ধি। **লঙ্**—আদৎ আত্তাম্ আদন্। লৃট্—অৎস্যতি। লুঙ্—অঘসৎ। **লিট্**—আদ আদতুঃ আদুঃ (পক্ষে জঘাস জক্ষতুঃ জক্ষুঃ)। ঘঞ্—**ঘাসঃ**। **সন্**—জিঘৎসতি।

অয়্ (যাওয়া)— ভ্বাদি, আত্মনেপদী। **লট্**—অয়তে। **লঙ্**—আয়ত। লুঙ্—আয়িষ্ট আয়িষাতাম্ আয়িষত। লিট্—অয়াঞ্চক্রে (**অয়ামাস** বা **অয়াম্বভূব**)। পরা+অয়্=পলায়তে (লট্)।

অশ্—(i) (ব্যাপ্ত করা)—স্বাদি আত্মনেপদী। **লট্**—অশ্নুতে অশ্নুবাতে অশ্নুবতে। লঙ্—আশ্নুবত। লৃট্—অশিষ্যতে। লিট্—আনশে।

(ii) খাওয়া—ক্র্যাদি পরস্মৈপদী। লট্—অশ্নাতি অশ্নীতঃ অশ্নন্তি। লোট্—অশ্নাতু, লোট্ হি—**অশান**। বিধিলিঙ্—অশ্নীয়াৎ। লিট্—আশ।

অস্ (i) (থাকা বা হওয়া)—অদাদি পরস্মৈপদী। **লট্**—অস্তি **স্তঃ** সন্তি। অসি স্থঃ স্থ। অস্মি স্বঃ স্মঃ। লোট্—অস্তু স্তাম্ সন্তু। **এধি স্তম্ স্তঃ**। আসানি অসাব অসাম। লঙ্—**আসীৎ** আস্তাম্ আসন্। লৃট্—ভবিষ্যতি। লুঙ্—অভূৎ। লিট্—বভূব। লট্ লোট্ লঙ্ বিধিলিঙ্ ছাড়া সব ভূ-ধাতুর মত।

(ii) নিক্ষেপ করা। দিবাদি পরস্মৈপদী। লট্—অস্যতি। লঙ্—আস্যৎ। লৃট্—অসিষ্যতি। লিট্—আস।

আপ্—(পাওয়া) স্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—আপ্নোতি আপ্নুতঃ আপ্নুবন্তি। লোট্ হি—আপ্নুহি। লঙ্—আপ্নোৎ। বিধিলিঙ্—আপ্নুয়াৎ। লৃট্—আপ্স্যতি। লিট্—**আপ**। **সন্**—ঈপ্সতি।

আস্—থাকা বা উপবেশন করা। অদাদি আত্মনেপদী। **লট্**—**আস্তে আসাতে আসতে**। লঙ্—আস্ত আস্তাম্ আসত। বিধিলিঙ্—আসীত। লৃট্—আসিষ্যতে। লিট্—আসাঞ্চক্রে।

ই—(i) যাওয়া। অদাদি পরস্মৈপদী। **লট্—এতি** ইতঃ **যন্তি**। লোট্—এতু ইতাম্ যন্তু। লোট্ হি—ইহি। লঙ্—ঐৎ ঐতাম্ আয়ন্। বিধিলিঙ্—ইয়াৎ। লৃট্—এষ্যতি। লুঙ্—**অগাৎ**। **লিট্**—ইয়ায় ঈয়তুঃ ঈয়ুঃ। লুট্—এতা। **সন্**—জিগমিষতি। **শানচ্—আসীন**।

অধি-ই (পড়া)। লট্—অধীতে অধীয়াতে অধীয়তে। লঙ্—অধ্যৈত।

ইষ্ (ইচ্ছা করা)—তুদাদি পরস্মৈপদী। লট্—ইচ্ছতি। লঙ্—ঐচ্ছৎ। লৃট্—এষিষ্যতি। লিট্—ইয়েষ ঈষতুঃ ঈষুঃ।

ঈক্ষ্ (দেখা)—ভ্বাদি আত্মনেপদী। লট্—ঈক্ষতে। লোট্—ঈক্ষতাম্। লঙ্ ঐক্ষত। বিধিলিঙ্। ঈক্ষেত—লৃট্—ঈক্ষিষ্যতে। লিট্—ঈক্ষাঞ্চক্রে ইত্যাদি। লুঙ্—ঐক্ষিষ্ট ঐক্ষিষাতাম্। লুট্—ঈক্ষিতা।

কুপ্ (ক্রোধ করা)—দিবাদি পরস্মৈপদী। লট্—কুপ্যতি। লৃট্—কোপিষ্যতি। লিট্—চুকোপ। সন্—চুকোপিষতি।

কৃ (করা)—তনাদি, উভয়পদী। লট্—করোতি কুরুতঃ কুর্বন্তি (কুরুতে কুর্বাতে কুর্বতে)। বিধিলিঙ্—কুর্যাৎ (কুর্বীত)। লৃট্—করিষ্যতি (করিষ্যতে)। লিট্—চকার চক্রতুঃ চক্রুঃ (চক্রে চক্রাতে চক্রিরে)। লুঙ্—অকার্ষীৎ অকার্ষ্টাম্ অকার্ষুঃ। **সন্**—চিকীর্ষতি। যঙ্—চেক্রীয়তে।

কৃষ্ (কর্ষণ করা)—ভ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—কর্ষতি। লৃট্—কর্ক্ষ্যতি। লিট্—চকর্ষ। সন্—চিকৃক্ষতি। যঙ্—চরীকৃষ্যতে।

ক্রম্ (পদক্ষেপ করা)—ভ্বাদি উভয়পদী। লট্—ক্রামতি (ক্রমতে) লঙ্—অক্রামৎ (অক্রমত)। লৃট্—ক্রমিষ্যতি (ক্রংস্যতে)। লিট্—চক্রাম।

ক্রী (ক্রয় করা)—ক্র্যাদি উভয়পদী। লট্—ক্রীণাতি ক্রীণীতঃ ক্রীণন্তি (ক্রীণীতে ক্রীণাতে ক্রীণতে)। লোট্ হি—ক্রীণিহি। লঙ্—অক্রীণাৎ (অক্রীণীত)। লিট্—চিক্রায় (চিক্রিয়ে)। **সন্**—চিক্রীষতি।

গম্ (যাওয়া)—ভ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—গচ্ছতি। লৃট্—গমিষ্যতি। লিট্—জগাম জগ্মতুঃ জগ্মুঃ। লুঙ্—অগমৎ অগমতাম্ অগমন্। লৃঙ্—অগমিষ্যৎ। লুট্—গন্তা। **সন্**—জিগমিষতি। **যঙ্**—জঙ্গম্যতে।

গৈ (গান করা)—ভ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্ গায়তি। লৃট্—গাস্যতি। লিট্—জগৌ জগতুঃ জগুঃ। **সন্**—জিগাসতি। যঙ্—জেগীয়তে।

গ্রহ্ (লওয়া)—ক্র্যাদি, উভয়পদী। লট্—গৃহ্লাতি গৃহ্লীতঃ গৃহ্লন্তি। (গৃহ্লীতে গৃহ্লাতে গৃহ্লতে)। লোট্ হি—গৃহাণ। লঙ্—অগৃহ্লাৎ। বিধিলিঙ্—গৃহ্লীয়াৎ (গৃহ্লীত)। লৃট্—গ্রহীষ্যতি। লিট্—জগ্রাহ জগৃহতুঃ। লুঙ্—অগ্রহীৎ। **সন্**—জিঘৃক্ষতি। যঙ্—জরীগৃহ্যতে। ক্ত্বা—গৃহীত্বা।

ঘ্রা (গন্ধ লওয়া)—ভ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—জিঘ্রতি। লৃট্—ঘ্রাস্যতি লিট্—জঘ্রৌ। লুঙ্—অঘ্রাৎ। **সন্**—জিঘ্রাসতি। যঙ্—জেঘ্রীয়তে।

চি (চয়ন করা)—স্বাদি উভয়পদী। **লট্**—চিনোতি চিনুতঃ চিন্বন্তি (চিনুতে চিন্বাতে **চিন্বতে**)। **লোট্**—চিনোতু। লুঙ্—অচিনোৎ (অচিনুত) লিট্—চিচায়। **সন্**—চিচিষতি। **যঙ্**—চেচীয়তে।

জন্ (জন্ম গ্রহণ করা) দিবাদি আত্মনেপদী। লট্—**জায়তে**। লঙ্—অজায়ত। লৃট্—জনিষ্যতে। লিট্—জজ্ঞে জজ্ঞাতে। লুঙ্—**অজনি** বা অজনিষ্ট। সন্—জিজনিষতে। **যঙ্**—জঞ্জন্যতে।

জাগৃ (জাগরিত হওয়া)—অদাদি পরস্মৈপদী। **লট্**—**জাগর্তি** জাগৃতঃ জাগ্রতি। লোট্—জাগর্তু জাগৃতাম্ জাগ্রতু। লোট্ হি—জাগৃহি। লঙ্—অজাগঃ অজাগৃতাম্ অজাগরুঃ, অজাগঃ (মধ্যম পুরুষ একবচন)। লিট্—জজাগার। **সন্**—জিজাগরিষতি। যঙ্—জাগর্যতে। ক্ত—জাগরিত।

জি (জয় করা)—ভ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—জয়তি। লৃট্—জেষ্যতি। লিট্—জিগায়। আশীর্লিঙ্—জীয়াৎ। **সন্**—**জিগীষতি**। যঙ্—জেজীয়তে।

জ্ঞা (জানা)—ক্র্যাদি উভয়পদী। লট্—জানাতি জানীতঃ জানন্তি। লোট্ হি—জানীহি। লঙ্—অজানাৎ। লৃট্—জ্ঞাস্যতি। লিট্—জজ্ঞৌ। **সন্**—**জিজ্ঞাসতে**। যঙ্—জাজ্ঞায়তে।

তন্ (বিস্তৃত করা)—তনাদি উভয়পদী। লট্—তনোতি তনুতঃ তন্বন্তি (তনুতে তন্বাতে তন্বতে)। লৃট্—তনিষ্যতি। বিধিলিঙ্—তনুয়াৎ। লিট্—ততান তেনতুঃ তেনুঃ। **সন্**—তিতনিষতি, তিতাংসতি। যঙ্—তন্তন্যতে।

ত্যজ্ (ত্যাগ করা)—ভ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—ত্যজতি। লৃট্—ত্যক্ষ্যতি। লিট্—তত্যাজ। সন্—তিত্যক্ষতি। যঙ্—তাত্যজ্যতে। ক্ত্বা—ত্যক্ত্বা।

দা—(i) দান করা। অদাদি উভয়পদী। **লট্**—দদাতি দত্তঃ **দদতি**। (দত্তে)। লোট্ হি—দেহি। লঙ্—অদদাৎ (অদত্ত) অদত্তাম্ অদদুঃ। **লৃট্** দাস্যতি (দাস্যতে)। লিট্—দদৌ (দদে)। লুঙ্—অদাৎ। **সন্**—দিৎসতি (দিৎসতে)। যঙ্—দেদীয়তে।

(ii) **দা**—দান করা। ভ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—যচ্ছতি। বিধিলিঙ্—যচ্ছেৎ। লৃট্—দাস্যতি। লিট্—দদৌ।

দুহ্—দোহন করা। অদাদি—উভয়পদী। লট্—দোগ্ধি (দুগ্ধে) দুগ্ধঃ দোহন্তি। লোট্ হি—**ধোগ্ধি**। লঙ্—অধোক্ অদুগ্ধাম্ অদুহন্। (অদুগ্ধ অদুহতাম্ অদুহত)। বিধিলিঙ্—দুহ্যাৎ (দুহীত)। লৃট্—ধোক্ষ্যতি। **লিট্**—দুদোহ (দুদুহে)। **সন্**—দুধুক্ষতি। যঙ্—দোদুহ্যতে।

দৃশ্‌—(দেখা)। বিধিলিঙ্‌ পর্যন্ত চারি লকারে পশ্য্‌ আদেশ হয়। ভ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—পশ্যতি। লৃট্—দ্রক্ষ্যতি। লুঙ্‌—অদ্রাক্ষীৎ। লিট্-দদর্শ। সন্—দিদৃক্ষতে। যঙ্‌—দরীদৃশ্যতে। ক্ত্বা—দৃষ্ট্বা।

ধা—(ধারণ করা)। হ্বাদি উভয়পদী। লট্—দধাতি ধত্তঃ দধতি। ধত্তে দধাতে দধতে। লঙ্‌—অদধাৎ (আধত্ত)। লৃট্—ধাস্যতি। লিট্—দধৌ। সন্—ধিৎসতি। যঙ—দেধীয়তে। ক্ত—হিত।

নশ্‌—(নষ্ট হওয়া) দিবাদি পরস্মৈপদী। লট্‌—নশ্যতি। লৃট্—নশিষ্যতি নংক্ষ্যতি। লিট্—ননাশ।

নী (লওয়া)—ভ্বাদি উভয়পদী। লট্—নয়তি (নয়তে)। লৃট্—নেষ্যতি, (নেষ্যতে)। লিট্—নিনায় নিন্যতুঃ নিন্যুঃ। সন্—নিনীষতি। যঙ্‌—নেনীয়তে।

নৃত্‌ (নৃত্য করা)—দিবাদি পরস্মৈপদী। লট্—নৃত্যতি। লিট্—ননর্ত। সন্‌—নিনর্তিষতি, নিনৃৎসতি। যঙ্‌—নরীনৃত্যতে।

পা (পান করা)—ভ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—পিবতি। লৃট্—পাস্যতি লিট্—পপৌ। পিপাসতি। যঙ্‌—পেপীয়তে।

পূ (পবিত্র করা)—ক্র্যাদি উভয়পদী। লট্—পুনাতি (পুনীতে)। লোট্ হি—পুনীহি। লৃট্—পবিষ্যতি। সন্—পুপূষতি। যঙ্‌—পোপূয়তে।

প্রচ্ছ্‌ (জিজ্ঞাসা করা)—তুদাদি পরস্মৈপদী। লট্—পৃচ্ছতি। লৃট্—প্রক্ষ্যতি। লিট্—পপ্রচ্ছ। সন্—পিপৃচ্ছিষতি। যঙ্‌—পরীপৃচ্ছ্যতে।

ব্রূ (বলা)—অদাদি উভয়পদী। লট্ -ব্রবীতি ব্রূতঃ ব্রুবন্তি ; পক্ষে আহ আহতুঃ আহুঃ (ব্রূতে ব্রুবাতে ব্রুবতে)। লঙ্‌—অব্রবীৎ। লৃট্—বক্ষ্যতি। লিট্—উবাচ ঊচতুঃ ঊচুঃ। লুঙ্‌=অবোচৎ। সন্—বিবক্ষতি। যঙ্‌—বাবচ্যতে। ক্ত—উক্ত।

ভূ—হওয়া (থাকা) ভ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—ভবতি। লৃট্—ভবিষ্যতি। লিট্‌—বভূব। লুঙ্‌—অভূৎ। সন্—বুভূষতি। যঙ্‌—বোভূয়তে।

ভী (ভীত হওয়া)—হ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—বিভেতি বিভিতঃ (বিভীতঃ) বিভ্যতি। লোট্ -বিভেতু বিভিতাম্ বিভ্যতু। লোট্ হি—বিভিহি (বিভীহি)। লঙ্‌—অবিভেৎ অবিভিতাম্ (অবিভীতাম্) অবিভয়ুঃ। বিধিলিঙ্‌—বিভীয়াৎ। লৃট্—ভেষ্যতি। লিট্—বিভায়। সন্—বিভীষতি।

ভুজ্ (রক্ষা করা)—পরস্মৈপদে। আত্মনেপদে—খাওয়া বা ভোগ করা। লট্—ভুনক্তি ভুঙ্‌ক্তঃ ভুঞ্জন্তি। (ভুঙ্‌ক্তে ভুঞ্জাতে ভুঞ্জতে)। লঙ্—অভুনক্ (অভুঙ্‌ক্ত)। লৃট্—ভোক্ষ্যতি (ভোক্ষ্যতে)। লিট্—বুভোজ (বুভুজে) সন্—বুভুক্ষতি। যঙ্—বোভুজ্যতে।

ভৃ—(বহন বা পোষণ করা)—হ্বাদি উভয়পদী। লট্—বিভর্তি বিভৃতঃ বিভ্রতি। লৃট্—ভরিষ্যতি। লিট্—বভার। লুট্—ভর্তা। সন্—বিভরিষতি।

মৃ (মরিয়া যাওয়া)—তুদাদি। ইহা লট্ লোট্ লঙ্ বিধিলিঙ্ আশীর্লিঙ্ ও লুঙে আত্মনেপদী, অন্যত্র পরস্মৈপদী। লট্—ম্রিয়তে ম্রিয়েতে ম্রিয়ন্তে। লৃট্—মরিষ্যতি। লিট্—মমার। সন্—মুমূর্ষতি। যঙ্—মেম্রিয়তে।

যজ্ (যজ্ঞ করা)—ভ্বাদি উভয়পদী। লট্—যজতি (যজতে)। লৃট্—যক্ষ্যতি (যক্ষ্যতে)। লুঙ্—অযাক্ষৎ। লিট্—ইয়াজ। লুট্—যষ্টা। সন্—যিযক্ষতি। যঙ্—যাযজ্যতে। ক্ত—ইষ্ট। ক্ত্বা—ইষ্ট্বা।

যা—(যাওয়া)—অদাদি পরস্মৈপদী। লট্—যাতি। লঙ্—অযাৎ অযাতাম্ অয়ুঃ (অযান্)। লৃট্—যাস্যতি। লিট্—যযৌ যযতুঃ যযুঃ। সন্—যিযাসতি। যঙ্—যযায়তে।

যাচ্ (প্রার্থনা করা)—ভ্বাদি উভয়পদী। লট্—যাচতি (যাচতে)। লৃট্—যাচিষ্যতি (যাচিষ্যতে)। লিট্—যযাচ। সন্—যযাচিষতি।

রুদ্ (ক্রন্দন করা)—অদাদি পরস্মৈপদী। লট্—রোদিতি রুদিতঃ। লঙ্—অরোদৎ (অরোদীৎ) অরুদিতাম্ অরুদন্। লোট্ হি—রুদিহি। লৃট্—রোদিষ্যতি। লিট্—রুরোদ। সন্—রুরুদিষতি। যঙ্—রোরুদ্যতে।

রুধ্ (রোধ করা)—রুধাদি উভয়পদী। লট্—রুণদ্ধি রুন্ধঃ রুন্ধন্তি। লট্—রোৎস্যতি। লিট্—রুরোধ। সন্—রুরুৎসতি রুরুৎসতে।

লভ্ (লাভ করা)—ভ্বাদি আত্মনেপদী। লট্-লভতে। লঙ্—অলভত। লৃট্—লপ্‌স্যতে। লিট্—লেভে। সন্—লিপ্সতে। যঙ্—লালভ্যতে।

বন্ধ্ (বাঁধা)—ক্র্যাদি পরস্মৈপদী। লট্—বধ্নাতি বধ্নীতঃ বধ্নন্তি। লোট্ হি—বধান। লিট্—ববন্ধ। বিধিলিঙ্—বধ্নীয়াৎ। সন্—বিভন্ত্সতি। যঙ্-বাবধ্যতে। ক্ত—বদ্ধ।

বপ্ (বপন করা, মুণ্ডন করা)—ভ্বাদি-উভয়পদী। লট্—বপতি (বপতে) লৃট্—বপ্‌স্যতি। লিট্—উবাপ। সন্—বিবপ্সতি। যঙ্—বাবপ্যতে।

বস্ (বাস করা)—ভ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—বসতি। লৃট্-বৎস্যতি। লিট্-উবাস উষতুঃ উষুঃ। সন্—বিবৎসতি। যঙ্—বাবস্যতে। ক্ত—উষিত।

বহ্ (বহন করা)—ভ্বাদি উভয়পদী। লট্-বহতি (বহতে)। লৃট্—বক্ষ্যতি। লিট্—উবাহ উহতুঃ উহুঃ। সন্—বিবক্ষতি। যঙ্—বাবহ্যতে।

বিদ্ (জানা)—অদাদি পরস্মৈপদী। লট্—বেত্তি বিত্তঃ বিদন্তি। (পক্ষে বেদ বিদতুঃ বিদুঃ)। বেৎসি বিত্থঃ বিত্থ। বেদ্মি বিদ্বঃ বিদ্মঃ। লঙ—অবেৎ অবিত্তাম্ অবিদন্ (অবিদুঃ)। বিধিলিঙ্—বিদ্যাৎ। লৃট্—বেদিষ্যতি। লিট্—বিবেদ। সন্—বিবিদিষতি। যঙ্—বেবিদ্যতে।

বৃ (বরণ করা)—স্বাদি উভয়পদী। লট্—বৃণোতি বৃণুতঃ বৃণ্বন্তি (আত্মনেপদী বৃণুতে বৃণ্বাতে বৃণ্বতে)। ক্র্যাদি উভয়পদী—বৃণাতি; বৃণীতে। লৃট্—বরিষ্যতি। লিট্—ববার। সন্—বিবরিষতি।

শক্ (সমর্থ হওয়া)—স্বাদি পরস্মৈপদী। লট্-শক্নোতি শক্নুতঃ শক্নুবন্তি। লৃট্ শক্ষ্যতি। লিট্—শশাক। সন্—শিক্ষতি। যঙ্—শাশক্যতে। দিবাদি উভয়পদী-শক্যতি শক্যতে ইত্যাদি।

শম্ (শান্ত হওয়া)—দিবাদি পরস্মৈপদী। লট্—শাম্যতি। লৃট্—শমিষ্যতি। লিট্—শশাম। সন্—শিশমিষতি। যঙ্—শংশম্যতে।

শাস্ (শাসন করা, শাস্তি দেওয়া) অদাদি পরস্মৈপদী। লট্—শাস্তি শিষ্টঃ শাসতি। লোট্—শাস্তু শিষ্টাম্ শাসতু, হি যোগে—শাধি। লৃট্—শাসিষ্যতি। লঙ্—অশাৎ অশিষ্টাম্ অশাসুঃ। লিট্-শশাস। সন্—শিশাসতি। যঙ্—শেশিষ্যতে। ক্ত—শিষ্ট।

শী (শয়ন করা)—অদাদি আত্মনেপদী। লট্—শেতে শয়াতে শেরতে। বিধিলিঙ্—শয়ীত। লঙ্—অশেত অশয়াতাম্ অশেরত। শয়িষ্যতে। লিট্—শিশ্যে। সন্—শিশয়িষতে। যঙ্—শাশয্যতে। ক্ত্বা—শয়িত্বা। ক্ত—শয়িত।

শ্রু (শ্রবণ করা)—স্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—শৃণোতি শৃণুতঃ শৃণ্বন্তি। লোট্ হি—শৃণু। লৃট্—শ্রোষ্যতি। লিট্—শুশ্রাব। সন্—শুশ্রূষতে। যঙ্—শোশ্রূয়তে।

সিচ্ (সেচন করা)—তুদাদি উভয়পদী। লট্—সিঞ্চতি (সিঞ্চতে) লৃট্—সেক্ষ্যতি। লিট্—সিষেচ। সন্—সিসিক্ষতি। যঙ্—সেসিচ্যতে।

সৃজ্ (সৃষ্টি করা)—তুদাদি পরস্মৈপদী। লট্—সৃজতি। লৃট্—স্রক্ষ্যতি। লিট্—সসর্জ। সন্—সিসৃক্ষতি। যঙ্—সরীসৃজ্যতে। ক্ত—সৃষ্ট।

স্তু (স্তুতি করা)—অদাদি উভয়পদী। লট্—স্তৌতি স্তুতঃ স্তুবন্তি। (আত্মনেপদে—স্তুতে স্তুবাতে স্তুবতে)। লৃট্—স্তোষ্যতি। লিট্—তুষ্টাব। সন্—তুষ্টূষতি।

স্থা—(থাকা)—ভ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—তিষ্ঠতি। লৃট্—স্থাস্যতি। লিট্—তস্থৌ তস্থতুঃ তস্থুঃ। সন্—তিষ্ঠাসতি। যঙ্—তেষ্ঠীয়তে।

হন্—(হত্যা করা)—অদাদি পরস্মৈপদী। লট্—হন্তি হতঃ ঘ্নন্তি; হংসি হথঃ হথ। লঙ্—অহন্ অহতাম্ অঘ্নন্। লোট্—হন্তু হতাম্ ঘ্নন্তু। লোট্ হি যোগে—জহি। বিধিলিঙ্—হন্যাৎ। লৃট্—হনিষ্যতি। লিট্—জঘান। সন্—জিঘাংসতি। যঙ্—জেঘ্নীয়তে জঙ্ঘন্যতে (হিংসার্থে)। ক্ত্বা—হত্বা।

হা (ত্যাগ করা)—হ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—জহাতি জহিতঃ (জহীতঃ) জহতি। লোট্ হি যোগে জহীহি (জহিহি বা জহাহি)। লৃট্—হাস্যতি। লিট্—জহৌ। সন্—জিহাসতি। যঙ্—জেহীয়তে। ক্ত—হান।

হু (হোম করা)—হ্বাদি পরস্মৈপদী। লট্—জুহোতি জুহুতঃ জুহ্বতি। লঙ্—অজুহোৎ অজুহুতাম্ অজুহবুঃ। বিধিলিঙ্—জুহুয়াৎ। লিট্—জুহাব। সন—জুহূষতি। যঙ্—জোহূয়তে। ক্ত—হুত।

হ্বে (আহ্বান করা) ভ্বাদি উভয়পদী। লট্—হ্বয়তি। বিধিলিঙ্—হ্বয়েৎ। লৃট্—হ্বাস্যতি। লিট্—জুহাব জুহুবতুঃ জুহুবুঃ। সন্—জুহূষতি। যঙ্—জোহূয়তে। ক্ত্বা—হূত্বা।

অনুশীলন

১। প্রত্যয়যোগে সাধিত পদ বল: স্থা+লট্ তি। ইষ্+লট্ অন্তি। দিব্+লট্ তি। বস্+লৃট্ স্যতি। শাস্+লোট্ হি। গম্+লিট্ অ। কৃ+লট্ অন্তে। অশ্+লোট্ হি। ই+লট্ তি। হন্+লট্ অন্তি। গ্রহ্+লিট্ অ। ভী+লট্ অন্তি। দুহ্+লঙ্ দ্। ব্রূ+লিট্ অ। আস্+লট্ অন্তে। মৃ+লট্ তে। দা+লঙ্ দ্। কৃ+লুঙ্ দ্। শ্রু+লট্ মি। হন্+লোট্ হি। শী+লট্ অন্তে। বহ্+লৃট্ স্যামি। যা+লঙ্ অন্। রুদ্+লট্ সি। ভূ+লঙ্ দ্। বৃৎ+লৃট্ স্যতি। দুহ্+লঙ্ দ্। ঘ্রা+লট্ অন্তি। দা+লট্ মি। জাগৃ+লট্ অন্তি। গৈ+লিট্ অ। জ্ঞা+লোট্ হি। ধা+লঙ্ দ্। পা+লট্ মি। ভী+লঙ্ অন্। ধা+ক্ত। শী+ক্ত।

২। দৃশ্ in লঙ্ 3rd person plural, শী in লট্ 3rd person plural, ক্রী in লট্ 1st person singular, হন্ in লোট্ 2nd person singular, আপ্ in লঙ্ 3rd person plural, ভুজ্ in পরস্মৈপদী লট্ 3rd person singular, কৃ in লঙ্ 2nd person singular, শাস্ in লট্ 3rd person plural, দুহ্ in লট্ 3rd person singular, গম্ in বিধিলিঙ্ 3rd person plural, গ্রহ্ in লঙ্ 3rd person singular, চি in বিধিলিঙ্ 3rd person singular, প্রচ্ছ্ in লট্ 1st person plural, শম্ in লিট্ second person plural, আপ্ in লঙ্ 3rd person plural, শ্রু in লিট্ 2nd person singular, শক্ in লট্ 1st person plural, বুধ্ in বিধিলিঙ্ 1st person singular, কথ্ in লট্ 3rd person singular.

৩। শুদ্ধ কর: (ক) দুর্জনাৎ বিভ্যন্তি সাধবঃ। (খ) প্রজাঃ শাসন্তি রাজানঃ। (গ) অহং চন্দ্রম্ অপশ্যৎ। (ঘ) দুগ্ধং দোহতি গোপঃ। (ঙ) উপদেশেন মূর্খো ন শমতি। (চ) পুষ্পাণি চিনন্তি বালকাঃ।

৪। নিম্নের এক একটি পদ লইয়া বাক্য রচনা কর:—কুর্যাৎ, শৃণোতি, বেত্তি, অত্তি, অগাম, ভুঙ্ক্তে, যচ্ছামি, পৃচ্ছন্তি, স্বপিতি, অসৃজৎ, রোদিতি, বধান, অশেত, শক্নুবন্তি, জায়তে, বদেৎ, বক্ষ্যামি, দদৌ, অপ্রাক্ষীৎ, জানামি, গৃহাণ।

॥ লকারার্থ নির্ণয় ॥ ১১ ॥

লট্, লোট্, লঙ্ প্রভৃতি দশ প্রকার লকার। ইহাদের প্রয়োগরীতি নিম্নে দেওয়া হইল।

১। **বর্তমানে লট্** (২. ১২. ৩)—বর্তমান কালে ধাতুর পর লট্ হয়।

অধুনা বৃষ্টির্ভবতি। চিরকালীন সত্য ঘটনাও বর্তমান বলিয়া গণ্য হয়—রাত্রৌ উদেতি চন্দ্রঃ।

২। **বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্বা** (৩. ৩. ১৩১)—বর্তমান কালের কাছাকাছি অতীত বা নিকট ভবিষ্যৎ বুঝাইতেও লট্ হয়।

অয়ম্ অহম্ আগচ্ছামি। শীঘ্রং গচ্ছামি।

৩। **লট্ স্মে** (৩. ২. ১২৮) 'স্ম'—এই অব্যয়টি লিট্—এই পরোক্ষ অতীত কালের পরিচয় দেয়, উহার যোগে লট্ হয়। **অপরোক্ষে চ** (৩. ২. ১১৯)। 'স্ম' যোগে বক্তার প্রত্যক্ষ-গোচর নয় এমন অতীত বুঝাইতেও লট্ হয়। রামঃ রাবণং হন্তি স্ম। লট্ এর পূর্বেও স্ম-বসিতে পারে। অহং স্ম পত্রং লিখামি।

৪। **যাবৎপুরা-নিপাতয়োর্লট্** (৩.৩.৪)—নিশ্চয়ার্থক যাবৎ ও-পুরা এই অব্যয় শব্দযোগে ভবিষ্যৎকালে লট্ হয়। যাবৎ (অর্থাৎ, নিশ্চয়) তাপসঃ তপোবনং গচ্ছতি। আলোকে তে নিপতিত পুরা।

৫। **বিভাষা কদাকর্হ্যোঃ** (৩.৩.৫)। কদা ও কর্হি শব্দ যোগে ভবিষ্যৎকালে বিকল্পে লট্ হয়। কদা গচ্ছামি বা কদা গমিষ্যসি বা কদা গন্তা? কর্হি (কখন) পঠামি বা পঠিষ্যামি।

৬। গল্পের বিবরণে বা উপাখ্যানে অতীত কাল বুঝাইতে লট্-এর প্রয়োগ দেখা যায়। উহা লাক্ষণিক লট্ প্রয়োগ। সিংহ আহ। শৃগালো বদতি।

লোট্, বিধিলিঙ, আশীর্লিঙ

৭। **লোট্ চ** (৩.৩.১৬২)—বিধ্যাদিতে অর্থাৎ বিধি, অনুমতি, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, অনুরোধ, জিজ্ঞাসা, প্রার্থনা প্রভৃতি অর্থে ধাতুর উত্তর লোট্ ও হয় অর্থাৎ বিধিলিঙ্ এবং লোট্—যে কোন একটা হইতে পারে। লোট্ যথা—নৃপঃ যজতাম্। বিধিলিঙ্ বা—নৃপঃ যজেত। সত্যং বদতু বা সত্যং বদেৎ। আদেশ—গুরুজনম্ সেবস্ব বা গুরুজনম্ সেবেথাঃ। জিজ্ঞাসা—কিমহং পঠানি (লোট্) বা পঠেয়ম্ (বিধিলিঙ্)।

৮। 'আশিষি লিঙ্লোটৌ' (৩.৩.১৭৩)—আশীর্বাদ বুঝাইলে ভবিষ্যৎ কালে আশীর্লিঙ্ ও লোট্ হয়—দাতা চিরং জীব্যাৎ (আশীর্লিঙ্) বা জীবতু (লোট্)

৯। সামর্থ্য, যোগ্যতা ও সম্ভাবনা অর্থে ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ্ হয়। অপি জীবেৎ স ব্রাহ্মণশিশুঃ? সায়ম্ অত্র বৃষ্টির্ভবেৎ।

১০। 'হেতুহেতুমতোর্লিঙ্' (৩.৩.১৫৬)—কার্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝাইলে উভয় ক্রিয়াপদেই বিধিলিঙ্ বা লৃট্ হয়। যথা—যদি বৃষ্টির্ভবেৎ তদা শস্যং স্যাৎ।

লঙ্, লিট্, লুট্—অতীতকাল

১১। **অনদ্যতনে লঙ্** (৩.২.১১১)। আজ নয়, এমন অতীত কাল বুঝাইতে লঙ্ হয়। আসীৎ অযোধ্যায়াং দশরথো নাম নরপতিঃ। রামঃ রাবণম্ অহন্।

১২। **পরোক্ষে লিট্** (৩.২.১১৫)—অনদ্যতন পরোক্ষে অর্থাৎ আজ নয় এমন পরোক্ষে অর্থাৎ নিজের চোখের অগোচরে যাহা হইয়াছে, এইরূপ অতীত ঘটনায় ধাতুতে লিট্ হয়। রামো রাবণং জঘান। উত্তম পুরুষে লিট্ হয় না, উহা বক্তার নিজের গোচরের ঘটনা। অহং চন্দ্রং দদর্শ—ইহা ভুল প্রয়োগ, লঙ্ বা লুঙ্ হইবে। অতএব লঙ্ প্রয়োগে অহম্ অপশ্যম্ হইবে।

(ক) তবে চিত্তবিক্ষেপ (বিস্মরণ) বুঝাইলে উত্তম পুরুষেও লিট্ হইতে পারে। মত্তোহহং কিং চকার।

(খ) **অত্যন্তাপহ্নবে চ লিড্ বক্তব্যঃ** (বার্ত্তিক)—সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার বুঝাইলে উত্তমপুরুষেও লিট্ হয়—অপি ত্বং কলিঙ্গেষু অবাৎসীঃ? এই প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত অস্বীকার বুঝাইতে বলা হয়—নাহং কলিঙ্গান্ জগাম।

১৩। **লুঙ্** (৩.৩.১১০)—সাধারণ ভাবে সর্ববিধ অতীত কাল বুঝাইতে লুঙ্ হয়। কিন্তু **অদ্যতন** অর্থাৎ আজিকার **অতীত** বুঝাইতে লুঙ্ ছাড়া অন্য কিছু হয় না। অভূৎ শূদ্রকো নাম রাজা। অদ্য বৃষ্টিঃ অভূৎ। অদ্য স ইত্থম্ অবোচৎ।

১৪। **মাঙি লুঙ্** (৩.৩.১৭৫)—নিষেধার্থক মাঙ্ অব্যয়যোগে যে কোন কালের অর্থেই লুঙ্ হয়।

তখন, **ন মাঙ্ যোগে** (৬.৪.৭৪)—এই সূত্র অনুসারে লুঙ্-এর অট্ (অ) বা আট্ (আ) আগম হয় না। যথা—

মা পাপং কার্ষীঃ (অকার্ষীঃ পদের অ লোপ)। মা ভূৎ পরিশ্রমঃ।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্—এই স্থলে যে 'মা' পদ আছে, উহা মাঙ্ অব্যয় নয়। 'মা'—এই পৃথক্ অব্যয়—উহার যোগে লুঙ্ হয় না। 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ'—এই প্রয়োগে 'অগমঃ' পদে অ আগম দেখা যায়। এখানেও 'মা' অব্যয়, 'মাঙ্' অব্যয় নহে।

১৫। **স্মোত্তরে লঙ্ চ** (৩.৩.১৭৬)—মাস্ম (না অর্থে) অব্যয়যোগে লুঙ্ ও লঙ্ দুইই হয়। এখানেও অ লুপ্ত হয়—মাস্ম ভবৎ (লঙ্) দুঃখম্, বা মাস্ম ভূৎ-(লুঙ্) দুঃখম্।

ল়ৃট্, লুট্—ভবিষ্যৎ কাল

১৬। **লৃট্ শেষে চ** (৩.৩.১৩)—ভবিষ্যৎ কালে ধাতুর উত্তর ল়ৃট্ হয়। অদ্য স যাস্যতি। শিষ্যো বেদং পঠিষ্যতি। বর্তমানসামীপ্য-রূপ ভবিষ্যতে বিকল্পে লট্ ও ল়ৃট্ হয়। এষোহহং গচ্ছামি গমিষ্যামি বা।

১৭। **অনদ্যতনে লুট্** (৩.৩.১৫)—অদ্যকার ঘটনা ছাড়া আগামী কাল হইতে যাবতীয় ভবিষ্যৎ কাল অর্থে লুট্ হয়। শ্বঃ স গন্তা (যাইবে)। শ্বঃ সভা ভবিতা (হইবে)। অদ্যকার ভবিষ্যৎ ঘটনায় কেবল ল়ৃট্ এবং আগামী কাল বাদে অন্য দিনের ভবিষ্যৎ ঘটনাতে লুট্ ও ল়ৃট্ দুইই হয়। যাস্যত্যদ্য শকুন্তলা। অর্থে অদ্যকার ভবিষ্যৎ বাদে আগামী কল্য হইতে যাবতীয় ভবিষ্যতে লুট্ ও হয়।

শ্বঃ স ভোক্তা। কালেন কর্তা ভবিতা। মিশ্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই নিয়ম থাকিবে না, যথা—অদ্য শ্বো বা স গমিষ্যতি (এখানে শ্বঃ থাকিলেও লুট্ না হইয়া লৃট্ হইয়াছে)।

লৃঙ্

১৮। **লিঙ্ নিমিত্তে লৃঙ্ ক্রিয়াতিপত্তৌ** (৩.৩.১৩৯)—ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি অর্থে ক্রিয়াতিপত্তি বোঝায়। একটি কাজ না হওয়ায় আর এক ক্রিয়া যেখানে হইবে না—এইরূপ বুঝাইলে ভবিষ্যৎ ও অতীত—উভয় ক্রিয়াতেই লৃঙ্ হয়। সুবৃষ্টিশ্চেৎ অভবিষ্যৎ শস্যং প্রভূতম্ অভবিষ্যৎ (ভবিষ্যৎ কালের সম্ভাবনায়)। অতীতকালের দৃষ্টান্ত স পুস্তকম্ অপঠিষ্যৎ চেৎ তর্হি জ্ঞানী অভবিষ্যৎ।

অনুশীলনী

১। **সংস্কৃতে অনুবাদ কর:**

(ক) পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল (প্রভাতা)।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল (বি-কস)॥
ওঠ শিশু মুখ ধোও (প্র-ক্ষালি) পর (পরি-ধা) নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥

(খ) একদা কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। অর্জুনের রথে সারথি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। যুদ্ধে অর্জুন আত্মীয়দিগকে উপস্থিত দেখেন। তিনি অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—দুঃখ করিওনা (use মাস্ম)। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। সেই স্বধর্ম পালন কর। দুষ্টের দমনের জন্য ক্ষত্রিয় বীর যদি যুদ্ধ না করে, তবে অধর্ম প্রবল হইবে। আশীর্বাদ করি তুমি জয়লাভ কর।

২। বন্ধনীর মধ্য হইতে উপযুক্ত পদ বাছিয়া লইয়া শূন্য স্থান পূরণ কর:

(ক) অহং নভসি চন্দ্রং——(অপশ্যম্, দদর্শ)।

(খ) শ্বঃ মধ্যাহ্নে সঃ——(গমিষ্যতি, গন্তা)।

(গ) অদ্য বৃষ্টিঃ——(অভূৎ, অভবৎ)।

(ঘ) ক্লৈব্যং মাস্ম——পার্থ! (গচ্ছ, গমঃ)।

॥ আত্মনেপদ বিধান ॥ ১২ ॥

সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলি ধাতু স্বভাবতই পরস্মৈপদী, কতকগুলি আত্মনেপদী এবং কতকগুলি উভয়পদী। পাণিনির সূত্রে ইহার সঙ্কেত আছে। তবে ভিন্ন

ভিন্ন অর্থে অথবা উপসর্গযোগে অথবা নির্দিষ্ট অবস্থা বিশেষে কোন কোন ধাতু আত্মনেপদে অথবা পরস্মৈপদেই ব্যবহার হয় এইরূপ বিধান আছে।

১। **ভাবকর্মণোঃ** (১. ৩. ১৩)—ভাববাচ্যে ও কর্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। ময়া ভূয়তে। তেন চন্দ্রঃ দৃশ্যতে।

২। **স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে** (১. ৩. ৭২)—উভয়পদী ধাতুর ক্ষেত্রে নিজের জন্য ক্রিয়ানুষ্ঠানে আত্মনেপদী এবং পরের জন্য অনুষ্ঠানে পরস্মৈপদী হয়। বিপ্রঃ যজতি (পরের জন্য)। বিপ্রঃ যজতে (নিজের জন্য)

৩। **নের্বিশঃ** (১. ৩. ১৭)—নি-পূর্বক বিশ্ ধাতু আত্মনেপদী। স গৃহং নিবিশতে (প্রবেশ করে)।

৪। **পরিব্যবেভ্যঃ ক্রিয়ঃ** (১. ৩. ১৮)—পরি, বি, অব পূর্বক ক্রী-ধাতু আত্মনেপদী। স পরিক্রীণীতে, অবক্রীণীতে দ্রব্যম্। স পুস্তকং বিক্রীণীতে।

৫। **বিপরাভ্যাং জেঃ** (১. ৩. ১৯)—বি বা পরা পূর্বক জি ধাতু আত্মনেপদী। রাজা বিজয়তে। স পরাজয়তে শত্রূন্।

৬। **আঙো দোঽনাস্যবিহরণে** (১. ৩. ২০)—আ-পূর্বক দা ধাতু আত্মনেপদী। স বিদ্যাম্ আদত্তে (অর্থাৎ গ্রহণ করে) আচার্যাৎ। অহং ধনম্ আদাস্যে। কিন্তু মুখব্যাদান অথবা নিজের অঙ্গ বিস্তার অর্থে পরস্মৈপদী, যথা—মুখং ব্যাদদাতি সিংহঃ। নদী কূলং ব্যাদদাতি। পরের অঙ্গ বিস্তার ক্ষেত্রে আত্মনেপদ হইতে বাধা নাই—স বালকস্য মুখং ব্যাদত্তে।

৭। **সমোঽকূজনে** (বার্ত্তিক)—কূজন অর্থাৎ শব্দ করা ভিন্ন অর্থে সম্-ক্রীড়্ ধাতু আত্মনেপদী—সংক্রীড়তে (খেলা করে) বালকঃ। কিন্তু, সংক্রীড়তি পক্ষী (শব্দ করে)। সংক্রীড়তি চক্রম্। **ক্রীড়োঽনুসংপরিভ্যশ্চ** (১. ৩. ২১)—অনু, সম্, পরি বা বা আঙ্ পূর্বক ক্রীড়্ ধাতু আত্মনেপদী। বালকঃ অনুক্রীড়তে।

৮। **সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ** (১. ৩. ২২)—সম্, অব, প্র, বি উপসর্গ যোগে স্থা ধাতু আত্মনেপদী। স সন্তিষ্ঠতে, অবতিষ্ঠতে, প্রতিষ্ঠতে, বিতিষ্ঠতে। লিট্-এ—প্রতস্থে। **প্রকাশনস্থেয়াখ্যয়োশ্চ** (১. ৩. ২৩)—মনের ভাব প্রকাশ অর্থে অথবা মাধ্যস্থ মানার ক্ষেত্রে স্থা ধাতু আত্মনেপদী। গোপী কৃষ্ণায় তিষ্ঠতে। স ময়ি তিষ্ঠতে (মাধ্যস্থ মানে)।

৯। **উদোঽনূর্ধ্বকর্মণি** (১. ৩. ২৪)—রাজা আসনাৎ উত্তিষ্ঠতি (উঠা অর্থে উদ্-স্থা পরস্মৈপদী)। কিন্তু, যোগী মুক্তৌ উত্তিষ্ঠতে (যত্নতে—এই অর্থে)। ইচ্ছা পূর্বক চেষ্টা অর্থেই আত্মনেপদী, অন্যত্র নহে, যেমন গ্রামাৎ শতম্

উত্তিষ্ঠতি। যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যঃ (শকুন্তলা)। আঙঃ প্রতিজ্ঞায়ামুপসংখ্যানম্'
—প্রতিজ্ঞা করা অর্থাৎ দৃঢ়রূপে স্বীকার করা অর্থে আঙ্ পূর্বক স্থা ধাতু
আত্মনেপদী। মীমাংসকঃ শব্দং নিত্যম্ আতিষ্ঠতে।

১০। (ক) 'উপাদ্দেবপূজা-সঙ্গতিকরণ-মিত্রকরণ-পথিম্বিতি বাচ্যম্' (বার্ত্তিক)
উপ-পূর্বক স্থা ধাতু পূজা, মিলিত হওয়া ইত্যাদি অর্থে আত্মনেপদী। স আদিত্যম্
উপতিষ্ঠতে (পূজা করে)। প্রয়াগে গঙ্গা যমুনাম্ উপতিষ্ঠতে (মিলিত হয়)।
রাজা শত্রুম্ উপতিষ্ঠতে (মিত্রীকরোতি)। পথ কর্তা হইলে—পন্থাঃ কাশীম্ উপ-
তিষ্ঠতে (leads to)। (খ) বা লিপ্সায়ামিতি বক্তব্যম্—লাভের ইচ্ছা থাকিলে
বিকল্পে আত্মনেপদী হয়—ভিক্ষুকঃ ধনিনম্ উপতিষ্ঠতি উপতিষ্ঠতে।

১১। **অকর্মকাচ্চ** (১. ৩ ২৬)—অকর্মক উপ পূর্বক স্থা ধাতু আত্মনেপদী।
মার্জারঃ ভোজনকালে উপতিষ্ঠতে।

১২। **উদ্বিভ্যাং তপঃ** (১.৩ ২৭) **অকর্মকাৎ স্বাঙ্গকর্মকাচ্চ**—অকর্মক,
বা নিজ দেহের অঙ্গ কর্ম হইলে উৎ-তপ্ বা বি-তপ্ ধাতু আত্মনেপদী হয়। সূর্য
উত্তপতে (দীপ্যতে)। স উত্তপতে বিতপতে বা পাণিম্। কিন্তু, স স্বর্বর্ণম্
বা পরস্য পাণিম্ উত্তপতি।

১৩। **আঙো যমহনঃ** (১. ৩. ২৮)—অকর্মকাৎ স্বাঙ্গকর্মকাদিত্যেব। আঙ্-
যম্ বা আঙ্-হন অকর্মক বা স্বাঙ্গকর্মক হইলে আত্মনেপদী।—বৃক্ষঃ আযচ্ছতে
(spreads)। স পাণিম্ আযচ্ছতে। শিরঃ আহতে (ব্যথা করে)। স
আহতে স্বমস্তকম্। কিন্তু বীরঃ শত্রুম্ আহন্তি।

১৪। 'সমো গম্যৃচ্ছিভ্যাম্' (১. ৩. ২৯) (অকর্মকাৎ)—অকর্মক হইলে সম্
পূর্বক গম্ বা ঋচ্ছ্ ধাতু আত্মনেপদী হয়। ব্যাখ্যা সঙ্গচ্ছতে।

১৫। **স্পর্ধায়ামাঙঃ** (১. ৩ ১)—জয়ের ইচ্ছায় স্পর্ধাপূর্বক আহ্বান অর্থে
আ-হ্বে আত্মনেপদী—রাজা শত্রুম্ আহ্বয়তে (challenges)। কিন্তু, মাতা পুত্রম্
আহ্বয়তি (calls)।

১৬। **সমস্তৃতীয়াযুক্তাৎ** (১. ৩. ৫৪)—তৃতীয়াযুক্ত পদের সহিত প্রয়োগে
সম্ চর্ আত্মনেপদী হয়—রাজা **সঞ্চরতে** রথেন। কিন্তু রাজা সঞ্চরতি বনে।

১৭। **উপাদ্‌যমঃ স্বকরণে**—(বিবাহ অর্থে) উপ-যম্ আত্মনেপদী—
রামঃ সীতাম্ উপযচ্ছতে স্ম। দ্রৌপদীম্ উপযেমে (লিট্-এ) অর্জুনঃ।

১৮। **বিপ্রলাপে... বদঃ** (১. ৩. ৪৭)—বিরোধ অর্থে বি-বদ্ আত্মনে-

পদী। যেমন: অসুরাশ্চ বিবদন্তে। উপ-বদ্ (কুমন্ত্রণা অর্থে) আত্মনেপদী। ভৃত্যঃ উপবদতে।

১৯। জ্ঞা-শ্রু-স্মৃ-দৃশাং সনঃ (১. ৩. ৫৭)—সনন্ত হইলে জ্ঞা, শ্রু, স্মৃ ও দৃশ্ ধাতু আত্মনেপদী—জিজ্ঞাসতে, শুশ্রূষতে, সুস্মূর্ষতে, দিদৃক্ষতে।

২০। ভুজোঽনবনে (১. ৩. ৬৬)—রক্ষা করা অর্থ ভিন্ন ভুজ্ ধাতু আত্মনেপদী। বালকঃ অন্নং ভুঙ্‌ক্তে (খায়)। রাজা প্রজাঃ ভুনক্তি (পালন করে)।

২১। 'আশিষি নাথঃ' (বার্তিক—আশা করা অর্থে নাথ্ ধাতু আত্মনেপদী। মুনিঃ মোক্ষায় নাথতে।

২২। আঙি নু-প্রচ্ছ্যোঃ—(বার্তিক)—আঙ পূর্বক নু এবং প্রচ্ছ্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদী হয়। শৃগালঃ আনুতে (শব্দ করে এই অর্থে)। বৃদ্ধঃ বান্ধবান্ আপৃচ্ছতে (বিদায় গ্রহণ করে)। আপৃচ্ছস্ব (বিদায় লও) মাতরম্।

২৩। বৃত্তিসর্গতায়নেষু ক্রমঃ (১. ৩. ৩৮)—বৃত্তি অর্থাৎ অপ্রতিবন্ধ, সর্গ অর্থাৎ উৎসাহ, তায়ন অর্থাৎ বৃদ্ধি—এই সব অর্থে ক্রম্ ধাতু আত্মনেপদী হয়। যথা—শাস্ত্রেষু ক্রমতে (বাধা পায় না) বুদ্ধিঃ। যুদ্ধায় ক্রমতে বীরঃ (উৎসাহ বোধ করে)। সতাং শ্রীঃ ক্রমতে (বর্ধতে ইত্যর্থঃ)। উপপরাভ্যাম্—(১. ৩. ৩৯) উপ ও পরপূর্বক ক্রমধাতুও ঐ সব অর্থে আত্মনেপদী যথা—উপক্রমতে বুদ্ধিঃ।

২৪। আঙ উদ্গমনে (১. ৩. ৪০)—জ্যোতিরুদ্গমনে ইতি বাচ্যম্ (বার্তিক। গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের ঊর্ধ্বগমন বুঝাইতে আঙ্ পূর্বক ক্রম্ ধাতু আত্মনেপদ হয়। সূর্যঃ আক্রমতে (উদয়তে)। কিন্তু আক্রামতি ধূমো হর্ম্যতলাৎ (ধূম জ্যোতিঃপদার্থ নহে)। রবিঃ গিরিম্ আক্রামতি বা বীরঃ নগরম্ আক্রামতি—এই সব স্থলে ঊর্ধ্বগমন বোঝায় না।

২৫। 'বেঃ পাদবিহরণে' (১. ৩. ৪১)—পদক্ষেপ করা অর্থে বি পূর্বক ক্রম্ ধাতু আত্মনেপদ। অশ্বঃ দ্রুতং বিক্রমতে। কিন্তু বিক্রামতি (চ্যুত হয়) সন্ধিঃ।

২৬। প্রোপাভ্যাং সমর্থাভ্যাম্ (১. ৩. ৪২)—প্রারম্ভ করা এই অর্থে প্র বা উপ-পূর্বক ক্রম্ ধাতু আত্মনেপদ হয়। স বক্তুং প্রক্রমতে উপক্রমতে বা (আরম্ভ করে)। কিন্তু যায় অর্থে প্রক্রামতি বা আসে অর্থে উপক্রামতি।

২৭। 'অপহ্নবে জ্ঞঃ' (১. ৩. ৪৩)—অস্বীকার করা অর্থে জ্ঞা ধাতু আত্মনেপদ। স শতম্ অপজানীতে।

২৮। 'সম্প্রতিভ্যামনাধ্যানে (১. ৩ ৪৬)—স্মরণ ভিন্ন অন্য অর্থে সম্ বা

প্রতি পূর্বক জ্ঞা ধাতু আত্মনেপদী হয়। স শতং সংজানীতে প্রতিজানীতে বা (অঙ্গীকার করে)। স্মরণার্থে পরস্মৈপদ—স মাতরং সংজানাতি।

২৯। **উদশ্চরঃ সকর্মকাৎ** (১. ৩. ৫৩)—সকর্মক উৎপূর্বক চর্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। স গুরুবচনম্ উচ্চরতে (উল্লঙ্ঘয়তে)। অকর্মক হইলে পরস্মৈপদী—ধূমঃ উচ্চরতি (উপরে উঠে) গৃহাৎ।

৩০। **কর্তরি কর্মব্যতিহারে** (১.৩.১৪)—পরস্পর ক্রিয়াবিনিময় বুঝাইলে কর্তৃবাচ্যেও আত্মনেপদ হয়। সংপ্রহরন্তে রাজানঃ।

৩১। **'কর্তৃস্থে চাশরীরে কর্মণি'** (১.৩.৩৭)—কর্ম যদি কর্তার দেহের মধ্যে অবস্থিত হয় এবং উহা যদি মূর্তহীন হয়, তবে বি-পূর্বক নীধাতু আত্মনেপদ হয়। যথা—মুনিঃ ক্রোধং বিনয়তে। বিনয়ন্তে স্ম তদ্যোধা মধুভির্বিজয়শ্রমম্ (রঘু ৪.৬৫)। কিন্তু পিতা পুত্রস্য ক্রোধং বিনয়তি বা গুরুঃ শিষ্যং বিনয়তি।

৩২। 'অতিশ্রুদৃশিভ্যশ্চেতি বক্তব্যম্' (বার্ত্তিক)—অকর্মক হইলে সম্পূর্বক জ্ঞা, শ্রু, দৃশ্ ধাতু আত্মনেপদ হয়। হিতান্ন সংশৃণুতে স কিম্প্রভুঃ।

৩৩। **ণিচশ্চ**—ণিজন্ত ধাতু উভয়পদী। কিন্তু ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী হইলে উহা প্রায়ই আত্মনেপদী হয়। স ভৃত্যেন অন্নং পাচয়তে (নিজের জন্য পাক করাইতেছে)।

॥ পরস্মৈপদ বিধান ॥ ১৩ ॥

১। **অনুপরাভ্যাং কৃঞঃ** (১.৩.৭৯)—অনু ও পরাপূর্বক কৃ ধাতু পরস্মৈপদ হয়। স গুরুম্ অনুকরোতি। তস্য আবেদনং স পরাকরোতি (প্রত্যাখ্যান করে)।

২। 'অভিপ্রত্যতিভ্যঃ ক্ষিপঃ' (১.৩.৮০)—কর্তা ক্রিয়াফলভাগী হইলেও অভি, প্রতি ও অতি পূর্বক ক্ষিপ্ ধাতু পরস্মৈপদ হয়। স দানেন কর্ণম্ অভিক্ষিপতি বা প্রতিক্ষিপতি বা অতিক্ষিপতি (অতিক্রম করে—এই অর্থ)

৩। **প্রাদ্বহঃ** (১.৩.৮১)—প্রপূর্বক বহ্ ধাতু পরস্মৈপদী। নদী প্রবহতি।

৪। **ব্যাঙ্পরিভ্যো রমঃ** (১.৩.৮৩)—বি, আঙ্ ও পরি পূর্বক রম্ ধাতু পরস্মৈপদ হয়। ছাত্রঃ পাঠাৎ বিরমতি। স উদ্যানে আরমতি, (বিশ্রাম করে) পরিরমতি।

৫। **উপাচ্চ** (১.৩.৮৪)—উপ পূর্বক রম্ পরস্মৈপদী হয়। (নিজন্তের অর্থে ইহা সকর্মক)

স বালকং ব্যসনাৎ উপরমতি (উপরমতি ণিজন্তের অর্থে)

পদযুগলের পার্থক্য সহ দৃষ্টান্ত

তিষ্ঠতি—অবস্থিতি করে। স গৃহে তিষ্ঠতি।

তিষ্ঠতে—অভিপ্রায় প্রকাশ করে। গোপী কৃষ্ণায় তিষ্ঠতে।

যজতি—বিপ্রো নৃপস্য হিতায় যজতি (পরের জন্য যজ্ঞ করে)

যজতে—স্বস্য হিতায় বিপ্রো যজতে (নিজের জন্য)।

উত্তিষ্ঠতি—রাজা আসনাৎ উত্তিষ্ঠতি (উঠে)।

উত্তিষ্ঠতে—যোগী মুক্তৌ উত্তিষ্ঠতে (যত্ন করে)।

উচ্চরতি—উত্থিত হয়। ধূমঃ উচ্চরতি।

উচ্চরতে—উল্লঙ্ঘন করে। স গুরুবচনম্ উচ্চরতে।

উত্তপতি—উত্তপ্ত করে (সকর্মক ধাতু)—স সুবর্ণম্ উত্তপতি, বা পরস্য হস্তম্ উত্তপতি।

উত্তপতে—উত্তাপ দেয় (অকর্মক)—সূর্যঃ উত্তপতে, বা স্ব পাণিমুত্তপতে (নিজের অঙ্গ কর্ম হইলে আত্মনেপদী)।

আক্রামতি—আক্রমণ করে, বা জ্যোতিঃ ভিন্ন পদার্থের ঊর্ধ্বগমন বোঝায়। বীরঃ শত্রুম্ আক্রামতি। আক্রামতি ধূমো গৃহতলাৎ।

আক্রমতে—জ্যোতিঃ পদার্থ রূপে ঊর্ধ্ব গমন বোঝায়। সূর্যঃ আক্রমতে।

বিক্রামতি—বিচ্ছিন্ন হয় বা বিক্রম দেখায়। সন্ধিঃ বিক্রামতি (বিচ্ছিন্ন হয়)। রাজা বিক্রামতি (বিক্রম দেখায়).

বিক্রমতে—পাদবিক্ষেপ করে। অশ্বঃ ক্রমং বিক্রমতে।

সংজানাতি—স্মরণ করে। পুত্রঃ মাতরং সংজানাতি।

সংজানীতে—স্বীকার করে। স শতং সংজানীতে।

সঞ্চরতি—করণ কারকের উল্লেখ নাই এইরূপ স্থলে বিচরণ করা অর্থ পরস্মৈপদী পথিকঃ নদীতটে সঞ্চরতি।

সঞ্চরতে—করণ কারকের উল্লেখে বিচরণ করে অর্থ। রাজা রথেন সঞ্চরতে।

সংক্রীড়তি—কূজন বা শব্দ করে। পক্ষী সংক্রীড়তি। চক্রং সংক্রীডতি।

সংক্রীড়তে—খেলা করে। বালকঃ পথি সংক্রীডতে।

আহন্তি—আঘাত করে (সকর্মক রূপে) বীরঃ শত্রুম্ আহন্তি।

আহতে—স্বাঙ্গ কর্মে আঘাত করে, বা আহত হয়। রথঃ আহতে (অকর্মক)।

আযচ্ছতি—টানিয়া লয় (সকর্মক ধাতু)। স রজ্জুম্ আযচ্ছতি।

আযচ্ছতে—বিস্তৃত হয় (অকর্মক ধাতু) বা স্বাঙ্গকর্ম স্থলে। বৃক্ষ

আযচ্ছতে। স স্বং পাণিম্ আযচ্ছতে।

আহ্বয়তি—আহ্বান করে। মাতা পুত্রম্ আহ্বয়তি।

আহ্বয়তে—স্পর্ধাপূর্বক আহ্বান করে। বীরঃ শত্রুম্ আহ্বয়তে।

অনুশীলনী

১। উদাহরণ সহ পার্থক্য দেখাও:—উত্তিষ্ঠতি উত্তিষ্ঠতে; সংজানাতি, সংজানীতে; উচ্চরতি উচ্চরতে; আহন্তি আহতে; বিক্রামতি বিক্রমতে; সংক্রীড়তি সংক্রীড়তে; আহ্বয়তি আহ্বয়তে; যজতি যজতে।

২। কারণ উল্লেখে শুদ্ধ কর:—(i) রামঃ সীতয়া সহ বনং প্রতস্থৌ। (ii) বর্ষাসু নদী প্রবহতে। (iii) পুত্রঃ পিতরং জিজ্ঞাসতি। (iv) রাজা-বিজয়তি মহীম্। (v) স পাপাৎ বিরমতে। (vi) অশ্বেন সঞ্চরতি রাজা। (vii) মুনিঃ ক্রোধং বিনয়তি।

॥ অব্যয়-প্রকরণ ॥ ১৪

(Indidiclinables)

১। যে সকল শব্দের তিন লিঙ্গে সাতটি বিভক্তিতে এবং তিন বচনে কোন পরিবর্তনই হয় না, তাহাদিগকে অব্যয় বলে।

সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্॥

বিভক্তির চিহ্ন না থাকিলেও অব্যয়গুলকে পদ বলিয়া গণ্য করা হয়।

২। অব্যয় সাধারণতঃ তিন প্রকার:—**স্বরাদি, চাদি প্রাদি**।

স্বর্ প্রভৃতি শব্দ যথা—স্বর্ (স্বর্গ), অন্তঃ (ভিতর), প্রাতঃ (প্রাতঃকাল), পুনঃ, নীচৈঃ, উচ্চৈঃ, শনৈঃ, আরাৎ, ঋতে, সহসা, বিনা, মিথ্যা, নমঃ—ইত্যাদি। ইহারা সত্ত্ববাচক, অর্থাৎ বস্তুবাচক।

(খ) **চাদি**—চ, বা, হ, এব, এবম্, নূনম্, চেৎ, যাবৎ, তাবৎ, স্বস্তি, কিল, অথ, স্ম, পুরা, ভোঃ ইত্যাদি। চ, তু প্রভৃতি যে-অব্যয়ের দ্বারা কোন বস্তুর বোধ হয় না, উহাদিগকে অসত্ত্ববাচী নিপাত বলে—**চাদয়োঽসত্ত্বে**।

(গ) **প্রাদি**—প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অধি, সু, উদ্, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ—এই কুড়িটি অব্যয়কে প্রাদি বলে। এই অব্যয়গুলি ক্রিয়াপদের পূর্বে বসিলে উহাদিগকে উপসর্গ বলে। **উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে**। উপসর্গ ও ধাতুর মধ্যে সন্ধি নিত্য। **অনু+অয়ঃ=অন্বয়ঃ, বি-অব+হারঃ=ব্যবহারঃ, অতি+আচারঃ=অত্যাচারঃ**।

উপসর্গযোগে অর্থের পরিবর্তন

৩। ধাতুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপসর্গ যোগে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ধাতুটিকে ব্যবহার করা যায়। নিম্নে কয়েকটির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা বা লওয়া। আ- √হৃ = আহার করা। বি - √হৃ = ভ্রমণ করা। প্র— √ = আঘাত করা, মারা। উপ— √হৃ = উপহার বা পুরস্কার দেওয়া। সম্— √হৃ = সংহার করা বা মারিয়া ফেলা। তাই বলা হয় "উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে"—ধাতুর অর্থকে উপসর্গযোগে জোর করিয়া অন্য দিকে লইয়া যাওয়া হয়।

কেহ কেহ বলেন—ধাতুর মধ্যে নানা অর্থ নিহিত থাকে, উপসর্গ উহার দ্যোতক অর্থাৎ প্রকাশক মাত্র। এ সব খুটিনাটি তর্ক তোমাদের জানিবার দরকার নাই।

তবে উপসর্গযোগে ধাতুটিকে নানা অর্থে ব্যবহার করা যায়। ইহার কিছু দৃষ্টান্ত আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ বিধানে দেখা গিয়াছে।

৪। কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত অব্যয়

(১) করিয়া, যাইয়া, খাইয়া—এই সব অর্থে অর্থাৎ অনন্তর অর্থে ধাতুর পর ক্ত্বা প্রত্যয় হয়। উহাদের পূর্বে অব্যয় বা উপসর্গ থাকিলে ল্যপ্ প্রত্যয় হয়। আবার করিতে, খাইতে, যাইতে—এই অর্থে তুমুন্ যুক্ত হয়। এই সব প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি কৃদন্ত অব্যয়। কৃত্বা, উপকৃত্য, গন্তুম্ ইত্যাদি।

(২) তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত অব্যয় কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

(ক) পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে—তসিল্ প্রত্যয়যোগেঃ যতঃ—যাহা হইতে বা যেহেতু। কুতঃ—কোথা হইতে। ততঃ-অতএব, সেই হেতু বা তাহার পর। সর্বতঃ—সব দিক হইতে। উভয়তঃ—দুই দিক হইতে। গ্রামতঃ—গ্রাম-হইতে। শয্যাতঃ—শয্যা হইতে।

(খ) সপ্তমীর অর্থে—স্থান বুঝাইতে ত্র প্রত্যয়। যথা, কুত্র—কোথায়? অত্র—এখানে। তত্র—সেখানে। সর্বত্র—সব স্থানে।

(গ) প্রকার অর্থে থাল্ প্রত্যয়। যথা - যেভাবে। তথা—সেই ভাবে। সর্বথা—সব প্রকারে। প্রকার অর্থে থম্ প্রত্যয়, কথম্ কি—প্রকারে, কেন। ইত্থম্—এই প্রকারে।

(ঘ) তুল্যার্থে বতিচ্ (বৎ থাকে)—রামবৎ। জলবৎ।

৩। প্রচলিত কয়েকটি অব্যয়ের প্রয়োগ

অকস্মাৎ—হঠাৎ। অকস্মাৎ স মৃতঃ।

অচিরম্, অচিরেণ, অচিরাৎ—শীঘ্র। অচিরেণ বৃষ্টির্ভবিষ্যতি।

অতঃ—এই জন্য। অতোঽহং ব্রবীমি।

অতীব—অত্যন্ত। তস্য ভাগ্যম্ অতীব মন্দম্।

অত্র—এখানে। অত্র তিষ্ঠতু ভবান্।

অথ—তারপর। অথ তস্য বারঃ সমায়াতঃ।

অথ কিম্—হ্যাঁ। কিং গন্তুমিচ্ছসি ? অথ কিম্।

অথবা—অথবা। অথবা যুক্তমিদম্ উচ্যতে।

অদ্য—আজ। অদ্য মম ভক্ষ্যং নাস্তি।

অধঃ—নীচে। স বৃক্ষস্য অধঃ শেতে।

অধুনা, ইদানীম্—অধুনা, এখন। অধুনা ভারতবর্ষস্য স্বাতন্ত্র্যম্ অর্জিতম্।

অন্যেদ্যুঃ, অপরেদ্যুঃ—অন্য দিন। অন্যেদ্যুঃ স ধীবরঃ সমাগতঃ।

অপি, কিম্—জিজ্ঞাসায়। অপি কুশলং তব ? কিম্ অহম্ মূর্খঃ ? অহমপি (আমিও) গচ্ছামি।

অলম্—(১) নিষেধ। অলম্ বিবাদেন। (২) সামর্থ্যে—মল্লঃ মল্লায় অলম্ (সমর্থ)।

অহো—বিস্ময় বা খেদে। অহো দর্শনীয়ম্ উপবনম্।

আরাৎ—নিকটে বা দূরে। গ্রামাৎ আরাৎ পর্বতঃ।

ইহ—এখানে। ইহ জগতি সর্বং নশ্বরম্।

ইতি—ইহা। দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।

ইব—মত। কমলম্ ইব মুখম্।

ঈষৎ, মনাক্—অল্প করিয়া। স কৃপণঃ ঈষদপি ধনব্যয়ং ন করোতি।

উচ্চৈঃ—উচ্চৈঃস্বরে। স উচ্চৈর্হসতি।

উপরি—উপরে। সর্বেষাম্ উপরি আদিত্যস্তিষ্ঠতি।

উভয়তঃ—দুই দিকে। নদীম্ উভয়তঃ গ্রামাঃ।

ঋতে—ভিন্ন, বাদে। শ্রমম্ ঋতে বিদ্যা ন ভবতি।

এবম্—এইরূপ। স এবম্ আহ।

একত্র—একসঙ্গে। তে একত্র স্থিত্বা মন্ত্রণাং চক্রুঃ।

কচ্চিৎ—প্রশ্নে। কচ্চিৎ দৃষ্টা সীতা।

কথম্—কেন বা কি প্রকারে। কথং ক্রন্দসি বালক!

ক—কোথায়। ক গচ্ছামি?

কদা—কখন। কদা কস্য কিং ভবতি কো জানাতি।

কুত্র—কোথায়। কুত্র মে পুত্রঃ?

কৃতে—জন্য। ব্রাহ্মণস্য কৃতে আহ্বানম্ আগতম্।

খলু—নিশ্চিত। অমৃতং খলু তে বচনম্।

চ—এবং। রামঃ লক্ষ্মণশ্চ বনং গতৌ।

জাতু—কদাচিৎ। ন জাতু কামঃ উপভোগেন শাম্যতি।

ঝটিতি, দ্রুতম্—শীঘ্র। স ঝটিতি গৃহং গতঃ।

তু, কিন্তু—কিন্তু। তু বাক্যের প্রথমে বসে না। যুধিষ্ঠিরো ধার্মিকঃ দুর্যোধনস্তু মদগর্বিতঃ।

তূষ্ণীম্, জোষম্—নীরবে। স এবমুক্ত্বা তূষ্ণীং স্থিতঃ। স জোষম্ আস্তে।

দিবা—দিনে। মা দিবা স্বাপ্সীঃ।

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে। দিষ্ট্যা বর্ধতে ভবান্।

দ্রাক্—ঝটিতি। স তান্ দ্রাক্ প্রবুদ্ধান্ করিষ্যতি।

ধিক্—ধিক্। ধিক্ ত্বাং পাপিনম্।

নক্তম্—রাত্রিতে। ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত।

ন জাতু—কখনও নয়। ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।

নিকষা—নিকটে। গ্রামং নিকষা নদী।

নীচৈঃ—নীচ, বা নীচুভাবে। নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।

নূনম্—নিশ্চিত। হিতৈষিতা নূনং মহতাং স্বভাবঃ।

পশ্চাৎ—পিছনে। মৃগস্য পশ্চাৎ রাজা ধাবতি।

পুনঃ—পুনর্মূষিকো ভব।

পুরতঃ—সামনে। পুরতঃ পর্বতো ভাতি।

পুরা—পূর্বকালে। পুরা শূদ্রকো নাম রাজা আসীৎ।

প্রাক্—পূর্বে। নৈতৎ ময়া প্রাক্ (বা পূর্বং) দৃষ্টম্।

প্রাতঃ—প্রাতঃকালে। প্রাতঃ সূর্য উদেতি।

প্রায়ঃ, প্রায়েণ—প্রায়ই। প্রায়েণ অর্থবশা লোকাঃ।

বহিঃ—বাহিরে। গৃহাৎ বহির্গচ্ছেৎ।

মিথ্যা—মিথ্যা ন বক্তব্যম্।

মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ। সা মুহুঃ ক্রন্দতি।

যথা—যেরূপ। যথা আজ্ঞাপয়তি দেবঃ। যথা রাজা তথা প্রজা।

যদি—যদি। যদি যত্নং করোষি তর্হি সার্থক্যং ভবেৎ।

বৃথা, মুধা—নিষ্ফল। বিদ্যাবিহীনস্য বৃথা হি জীবনম্।

শনৈঃ—ধীরে। শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পর্বত-লঙ্ঘনম্।

শ্বঃ—আগামীকল্য। শ্বঃ কার্যম্ অদ্য কুর্বীত।

সকৃৎ—একবার। সকৃৎ কন্যা প্রদেয়া।

সদা, সর্বদা—সকল সময়ে। সদা সত্যং ব্রূয়াৎ।

সদ্যঃ—এখনই। স সদ্যঃ জাতঃ।

সপদি—সঙ্গে সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ। চৌরঃ সপদি ধৃতঃ।

সমন্তাৎ—চতুর্দিকে। লোকাঃ সমন্তাৎ পলায়ন্তে।

সম্প্রতি—এখন। সম্প্রতি শরৎ সমাগতা।

সর্বথা—সকল প্রকারে। সর্বথা দুর্জনঃ পরিহার্যঃ।

সহ, বা সাকম্, সার্ধম্—সহিত। সীতয়া সহ রামঃ গতঃ।

সায়ম্—সন্ধ্যায়। সায়ং সন্ধ্যামুপাসীত।

সুষ্ঠু—ভালভাবে। নৈতন্ময়া সুষ্ঠু কৃতম্।

স্বয়ম্—নিজে। স্বয়ম্ অন্ধঃ কথম্ অপরং নয়তি।

হি—নিশ্চয় অর্থে। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।

হ্যঃ—গত কল্য। প্রাপ্তং হ্যঃ পত্রং ত্বদীয়ম্।

অনুশীলনী

১। যথাসম্ভব অব্যয় পদ ব্যবহার করিয়া সংস্কৃতে অনুবাদ করঃ—রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে গিয়াছিলেন। তোমার কুশল তো? হ্যাঁ, কুশল। কোথায় যাই? কি করি? কখন কি হইবে কে জানে? সে উচ্চৈঃস্বরে গান করে। অন্যদিন সকালে সে আমার বাড়ীতে আসিয়াছিল। গতকাল তোমাকে পত্র লিখিয়াছি। মিথ্যা বলিও না। দিনে সূর্য উঠে। কর্ম ছাড়া সুখ নাই। চরিত্রই বল।

২। সংস্কৃত অব্যয়গুলিকে বাক্যে প্রয়োগ করঃ—শনৈঃ, নীচৈঃ, পশ্চাৎ, উপরি, অধঃ, কথম্, অধুনা, প্রাক্, আরাৎ, নিকষা, বিনা, দিষ্ট্যা, তূষ্ণীম্, মিথ্যা সকৃৎ, বহিঃ, অধুনা, নক্তম্, প্রাক্, জাতু, সপদি।

———

॥ কারক ও বিভক্তি-প্রকরণ ॥

(Cases and Case-endings)

॥ ১৪ ॥

১। পূর্বে পদপ্রকরণে সাধারণভাবে কারক ও বিভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সুপ্ বিভক্তি হইতে পদার্থের সংখ্যা, কারক, ও সম্বন্ধ প্রভৃতির জ্ঞান হয়। তাই বলা হয়—'সংখ্যাকারকাদি-বোধয়িত্রী বিভক্তিঃ।'

কোন কাজ করিতে গেলে সেই কাজের অনুকূলে অনেক কিছু উপকরণ দরকার হয়। মনে কর রান্না করা একটা কাজ, সেখানে রান্নার সামগ্রী চাল ডাল চাই। যে পাত্রে রান্না হইবে, সেটি চাই। যে রান্না করিবে, তাহাকে চাই। আগুন চাই—এমন কত কি দরকার। অতএব ক্রিয়ার ব্যাপারে কোন না কোন প্রকারে সাহায্য করাই কারকের কাজ। 'কাজ সম্পন্ন করে' বলিয়াই তাহার নাম **কারক**। যে প্রধান ভাবে কাজ সম্পন্ন করে, সে কর্তা, আর ক্রিয়া বা কাজের ব্যাপারে কোন না কোনরূপে যাহারা সহায়তা করে, এমন আরও পাঁচটি কারক আছে। মোট কারক ছয়টি। কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। কারকমাত্রেই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাই বলা হয়—**ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্**। পাচকঃ অগ্নিনা স্থাল্যাম্ অন্নং পচতি—পাচক অগ্নির দ্বারা পাত্রতে অন্নপাক করিতেছে। এই বাক্যে পাচক কর্তা, অগ্নি করণ, স্থালী অধিকরণ, অন্ন কর্ম, পচতি এই ক্রিয়ার সঙ্গে সকলেরই সম্বন্ধ আছে।

রাজ্ঞঃ গৃহম্, মম ধনম্—এই সব ক্ষেত্রে রাজ্ঞঃ বা মম পদের সঙ্গে ক্রিয়ার সাক্ষাৎভাবে বিশেষ সম্বন্ধ নাই। এই জন্য ইহাকে কারক বলা হয় না। তবে গৃহটি কাহার বা ধন কাহার—এই ভাবে ঐ বিশেষ্য পদের সহিত আর এক বিশেষ্য পদের সম্বন্ধমাত্র বলা হইতেছে। এখানে অনেকটা মালিকানা সম্বন্ধ—বাড়ীর মালিক সে। ইহা **সম্বন্ধ পদ**। **সম্বোধন পদেও** দেখা যায় অভিমুখী কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করা হয়, 'ভো দেব! মাং রক্ষ'—হে দেব! আমাকে রক্ষা করুন। এখানে দেবপদের সঙ্গে ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই। হে দেব বলিয়া আহ্বান করা বুঝাইতেছে। সম্বোধন কারক নহে।

৩। **ভিন্ন ভিন্ন কারকে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি হয়।** উহাকে **কারক-বিভক্তি বলে।** কি অবস্থায় কোন্ কারক হয়, উহার কতকগুলি নিয়ম আছে,

এবং সেই কারকে কি বিভক্তি হইবে, তাহারও নিয়ম আছে। নিম্নে সাধারণ সংকেত বলার পর পাণিনির সূত্র অনুসারে পর পর আলোচনা করা হইবে।

সংকেত: কারকের অর্থে কর্তায় প্রাতিপদিকার্থে—প্রথমা।

কর্তার ক্রিয়ার ঈপ্সিততম অর্থে কর্মে—দ্বিতীয়া।

সাধকতম অর্থে করণে—তৃতীয়া।

যাহাকে দান এইরূপ সম্প্রদান অর্থে—চতুর্থী।

যাহা হইতে অপায় অর্থে অপাদানে—পঞ্চমী।

সম্বন্ধ পদে—ষষ্ঠী।

ক্রিয়ার আধার অর্থে অধিকরণে—সপ্তমী।

৪। আবার, এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে **অব্যয়** বা **বিশিষ্ট পদ যোগে** ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি হয়। উহাদিগকে **পদযোগে বিভক্তি** বলে।

৫। কখনও **বিশেষ বিশেষ অর্থেও** বিভক্তি হয়। যেমন হেতু অর্থে।

৬। বিভক্তি নির্ণয় করিতে গেলে কি কারণে বা কি অবস্থায় কি বিশেষ বিভক্তি হইয়াছে, উহা বলা দরকার। কোথাও কোথাও কারকের অর্থে বিভক্তি হয়। অতএব **কি কারণে** সেই কারক হইয়াছে এবং **সেই কারকে কি বিভক্তি** হইয়াছে, উহা ঠিক মত ধরিতে হইবে। সম্পূর্ণ সূত্র যে উল্লেখ করিতেই হইবে, এমন কথা নাই। কিন্তু উহার অর্থ মনে রাখিয়া বা আংশিক সূত্র উল্লেখে কারকটি ঠিক মত বলা দরকার। যেখানে পদযোগে বিভক্তি, সেখানে কি পদযোগে কি বিভক্তি হইয়াছে উহা বলিতে হইবে। অন্নম্ মুখেন খাদামি —এখানে 'মুখেন' এই পদে করনে তৃতীয়া বলিতে হইবে। মুখ খাওয়া ক্রিয়ার প্রকৃষ্ট সাধন—**সাধকতমং করণম্**। পুত্রেণ সহ পিতা—এই বাক্য 'পুত্রেণ' এখানে সহশব্দ যোগে তৃতীয়া—এইরূপ বলিলেও হইবে। তবে প্রয়োজনীয় কয়েকটি সূত্র মুখস্থ রাখিলে ভালই হইবে। সূত্রগুলি পাণিনিসম্মত যেন হয়। পাণিনির সূত্র খুবই বিজ্ঞানসম্মত এবং উপরের দিকে পড়িবার সময় পাণিনি সূত্রেই কাজে লাগে বলিয়া যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় পাণিনি সূত্র সমেতই নিম্নে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইবে। পাঠ্যসূচীতেও সেইরূপই নির্দেশ আছে।

কর্তৃকারক ও প্রথমা বিভক্তি

১। **স্বতন্ত্রঃ কর্তা**—যে প্রধানভাবে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে বা প্রধানভাবে যাহার প্রযত্নের ফলে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া বক্তা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে কর্তৃকারক (Nominative Case) বলে। পাণিনিমতে **অনুক্ত কর্তায়** তৃতীয়া

হয়, সূত্র—**কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া**। কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া হয়, উহাকে অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া বলে। কর্মবাচ্যে অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া যথা—**বালকেন** চন্দ্রো দৃশ্যতে। ভাববাচ্যেও কর্তায় তৃতীয়া—**শিশুনা** রুদ্যতে। কিন্তু **কর্তৃবাচ্যে কর্তায় যে প্রথমা হয়** উহা **প্রাতিপদিকার্থমাত্রে** প্রথমা—**শিশুঃ** ক্রীড়তি। শিক্ষকাঃ গচ্ছন্তি। ছাত্রৌ পঠতঃ।

২। পাণিনিমতে কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদের **তিঙ্** বিভক্তির দ্বারাই কর্তা অভিহিত হয়। কর্তার পুরুষ ও বচন সেই তিঙ্ যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহারেই বোঝা যায়। সে ক্ষেত্রে প্রথমা এই কারকবিভক্তির দ্বারাও কর্তা বাচ্য—এরূপ বলায় পুনরুক্তি হয়। 'গচ্ছতি' বলিলে আমি তুমি ছাড়া কোন একজন (3rd person) যে যাইতেছে, তাহা বোঝা যায়। কেবল সেই পদার্থটি যে কি, উহা জানা যায় না। তাই সেখানে **প্রাতিপদিকার্থে** প্রথমা বলা হয়। কেহ কেহ ইহাকে অভিধেয়-মাত্রে প্রথমা বলে। **বালকঃ** গচ্ছতি।

দ্রষ্টব্য: প্রকৃতিবিকৃত্যোঃ প্রকৃতিবৎ—প্রথমান্ত কর্তৃপদের ক্রিয়ার সহিত অন্বিত কর্তা যেখানে প্রকৃতি অর্থাৎ মূল উপাদান এবং উহাই আবার বিকৃতিতে পরিণত হয় সেখানে প্রকৃতি অনুসারেই ক্রিয়াপদে পুরুষ ও বচন হইবে। একঃ বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকাঃ ভবতি।

৩। যে অন্যকে কোন কাজে প্রবর্তিত করে, তাহাকে **প্রযোজক কর্তা** বলে। **সূত্র—তৎ-প্রযোজকঃ হেতুশ্চ**। মাতা পুত্রং চন্দ্রং দর্শয়তি—এই বাক্যে মাতা প্রযোজক কর্তা (পরে ণিজন্ত প্রকরণ দেখ)। যাহাকে প্রবর্তিত করা হয়, উহা **প্রযোজ্য কর্তা** এবং উহাতে সাধারণতঃ তৃতীয়া হয়, কোথাও দ্বিতীয়া হয়। প্রযোজক কর্তায় যে প্রথমা উহাও **প্রাতিপদিকার্থে** প্রথমা।

৪। **প্রাতিপদিকার্থ-লিঙ্গ-পরিমাণ-বচনমাত্রে প্রথমা** (২. ৩. ৪৬)—যাহা ধাতুও নয়, অথচ যাহার অর্থ আছে, এমন শব্দকে **প্রাতিপদিক** বলে। 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্' (পূর্বে সংজ্ঞা পরিভাষা দেখ)। প্রাতিপদিকের অর্থকে প্রাতিপদিকার্থ বলে। শব্দ উচ্চারিত হইলে উহা হইতে নিয়ত যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে **প্রাতিপদিকার্থ** বলে। প্রতি পদ হইতে অভিহিত সেই সেই অর্থ বোঝাইতে প্রথমা বিভক্তি হয়। 'নিয়তোপস্থিতিকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ'—শব্দ উচ্চারিত হইলে নিয়তই একটা অর্থের বোধ হয়।

যেমন—নরঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানম্। কোথাও কোথাও প্রাতিপদিকার্থ ছাড়াও

লিঙ্গ, পরিমাণ বা সংখ্যামাত্র বৈশিষ্ট্য বোঝাইতেও প্রথমা হয়। যেমন—তটঃ তটী, তটম্। পরিমাণ বোঝাইতে—দ্রোণো ব্রীহিঃ। একঃ বহবঃ ইত্যাদি।

৫। **কচিন্নিপাতেনাভিধানম্**—ইতি প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় বা নিপাত যোগেও কখনও কখনও কর্তা অভিহিত হয়। তাই সেরূপ অব্যয়যোগে প্রথমা। যথা—দশরথ ইতি রাজা। 'নাম' অব্যয়যোগে প্রথমা বলা ভুল। উহার যোগে কর্তা অভিহিত হয় না। নাম যোগে দ্বিতীয়া, তৃতীয়ার প্রয়োগও আছে। যেমন কন্যাং দশরথো রাজা শান্তাং নাম ব্যজীজনৎ। আসীৎ দশরথো নাম রাজা —এস্থলে রাজা পদের পরিচয়ার্থক দশরথঃ পদে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা।

৬। **অভিহিতে কর্মণি চ**—অভিহিত কর্মে অর্থাৎ কর্মবাচ্যে উক্তকর্মে **প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা** হয়। কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের দ্বারাও কর্ম অভিহিত হয়। চন্দ্রঃ দৃষ্টঃ (কৃৎ)।

৭। **সম্বোধনে চ**—সম্বোধন বলিতে কাহাকেও অভিমুখী করিয়া জ্ঞাপন করা। এই কারণে অস্মদ্ শব্দের সম্বোধন নাই। যুষ্মদ্ শব্দের অর্থের মধ্যেই সে যে অভিমুখী - এই সঙ্কেত থাকায় 'যুষ্মদ্' শব্দেরও সম্বোধন নাই। যাহা হউক, সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। হে কৃষ্ণ! হে আচার্য।

অনুশীলনী

১। কারণ উল্লেখে স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত পদের বিভক্তি নির্ণয় কর :—**দুর্গে**! **ত্রায়স্ব** মাম্। আসীৎ শূদ্রকো নাম **রাজা**। প্রজাঃ রাজানং **পিতেতি** মন্যন্তে। **প্রভুঃ** ভৃত্যেন অন্নং পাচয়তি। **চন্দ্রঃ** দৃষ্টঃ।

২। শুদ্ধ কর :—রামেণ রাবণং হতঃ। হে মাতা পাহি মাম্। কণ্বস্ত ইতি মুনেঃ দুহিতা শকুন্তলা। শিশুনা দুগ্ধং পিবতি। পিতা উমাম্ ইতি কন্যকামাহ।

কর্ম ও দ্বিতীয়া বিভক্তি

১। **কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম** (১. ৪. ৪৯)—ক্রিয়া দ্বারা কর্তা যাহাকে বা যে বস্তুটিকে সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে পাইতে চাহেন, তাহাকে কর্মকারক (Accusative Case) বলে। কর্তৃবাচ্যে কর্মে দ্বিতীয়া হয়, যথা—বালকঃ চন্দ্রং পশ্যতি (দর্শন ক্রিয়ার দ্বারা বালকটি চাঁদের সহিত প্রধানভাবে সম্বন্ধ করিতেছে বুঝিতে হইবে)। **(অনভিহিতে) কর্মণি দ্বিতীয়া**—অনুক্ত কর্মে দ্বিতীয়া হয়, কর্তৃবাচ্যে কর্তাই উক্ত হয়। কর্ম অনুক্ত। উহাতেই দ্বিতীয়া হয়। শিশুঃ **চন্দ্রং** পশ্যতি। স হরিং ভজতি।

২। (ক) **অধিশীঙ্‌স্থাসাং কর্ম** (১.৪.৪৬)—অধিপূর্বক শী, স্থা, আস্ ধাতুর অধিকরণ কর্ম হয়। যথা—শিশুঃ শয্যাম্ অধিশেতে—শিশু শয্যায় অধিশয়ন করিয়া আছে। স গৃহম্ অধিতিষ্ঠতি—সে ঘরে অধিষ্ঠিত আছে। বৃদ্ধঃ গ্রামম্ অধ্যাস্তে। শী—ইহা একটি অকর্মক ধাতু, কিন্তু অধি উপসর্গ যোগে উহা সকর্মক ধাতুরূপে গণ্য। এইগুলি অধিকরণে কর্মের দৃষ্টান্ত।

(খ) **উপান্বধ্যাঙ্‌বসঃ** (১.৪.৪৮)—উপ, অনু, অধি ও আ-পূর্বক বস্ ধাতুর অধিকরণে কর্ম হয়। হরিঃ বৈকুণ্ঠম্ উপবসতি (অনুবসতি, অধিবসতি আবসতি)—হরি বৈকুণ্ঠে বাস করে-এই অর্থ। কিন্তু উপবাস (অনাহার) অর্থে অধিকরণে কর্ম হয় না—স তীর্থে উপবসতি (অর্থাৎ তীর্থে উপবাস করে—fasts)। সূত্র—অভুক্ত্যর্থস্য ন। কিন্তু একাদশীম্ উপবসন্তি ব্রাহ্মণাঃ—এখানে একাদশীং ব্যাপ্য—এই অর্থে অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া।

(গ) **অভিনিবিশশ্চ** (১.৪.৪৭)—অভি-নি—এই দুই উপসর্গ পরপর একসঙ্গে থাকিলে বিশ্ ধাতুর আধার কর্ম হয়। সাধুঃ সন্মার্গম্ অভিনিবিশতে।

৩। **সম্প্রদানে কর্ম—ক্রুধদ্রুহোরুপসৃষ্টয়োঃ কর্ম** (১.৪.৩৮)। ক্রুধ্ ও দ্রুহ্—এই দুই ধাতুর পূর্বে উপসর্গ থাকিলে যাহার প্রতি ক্রোধ ও দ্রোহ করা হয়, তাহাতে সম্প্রদান স্থানে কর্ম হয়। যথা—প্রভুঃ ভৃত্যম্ অভিক্রুধ্যতি। কিন্তু উপসর্গ না থাকিলে সম্প্রদানই হয়। প্রভুঃ ভৃত্যায় ক্রুদ্ধতি।

৪। অকর্মক ধাতু সকর্মকরূপে:—উপসর্গ যোগে অকর্মক ধাতুর কখনও কখনও অর্থবিশেষে সকর্মক সংজ্ঞা হয়। যেমন—শ্রেষ্ঠজনম্ অনুবর্ততে লোকঃ। স দুঃখম্ অনুভবতি। সঃ অশ্বম্ আরোহৎ।

৫। **দ্বিকর্মক ধাতুঃ অকথিতং চ** (১.৪.৫১)—অপাদান, অধিকরণ প্রভৃতি বিশেষ কোন কারকের যেখানে বিবক্ষা বা বলিবার ইচ্ছা না থাকে, সেখানে দুহ্, যাচ্, পচ্, দণ্ড্, রুধ্, প্রচ্ছ্, চি ব্রূ শাস্ জি মন্থ্, মুষ্, এবং নী হৃ কৃষ্, বহ্, এই ষোলটি ধাতুর প্রয়োগে প্রধান কর্মকারকের সঙ্গে যুক্ত অন্যকারকও কর্ম হয়। সেই সব অন্য কারক কর্মরূপে গণ্য হইলে উহাকে 'অকথিত' বা অপ্রধান বা গৌণ কর্ম বলে। যথা, গোপঃ গাং (অপাদান স্থলে) দুগ্ধং দোগ্ধি। নৃপং ধনং যাচতে ভিক্ষুকঃ। গুরুঃ শিষ্যং (সম্প্রদান স্থলে) ধর্মং ব্রূতে। স বৃক্ষং পুষ্পং চিনোতি।

দুহ্যাচ্-পচ্-দণ্ডরুধি প্রাচ্ছি-চি-ব্রূ শাসু-জিমন্থ-মুষাম্।
কর্মযুক্ স্যাদকথিতং তথা স্যান্নী হৃ-কৃষ্-বহাম্॥

৬। (অনভিহিতে) **কর্মণি দ্বিতীয়া।** যেমন, স চন্দ্রং পশ্যতি। **গুরুং** সেবতে শিষ্যঃ। কিন্তু উক্তকর্মে (অর্থাৎ কর্মবাচ্যে কর্মে) প্রথমা হয়। তেন চন্দ্রঃ দৃশ্যতে। গুরুঃ সেব্যতে।

৭। **ক্রিয়াবিশেষণানাং কর্মত্বমেকত্বং নপুংসকত্বঞ্চ**—পাণিনিমতে ক্রিয়াবিশেষণ একপ্রকার বিশিষ্ট কর্মকারক। এই কারণে দ্বিতীয়া এবং সাধারণভাবে উহাতে ক্লীবলিঙ্গের একবচন হইবে।

পদটি বিশেষ্য অথচ যদি ক্রিয়াবিশেষণের মত বোঝায়, তবে **প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দে তৃতীয়া** বলিবে, যথা—স বেগেন ধাবতি। স যত্নেন পঠতি। স হর্ষেণ নৃত্যতি। সুখ ও দুঃখ শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ দুইই হয়। অতএব স সুখং বসতি, সুখেন বা বসতি।

৮। **কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে,** (২.৩.৫)—অত্যন্ত-সংযোগ বলিতে নিরন্তর সংযোগ, যাহার মধ্যে বিরাম নাই—এইরূপ ব্যাপ্তি অর্থ বুঝাইলে কাল-বাচক ও অধ্ব বা পথপরিমাণ বাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। স **মাসং** ব্যাকরণং পঠতি—একমাস ধরিয়া পড়িতেছে। ক্রোশং গিরির্বিস্তৃতে—এক ক্রোশ ব্যাপিয়া।

৯। **অন্তরান্তরেণ যুক্তে** (২.৩.৪.)—অন্তরা (মধ্যে) ও অন্তরেণ (ব্যতীত) শব্দ যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। রামং শ্যামং চ অন্তরা হরিঃ (রাম ও শ্যামের মধ্যে হরি)। শ্রমম্ অন্তরেণ বিদ্যা ন ভবতি (শ্রম বিনা—এই অর্থ)।

১০। **অভিতঃ-পরিতঃ-সময়ানিকষা-হা-প্রতিযোগেঽপি** (বার্তিক) —অভিতঃ (সম্মুখে), পরিতঃ (চতুর্দিকে), নিকষা (নিকটে), সময়া (নিকটে), হা (ধিক্কারে) ও প্রতি প্রভৃতি শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। **গ্রামম্** অভিতো নদী। পর্বতং পরিতো বনম্। নগরীং নিকষা নদী। গ্রামং সময়া বনম্। হা পাপিনম্। দরিদ্রং প্রতি দয়াং কুরু।

১১। উভয়তঃ, সর্বতঃ, ধিক্ এবং উপর্যুপরি, অধ্যধি ও অধোঽধঃ—এই কয়েকটি শব্দের যোগে এবং ইহা ভিন্ন **যাবৎ, ঋতে** এবং **বিনা** শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়।

উভসর্বতসোঃ কার্যা ধিগুপর্যাদিষু ত্রিষু।
দ্বিতীয়াম্রেড়িতান্তেষু ততোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে॥

সামীপ্য বুঝাইলে উপরি, অধি ও অধঃ—এই তিন শব্দের দ্বিত্ব হয়। দ্বিত্ব হইলে দ্বিতীয় অংশকে 'আম্রেড়িত' নাম দেওয়া হয়। উপর্যুপরি, অধ্যধি

এবং অধোঽধঃ—এই দ্বিত্বযুক্ত পদের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ পরবর্তী উপরি, অধি ও অধঃ শব্দটি আম্রেড়িত, উহাদের যোগে দ্বিতীয়া হয়। যথা—গ্রামম্ উভয়তঃ। নগরং সর্বতঃ। কৃপণং ধিক্। উপর্যুপরি লোকং হরিঃ। অধোঽধঃ লোকং হরিঃ।

কিন্তু উপর্যুপরি সর্বেষাম্ আদিত্যঃ—এখানে সর্বেষাম্ পদে দ্বিতীয়া হয় নাই। তাই বুঝিতে হইবে সামীপ্য-বোধক উপরি শব্দের দ্বিত্ব হয় নাই, এখানে বীপ্সায় দ্বিত্ব হইয়াছে। সেই কারণেই দ্বিতীয়া হয় নাই। বামনের ইহাই মত।

১২। **কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া** (২. ৩. ৮.)—কর্মপ্রবচনীয় যোগে দ্বিতীয়া হয়। ক্রিয়া যখন লুপ্ত, ভূতপূর্ব উপসর্গ অনু, পরি, প্রতি প্রভৃতি শুধু অব্যয়রূপে বর্তমান এবং উহাদের দ্বারা বিশেষ অর্থ বোঝায়, তখন উহাদিগকে 'কর্মপ্রবচনীয়' বলে।

কর্মপ্রবচনীয়গুলি ক্রিয়ার দ্যোতক নহে, সম্বন্ধেরও বাচক নহে। তবে সম্বন্ধের পরিচায়ক মাত্র। তাই বলা হয়—

ক্রিয়ায়া দ্যোতকো নায়ং সম্বন্ধস্য ন বাচকঃ।
নাপি ক্রিয়াপদাক্ষেপী সম্বন্ধস্য তু ভেদকঃ।

নিম্নের অব্যয়গুলি **ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কর্মপ্রবচনীয়**—(ক) 'অনুর্লক্ষণে (১. ৪. ৮৫)—হেতু অর্থে অনু শব্দ। যেমন, জপম্ অনু প্রাবর্ষৎ। (খ) 'হীনে' (১.৪.৮৬ অনু হরিং সুরাঃ (হরেঃ হীনাঃ ইত্যর্থঃ)। 'হীন' বুঝাইতে উপ শব্দও কর্মপ্রবচনীয়—উপ হরিং সুরাঃ। (গ) কোন কিছুর লক্ষ্যে বুঝাইতে প্রতি, পরি ও অনু শব্দ। যেমন, বৃক্ষং প্রতি, পরি বা অনু বিদ্যুৎ প্রকাশতে। (ঘ) 'অতিরতিক্রমণে চ' (১.৪.৯৫)—অতিক্রম অর্থে অতি শব্দ। যেমন—অতি দেবান্ কৃষ্ণঃ।

অনুশীলনী

১। স্থূল অক্ষরের পদগুলির সকারণ বিভক্তি নির্ণয় কর:—বিদ্যা দদাতি **বিনয়ম্**। আকাশে দৃশ্যতে **চন্দ্রঃ**। **পর্বতং** নিকষা নদী। **মন্দং** গচ্ছতি বালকঃ। **ক্রোশেন** আয়তা নদী। **জপম্** অনু প্রাবর্ষৎ। অহিরেকং **দিনং** যাতি। ধিক্ **ত্বাম্**। শিশুঃ **শয্যাম্** অধিশেতে।

২। শুদ্ধ কর:—নদ্যাঃ নিকষা বনম্। দীনস্য প্রতি কৃপাং কুরু। সর্বে ইন্দ্রং দেবরাজমিতি মন্যন্তে। স গৃহে অধিতিষ্ঠতি। গৃহস্য পরিতঃ উদ্যানম্। ভৃত্যায় অভিক্রুধ্যতি প্রভুঃ।

করণ ও তৃতীয়া বিভক্তি

১। **সাধকতমং করণম্**—(১. ৪. ৪২) ক্রিয়া-সম্পাদনের যাহা প্রকৃষ্ট অর্থাৎ সর্বপ্রধান উপকারক, তাহা করণ (Instrumental Case)। করণঘটিত কোন ব্যাপার বা কাজ হইবার পরেই ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয় বলিয়া উহা প্রকৃষ্ট উপকারক। যথা—চক্ষুর্ভ্যাম্ পশ্যতি নরঃ (দুই চোখের সহিত দ্রব্যের সংযোগ রূপ কাজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা কাজ নিষ্পন্ন হয়), অতএব উহা করণ। করণে তৃতীয়া হয়। স লেখন্যা লিখতি (সে কলম দিয়া লিখে)। কর্ণেন শৃণোতি লোকঃ। রাজা রথেন গচ্ছতি।

২। **করণে কর্ম—দিবঃ কর্ম চ**—(১. ৪. ৪৩.) দিব্ ধাতুর করণে কর্মসংজ্ঞা হয়, তখন কর্মে দ্বিতীয়া হয়। রাজা অক্ষৈঃ (বা অক্ষান্) দীব্যতি (রাজা পাশা খেলা করেন)।

৩। (ক) **কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া**—অনুক্ত কর্তায় অর্থাৎ কর্ম ও ভাববাচ্যে কর্তায় ও করণে তৃতীয়া হয়। **রামেণ** (রাম কর্তৃক) রাবণো হতঃ। **বাণেন** (করণে ৩য়া) নিহতো মৃগঃ।

(খ) ঊন, বারণ ও প্রয়োজনার্থক শব্দযোগে করণে তৃতীয়া। পাণিনি মতে এই সব স্থলে উহ্য ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়া করণ বলা হয়। **গম্যমানাপি ক্রিয়া কারকবিভক্তৌ প্রযোজিকা**—ক্রিয়া উহ্য থাকিলেও উহার সহিত অন্বয়ে যথাযোগ্য কারকবিভক্তি হইতে পারিবে। অন্য কারকেও এইরূপ হইতে পারে। যথা—অলং শ্রমেণ (শ্রমেণ সাধ্যং নাস্তি)। ধনেন হীনঃ (ধনেন হীনঃ ভবতি)। ন কলহেন প্রয়োজনম্ (ন কলহেন প্রয়োজনং সাধ্যতে)।

৪। **অপবর্গে তৃতীয়া** (২ ৩. ৬)—ফলপ্রাপ্তির পর ক্রিয়া ত্যাগ বুঝাইলে কাল ও পথের পরিমাণবাচক শব্দের উত্তর ব্যাপ্তি অর্থে তৃতীয়া হয়। স **বর্ষেণ** ব্যাকরণম্ অপঠৎ (এক বছরে ব্যাকরণের জ্ঞান লাভ করিয়া পরে পড়া বন্ধ করিয়াছে)। ক্রোশেন স্তোত্রম্ পঠিতম্ (স্তব পড়া শেষ হইয়াছে)। কিন্তু কেবল ব্যাপ্তি অর্থে দ্বিতীয়া হয়। ফলপ্রাপ্তি বা ক্রিয়াসমাপ্তি অধিকভাবে বুঝাইলে তৃতীয়া হইবে।

৫। **সহযুক্তেঽপ্রধানে** (২.৩.১৯)—সহার্থ শব্দযোগে অপ্রধানে তৃতীয়া হয়। সহার্থ শব্দ বলিতে সাকম্, সার্ধম্, সমম্ ইত্যাদি। অপ্রধান বলিতে সম্মানের দিক হইতে ছোট—এমন কিছু বোঝাইবে না। বাক্যের ক্রিয়ার সহিত

যাহার সম্বন্ধ মুখ্য ভাবে দেখান হয় না, সেইই অপ্রধান। যেমন—আচার্যেণ সহ আগতঃ ছাত্রঃ। এখানে আসা ক্রিয়ার সহিত প্রধানভাবে ছাত্রেরই সম্বন্ধ, অতএব উহাই প্রধান। সে স্থলে আচার্য—এই অপ্রধান পদে সহযোগে তৃতীয়া হইল। সহার্থক শব্দ উহ্য থাকিলেও তৃতীয়া হয়। যথা—**পুত্রেণ** আগতঃ পিতা (পুত্রেণ সহ ইত্যর্থঃ)। বৃদ্ধো যুনা অর্থাৎ যুবার সহিত এই প্রয়োগই উহার জ্ঞাপক।

৬। **যেনাঙ্গবিকারঃ** (২. ৩. ২০)—যে অঙ্গের বিকৃতিবশতঃ অঙ্গী অর্থাৎ দেহীর বিকার দেখা যায়, সেই বিকারযুক্ত অঙ্গে তৃতীয়া হয়। **পৃষ্ঠেন কুব্জঃ**। পাদেন খঞ্জঃ। মুখেন ত্রিলোচনঃ (এখানে অঙ্গের আধিক্যও বিকার বলিয়া গণ্য)। বপুষা চতুর্ভুজঃ (এখানেও অঙ্গের আধিক্যে দেহের বিকার)।

৭। **ইত্থম্ভূতলক্ষণে** (২.৩.২১)—ইত্থম্ভূত বলিতে কোন এক প্রকার বিশেষ অবস্থাপ্রাপ্ত দশা বোঝায়, এবং সেই অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বা বস্তুর যে লক্ষণ বা যে চিহ্নের দ্বারা তাহা বোঝা যায়, তাহাতে তৃতীয়া হয়। যথা—**শিখয়া** পরিব্রাজকঃ। জটাভিঃ তাপসঃ। ইহাকে **উপলক্ষণে** তৃতীয়া বলে।

৮। 'সংজ্ঞোহন্যতরস্যাং কর্মণি' (২.৩.২২)—সম্‌পূর্বক জ্ঞা ধাতুর কর্মে বিকল্পে তৃতীয়া হয়। পুত্রঃ পিত্রা (পিতরং বা) সংজানীতে (সম্যক্‌ভাবে জানে)। পুত্রঃ মাত্রা (মাতরং বা) সংজানাতি (স্মরণ করে।

৯। **হেতৌ** (২. ৩.২৩)—হেতু অর্থে তৃতীয়া হয়। হেতু বলিতে কারণ বোঝায়। দ্রব্য, গুণ ও কার্য—তিন বিষয়েই কারণ রূপ হেতু থাকে। ইহার সহিত ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ যোগ আছে বা নাই। কিন্তু **করণরূপ** কারণে সর্বদাই ক্রিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ আছে। কর্তা হেতুর অধীন এবং করণ কর্তার অধীন। বলা হয়—'হেত্বধীনঃ কর্তা কর্ত্রধীনং করণম্'। দণ্ডেন ঘটঃ। ধনেন মানঃ। স শোকেন ক্রন্দতি—শোকের অধীন হইয়াই কাঁদিতেছে,—সব হেতৌ তৃতীয়া। স হর্ষেণ নৃত্যতি।

১০। **প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্**—প্রকৃতি প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। **প্রকৃত্যা** মধুরং গবাং পয়ঃ। স **জাত্যা** ব্রাহ্মণঃ (সে জাতিতে ব্রাহ্মণ)। **বেগেন** ধাবতি অশ্বঃ (ঘোড়া বেগে দৌড়ায়)। স দুঃখেন তিষ্ঠতি। এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ্য পদের দ্বারা ক্রিয়া-বিশেষণের মত অর্থ বোঝায়।

অনুশীলনী

১। বাংলায় অনুবাদ কর এবং স্থূল অক্ষরে লিখিত পদগুলির কারণ উল্লেখ

বিভক্তি নির্ণয় কর :—(i) ন স্নাতব্যং ন গন্তব্যং দুর্জনেন সমং ক্বচিৎ। (ii) ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ। (iii) অলং মহীপাল তব শ্রমেণ। (iv) কৃপণস্য ধনেন কিম্? (v) দ্বাদশভিঃ বর্ষৈঃ ব্যাকরণং শ্রূয়তে। (vi) বিদ্যয়া ভবতি পণ্ডিতঃ। (vii) বিধাত্রা রচিতং বিশ্বম্। (viii) কাকেন গৃহং জানামি। (ix) স বপুষা চতুর্ভুজঃ। (xi) প্রকৃত্যা মধুরং মধু। (xii) হর্ষেণ হসতি যুবা। (xiii) চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ। (x) কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্মিকঃ।

২। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :—

(a) Dilipa is a Ksatriya by caste and is courageous indeed] (b) What is the use of wealth, if it is not given to the poor? (c) The goddess of fortune is fickle by nature, for she does not stay for long. (d) No need of anxiety for you. (e) He is lame of a leg and cannot move freely. (f) The jackal made friendship with the deer out of greed. (g) Mahisasura was killed by Durga with her weapons. (h) Do not go by this way, follow the path of the great people.

৩। শুদ্ধ কর : মাতুঃ সহ পুত্রঃ গতঃ। এষঃ বালকঃ কর্ণয়োঃ বধিরঃ। অর্থস্য প্রয়োজনম্ অস্তি। পরশুরামঃ জাতৌ ব্রাহ্মণঃ আসীৎ।

সম্প্রদান ও চতুর্থী বিভক্তি

১। **কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্** (১.৪.৩২)—দানার্থক ধাতুর কর্ম দ্বারা কাহারও সহিত সম্বন্ধ করিতে চাহিলে উহাকে সম্প্রদান (Dative) বলা হয়। সম্প্রদান সংজ্ঞার মধ্যে দা ধাতু আছে। নিজের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া পরের স্বত্ব উৎপাদন করাই সম্যক্ দান—যথা, রাজা দরিদ্রায় ধনং দদাতি। কিন্তু মূল পাণিনির সূত্রে শুধু 'কর্মণা' পদের উল্লেখ থাকায় ভাষ্যকার দা-ধাতুর উপরে জোর দেন নাই! অতএব শিষ্যায় চপেটাং দদাতি—এই প্রয়োগেও সম্প্রদানে চতুর্থী বলা যায়। অবশ্য স রজকস্য বস্ত্রং দদাতি—এখানে রজকের কাছে বস্ত্র দেওয়া অর্থে সম্প্রদান বিবক্ষা না থাকায় শেষে ষষ্ঠী বুঝিতে হইবে।

২। **ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্** (বার্ত্তিক)—প্রীতি বা সন্তুষ্টি বিধান উদ্দেশ্যে কোন কোন কাজ করা হইলে সেই কাজের দ্বারা যাহার প্রীতি

বিধান করা হয়, সেও সম্প্রদান হয়। যথা—পিতা পুত্রায় ক্রীড়নকম্ আনয়তি। ভৃত্যো রাজ্ঞে নিবেদয়তি। মাতা কন্যায়ৈ চন্দ্রং দর্শয়তি। ইহাকে ক্রিয়াযোগে চতুর্থীও বলে।

৩। **চতুর্থী সম্প্রদানে** (২.৩.১৩)—সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। বিপ্রায় ধনং দদাতি রাজা।

৪। **রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ** ১.৪.৩৩)—রুচার্থ ধাতুর প্রয়োগে যে ব্যক্তি প্রীতিলাভ করে অর্থাৎ যাহার ভাল লাগে, তাহা সম্প্রদান কারক হয়। যথা—শিশবে রোচতে মোদকঃ। আমি ফল পছন্দ করি—ফলং মে রোচতে।

৫। **স্পৃহেরীপ্সিতঃ** (১. .৩৬)—স্পৃহ্ ধাতুর যোগে কর্তার ঈপ্সিত বস্তু সম্প্রদান হয়। পুষ্পেভ্যঃ স স্পৃহয়তি। ঈপ্সিতমাত্রেই এই নিয়ম। কিন্তু ঈপ্সিততম বুঝাইলে কর্ম দ্বিতীয়া হয়, যেমন—স পুষ্পাণি স্পৃহয়তি।

৬। **ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ** (১. ৪. ৩৭):—ক্রোধ, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার্থক ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধ করা হয়, তাহা সম্প্রদান। দ্রোহ প্রভৃতিও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন, তাই সাধারণভাবে ক্রোধের কথাই বলা হইয়াছে। যথা—প্রভুঃ ভৃত্যায় ক্রুধ্যতি। রাজা শত্রবে দ্রুহ্যতি, স প্রতিবেশিনে ঈর্ষ্যতি বা অসূয়তি। অবশ্য উপসর্গ যোগ থাকিলে ক্রুধ্ ও দ্রুহ্ ধাতুর কর্মে দ্বিতীয়া হয়। কর্ম কারক দেখ।

৭। **ধারেরুত্তমর্ণঃ** (১. ৪. ৩৫)—ধারি ধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণ (যাহার নিকটে ধার করা হয়), সে সম্প্রদান হয়। স মহ্যং শতং ধারয়তি—সে আমার কাছে একশত টাকা ধারে।

৮। **প্রত্যাঙ্ভ্যাং শ্রুবঃ পূর্বস্য কর্তা** (১ ৪. ৪)—প্রতি পূর্বক বা আ-পূর্বক শ্রু ধাতুর যোগে পূর্ব প্রবর্তনারূপ ব্যাপারের যে কর্তা, অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরকে প্রতিশ্রুতির কাজে প্রবৃত্ত করে, সে সম্প্রদান কারক হয়। বিপ্রায় গাং প্রতিশৃণোতি (আশৃণোতি বা) রাজা। প্রতিশ্রুতি আদায় করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পূর্বে প্রার্থনা করিয়াছিল বুঝিতে হইবে।

৯। **করণ কারকে বিকল্পে সম্প্রদান—'পরিক্রয়ণে সম্প্রদানমন্যতরস্যাম্'** (১. ৪. ৪৪)—পরি-ক্রী ধাতুর প্রয়োগে নির্দিষ্ট কালের জন্য নিযুক্ত করা বা ভাড়া করা অর্থ বোঝায়, তখন উহার করণ কারকে বিকল্পে সম্প্রদান কারক হয়। শতায় (শতেন বা) ভৃত্যঃ পরিক্রীতঃ।

১০। **তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা** (বার্তিক)—সেই প্রয়োজনে বা তাহার উপকারে লাগে—এইরূপ অর্থ বোঝাইলে চতুর্থী হইবে। প্রয়োজন দুই প্রকার—পাওয়ার প্রয়োজন বা নিবৃত্তি করার প্রয়োজন। উভয় অর্থেই চতুর্থী। **যূপায়** দারু (যূপের নিমত্ত কাঠ)। কুণ্ডলায় হিরণ্যম্ (কুণ্ডলের নিমিত্ত সোনা)। ব্রাহ্মণায় বস্ত্রম (ব্রাহ্মণের জন্য)। মশকায় ধূমঃ (নিবৃত্তি অর্থে)। নিবৃত্তৌ নিবর্ত্তনীয়াৎ—এমন ধরণের সূত্র পাণিনি স্বীকার করেন না।

১১। **কৢপি সম্পদ্যমানে চ** (বার্তিক)—কৢপ্, জন্, ভূ প্রভৃতি উৎপত্তিবোধক ধাতুর প্রয়োগে যাহা উৎপন্ন হয়, বা যাহাতে গিয়া উহা পরিণত হয়, উহাতে চতুর্থী হইবে। ভক্তিঃ **জ্ঞানায়** কল্পতে (জ্ঞানে পরিণত হয়)। জ্ঞানং সুখায় সম্পদ্যতে। বিদ্যা বিনয়ায় ভবতি। অধর্মো নরকায় ভবতি।

১২। **মন্যকর্মণ্যনাদরে বিভাষাপ্রাণিষু** (১. ৩. ১৭)—অনাদর বুঝাইলে দিবাদিগণীয় **মন্ ধাতুর** অবজ্ঞাবোধক কর্মে বিকল্পে চতুর্থী ও দ্বিতীয়া হয়। অহং ত্বাং **তৃণায়** (তৃণং বা) ন মন্যে। নৌ, কাক, অন্ন, শুক ও শৃগাল শব্দের ক্ষেত্রে মাত্র দ্বিতীয়াই হয়। অহং ন ত্বাং শৃগালং মন্যে। অনাদর না বুঝাইলে চতুর্থী হয় না। অন্ধায়াস্তং সুতং মন্যে যস্য মাতা ন পশ্যতি।

১৩। **ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ** (২. ৩. ১৪) তুমুন্‌যুক্ত ক্রিয়া উহ্য থাকিলে তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার কর্মপদে চতুর্থী হয়। স **পুষ্পেভ্যঃ** যাতি (পুষ্পাণি আহর্তুং যাতি)। নৃসিংহায় নমস্কুর্মঃ (নৃসিংহম্ অনুকূলয়িতুম্)।

তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত একটা ক্রিয়া কিন্তু বুদ্ধি করিয়া দাঁড় করাইতে হইবে—যাহাতে অর্থসঙ্গতি হয়। রোগায় ঔষধম্—রোগম্ নিবারয়িতুম্। ধনায় যাতি—ধনম্ অর্জয়িতুম্। পিপাসায়ৈ জলম্ (পিপাসাং নিবারয়িতুম্)।

১৪। **তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ** (২. ৩. ১৫)—তুমুন্ প্রত্যয়ের অর্থে ভাববাচক পদে অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপ পদে চতুর্থী হয়। **যাগায়** যাতি (যষ্টুং যাতি)। ঘঞ্, অচ্, অপ্, ক্তিন্ প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে ভাববাচক ক্রিয়াপদ হয়।

১৫। **উৎপাতেন জ্ঞাপিতে চ** (বার্তিক)—প্রাকৃতিক বিপর্যয় রূপ উৎপাত দ্বারা যাহা জ্ঞাপিত হয়, তাহার উত্তর চতুর্থী হয়। **বাতায়** কপিলা বিদ্যুৎ (পিঙ্গলবর্ণের বিদ্যুৎ ঝড়ের সূচনা করে)।

১৬। **নমঃস্বস্তি-স্বাহাস্বধালংবষড়্যোগাচ্চ** (২. ৩. ১৬)—নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, অলম্ এবং বষট্ পদ যোগে চতুর্থী। নমঃ **কৃষ্ণায়**। **প্রজাভ্যঃ**

স্বস্তি। অগ্নয়ে স্বাহা। পিতৃভ্যঃ স্বধা। ইন্দ্রায় বষট্। বিবাদায় অলম্ (সমর্থঃ)। মহাভাষ্যমতে এখানে অলম্ বলিতে সমর্থ অর্থ। সমর্থার্থক শক্তঃ, প্রভুঃ, প্রভবতি —এই সব পদযোগেও চতুর্থী হয়। রামঃ রাবণায় সমর্থঃ শক্তঃ বা প্রভবতি।

নমঃ শব্দ যোগে চতুর্থী হয়। কিন্তু নমস্-কৃ ধাতুর ব্যবহার করা হইলে কর্মে দ্বিতীয়া হয়। নমস্—এই পদযোগে চতুর্থী, এবং নমস্করোতি এই ক্রিয়ার কর্মে দ্বিতীয়া—উভয়ের মধ্যে কারকবিভক্তির দাবীই অগ্রগণ্য। বলা হয়—**উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী**। অতএব, স বিষ্ণুং নমস্করোতি—এই রূপই হইবে।

অবশ্য নৃসিংহায় নমস্কুর্মঃ—এই প্রয়োগের পক্ষে বলিতে হইবে 'নৃসিংহম্ অনুকূলয়িতুম্'। কর্মযুক্ত তুমুন্-প্রত্যয়ান্ত উহ্য ক্রিয়ার কল্পনা করা হইল। সূত্র —**ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ** (১৩ সংখ্যার সূত্র দেখ)।

১৭। 'গত্যর্থকর্মণি দ্বিতীয়া-চতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি' (২. ৩. ১২) চেষ্টা বুঝাইলে গমনার্থক ধাতুর কর্মে বিকল্পে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী হয়। ব্রাহ্মণঃ মথুরায়ৈ (বা মথুরাং) গচ্ছতি। পথিকঃ গ্রামায় (গ্রামংবা) ব্রজতি। চেষ্টা না বুঝাইলে দ্বিতীয়া হইবে। স মনসা মথুরাং যাতি। আবার, পথবাচক শব্দ কর্ম হইলেও চতুর্থী হইবে না। স পন্থানং গচ্ছতি।

১৮। 'হিতযোগে চ' (বার্তিক)—হিত শব্দের যোগে যাহার জন্য হিত কামনা করা হয়, তাহাতে চতুর্থী হয়। মিত্রায় হিতম্। সুখ শব্দের যোগেও চতুর্থী হয়। ব্রাহ্মণায় সুখং ভূয়াৎ।

অনুশীলনী

১। পার্থক্য দেখাও:—

(i) অলং বিবাদেন, অলং বিবাদায়। (ii) পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি বালিকা, পুষ্পাণি স্পৃহয়তি বালিকা। দেবং নমস্করোমি, দেবায় নমস্করোমি।

৩। স্থূল অক্ষরের মুদ্রিত পদগুলির সকারণ বিভক্তি নির্ণয় কর:—

(i) উপদেশো হি মূর্খাণাং **প্রকোপায়** ন শান্তয়ে। (ii) রাজা **যস্মৈ** কুপ্যতি স শুচিরপ্যশুচিঃ। (iii) **নারায়ণং** নমস্কৃত্য। (iv) **পাপায়** পরপীড়নম্। (v) যদেব রোচতে **যস্মৈ** ভবেত্তৎ তস্য সুন্দরম্। (vi) **সর্বস্বত্যৈ** নমো নিত্যম্। (vii) দুদোহ গাং স **যজ্ঞায়**। (viii) বিধিরপি ন **যেভ্যঃ** প্রভবতি। (ix) **বধায়** **খমেধেভ্যঃ** মুমোচ। (x) কাব্যং **যশসে**।

অপাদান ও পঞ্চমী বিভক্তি

১। **ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্** (১.৪.২৪)—কোন কিছু হইতে অন্যটি বিশ্লিষ্ট হইলে অর্থাৎ দূরে সরিয়া গেলে, যেটি ধ্রুব অর্থাৎ স্থির, নিশ্চল, **অবধিভূত**, বা অপেক্ষাকৃত উদাসীন, তাহা **অপাদান** (Ablative)। 'ধ্রুব' বলিতে সম্পূর্ণ স্থির বা গতিরহিত এরূপ বুঝাইবে না, সচলও অবধিভূত হইতে পারে,—যাহা হইতে বিশ্লেষ হইবে। যেমন—স ধাবতঃ **অশ্বাৎ** পততি। বৃক্ষাৎ ফলং পততি।

২। **অপাদানে পঞ্চমী** (২.৩.২৮)—যথা, **বৃক্ষাৎ** পততি পত্রাণি। স গ্রামাৎ আয়াতি। ধাবতো রথাৎ পততি—এখানে রথের গতি সত্ত্বেও পতনরূপ বিশ্লেষ ব্যাপারে উহা আরম্ভরূপ অবধি বা সীমা হিসাবে অপাদান।

৩। **জুগুপ্সা-বিরাম-প্রমাদার্থানামুপসংখ্যানম্** (বার্ত্তিক)—যাহা হইতে জুগুপ্সা (ঘৃণা), বিরতি ও প্রমাদ ইত্যাদি) হইয়া থাকে, তাহাতে **অপাদান** হয়। স **পাপাৎ জুগুপ্সতে**। ছাত্রঃ অধ্যয়নাৎ বিরমতি। স ধর্মাৎ প্রমাদ্যতি।

৪। **ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ** (১.৪.২৫)—ভয়ার্থ ও ত্রাণার্থ ধাতুর প্রয়োগে যাহা ভয়ের হেতু (এবং যাহা হইতে ত্রাণ করা হয়), তাহা **অপাদান** হয়। যথা—**ব্যাঘ্রাৎ** বিভেতি নরঃ। মাং **বিপদঃ** ত্রায়স্ব। ভয়ের হেতু না হইলে অপাদান হইবে না, যেমন, অরণ্যে বিভেতি সঃ। তবে বন হইতে ভয় পাইলে অবশ্য উহা অপাদান হইবে—বনাদ্ বিভেতি বালকঃ।

৫। **আখ্যাতোপযোগে** (১.৪.২৯) যাহার নিকট হইতে নিয়মপূর্বক কিছু শিক্ষা করা হয় তিনি 'আখ্যাতা' (বক্তা), উহা **অপাদান**। শিষ্যঃ **আচার্যাৎ** বিদ্যাং গৃহ্ণাতি। **দূতাৎ** বার্ত্তাং শৃণোতি—এই বাক্যে উপযোগ নাই, সেখানে 'ধ্রুবমপায়ে' সূত্রেই বক্তা অপাদান, বিশ্লেষটি দৃশ্য নহে বটে, কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য।

৬। **জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ** (১.৪.৩০)—কোন কিছু উৎপত্তি হইলে উহার প্রকৃতি বা উপাদান বা মূল কারণ **অপাদান** হয়। যথা—**দুগ্ধাৎ** ঘৃতং জায়তে। **ধর্মাৎ** সুখং ভবতি। **পাপাৎ** দুঃখম্ উদ্ভবতি।

৭। **ভুবঃ প্রভবঃ** (১.৪.৩১)—যাহা হইতে কিছুর প্রথম প্রকাশ বা আবির্ভাব হয়, তাহা **অপাদান**। যথা—হিমালয়াৎ গঙ্গা প্রভবতি।

৮। **পরাজেরসোঢ়ঃ** (১.৪.২৬)—পরা-পূর্বক জি-ধাতুর যোগে যাহা অসহ (শক্তির বাহিরে), তাহা **অপাদান**। যথা—সঃ অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে। অসহ না হইলে হইবে না। যেমন—স শত্রুং পরাজয়তে।

৯। **বারণার্থানামীপ্সিতঃ** (১.৪.২৭)— বারণার্থক্রিয়ার প্রয়োগে যাহা কর্তার ঈপ্সিত বিষয়, তাহা অপাদান। স **যবেভ্যঃ** গাং বারয়তি।

১০। **অন্তর্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি** (১.৪.২৮)—আড়ালে থাকিলে ব্যবধান অবস্থায় 'সে ব্যক্তি তাহাকে যেন দেখিতে না পায়'—এইরূপ **ইচ্ছা** বুঝাইলে, সেই ব্যক্তিটি অপাদান কারক হয়। **মাতুঃ** নিলীয়তে **কৃষ্ণঃ** (মা যেন দেখিতে না পান, এই ভাবে কৃষ্ণ পলায়ন করিতেছে)। উপাধ্যায়াৎ নিলীয়তে **ছাত্রঃ**। দৃষ্টিপথ হইতে অপসারণ বোঝাইলেই এইরূপ হয়।

১১। **ল্যব্লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ** (বার্তিক)—ল্যপ্ (ও ক্ত্বা) প্রত্যয়ান্ত পদ উহ্য থাকিলে তাহার কর্মে ও অধিকরণে **পঞ্চমী বিভক্তি** হয়। স প্রাসাদাৎ পশ্যতি (প্রাসাদম্ আরুহ্য—কর্মে পঞ্চমী)। আসনাৎ পশ্যতি মুনিঃ (আসনে স্থিত্বা বা উপবিশ্য অধিকরণে পঞ্চমী)।

১২। **পঞ্চমী বিভক্তে** (২.৩.৪২)—উৎকর্ষ বা অপকর্ষের ফলে দুইটি ভিন্নপদার্থের মধ্যে যাহা হইতে বিভক্ত অবস্থা অর্থাৎ 'বিভাগ' (গুণ বা দোষগত পার্থক্য) বোঝায়, তাহার উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। **ধনাৎ** বিদ্যা গরীয়সী। সিংহো ব্যাঘ্রাৎ বলবান্। পিতুর্মাতা গরীয়সী।

১৩। **করণে পঞ্চমী**। সূত্রঃ—**করণে চ স্তোকাল্পকৃচ্ছ্রকতিপয়স্যাসত্ত্ববচনস্য** (২.৩.৩৩)—বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত স্তোক, অল্প ও কৃচ্ছ্র শব্দের পর করণকারকে তৃতীয়া বা পঞ্চমী হয়। স্তোকাৎ (স্তোকেন বা) মুক্তঃ। অল্পাৎ (অল্পেন বা) মুক্তঃ।

১৪। (**হেতৌ**) **বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্** (২.৩.২৫)—হেতু অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন গুণবাচক শব্দের পর বিকল্পে তৃতীয়া ও পঞ্চমী হয়। **হর্ষাৎ** (হর্ষেণ বা) নৃত্যতি। দুঃখাৎ দুঃখেন বা ক্রন্দতি। সূত্রের শেষের যে অংশ 'গুণেঽস্ত্রিয়াম্', উহা বাদ দিয়াও ব্যাখ্যা করা হয়। সেক্ষেত্রে দ্রব্যবাচক পদে ও স্ত্রীলিঙ্গেও পঞ্চমী হয়। যথা—ধূমাৎ বহ্নিঃ। সম্পদঃ প্রহৃষ্যতি (সম্পদ্‌হেতু)—স্ত্রীলিঙ্গ শব্দেও ৫মী।

১৫। **অন্যারাদিতরর্তেদিক্শব্দাঞ্চূত্তরপদাজাহিযুক্তে** (২.৩.২৯)—অন্যার্থক শব্দ, আরাৎ (দূরে বা নিকটে), ইতর ও ঋতে শব্দের যোগে বা দিক্ শব্দের যোগে বা অঞ্চ্ ধাতু ঘটিত দিক্‌বাচক শব্দ (প্রাক্, উদক্) বা আচ্ ও বা আহি প্রত্যয়যুক্ত দিক্ শব্দ যোগে পঞ্চমী হয়। অয়ং দেবদত্তাৎ অন্যঃ (বা ইতর)। বনাৎ আরাৎ। ধনাৎ ঋতে (অর্থাৎ বিনা)। দিক্ শব্দ যথা—পূর্বো গ্রামাৎ, প্রাক্‌গমনাৎ। উত্তরা গ্রামাৎ। দাক্ষিণাহি বনাৎ।

১৬। **পৃথগ্বিনানানাভিস্তৃতীয়ান্যতরস্যাম্** (২.৩.৩২)—পৃথক্ বিনা বা বিনা নানা শব্দের যোগে ২য়া ৩য়া ও ৫মী হয়। **শ্রমেণ শ্রমাৎ বা বিনা**।

১৭। **প্রতিনিধিপ্রতিদানে চ যস্মাৎ** (২.৩.১১) প্রতিনিধি বা প্রতিদান অর্থে প্রতি—এই কর্মপ্রবচনীয় যোগে পঞ্চমী। রামঃ শ্যামাৎ প্রতি (প্রতিনিধি)। প্রদ্যুম্নঃ কৃষ্ণাৎ প্রতি (প্রতিনিধি অর্থে)। তিলেভ্যঃ প্রতি মাষান্ যচ্ছতি (বিনিময়ে)।

১৮। **পঞ্চম্যপাঙ্পরিভিঃ** (২.৩.১০)—অপ, আঙ্ ও পরি এই কয়টি অব্যয় **কর্মপ্রবচনীয়** রূপে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলে উহার যোগে পঞ্চমী হয়। অপ হরেঃ (হরিং বর্জয়িত্বা) সংসারঃ। আ (পর্যন্ত—এই অর্থে) মরণাৎ।

১৯। **বহিঃশব্দযোগে পঞ্চমী**—'অপপরিবহিরঞ্চবঃ পঞ্চম্যা' এই সমাসসূত্রে বহিঃ শব্দ যোগে পঞ্চমীর কথা বলা হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় বহিঃ শব্দ যোগে পঞ্চমী ; অতএব গ্রামাৎ বহিঃ। মহাভাষ্যে প্রয়োগ আছে—**কার্তিক্যাঃ প্রভৃতি**। ঐ পঞ্চমী প্রয়োগটি জ্ঞাপক. আরম্ভার্থক প্রভৃতি শব্দ যোগে পঞ্চমী—বাল্যাৎ প্রভৃতি (আরভ্য বা) (বাল্য হইতে আরম্ভ করিয়া)।

২০। **দূরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠ্যন্যতরস্যাম্** (২.৩. ৩৪)—দূরার্থ ও নিকটার্থ **শব্দ যোগে** পঞ্চমী ও ষষ্ঠী হয় দূরং বনাৎ বনস্য বা। অন্তিকং সমুদ্রাৎ সমুদ্রস্য বা।

২১। **দূরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীয়া চ** (২.৩.৩৫)—বিশেষ্যবাচক দূরার্থ ও অন্তিকার্থ **শব্দে** ২য়া, ৩য়া, ৫মী এবং ৭মী হয়। গ্রামস্য দূরম্ (২য়া), দূরেণ, দূরাৎ দূরে বা। এগুলি কিন্তু প্রথমাবোধক প্রাতিপদিকার্থেরই সূচক।

২২। **অকর্তর্যৃণে পঞ্চমী** (২.৩.২৪)—কর্তৃকারক ভিন্ন ঋণ হেতু বুঝাইলে সেই হেতুবাচক শব্দে ৫মী। স শতাৎ বদ্ধঃ (এক শত টাকার ঋণ হেতু আবদ্ধ)।

অনুশীলনী

১। কারণ উল্লেখে স্থূল অক্ষরের পদে বিভক্তি নির্ণয় কর :—**ধর্মাৎ** সুখং জায়তে। নাস্তি মে **মরণাৎ** ভয়ম্। বুদ্ধি**র্বলাদ্** গরীয়সী। আ **মুক্তেঃ** সংসারঃ। **মিত্রাদ্** ঋতে কো মাং **বিপদস্ত্রাতুং** সমর্থঃ। **শৌর্যাৎ** খ্যাতো হি ভূপতিঃ। **দুর্জনাৎ** বিভ্যতি সজ্জনাঃ। **রক্ষণাৎ** স পিতা জ্ঞেয়ঃ। আ **পরিতোষাদ্** বিদুষাম্।

২। পার্থক্য নির্ণয় কর :—শত্রুং পরাজয়তে। শত্রোঃ পরাজয়তে।

৩। শুদ্ধ কর :—পর্বতস্য পূর্বং মহারণ্যম্। স মম প্রাণানামপি প্রিয়তরঃ। বর্ষাসু গৃহস্য বহির্ন তিষ্ঠেৎ। আ মুক্তিং হরিং ভজেৎ। হিমালয়ে গঙ্গা প্রভবতি। বৃদ্ধো রোদিতি শোকায়। নাস্তি কিং পাপস্য ভয়ম্?

ষষ্ঠী বিভক্তি

১। **ষষ্ঠী শেষে** (২. ৩. ৫০)—কারক ও প্রাতিপদিকার্থ ভিন্ন অবশিষ্ট স্থলে অর্থাৎ স্ব-স্বামিভাব প্রভৃতি সম্বন্ধ (অর্থাৎ ইনি উহার মালিক, এবং উহাতে ইহার নিজস্ব সম্পর্ক আছে, এই রকম ধরণের নানা সম্বন্ধ) বুঝাইতে ষষ্ঠী হয়। উহাকে শেষে ষষ্ঠী বলে। যেমন—**মম** গৃহম্। নৃপস্য পুত্রঃ। কবেঃ কাব্যম্।

২। **কর্মাদীনামপি সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া ষষ্ঠ্যেব**—কর্ম, করণ প্রভৃতি কারকের স্থলেও কোথাও কোথাও কেবল সম্বন্ধমাত্র অর্থাৎ সাধারণ সম্বন্ধ বলিবার ইচ্ছায় ষষ্ঠী হয়, উহাকে **শেষবিবক্ষায়** ষষ্ঠী বলে। যথা—তাবদ্ ভয়স্য ভেতব্যম্। সর্বস্য স্মিহৃতি। অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ।

৩। 'তৃপ্ত্যর্থে' (অর্থাৎ তৃপ্ ধাতুর যোগে) বিকল্পে **করণে ষষ্ঠী**। অগ্নিং কাষ্ঠানাং (কাষ্ঠৈঃ বা) ন তৃপ্যতি।

৪। **ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে** (২.৩. ২৬—বাক্যে হেতু শব্দের প্রয়োগে হেতুবাচক শব্দে ষষ্ঠী। অন্নস্য হেতোর্বসতি। অল্পস্য হেতোঃ।

৫। **কর্তা** ও **কর্মে** ষষ্ঠী—**কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি** (২. ৩. ৬৫) কৃদন্ত পদযোগে কৃদন্ত পদের অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়ার কর্তায় এবং কর্মে ষষ্ঠী হয়। **শিশোঃ** শয়নম্ (কর্তায় ষষ্ঠী – শয়ন ক্রিয়ার কর্তা শিশু)। অশ্বস্য গতিঃ (কর্তায় ষষ্ঠী)। **দুগ্ধস্য** পানম্ (কর্মে ষষ্ঠী, কর্ম দুগ্ধ)। **সাধুনাং** দর্শনং পুণ্যম্।

৬। **উভয়প্রাপ্তৌ কর্মণি** (২ ৩. ৬৬)—কৃদ্‌যোগে কর্তায় এবং কর্মে একই বাক্যে ষষ্ঠীর প্রাপ্তি হইলে কেবল **কর্মেই ষষ্ঠী হইবে**, কর্তায় তৃতীয়া হইবে। বালকেন **দুগ্ধস্য** পানম্। রামেণ রাবণস্য **বধঃ**। তবে **কথনও কথনও** তৃতীয়ার প্রাপ্তি হইলেও কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী দেখা যায়। যথা—শব্দানাম অনুশাসনম্ আচার্যস্য (আচার্যেণ) বা।

৭। **অধীগর্থদয়েশাং কর্মণি** (২.৩.৫২)—স্মৃত্যর্থ ও দয়্, ঈশ্ প্রভৃতি ধাতুর কর্মে বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। পুত্রঃ **মাতুঃ** (মাতরং বা) স্মরতি। স দরিদ্রস্য (বা দরিদ্রং) দয়তে।

৮। **কৃত্যানাং কর্তরি বা** (২.৩.৭১)—তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্— এই পাঁচটি কৃত্যপ্রত্যয়ের যোগে **কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী ও তৃতীয়া হয়**। **মম** (ময়া বা) ইদং কর্তব্যম্। মাতা পুত্রস্য (পুত্রেণ বা) পূজ্যা। নাস্তি অনাশ্যং বৈ দেবানাম্ (দেবৈর্বা)।

৯। **ক্তস্য চ বর্তমানে** (২.৩. ৬৭)—বর্তমান কাল বুঝাইতে ক্ত-প্রত্যয়ের ব্যবহার হইলে কর্তায় ষষ্ঠী হইবে। বিদ্বান্ **সর্বেষাং** পূজিতঃ (সর্বৈঃ

পূজ্যতে ইত্যর্থঃ)। 'মতি-বুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ'— এই সূত্রবলে মনন, বুদ্ধি ও পূজার্থক ধাতুতে বর্তমানে ক্ত হয়। এতৎ **মম** মতম্। স রাজ্ঞাং মতঃ।

১০। **তুল্যার্থৈঃ ষষ্ঠীতৃতীয়ে**—তুল্যার্থ শব্দযোগে ষষ্ঠী বা তৃতীয়া। **রামস্য** (রামেণ বা) তুল্যঃ সঃ।

১১। **ষষ্ঠ্যতসপ্রত্যয়েন** (২.৩.৩৫)—অতসুচ্, অস্তাতি, অসি, **আতৎ** ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। অতসুচ—গ্রামস্য দক্ষিণতঃ, উত্তরতঃ গৃহস্য। অসি—বৃক্ষস্য অধঃ। অতি—উত্তরাৎ সমুদ্রস্য। **অস্তাৎ**—পুরস্তাৎ গ্রামস্য।

১২। **এনপা দ্বিতীয়া** (২.৩.৩১)—এনপ্ প্রত্যয় যুক্ত পদের যোগে দ্বিতীয়া ও বিকল্পে ষষ্ঠী হয়—উত্তরেণ গ্রামস্য (গ্রামং বা) বৃক্ষবাটিকা।

১৩। **অধিকরণবাচিনশ্চ** (২. ৩. ৬৮)—অধিকরণবাচ্যে বিহিত ক্ত-প্রত্যয়ের প্রয়োগে কর্তায় ষষ্ঠী হয়। ইদম্ **অস্য** শয়িতম্ অর্থাৎ শয্যা—এখানে ক্ত-প্রত্যয়যোগে শয়িত পদে অধিকরণ বোঝাইতেছে (যাহাতে শয়ন করা হয়)।

১৪। **কৃত্বোর্থপ্রয়োগে কালেঽধিকরণে** (২.৩.৬৪)—ক্রিয়ায় সংখ্যা বুঝাইবার জন্য অর্থাৎ বারার্থে সংখ্যাবাচক শব্দে সুচ্ ও কৃত্বসুচ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়। এইরূপ প্রত্যয়যুক্ত শব্দের যোগে কালরূপ **অধিকরণ কারকে** ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। স **দিবসস্য** দ্বিঃ বা ত্রিঃ ভুঙ্ক্তে। স দিবসস্য ত্রিকৃত্বঃ ভুঙ্ক্তে। ইহা **অধিকরণে** ষষ্ঠীর উদাহরণ।

১৫। **ষষ্ঠীনিষেধ—ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাম্** (২.৩.৬৯) 'ল' অর্থাৎ শতৃ, শানচ্ ইত্যাদি, উ, উক প্রভৃতি প্রত্যয়, অব্যয়-প্রত্যয় (তুমুন্, ক্ত্বা), ক্ত, ক্তবতু প্রভৃতি নিষ্ঠাপ্রত্যয়, খল্ এবং তৃন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ—এইগুলির যোগে কর্তায় ও কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না। চন্দ্রং পশ্যন্ (চন্দ্রস্য পশ্যন্ হইবে না)। এইরূপ জলং পিপাসুঃ। ইদং সুকরং (খল্-প্রত্যয়) ময়া। কটং কর্তা (**তৃন্** প্রত্যয়ান্ত)। এই সব নিষেধ কিন্তু কারকষষ্ঠী স্থলেই বুঝিতে হইবে। **শেষত্ব-বিবক্ষায় ষষ্ঠী** হইতে বাধা নাই, যথা—কটস্য কর্তা, তস্যাঃ সুলভঃ।

অনুশীলনী

(১) স্থূল অক্ষরের পদগুলির সকারণ বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(i) মাননীয়ো **মনীষিণাম্**। (ii) এতৎ **মম** শয়িতম্। (iii) **অন্নস্য হেতোর্বহু** হাতুমিচ্ছন্। (iv) পয়ঃপানাং **ভুজঙ্গানাং** কেবলং বিষবর্ধনম্। (v) সোঽভিমতঃ **প্রজানাম্**। (vi) আজ্ঞা **গুরূণাং** হ্যবিচারণীয়া। (vii) ইয়ং **কালিদাসস্য** কৃতিঃ। (viii) **পাচকেন** অন্নস্য পাকঃ।

২। পার্থক্য নির্ণয় কর :—

(i) সর্বৈঃ পূজিতঃ, সর্বেষাং পূজিতঃ। সতাং মতঃ, সদ্ভির্মতঃ।

৩। নিম্নের স্থূলাক্ষর পদগুলিতে বিকল্প বিভক্তি করিলে কি পদ হইবে লিখ :—

(i) **স্মরসি গোদাবর্য্যাং** বা। (ii) বাচাস্বকা স রাজা। (iii) **দুর্গতান্** দয়তে হি বিদ্যাসাগরঃ। (iv) **সর্বেষাং** পূজ্যঃ খলু বিদ্যাসাগরঃ। (v) **এতস্য** সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

৪। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :—

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন জনগণের নেতা। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন করেন। তিনি ছিলেন অহিংসানীতির প্রবর্তক। তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভারতের লোকেরা তাঁহাকে চিরকাল স্মরণ করিবে। তাঁহার তুল্য নেতা ভারতে জন্মায় নাই। তিনি আমাদের সকলেরই ছিলেন মান্য ও বরণীয়। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য।

অধিকরণ ও সপ্তমী বিভক্তি

১। **আধারোঽধিকরণম্** (২. ৪. ৪৫)—যে আধারে কর্তা বা কর্মের ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, উহা অধিকরণ কারক। উহা ত্রিবিধ—ঐকদেশিক, অভিব্যাপক ও বৈষয়িক। বনে বসতি—এস্থলে বনের একাংশে বাস বুঝাইতে—ঐকদেশিক। দেহীর অঙ্গবিশেষ আধার হইলে **অবচ্ছেদে সপ্তমী** বলে। যেমন—কেশেষু ধৃতঃ। অভিব্যাপক আধার যথা—তিলেষু তৈলম্। বিষয়াধিকরণ যথা—বিদ্যায়াম্ অনুরাগঃ।

২। **সপ্তম্যধিকরণে চ** (২. ৩. ৩৬)—অধিকরণে সপ্তমী হয়। উদাহরণ উপরের সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

৩। **নিমিত্তাৎ কর্মযোগে**—কর্মকারকের সহিত নিমিত্ত বা হেতুর যোগ থাকিলে নিমিত্তবাচক শব্দে সপ্তমী হয়। **চর্মণি** দ্বীপিনং হন্তি (চর্মের নিমিত্ত বাঘকে নিহত করে এবং সেই চর্মের সহিত বাঘের দেহের অবয়বগত সংযোগ অথবা সমবায় সম্বন্ধে যোগ আছে)। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত—দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্—দাঁত দুইটির জন্য (লোকে) হাতীকে মারে। ৫বে মুক্তাফলায় হরিণং পলায়—এই সব স্থলে মুক্তাফলম্ আহর্তুম্—এই ভাবে 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি) স্থানিনঃ' সূত্রে সমাধান করা হয়।

৪। **যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্** (২.৩. ৩৭)—যাহার 'ভাব' অর্থাৎ ক্রিয়ার কাল দ্বারা অন্য কোন কাজের কাল স্থির করা হয়, তাহাতে সপ্তমী হয়। পূর্ববর্তী কর্তার ক্রিয়া বিশেষণরূপে থাকে। ইহাকে **ভাবে সপ্তমী** বলে—সূর্যে উদিতে পদ্মং প্রকাশতে। সমাগতে বসন্তে কোকিলাঃ কূজন্তি।

৫। **ষষ্ঠী চানাদরে** (২. ৩. ৩৮)—ভাবে সপ্তমীর স্থলে অধিকন্তু অনাদর বুঝাইলে যাহাকে অনাদর করা হয়, উহাতে ষষ্ঠী ও সপ্তমী হয়। রুদতঃ পুত্রস্য (বা রুদতি পুত্রে) মাতা জগাম। ইহা অনাদরে ষষ্ঠী বা সপ্তমী।

৬। **যতশ্চ নির্ধারণম্** (২. ৩. ৪১)—জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সংজ্ঞা দ্বারা সমুদায় হইতে এক বা একাংশ পৃথক্ করাকে নির্ধারণ বলা হয়। যাহা হইতে নির্ধারণ করা হয়, তাহাতে নির্ধারণে ষষ্ঠী বা সপ্তমী হয়। **যোধেষু** (যোধানাং বা) অর্জুনঃ শ্রেষ্ঠঃ। **গোষু** (গবাং বা) কৃষ্ণা বহুক্ষীরা।

৭। 'স্বামীশ্বরাধিপতি-দায়াদ-সাক্ষি-প্রতিভূ-প্রসূতৈশ্চ'—স্বামী, ঈশ্বর, অধিপতি, দায়াদ, সাক্ষী, প্রতিভূ, প্রসূত শব্দের যোগে ষষ্ঠী বা সপ্তমী হয়—প্রজানাং প্রজাসু বা স্বামী, অধিপতিঃ। বিবাদস্য বিবাদে বা সাক্ষী। ঋণস্য ঋণে বা প্রতিভূঃ (জামিন)। গবাং গোষু বা দায়াদঃ। স্ত্রিয়ঃ স্ত্রিয়াং বা প্রসূতঃ।

৮। 'ক্তস্যেন্বিষয়স্য কর্মণ্যুপসংখ্যানম্ (বার্তিক)—ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত তদ্ধিতের ইন্ যোগ হইলে কর্মে সপ্তমী বিভক্তি হয়। অসৌ অধীতী ব্যাকরণে। অধীত+ইন্ (প্রথমার একবচন= অধীতী)।

৯। **সপ্তমীপঞ্চম্যৌ কারকমধ্যে** (২.২.৭৯)—দুই কারকের মধ্যবর্তী পথ বা কালবাচক শব্দে ৫মী ও ৭মী হয়। সঃ অদ্য ভুক্ত্বা দ্ব্যহাৎ দ্ব্যহে বা ভক্ষ্যতে।

অনুশীলনী

১। স্থূলাক্ষরের পদগুলির বিকল্প বিভক্তির পদ নির্ণয় কর :—

(i) **কবিষু** কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ। (ii) **পশ্যতো** মে শিশুঃ শ্যেনেন হৃতঃ। (iii) **খগানাং** বায়সো ধূর্তঃ। (iv) অয়ং মে বন্ধুঃ **ব্যবহারে** (মোকর্দমায়) প্রতিভূঃ। প্রাতঃ ভুক্ত্বা **মধ্যাহ্নে** ভোক্তা।

২। নিম্নে বন্ধনীর মধ্যে যে প্রয়োগগুলি আছে, কোন্‌টি ঠিক স্থির কর।

(i) (প্রাণিষু, প্রাণিভ্যঃ) মনুষ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ। (ii) (আকাশম্, আকাশে) বিহগঃ বিচরতি। (iii) (কাল গতে, কালে গতে) সর্বং নশ্যতি। (iv) চর্মণে, চর্মণি) স ব্যাঘ্রং হন্তি। (v) (সমাগতে, সমাগতায়াম্) রাত্রৌ অন্ধকারঃ প্রবর্ততে।

৩ সংস্কৃতে অনুবাদ কর :—

(i) আমি দেখিতে দেখিতেই সে পলায়ন করিল। (ii) নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা পবিত্র। (iii) সূর্য অস্ত গেলে পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হয়। (iv) পৃথিবীর পর্বতগুলির মধ্যে হিমালয় সর্বোচ্চ। (v) বালকটি কাঁদিতে থাকিলেও তাহার পিতা চলিয়া গেল। (iv) পাহাড়ে পাহাড়ে মাণিক্য নাই, বনে বনেও চন্দন সর্বত্র নাই। (vii) সুন্দরবনে বাঘ আছে। (viii) সুধীর লেখাপড়ায় ভাল, খেলায় কিন্তু ওস্তাদ। (ix) ঈশ্বর জগতের স্বামী। (x) বাংলা দেশের স্বাধীনতায় আমরা আনন্দিত। (xi) শরৎকালে আকাশে বাতাসে আনন্দের উৎসব প্রকাশ পায়। (xii) তখন বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজায় সকলেরই আনন্দ।

(xiii) Since death is certain why do you sully your face by having recourse to retreat ? (xiv) This youngman is learned in the Sastras, well up in fine arts and is a great master in the use of weapons. (xv) While they were thus talking, the king came to bed and went to sleep.

(i) অর্থভেদে বিভক্তিভেদ

মাসং ব্যাকরণম্ অধীতে—একমাস ধরিয়া। অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। মাসেন ব্যাকরণম্ অধীতে—পড়িয়া জ্ঞানলাভ করে। অপবর্গে তৃতীয়া।

(২) বনম্ উপবসতি—বনে বাস করে। 'উপান্বধ্যাঙ্‌বসঃ' সূত্রে অধিকরণে কর্ম হওয়ায় দ্বিতীয়া।

বনে উপবসতি—বনে উপবাস করে (fasts), অনাহারে আছে, অধিকরণে কর্ম হয় নাই। সূত্র—'অভুক্তার্থস্য ন'।

(৩) গ্রামং গচ্ছতি—গমন ক্রিয়ার অভীষ্টরূপে গ্রামের প্রাপ্তি বুঝায়। 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম'—এই সূত্রে কর্মে দ্বিতীয়া।

গ্রামায় গচ্ছতি—গ্রামে যাইবার জন্য চেষ্টা, বা গ্রামের উদ্দেশ্যে যায়।

(৪) পুত্রঃ পিতরং প্রতি—পিতার প্রতি। প্রতি শব্দ যোগে দ্বিতীয়া। পুত্রঃ পিতুঃ প্রতি—প্রতিনিধি এই অর্থে কর্মপ্রবচনীয় যুক্তে পঞ্চমী।

(৫) পুষ্পাণি স্পৃহয়তি—পুষ্প কর্তার ঈপ্সিততম। সুতরাং কর্মে দ্বিতীয়া।

পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি—পুষ্প কর্তার প্রিয় বস্তু মাত্র, কিন্তু ঈপ্সিততম নহে। স্পৃহ ধাতুর যোগে ঈপ্সিতমাত্রে সম্প্রদানে চতুর্থী। সূত্র—'স্পৃহেরীপ্সিতঃ'।

(৬) **দেবং নমস্করোমি**—নমস্কার ক্রিয়ার কর্মে দ্বিতীয়া। উপপদবিভক্তি অপেক্ষা কারকবিভক্তির বলবত্তা অধিক। তাই নমঃ শব্দযোগে চতুর্থী হয় নাই।

দেবায় নমস্করোমি—দেবম্ অনুকূলয়িতুম্—এইরূপে 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ' এই সূত্রে চতুর্থী। এখানে নমঃ শব্দযোগে চতুর্থী নয়।

(৭) **বিবাদেন অলম্**—বারণার্থে অলম্ শব্দ যোগে করণে তৃতীয়া।

বিবাদায় অলম্—সমর্থার্থক অলম্ শব্দযোগে চতুর্থী।

(৮) **সর্বৈঃ পূজিতঃ**—অতীতকালে সকলের দ্বারা পূজিত হইত। অনুক্ত কর্তার তৃতীয়া। সূত্র—'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'।

সর্বেষাং পূজিতঃ—বর্তমান কালে সকলের পূজা পান। সূত্র—'ক্তস্য চ বর্তমানে'—বর্তমানের অর্থে ক্ত হওয়ায় কর্তার ষষ্ঠী।

(ii) নানা অর্থে ও নানা কারকে বিভক্তি

কর্তরি তৃতীয়া—রামেণ রাবণো হতঃ। **কর্তরি ষষ্ঠী**—কৃষ্ণস্য কৃতিঃ।

কর্মণি চতুর্থী—গোপঃ গ্রামায় গচ্ছতি। **কর্মপ্রবচনীয়যুক্ত দ্বিতীয়া**—জপম্ অনু প্রাবর্ষৎ। কর্মপ্রবচনীয়যোগে **পঞ্চমী**—প্রদ্যুম্নঃ কৃষ্ণাৎ প্রতি (প্রতিনিধি)।

কর্মণি পঞ্চমী—প্রাসাদাৎ পশ্যতি রাজা (প্রাসাদম্ আরুহ্য ইত্যর্থঃ)। **কর্মণি ষষ্ঠী**—মাতা পুত্রস্য স্মরতি। দুগ্ধস্য পানং হিতকরম্ (কৃদ্‌যোগে কর্মণি ষষ্ঠী)। **কর্মণি সপ্তমী**—অয়ং ব্যাকরণে অধীতী।

করণে কর্ম হওয়ায় **দ্বিতীয়া**—অক্ষান্ দীব্যতি রাজা। **করণে চতুর্থী**—শতায় ক্রীতঃ ভৃত্যঃ। **করণে পঞ্চমী**—স স্তোকাৎ মুক্তঃ। **করণে ষষ্ঠী**—নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্।

সম্প্রদানে কর্ম—প্রভুঃ ভৃত্যম্ অভিক্রুধ্যতি। **অনাদরে চতুর্থী**—নাহং ত্বাং তৃণায় মন্যে।

ক্রিয়াযোগে চতুর্থী—পুত্রায় ক্রীড়নকম্ আনয়তি পিতা।

পঞ্চমী স্থানে সপ্তমী (বিকল্পে)—অন্ন ভুক্ত্বা দ্ব্যহে (দ্ব্যহাৎ বা) ভোক্তা।

অনাদরে ষষ্ঠী বা সপ্তমী—রুদতঃ শিশোর্মাতা জগাম (ষষ্ঠী)। রুদতি শিশৌ মাতা জগাম (সপ্তমী)।

নির্ধারণে ষষ্ঠী—কবীনাং (কবিষু বা—৭মী) কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।

অধিকরণে কর্ম—স শয্যাম্ অধিশেতে। **অধিকরণে পঞ্চমী**—আসনাৎ পশ্যতি মুনিঃ (আসনে উপবিশ্য ইত্যর্থঃ)। **অধিকরণে ষষ্ঠী**—স দিবসস্য দ্বির্ভুঙ্‌ক্তে।

অবচ্ছেদে সপ্তমী—স বাহৌ করে গৃহীতবান্। পাণিনি মতে ইহা অধিকরণে সপ্তমী। **ভাবে সপ্তমী**—সূর্যে উদিতে পদ্মং প্রকাশতে।

কারকের ব্যবহার প্রসঙ্গে

১। **বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি ভবন্তি**—বক্তার ইচ্ছা অনুসারে কারকের ব্যবহার হয়। ছেদন ক্রিয়ায় অসি প্রকৃষ্ট সাধনের কাজ করে। অতএব করণরূপে উহা ব্যবহার করা হয় এবং বলা হয়—**অসিনা** ছিনত্তি। আবার যেখানে অসিতেই কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়, সেখানে বলা হয়—অসিশ্ছিনত্তি। এইরূপ, স্থালীই পাক করে মনে করিলে বলা হয়—**স্থালী** পচতি। স্থালী দ্বারা পাক করা হইতেছে মনে করিলে বলা হয়—**স্থাল্যা** পচতি। আবার আধারের বিবক্ষা থাকিলে স্থাল্যাং পচতি বলা হয়। যাচ্ ধাতু দ্বিকর্মক, কিন্তু যেখানে অপাদানরূপেই বলিবার ইচ্ছা থাকে, সেখানে বলা যায়—ভিক্ষুকঃ নৃপাৎ ধনং যাচতে। তেমনি 'দরিদ্রায়' না বলিয়া বলা যায়—দরিদ্রে দীয়তে। 'মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্' এইরূপে সপ্তমীর প্রয়োগ আছে। 'ভয়াৎ ভেতব্যম্' না বলিয়া বলা হয়—'ভয়স্য ভেতব্যম্'। এইরূপ স্থলে শেষ বিবক্ষায় ষষ্ঠী। তবে বিবক্ষা-অনুসারে ইচ্ছামত কারকের ব্যবহার ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে না করাই ভাল।

২। **নিবৃত্তৌ চ প্রবৃত্তিবৎ ক্রিয়ায়াঃ**—ইতিবাচক পদে যেমন কারক-বিভক্তির প্রয়োগ হয়, তেমনি নিষেধবাচক বাক্যেও সেই সব কারকবিভক্তি হয়। অতএব অশ্বাৎ পততি বা অশ্বাৎ ন পততি—এই উভয় স্থলেই কারক-বিভক্তির ব্যবহার হইবে।

৩। অনেক সময় একই শব্দে একাধিক কারকের যুগপৎ সম্ভাবনা দেখা যায়। সেখানে একটা নিয়ম করা হইয়াছে। অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, কর্ম ও কর্তা—এই ক্রম অনুসারে যে-টি পরে আছে, সেইটিই হইবে, পূর্বেরটি হইবে না। যেমন—স গ্রামং গত্বা বসতি। বসতি ক্রিয়ার আধাররূপে গ্রাম শব্দে অধিকরণে সপ্তমী হয়। আবার, গচ্ছতি ক্রিয়ার কর্ম হইল গ্রাম। তাই কর্মের দাবীই অগ্রগণ্য হইবে। তালিকাটিতে অধিকরণের পর কর্ম আছে অতএব কর্মেরই প্রাধান্য। ব্রাহ্মণম্ আহূয় যচ্ছতি—এখানে সম্প্রদান ও কর্ম

মধ্যে কর্মই হইবে। কারণ তালিকায় কর্ম পরে আছে। পত্ত উদেতি সূর্যঃ—কর্ম ও কর্তার মধ্যে তালিকায় কর্তা পরে থাকায় কর্তাই হইল, কর্ম হইবে না। কারিকাটি এইরূপ ঃ

অপাদান-সম্প্রদান-করণাধার-কর্মণাম্।
কর্তুশ্চান্যোহন্য-সন্দেহে পরমেব প্রবর্ততে ॥

অনুশীলনী

১। বড় অক্ষরে মুদ্রিত পদগুলির সকারণ বিভক্তি নির্ণয় কর :

ময়ি স্থিতে কঃ চন্দ্রগুপ্তম্ অভিভবতি। অভূন্নৃপো দশরথ ইতি। যথা তে রোচতে বৎস। মাহাত্ম্যগর্বনির্ভরা তে ন প্রণমন্তি দেবতাভ্যঃ। উপর্যুপরি লোকং হরিঃ। মাতা পিতুর্গরীয়সী। তৎ কিং মিত্রায় কুপ্যসি। মাসদ্বয়ম্ উবাস সঃ। বাচাল্পয়া মদ্বচনাৎ স রাজা। জন্মনঃ প্রভৃতি স চক্ষুষা কাণঃ। অন্নস্য হেতোর্বসতি স বিপ্রঃ। পরিত্রাণায় সাধূনাম্। শিখয়া পরিব্রাজকো জ্ঞেয়ঃ। ক্রোশেন পঠিতঃ গ্রন্থঃ। ত্বাম্ অন্তরেণ কঃ শক্তঃ প্রতিকর্তুম্। অতিরেকং দিনং যাতি। ধিক্ সাম্প্রতং কুরুপতিম্। অলম্ অতিযন্ত্রণয়া। কো বা সদৃশোঽন্য নন্দ্য বিনা হরিম্। দিবসস্য ত্রিঃ সন্ধ্যাম্ উপাসীত।

২। শুদ্ধ কর:—(i) পুত্রেভ্যঃ গোবিন্দঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রাণাৎ খলু সমধিকঃ। (ii) মৃত্যুং ন বিভ্যন্তি সাধবঃ। (iii) ত্বং বিনা নাস্তি মে বন্ধুর্যো মাং বিপদাৎ রক্ষেৎ। (iv) স শতাৎ পরিক্রীণাতি বালকম্। (v) জলেঽধিশেতে ভগবানঃ। (vi) কস্মিন্ দেশেঽধিবসসি দেব। (viii) বর্ষাসু নদী সবেগেন প্রবহতে।

৩। বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।—অনাদরে চতুর্থী, অধিকরণে কর্ম, কর্মে ষষ্ঠী, করণে কর্ম, কর্তায় ষষ্ঠী, অধিকরণে ষষ্ঠী, হেতৌ তৃতীয়া, কর্মপ্রবচনীয় যোগে দ্বিতীয়া, সম্প্রদানে কর্ম, নির্ধারণে সপ্তমী।

৪। পার্থক্য দেখাও—গ্রামং গচ্ছতি, গ্রামায় গচ্ছতি। বনম্ উপবসতি, বনে উপবসতি। পুষ্পাণি স্পৃহয়তি, পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি। কলহেন অলম্, কলহায় অলম্।

৫। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :—

(ক) দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ঋষির কপিলবর্ণা গাভীও গৃহে ফিরিল। সেই ধেনুর সঙ্গে ছিলেন রাজা দিলীপ এবং পশ্চাতে তাঁহার পত্নী সুদক্ষিণা।

(খ) পাঁচ বছর আগে বারাণসীতে এক সাধু বাস করিতেন। তিনি বড় বড় লোকেদের কাছে নিজেকে লুকাইয়া রাখিতেন, কিন্তু দরিদ্রগণের পাশে তাঁহাকে দেখা যাইত। তিনি বিলাসব্যবহার পছন্দ করিতেন না।

(গ) যারা ভাল লোক তারা সকল লোকের প্রতি দয়া করিয়া থাকে। চাঁদ কখনও কাঙালের ঘর থেকে তার জ্যোৎস্না সরাইয়া লয় না।

॥ ণিজন্ত প্রকরণ ॥ ১৫ ॥

Causative Verbs

১। এ জগতে দেখা যায় কেহ কেহ আপনা হইতেই নিজের ইচ্ছায় কাজ করে। আবার কখনও লোকে অপরের ইচ্ছায় বা অন্যের আদেশ বা অন্যের নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়া কাজ করে। কাহাকেও কোনও কাজে সাক্ষাৎ-ভাবে নিযুক্ত করাকে প্রেরণ বলে, এবং **প্রেরণ অর্থে ধাতুর** উত্তর ণিচ্ হয়। ণিচ্-এর ণ্ ও চ্ ইৎ, ই থাকে। ফলে ধাতুটি ই-কারান্ত হয়। যেমন—গম্+ণিচ্—গমি। পচ্+ণিচ্—পচি। দৃশ্+ণিচ্—দর্শি।

২। ণিজন্ত ধাতু উভয়পদী হয়, ইহা স্বতন্ত্র ধাতু বলিয়া গণ্য হয়।

৩। ণিজন্ত ক্রিয়ায় একজন বস্তুতঃ কাজ করে, আর একজন তাহাকে সেই কাজে প্রবৃত্ত করায়। ফলে দেখা গেল কর্তা দুই জন। **যে অন্যকে প্রবর্তিত করে সে প্রযোজক কর্তা বা হেতুকর্তা।** সূত্র—তৎপ্রযোজকো হেতুশ্চ (১. ৪. ৫৫)। আর যে ব্যক্তি অন্যের প্রেরণায় কাজটিতে প্রবৃত্ত হয়, সে **প্রযোজ্য কর্তা**। মনে কর, মা পুত্রকে অন্ন খাওয়ার কাজে প্রবৃত্ত করাইতেছে, —সেখানে মা প্রযোজক কর্তা এবং পুত্র প্রযোজ্য কর্তা।

ক্রিয়ার অণিজন্ত অবস্থায় কর্তাকে ণিজন্ত অবস্থায় প্রযোজ্য কর্তা বলে।

৪। **প্রযোজ্য কর্তায়** সাধারণতঃ **তৃতীয়া বিভক্তি হয়**। মাতা পুত্রেণ অন্নং খাদয়তি। **কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া**—ব্যাকরণের এই সূত্রবলেই প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া হইয়া থাকে, আর প্রযোজক কর্তায় যে প্রথমা হয়, উহা প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা।

(ক) প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়া।

৫। প্রাপ্ত্যর্থ ধাতু সমেত গমনার্থক, সাধারণ বোধার্থক, ভোজনার্থক এবং শব্দকর্মক ধাতু (শব্দময় বেদাদি গ্রন্থ, শাস্ত্র বা উপদেশ প্রভৃতি ধাতুর কর্ম এমন

ধাতু) ও অকর্মক ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম কারক হয়। সূত্র—'গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসনার্থ-শব্দকর্মাকর্মকাণামণি কর্তা স ণৌ' (১.৪.৫২। গমনার্থক—প্রভুঃ ভৃত্যম্ গ্রামং গময়তি। বোধার্থক—গুরুঃ শিষ্যম্ ধর্মং বোধয়তি। ভোজনার্থক—মাতা বালকম্ অন্নং ভোজয়তি। কিন্তু অদ্ ও খাদ্ ধাতুতে দ্বিতীয়া হইবে না—তৃতীয়াই হইবে।। শব্দকর্মক ধাতু—আচার্যঃ বালকম্ বেদম্ পাঠয়তি। অকর্মক ধাতু—মাতা শিশুম্ শায়য়তি।

ব্যতিক্রম—সূত্র—'নীবহ্যোর্ন'। নী, বহ্ ধাতুতে প্রযোজ্য কর্তা কর্ম হইবে না, তৃতীয়াই হইবে—প্রভুঃ ভৃত্যেন ভারং নায়য়তি বা বাহয়তি। হৃ ও কৃ ধাতুর স্থলে বিকল্পে কর্ম হয়। স ভৃত্যেন (ভৃত্যং বা) কটং কারয়তি। সূত্র—'হৃক্রোরন্যতরস্যাম্' (১. ৪. ৫৩)।

(খ) **ণিজন্ত ধাতুর রূপাদর্শ** (প্রথমপুরুষ একবচনে)

অদ্—আদয়তি, অস্, ভূ—ভাবয়তি, গম্—গময়তি, অধি-ই—অধ্যাপয়তি, ইষ্—এষয়তি, ঋ—অর্পয়তি, কৃ—কারয়তি, ক্রী—ক্রাপয়তি, নম্—নময়তি, গৈ—গাপয়তি, ঘ্রা—ঘ্রাপয়তি, জ্ঞি—জ্ঞাপয়তি, দা—দাপয়তি, দম্—দময়তি, দৃশ্—দর্শয়তি, ধা—ধাপয়তি, নী—নায়য়তি, পা—পায়য়তি, পালয়তি ; পচ্—পাচয়তি, বুধ্—বোধয়তি, ভূ—ভাবয়তি, ভী—ভীষয়তে, ভাপয়তে, ভায়য়তি; ভুজ্—ভোজয়তি, রম্—রময়তি, রুহ্—রোপয়তি, রোহয়তি ; লভ্—লম্ভয়তি, বৃৎ—বর্তয়তি, শম্—শময়তি, শদ্—শাদয়তি শাতয়তি ; শ্রু—শ্রাবয়তি, শী—শায়য়তি, স্থা—স্থাপয়তি, স্মৃ—স্মারয়তি, হন্—ঘাতয়তি, হৃ—হারয়তি, হ্বে—হ্বায়য়তি। সিধ্—সাধয়তি, সেধয়তি।

(গ) **অণিজন্ত ও ণিজন্তের দৃষ্টান্ত**। প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া।

অণিজন্ত (Primitive)	ণিজন্ত (Causative)
রামঃ অযোধ্যাং ত্যজতি।	কৈকেয়ী রামেণ অযোধ্যাং ত্যাজয়তি।
ভার্যা অন্নং পচতি।	গৃহস্থঃ ভার্যয়া অন্নং পাচয়তি।
সচিবঃ ধনং দদাতি।	রাজা সচিবেন ধনং দাপয়তি।

(ঘ) **প্রযোজ্য কর্তায় দ্বিতীয়ার দৃষ্টান্ত**

শিষ্যঃ গ্রামং গচ্ছতি	আচার্যঃ শিষ্যং গ্রামং গময়তি।
ছাত্রঃ পুস্তকং পঠতি	শিক্ষকঃ ছাত্রং পুস্তকং পাঠয়তি।
বৃদ্ধঃ শেতে	ভৃত্যঃ বৃদ্ধং শায়য়তি।

ণিজন্ত ক্রিয়ার বাচ্যপরিবর্তন—বোধার্থক, ভক্ষার্থক, শব্দকর্মক ধাতুর প্রযোজ্য কর্তায় কর্ম হইলে প্রযোজ্য কর্তা বা অন্য কর্ম—কর্মবাচ্যে যে কোন একটাতেই প্রথমা হয়। অবশ্য প্রযোজক কর্তায় তৃতীয়াই হয়। কর্তৃবাচ্যে—গুরুঃ শিষ্যং ধর্মং বোধয়তি। কর্মবাচ্যে—গুরুণা শিষ্যঃ ধর্মং বোধ্যতে (বা শিষ্যং ধর্মঃ বোধ্যতে)। কিন্তু প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া হইলে কর্মবাচ্য উহাতে তৃতীয়াই থাকিবে, কর্মে প্রথমা ও প্রযোজক কর্তাতে তৃতীয়া হইবে। প্রভুঃ ভৃত্যেন বৃক্ষং ছেদয়তি। কর্মবাচ্যে হইবে—প্রভুণা ভৃত্যেন বৃক্ষঃ ছেদ্যতে।

ণিজন্ত ধাতু সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম

৬। ক্রী, অধি+ইঙ্ ও জি ধাতুর ই-কার স্থানে আ-কার হয় এবং তৎপরে পুক্ (প) আগম হয়। যথা ক্রী -ক্রাপয়তি জি—জাপয়তি, অধি+ইঙ্—অধ্যাপয়তি।

৭। ঋ, হ্রী ও আকারান্ত ধাতুর পর ণিচ্ থাকিলে পুক্ (প) আগম হয়। ঋ—অর্পয়তি, হ্রী—হ্রেপয়তি, দা—দাপয়তি।

৮। **বিভেতের্হেতুভয়ে** (৬. ১. ৫৬)—সাক্ষাৎপ্রযোজক কর্তা হইতে ভয় হইলে ভী ধাতুর ঈ-কারস্থানে আ-কার হয়। সর্পঃ ভাপয়তে শিশুম্। নচেৎ ভায়য়তি। সাক্ষাৎ ভয়ের হেতুতেও ষুক্ (ষ্) আগম হয়, সূত্র—'ভীস্ম্যোর্হেতুভয়ে'—সর্পঃ শিশুং ভীষয়তে।

৯। সাক্ষাৎ প্রযোজক কর্তায় স্মি ধাতুর স্থলেও নিত্য আকার হয়। সূত্র—'নিত্যং স্ময়তেঃ' (৬. ১. ৫৭)—বিস্মাপয়তে ঐন্দ্রজালিকঃ।

১০। **মিতাং হ্রস্বঃ** (৬. ৪. ৯২)—ণিচ্ পরে থাকিলে অম্ ভাগান্ত ধাতু হ্রস্ব স্বরান্ত হয়। গম—গময়তি, দম্—দময়তি, শম্—শময়তি। ঘট্, জন্ ধাতুও এইরূপ—ঘটয়তি, জনয়তি।

১১। শদ্ ধাতুর দ্ স্থানে ত হয় গত্যর্থ বাদে। শাতয়তি (ছেদয়তি) পত্রম্। গমনার্থে—স শাদয়তি গাঃ। সূত্র—'শদেরগতৌ তঃ (৭.৩.৪২)।

১২। রক্ষার্থক পা ধাতুর পরে ল হয়। পালয়তি। 'পাতের্লুগ্ বক্তব্যঃ (বার্তিক)।

১৩। মৃগয়া অর্থে রন্জ্ ধাতুর ন লোপ হয়। ব্যাধঃ মৃগান্ রজয়তি (শিকার করে)। তুষ্ট করে অর্থে রঞ্জয়তি। 'রঞ্জের্ণৌ মৃগরমণে নলোপো বক্তব্যঃ (বার্তিক)।

ণিজন্ত ধাতুর অর্থভেদের দৃষ্টান্ত

চল্—চলয়তি (কম্পিত করে) — পবনঃ পত্রং চলয়তি।

চালয়তি (বিকৃত করে)—লোভঃ মতিং চালয়তি।

জ্ঞা—জ্ঞপয়তি (মারে বা তুষ্ট করে) — বীরঃ শত্রুং জ্ঞপয়তি।

জ্ঞাপয়তি (জানায়) — দূতঃ নৃপতিং জ্ঞাপয়তি।

দুষ্—দূষয়তি (খারাপ করে)—বর্ষাকালঃ জলং দূষয়তি।

দোষয়তি (চিত্তবিকার জন্মায়)—ক্রোধঃ চিত্তং দোষয়তি।

সূত্র—'দোষো ণৌ' (৬. ৪. ৯০), বা 'চিত্তবিরাগে' (৬, ৪, ৯১)।

নট্—নটয়তি (নাচায়)—স বানরং নটয়তি।

নাটয়তি (অভিনয় করে)—বালিকা জলসেচনং নাটয়তি।

পা—পায়য়তি (পান করায়, ভ্বাদি পা)—গোপালঃ ধেনুং জলং পায়য়তি।

পালয়তি (পালন করে—অদাদি পা)—নৃপঃ প্রজাঃ পালয়তি।

ভী - ভায়য়তি(অন্য কিছুর দ্বারা ভয় দেখায়) — স দণ্ডেন বালকং ভায়য়তি।

ভাপয়তে বা ভীষয়তে (নিজে ভয় দেখায়)—সর্পঃ তং ভাপয়তে (ভীষয়তে বা)।

রঞ্জ্—রজয়তি (মৃগয়া করে) — রজয়তি মৃগান্ ব্যাধঃ।

রঞ্জয়তি (তৃপ্ত করে)—মুনিঃ মগং তৃণদানেন রঞ্জয়তি।

বি-স্মি—বিস্মায়য়তি (অন্য কিছুর দ্বারা বিস্ময় জন্মায়) — স বিদ্যয়া সর্বং বিস্মায়য়তি।

বিস্মাপয়তে (নিজে বিস্মিত করায়) - ঐন্দ্রজালিকঃ সর্বং বিস্মাপয়তে।

শদ্—শাতয়তি (ছেদন করে)—স কুঠারেণ শাতয়তি তরুম্।

শাদয়তি (গমন করায়)—গোপালঃ ধেনূঃ শাদয়তি।

শম্—শময়তি (শান্ত করে বা শোনে)—অগ্নিঃ শাময়তি জলম্।

শাময়তি (দেখে) — শিশুঃ চন্দ্রস্য শোভাং নিশাময়তি।

সিধ্—সাধয়তি (নির্মাণ করে)—শ্রমেণ স প্রিয়ং সাধয়তি।

সেধয়তি (সিদ্ধ করে—পারলৌকিক বিষয়ে)—তপঃ তাপসং সেধয়তি।

সূত্র—'সিধ্যতেরপারলৌকিকে' (৬. ১. ৪৯)।

অনুশীলনী

১। নিম্নের ধাতুগুলির ণিজন্তে কি রূপ হয় বল ?

কৃ, পা, শ্রু, স্না, দৃশ্‌, লভ্‌, হৃ, হন্‌, শম্‌, বৃৎ, স্থা, রুহ্‌, অধি—ই।

২। এক কথায় পরিণত কর :—গচ্ছন্তম্‌ প্রেরয়তি, তিষ্ঠন্তং প্রেরয়তি, পঠন্তং প্রেরয়ামি, স্মরন্তং প্রেরয়েৎ, পঠন্তং প্রেরয় (যথাযথ পদ ঠিক কর)।

৩। বাক্যে ব্যবহার করিয়া পার্থক্য দেখাও।

(i) ভায়য়তি ভীষয়তে। (ii) চলয়তি চালয়তি। (iii) রজয়তি রঞ্জয়তি। (iv) সেধয়তি সাধয়তি। (v) শাতয়তি, শাদয়তি।

॥ সনন্ত ধাতু ॥ ৯৬ ॥

(Desiderative Verb)

১। আত্মসংক্রান্ত ইচ্ছা বুঝাইলে কর্তা এক হইলে ধাতুর উত্তর সন্‌ প্রত্যয় হয়—ধাতোঃ কর্মণঃ সমানকর্তৃকাদিচ্ছায়াং বা (৩. ১. ৭)—অর্থাৎ ইষ্‌ ধাতুর সহিত সমানকর্তৃক অন্য ধাতুর উত্তর ইচ্ছা করা অর্থে বিকল্পে সন্‌ প্রত্যয় হয়। যেমন—স পঠিতুম্‌ ইচ্ছতি, এই অর্থে পঠ্‌+সন্‌+লট্‌ তি।

২। অচেতন বস্তুর ইচ্ছা থাকে না বটে, কিন্তু সেখানে ইচ্ছার আরোপ করা হয়। যেমন—নদীকূলং পতিতুমিচ্ছতি বা পিপতিষতি।

৩। ইচ্ছা না থাকিলেও আশঙ্কা অর্থেও সন্‌ হয়, আশঙ্কায়াং সন্‌ বক্তব্যঃ (বার্তিক)। বৃদ্ধঃ মুমূর্ষতি (মরণম্‌ আশঙ্কতে)।

৩। ধাতু যে-পদী—পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী বা উভয়পদী, সন্‌ প্রত্যয় যোগে সেই পদীই হয়। সূত্র—পূর্ববৎ সনঃ (১. ৩. ৬২)। যেমন—পঠ্‌-পিপঠিষতি। লভ্‌-লিপ্সতে।

৪। সন্‌ প্রত্যয়যোগে পদ সাধনের কয়েকটি নিয়ম নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) সন্‌ প্রত্যয়ের স্‌ ধাতুর পরে যুক্ত হয়। পঠ্‌+স্‌। সন্‌ পরে থাকিলে ধাতুর পর ইট্‌ (ই) হয়, অবশ্য অনিট্‌ ধাতুতে উহা হয় না। ফলে হইবে—পঠ্‌+ই+স।

(খ) সন্‌ প্রত্যয় হইলে ধাতুর দ্বিত্ব হয়। দ্বিত্বের পূর্বাংশের শেষের বর্ণ লুপ্ত হয়—পঠ্‌, পঠ্‌>পপঠ্‌। দ্বিত্ব হইলে ধাতুর পূর্ব ভাগের অকার স্থানে ইকার হয়। যেমন—পঠ্‌—পপঠ্‌—পি প ঠ্‌+ই+স>পিপঠিষতি, ষত্ববিধি

অনুসারে মূর্ধন্য। দ্বিত্ব হইলে অভ্যস্ত সংজ্ঞার যাবতীয় নিয়ম খাটিবে, যেমন ক বর্গ স্থানে চ বর্গ, হ স্থানে জ, চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ, দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ ইত্যাদি (লিট্-এর দ্বিত্ব প্রসঙ্গ দেখ)। কৃ>চিকীর্ষতি। হৃ>জিহীর্ষতি।

(গ) সন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর উপধা লঘু স্বরের গুণ হয়। যেমন, নৃৎ—নিনর্তিষতি, লিখ্—লিলেখিষতি। কিন্তু রুদ্, বিদ্ ধাতুতে গুণ হয় না। ফলে পদ হয়—রুরুদিষতি, বিবিদিষতি।

(ঘ) সনন্ত ধাতু যে পদই হউক না কেন, মূল ধাতু অনুসারে লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্—এই চারিটির বিভক্তিগুলিতে সাধারণতঃ ভ্বাদিগণীয় ধাতুর মত রূপ হয়। কিন্তু **লিট্** বিভক্তিতে ধাতুর পর আম্ যোগ করিয়া ভূ অস্ বা কৃ ধাতুর লিট্-এর পদ যুক্ত করা হয়। যেমন—গম্ ধাতু লঙ—অজিগমিষৎ। বিধিলিঙ্—জিগমিষেৎ। লিট্—জিগমিষামাস, জিগমিষাম্বভূব বা জিগমিষাঞ্চকার।

৫। **জ্ঞাশ্রুস্মৃদৃশাং সনঃ** (১. ৩. ৫৭)—জ্ঞা, শ্রু, স্মৃ ও দৃশ্ ধাতু সন্ প্রত্যয়যোগে আত্মনেপদী হয়। জিজ্ঞাসতে, শুশ্রূষতে, সুস্মূর্ষতে, দিদৃক্ষতে।

বিশেষ অর্থে সন্

৬। (ক) **গুপ্‌তিজ্‌কিদ্ভ্যঃ সন্** (৩. ১. ৫)—এই তিন ধাতুর পর স্বার্থে অর্থাৎ নিজ নিজ অর্থে নহে (ইচ্ছার্থে নহে) সন্ প্রত্যয়। (খ) 'মান্-বধদান্-শান্‌ভ্যো দীর্ঘশ্চাভ্যাসস্য' (৩. ১. ৬৬)—মান্, বধ্, দান্, শান্ ধাতু-গুলিতে নিত্য স্বার্থে সন্ হয় এবং দ্বিত্বের পূর্বভাগের স্বর দীর্ঘ হয়। (গ) আশঙ্কায় সন্—মুমূর্ষতি।

গুপ্—(নিন্দার্থে)—জুগুপ্সতে। তিজ্ (ক্ষমার্থে)—তিতিক্ষতে।

কিৎ (চিকিৎসার্থে)—চিকিৎসতি। মান্ (বিচারার্থে)—মীমাংসতে।

বধ্ (নিন্দার্থে)—বীভৎসতে। দান্ (কুটিল হয় না অর্থে) দীদাংসতি।

শান্ (তীক্ষ্ণ করা অর্থে) শীশাংসতি। মৃ (আশঙ্কা অর্থে)—মুমূর্ষতি।

দ্রষ্টব্য ঃ স্বার্থে সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর সেই অর্থে ইচ্ছা বুঝাইলে সন্ হয়। অন্যত্র নহে। চিকিৎসিষতি, জুগুপ্সিষতে, মীমাংসিষতে।

৭। সন্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত ধাতুর পর ভাববাচ্যে অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বোঝাইতে স্ত্রীলিঙ্গে অ প্রত্যয় হয়। পা+সন্+অ স্ত্রিয়াং টাপ্>পিপাসা। এইরূপ জিজ্ঞাসা, বুভুক্ষা, বিবক্ষা, লিপ্সা। সূত্র—'অ প্রত্যয়াৎ' (৩.৩.১০২)।

৮। সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর পর উ প্রত্যয় হয়। পাতুমিচ্ছুঃ—এই অর্থে পা+সন্ উ>পিপাসুঃ। এইরূপ জিজ্ঞাসুঃ, শুশ্রূষুঃ ইত্যাদি।

সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর দৃষ্টান্ত

কয়েকটি লট্-তি বা লট্-তে যোগে রূপ

অদ্—জিঘৎসতি	ধা—ধিৎসতি, -তে	মৃ—মুমূর্ষতি
অধি-ই—অধিজিগাংসতে	নী—নিনীষতি, -তে	রভ্—রিপ্সতে
আপ্—ঈপ্সতি	নম্—নিনংসতি	রম্—রিরংসতে
কৃ—চিকীর্ষতি, -তে	নৃৎ—নিনর্তিষতি, নিনৃৎসতি	রুহ্—রুরুক্ষতি
গম্—জিগমিষতি		রুদ্—রুরুদিষতি
গৈ—জিগাসতি	পচ্—পিপক্ষতি	লভ্—লিপ্সতে
গ্রহ্—জিঘৃক্ষতি,-তে	পঠ্—পিপঠিষতি	বচ্—বিবক্ষতি
চি—চিচীষতি,-তে	পত্—পিপতিষতি	বহ্—বিবক্ষতি
ছিদ্—চিচ্ছিৎসতি	পা—পিপাসতি	শী—শিশয়িষতে
জি—জিগীষতি	প্রচ্ছ্—পিপৃচ্ছিষতি	শ্রু—শুশ্রূষতে
বি-জি—বিজিগীষতে	বুধ্—বুভুৎসতি	স্মৃ—সুস্মূর্ষতে
জীব্—জিজীবিষতি	ব্রূ—বিবক্ষতি,-তে	সৃজ্—সিসৃক্ষতি
জ্ঞা—জিজ্ঞাসতে	ভিদ্—বিভিৎসতি	সেব্—সিসেবিষতে
তৃ—তিতীর্ষতি, তিতরিষতি	ভুজ্—বুভুক্ষতি,-তে	স্থা—তিষ্ঠাসতি
	ভূ—বুভূষতি	স্বপ্—সুষুপ্সতি
দা—দিৎসতি,-তে	মা—মিৎসতি	হন্—জিঘাংসতি
দৃশ্—দিদৃক্ষতে	মুচ্—মুমুক্ষতি	হৃ—জিহীর্ষতি,-তে

॥ যঙন্ত ধাতু ॥ ১৭ ॥

(Frequentative)

১। পুনঃ পুনঃ কোন ক্রিয়ার ব্যাপার বা আতিশয্য বুঝাইলে একস্বর বিশিষ্ট এবং ব্যঞ্জনবর্ণ আদিতে আছে এমন ধাতুর পর বিকল্পে যঙ্ হয়। সূত্র—**ধাতোরেকাচো হলাদেঃ ক্রিয়াসমভিহারে যঙ্** (৩. ১. ২২)। ঙ্ ইৎ, য থাকে। যঙন্তধাতু **সবই আত্মনেপদী**। ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী ধাতুর মত। লিট্ বিভক্তিতে আম্ যোগপূর্বক কৃ, ভূ, বা অস্ ধাতুর রূপ যুক্ত হয়। পুনঃ পুনঃ পচতি—পাপচ্যতে। পুনঃ পুনঃ পঠতি—পাপঠ্যতে।

২। ঋ (যাওয়া), অশ্ (খাওয়া), অট্ (যাওয়া)—এই কয়টি ধাতুর আদিতে স্বরবর্ণ থাকিলেও যঙ্ হয়। যেমন—ঋ—অরার্যতে, অশ্—অশাশ্যতে অট্—অটাট্যতে।

৩। নিত্যং কৌটিল্যে গতৌ (৩.১.২৩)—গমনার্থক ধাতুতে বক্রগতি বুঝাইলে যঙ্ হয়। যেমন (নদী) বক্রং গচ্ছতি—জঙ্গম্যতে। কুটিলং ব্রজতি—বাব্রজ্যতে। বক্রং ক্রামতি—চঙ্ক্রম্যতে।

৫। নিন্দিত বা গর্হিত ভাবে কোন কাজের অনুষ্ঠান বুঝাইলে লুপ্, সদ্, চর্, জপ্, জভ, দন্শ্, দহ্ ধাতুর উত্তর যঙ্ হয়। গর্হিতং চরতি—চঞ্চূর্যতে, গর্হিতং দহতি—দন্দহ্যতে। গর্হিতং দশতি—দন্দশ্যতে।

যঙন্ত ধাতুপদের দৃষ্টান্ত

অট্—অটাট্যতে	তপ্—তাতপ্যতে	বদ্—বাবদ্যতে
অশ্—অশাশ্যতে	দা—দেদীয়তে	বস্—বাবস্যতে
কুপ্—চোকুপ্যতে	দীপ্—দেদীপ্যতে	বৃৎ—বরীবৃত্যতে
কৃ—চেক্রীয়তে	দৃশ্—দরীদৃশ্যতে	শাস্—শাশাস্যতে
কৃষ্—চরীকৃষ্যতে	ধা—দেধীয়তে	শী—শাশয্যতে
ক্রন্দ্—চাক্রন্দ্যতে	নম্—নংম্যতে	শ্রু—শোশ্রূয়তে
ক্রম্—চঙ্ক্রম্যতে	নী—নেনীয়তে	সিচ্—সেসিচ্যতে
গম্—জঙ্গম্যতে	নৃৎ—নরীনৃত্যতে	স্তু—তোষ্টূয়তে
গৈ—জেগীয়তে	পচ্—পাপচ্যতে	স্থা—তেষ্ঠীয়তে
গ্রহ্—জরীগৃহ্যতে	পত্—পনীপত্যতে	স্বপ্—সোষুপ্যতে
ঘ্রা—জেঘ্রীয়তে	প্রচ্ছ্—পরীপৃচ্ছ্যতে	হন্—জঙ্ঘন্যতে (গত্যর্থে)
চর্—চঞ্চূর্যতে	ব্রজ্—বাব্রজ্যতে	জেঘ্নীয়তে (হিংসার্থে)
চল্—চঞ্চল্যতে	ভুজ্—বোভুজ্যতে	হস্—জাহস্যতে
চি—চেচীয়তে	ভূ—বোভূয়তে	হা—জেহীয়তে
জি—জেজীয়তে	রুদ্—রোরুদ্যতে	হৃ—জেহ্রীয়তে
জ্বল—জাজ্বল্যতে	লিখ্—লেলিখ্যতে	হ্বে—জোহূয়তে

নামধাতু ॥ ১৮ ॥

(Nominal Verb)

১। নাম বলিতে ধাতু ভিন্ন শব্দ বোঝায়। শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রত্যয় যোগ করিয়া উহাকে ধাতুসংজ্ঞায় পরিণত করা হয়। উহাদিগকে নামধাতু বলে। সনন্ত ও যঙন্তের মত নামধাতুও পৃথক্ একপ্রকার ধাতু—সনাদ্যন্তা ধাতবঃ (৩. ১. ৩২)।

নামধাতু করিতে গেলে নিম্নের নিয়ম অনুসারে কাম্যচ্, ক্যচ্, ক্যঙ্, ণিচ্ এবং ক্বিপ্ এই পাঁচটি প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হয়।

২। কাম্যচ্—আত্মসংক্রান্ত ইচ্ছা বুঝাইলে ইষ্ ধাতুর কর্মকারকের পর কাম্যচ্ প্রত্যয় হয়। কাম্যচ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতু পরস্মৈপদী। আত্মনঃ পুত্রম্ ইচ্ছতি—পুত্রকাম্যতি। আত্মনঃ ধনম্ ইচ্ছতি—ধনকাম্যতি। আত্মনঃ মুক্তিম্ ইচ্ছতি—মুক্তিকাম্যতি। এইরূপ যশস্কাম্যতি, মিত্রকাম্যতি।

আত্মসংক্রান্ত ইচ্ছা না হইলে এইরূপ হয় না। অতএব পুত্রস্য ধনম্ ইচ্ছতি—এইরূপ স্থলে কাম্যচ্ প্রত্যয় হইবে না। কাম্যচ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর রূপ ভ্বাদিগণের মত। পুত্রকাম্যতি, পুত্রকাম্যতু লঙ্—অপুত্রকাম্যৎ ইত্যাদি।

৩। (ক) ক্যচ্—আত্মসংক্রান্ত ইচ্ছা বুঝাইলে কর্মকারকের পদের উত্তর ক্যচ্ হয়, য থাকে। ক্যচ্ প্রত্যয়ান্ত নামধাতু ভ্বাদি পরস্মৈপদীর মত। সূত্র—সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। শব্দের অ আ স্থানে দীর্ঘ ঈ হয়। হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ হয়। হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ হয় এবং ঋ রী হয়। আত্মনঃ পুত্রম্ ইচ্ছতি—পুত্রীয়তি। আত্মনঃ ধনম্ ইচ্ছতি—ধনীয়তি। আত্মনঃ মুক্তিম্ ইচ্ছতি—মুক্তীয়তি। আত্মনঃ পতিম্ ইচ্ছতি—পতীয়তি। আত্মনঃ পিতরম্ ইচ্ছতি—পিত্রীয়তি। আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি—পুত্রীয়তি।

(খ) ক্যচ্—আচরণ অর্থে কর্মবাচক উপমান শব্দের উত্তর ক্যচ্ হয়। সূত্র—উপমানাদাচারে (৩. ১. ১০) (প্রভুঃ পুত্রং) শিষ্যমিব আচরতি—শিষ্যীয়তি। পুত্রমিব আচরতি—পুত্রীয়তি। সখায়মিব আচরতি সখীয়তি রিপুমিব আচরিত—রিপূয়তি। পিতরমিব আচরতি—পিত্রীয়তি।

(গ) ক্যচ্—আচরণ অর্থে অধিকরণবাচক উপমানেও বিকল্পে ক্যচ্ হয়—রাজনি ইব আচরতি—রাজন্যতি গুরৌ। প্রাসাদে ইব আচরতি—প্রাসাদীয়তি। চক্রিণি ইব আচরতি—চক্রিণ্যতি শঙ্করে।

৪। ক্যঙ্—আচরণ অর্থে কর্তৃবাচক উপমান শব্দের উত্তর ক্যঙ্ প্রত্যয় হয়। য থাকে। সূত্র কর্তুঃ ক্যঙ্ সলোপশ্চ (৩. ১. ১১)। ক্যঙ্ প্রত্যয়ান্ত নামধাতু আত্মনেপদী, হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়, ঋ স্থানে রী হয়। শব্দের শেষের ন্ ও স্ লোপ পায়। পুত্র ইব আচরতি—পুত্রায়তে। শিষ্য ইব আচরতি—শিষ্যায়তে। সখা ইব আচরতি—সখীয়তে। শিশুঃ ইব আচরতি শিশূয়তে। পিতা ইব আচরতি—পিত্রীয়তে (ঋ স্থানে রী)। রাজা ইব আচরতি—রাজায়তে। ত্বমিব আচরতি—ত্বদ্যতে। এইরূপ মদ্যতে, যুষ্মদ্যতে। অপ্সরা ইব আচরতি—অপ্সরায়তে। উপমান শব্দে স্ত্রীপ্রত্যয় থাকিলে মূল শব্দেই প্রত্যয় যুক্ত হয়। কুমারী ইব আচরতি—কুমারায়তে। যুবতিঃ ইব আচরতি—যূনায়তে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ওজস্ ও অপ্সরস্ শব্দে যথাক্রমে ওজায়তে ও অপ্সরায়তে হয়। কিন্তু অন্যত্র সকারান্ত শব্দের স-এর বিকল্পে লোপ—পয়ঃ ইব আচরতি—পয়ায়তে, পয়স্যতে। এইরূপে যশায়তে যশস্যতে। বিদ্বান্ ইব আচরতি—বিদ্বায়তে বিদ্বস্যতে।

সপত্নী (শত্রু) ইব আচরতি—সপত্নায়তে সপত্নী (সমানপতিকা) ইব আচরতি (সপতীয়তে)।

৫। ক্যঙ্ প্রত্যয় স্থানে বিকল্পে ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়। ক্বিপ্ প্রত্যয় হইলে শপ্ হয়। কৃষ্ণ ইব আচরতি—কৃষ্ণতি। অশ্ব ইব আচরতি—অশ্বতি। হরিঃ ইব আচরতি—হরয়তি। বিষ্ণুঃ ইব আচরতি—বিষ্ণবতি। পিতা ইব আচরতি—পিতরতি। কবিরিব আচরতি—কবয়তি।

৬। চ্বি প্রত্যয় শূন্য ভৃশ, শীঘ্র, মন্দ, পণ্ডিত, উন্মনস্, দুর্মনস্, ওজস্ প্রভৃতি শব্দের পর অভূততদ্ভাব অর্থে বিকল্পে ক্যঙ হয়। শব্দের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ হয়—অমন্দঃ মন্দঃভবতি—মন্দায়তে। পণ্ডিতায়তে, দুর্মনায়তে, সুমনায়তে

৭। তৎকরোতি তদাচষ্টে (বার্ত্তিক)—তাহা করে—এইরূপ অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর ণিচ্ যোগে নামধাতু করা হয়। মিশ্রং করোতি—মিশ্রয়তি। মুণ্ডং করোতি—মুণ্ডয়তি।

বিশেষ বিশেষ অর্থে

ক্যঙ্	ক্যচ্
কষ্টায় ক্রমতে—কষ্টায়তে	ফেনম্ উদ্বমতি—ফেনায়তে
রোমন্থনং চরতি—রোমন্থায়তে	নমঃ করোতি—নমস্যতি

সুখম্ অনুভবতি—সুখায়তে
দুঃখম্ অনুভবতি—দুঃখায়তে
বৈরং করোতি—বৈরায়তে
সুদিনং করোতি—সুদিনায়তে
সত্যং করোতি—সত্যাপয়তি
শব্দং করোতি—শব্দায়তে
কলহং করোতি—কলহায়তে

তপঃ করোতি—তপস্যতি
বরিবঃ করোতি—বরিবস্যতি (সেবতে)
ক্ষীরম্ ইচ্ছতি—ক্ষীরস্যতি (লালসায়াম্)
লবণম্ ইচ্ছতি—লবণস্যতি („)
লবণং করোতি—লবণয়তি
দধি অত্যর্থম্ ইচ্ছতি—দধিস্যতি, দধ্যস্যতে
মধু অত্যর্থম্ ইচ্ছতি—মধুস্যতি, মধ্বস্যতি

ণিচ্

পাশং বিমুঞ্চতি—বিপাশয়তি
রূপং পশ্যতি—রূপয়তি
শ্লোকৈঃ উপস্তৌতি—উপশ্লোকয়তি
অন্তিকং করোতি—নেদয়তি
স্থূলং করোতি—স্থবয়তি

ণিচ্

দীর্ঘং করোতি—দ্রাঘয়তি
বহুলং করোতি—বংহয়তি
স্রগ্বিণম্ আচষ্টে—স্রজয়তি
দূরং করোতি—দবয়তি
বাঢ়ং করোতি—সাধয়তি

নামধাতুর পদযুগলের অর্থভেদ

পুত্রীয়তি (পুত্রমিব আচরতি)—গুরুঃ শিষ্যং পুত্রীয়তি।
পুত্রায়তে (পুত্র ইব আচরতি)—শিষ্যঃ গুরৌ পুত্রায়তে।
পিত্রীয়তি (পিতরমিব আচরতি)—শিষ্যঃ গুরুং পিত্রীয়তি।
পিত্রীয়তে (পিতা ইব আচরতি)—গুরুঃ শিষ্যে পিত্রীয়তে।
রাজীয়তি (রাজানম্ ইব আচরতি)—ভৃত্যঃ প্রভুং রাজীয়তি।
রাজায়তে (রাজা ইব আচরতি)—ভৃত্যো রাজায়তে প্রভুঃ।
রাজন্যতি (রাজনি ইব আচরতি)—গুরৌ রাজন্যতি শিষ্যঃ।
ধনীয়তি (দাতুং ধনমিচ্ছতি)—সঃ ধনীয়তি বিতরিতুম্।
ধনায়তি (অতিলোভাৎ ধনমিচ্ছতি)—অর্থবান্ অপি ধনায়তি।
অশনীয়তি (অশনং দাতুমিচ্ছতি) স দানায় অশনীয়তি।
অশনায়তি (অশনং ভোক্তুমিচ্ছতি)—বুভুক্ষুঃ অশনায়তি।
উদকীয়তি (উদকং লব্ধুমিচ্ছতি) সঃ স্নানায় উদকীয়তি।
উদন্যতি (উদকং পাতুমিচ্ছতি)—অয়ং পিপাসুঃ উদন্যতি।
ক্ষীরস্যতি (ক্ষীরমিচ্ছতি লালসায়াম্)—অয়ং বালঃ ক্ষীরস্যতি।
ক্ষীরীয়তি (ক্ষীরমিচ্ছতি মঙ্গলার্থম্)—পুরোহিতঃ পূজার্থং ক্ষীরীয়তি।

অনুশীলনী

১। এক কথায় বল (Substitute single words for) :—

জ্ঞাতুমিচ্ছতি। পুনঃ পুনঃ করোতি। রাজা ইহ আচরতি। আত্মনঃ ধনম্ ইচ্ছতি। ভৃশং পচন্তি। অন্তিকং করোতি। পিতা ইব আচরতি। বাষ্পমুদ্বমতি। পুনঃ পুনঃ গৃহ্লাতি। তপঃ করোতি। দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি। গর্হিতং দশতি। লব্ধুমিচ্ছন্তি। শিশুরিব আচরতি। বিজেতুমিচ্ছতি। অমন্দঃ মন্দঃ ভবতি। বিদ্বান্ ইব আচরতি। জেতুমিচ্ছুঃ। আপ্তুমিচ্ছতি। হন্তুমিচ্ছন্তি। পুনঃ পুনঃ নৃত্যন্তি। অত্যর্থং দধি ইচ্ছতি। পুত্রমিব আচরতি। শব্দং কুর্বন্তি। নমঃ করোমি। পাশং বিমুঞ্চতি। লালসায়াম্ ক্ষীরম্ ইচ্ছতি। পাতুমিচ্ছসি। যম্ ইব আচরতি। গর্হিতং দহতি। কুটিলং গচ্ছতি। অপ্সরা ইব আচরতি। পুনঃ পুনঃ রোদিতি।

২। বাক্যপ্রয়োগে পার্থক্য দেখাও (Distinguish between the two and illustrate by sentences) :—পুত্রীয়তি পুত্রায়তে। অশনীয়তি অশনায়তে। রাজায়তে রাজীয়তি। সুখীয়তি সুখায়তে। জুগুপ্সতে জুগুপ্সিষতে। ধনীয়তি, ধনায়তি। মাত্রীয়তি, মাত্রীয়তে।

৩। সনন্ত, যঙন্ত বা নামধাতু প্রয়োগে সংস্কৃতে অনুবাদ কর।

(ক) নদীটি আঁকা বাঁকা হইয়া চলিয়াছে। নদীর কূল পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছে। তটদেশে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে এক ব্রাহ্মণ তপস্যা করিতেছেন। তিনি মুনির মত আচরণ করিতেছেন। নিজের জন্য তিনি ধন চাহেন না। সকলকেই পুত্রের মত দেখিতেছেন। তিনি শুধু ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি ইচ্ছা করেন।

(খ) He who desires to get wealth may get it much, but he will not get God, He who alone desires to free himself from the bondage of the world will certainly get Him,

(গ) Wishing to punish the cruel man the king desired to see his porter. He sent for the man and wished to know whether he was ready to carry out his order, He asked him again and again. He is like a friend to all his attendants.

———

। স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণ ।

। ২০ ।

১। বিভিন্ন প্রত্যয়যোগে পুংলিঙ্গ শব্দ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করা যায়। পাণিনি ব্যাকরণে টাপ্, ঙীপ্, ঙীষ্, ঙীন্, উঙ্ প্রভৃতি এই রকম কয়েকটি স্ত্রীপ্রত্যয়ের উল্লেখ আছে। টাপ্ প্রত্যয়ের আ এবং ঙীপ্ ইত্যাদির ঈ থাকে। কোকিল+টাপ্=কোকিলা। অজ+টাপ্=অজা। পতি+ঙীপ্=পত্নী।

২। অকারান্ত শব্দের পর প্রায়ই টাপ্ (আ) হয়। যেমন, কৃশ—কৃশা, দীন—দীনা, চতুর—চতুরা, প্রথম—প্রথমা ইত্যাদি।

৩। 'প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ' (৭.৩,৪৪)—অক-ভাগান্ত শব্দের পরে স্ত্রীলিঙ্গে আ-যোগে ককারের পূর্ববর্তী অকার হ্রস্ব ইকার হয়। নায়ক—নায়িকা, গায়ক—গায়িকা, পাচক—পাচিকা। কিন্তু ক্ষিপক প্রভৃতিতে পূর্বের অ ইকার হয় না। ক্ষিপকা, উপত্যকা, কন্যকা, বহুপরিব্রাজকা (নগরী)।

৪। গৌর প্রভৃতি অকারান্ত শব্দের 'টি' অংশ অর্থাৎ শেষের অকার স্থানে ঙীষ্ (ঈ) হয়। কুমারী, গৌরী, মৎসী, বরাকী, নর্তকী, শুনী।

৫। জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ ঈ হয়। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী, ব্যাঘ্র—ব্যাঘ্রী, ছাগ—ছাগী।

৬। বোতো গুণবচনাৎ (৪.১.৪৪)—উকারান্ত গুণবাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয় বিকল্পে। পটু—পট্বী, পটু। গুরু—গুর্বী, গুরু।

৭। ঋকারান্ত শব্দের পর দীর্ঘ ঈ যুক্ত হয়। কর্তৃ—কর্ত্রী, দাতৃ—দাত্রী।

৮। অজ প্রভৃতি শব্দে টাপ্ হয়। সূত্র—'অজাদ্যতষ্টাপ্' (৪,১,৪)। অজ—অজা, কোকিল—কোকিলা, অশ্ব—অশ্বা, বৎস—বৎসা, চটক—চটকা।

৯। ইন্ ভাগান্ত শব্দের পর, মতুপ্ বা ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ ঈ যুক্ত হয়। ধনিন্—ধনিনী, গুণিন্—গুণিনী, ধনবৎ—ধনবতী, গুণবৎ—গুণবতী, গতবৎ—গতবতী, কৃতবৎ—কৃতবতী।

১০। পুংযোগাদাখ্যায়াম্ (৪.১.৪৮)—কাহারও স্ত্রী বুঝাইতে পুরুষবাচক শব্দে ঙীষ্ হয়—শূদ্রী, গোপী, ক্ষত্রিয়ী।

১১। 'টিড্ঢাণঞ্ দ্বয়সজ্ দঘ্নঞ্ মাত্রচ্ তয়প্ ঠক্ ঠঞ্ কঞ্ ক্বরপঃ' (৪.১১.৫)—ট্ ইৎ প্রত্যয়, ঢ ইৎ প্রত্যয় এবং অণ্, অঞ্ ইত্যাদির প্রত্যয়ান্ত শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। অর্থকরী, তাম্রুনী, আত্রেয়ী, গাঙ্গেয়ী, তাপসী, ত্রয়ী।

কয়েকটি স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দ :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অজ	অজা	সুন্দর	সুন্দরী
অশ্ব	অশ্বা	গচ্ছৎ	গচ্ছন্তী
কোকিল	কোকিলা	স্পৃশৎ	স্পৃশন্তী, স্পৃশতী
চটক	চটকা	যাৎ (যা+শতৃ)	যান্তী, যাতী
মন্দ	মন্দা	দধৎ (ধা+শতৃ)	দধতী
নৃ বা নর	নারী	শ্বশুর	শ্বশ্রূ
শূদ্র	শূদ্রা (শূদ্রজাতীয়স্ত্রীলোক)	তির্যচ্	তিরশ্চী, তির্যঞ্চী
	শূদ্রী (শূদ্রের স্ত্রী)	প্রাচ্	প্রাচী
কুন্দি	কুন্দিদায়ী	প্রত্যচ্	প্রতীচী
মহাশূদ্র	মহাশূদ্রী	উদচ্	উদীচী, উদঞ্চী
বৃষাকপি	বৃষাকপায়ী	মাতামহ	মাতামহী
প্রিয়	প্রিয়া	নর্ত্তক	নর্ত্তকী
বালক	বালিকা	গৌর	গৌরী
পাচক	পাচিকা	হয়	হয়ী
তারক	তারিকা (ত্রাণকর্ত্রী)	কর্তৃ	কর্ত্রী
	তারকা (নক্ষত্র)	অগ্নি	অগ্নায়ী
সেবক	সেবিকা (সেবাকারিণী)	মৎস্য	মৎসী
	সেবকা (সেবা)	মনুষ্য	মনুষী
বক্ষ্যমাণ	বক্ষ্যমাণা	যুবন্	যুবতি
বর্ত্তমান	বর্ত্তমানা		যূনী
বৈশ্য	বৈশ্যা	যুবৎ (যু+শতৃ)	যুবতী
মহারাজ	মহারাজী, মহারাজ্ঞী	ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী
মনু	মনায়ী, মনাবী, মনু	ভব	ভবানী
হরিত	হরিতা, হরিণী	মাতুল	মাতুলী, মাতুলানী
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া,	রাজন্	রাজ্ঞী
	ক্ষত্রিয়ী, ক্ষত্রিয়াণী	শোণ	শোণা, শোণী

স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষ অর্থ

হিম—হিমানী (মহৎ হিমম্)। অরণ্যানী (মহৎ অরণ্যম্)।

উপাধ্যায়—উপাধ্যায়া (স্বয়ম্ অধ্যাপিকা যা সা উপাধ্যায়া।)

উপাধ্যায়ী (স্বয়ম্ অধ্যাপিকা অথবা অধ্যাপকের পত্নী)।

উপাধ্যায়ানী (উপাধ্যায়ের পত্নী)। ইয়ম্ উপাধ্যায়ানী উপাধ্যায়েন সহ ধর্মং চরতি।

সূর্য—সূরী (সূর্যের মানবী স্ত্রী)—সূরী কুন্তী কর্ণস্য জননী।

সূর্যা—সূর্যস্য দেবতা স্ত্রী সূর্যা।

আচার্য—আচার্যা (স্বয়ম্ অধ্যাপিকা)—আচার্যা ব্যাকরণম্ অধ্যাপয়তি।

আচার্যানী (আচার্যপত্নী)—আচার্যানী আচার্যেণ সহ ধর্মং চরতি।

যব—যবানী (দুষ্টঃ যবঃ)।

যবন—যবনী (যবনের স্ত্রী, যবনজাতীয় স্ত্রীলোক)। যবনী ময়া দৃষ্টা।

যবনানী—যবনানাং লিপিঃ। যবনানী ময়া পঠিতা।

স্থল—স্থলী (অকৃত্রিম ভূমি)—এষা রম্যা বনস্থলী। স্থলা—(কৃত্রিম ভূমি) ইয়ম্ ক্রীড়াস্থলা।

নাগ-নাগী (স্থূলা), নাগা (দীর্ঘা)।

নীল—নীলী (নীলবর্ণের গাভী) নীলী গৌঃ। নীলা মেঘমালা নভসি বিভাতে।

সুদন্ত—সুদন্তা, সুদন্তী (সুন্দর দাঁত বিশিষ্টা), বৃদ্ধা সুদন্তী। সুদতী (সুন্দর দাঁত বিশিষ্টা বলিয়া বয়সের পরিচয় পাওয়া যায়) (বয়সি দন্তস্য দৎ) —ইয়ং সুদতী যুবতিঃ।

(৪) কয়েকটি বিশেষ স্থল লক্ষ্য কর :—

সুকেশ—সুকেশা, সুকেশী। অকেশ—অকেশা। পারদৃশ্বন্—পারদৃশ্বরী।

বিদ্বস্—বিদুষী। পঙ্গু—পঙ্গূ। চন্দ্রমুখ—চন্দ্রমুখা, চন্দ্রমুখী।

বাক্যপ্রয়োগে অর্থভেদের দৃষ্টান্ত

শূদ্র { শূদ্রা (শূদ্রজাতীয় স্ত্রী)—শূদ্রা ব্রাহ্মণস্য ন বিবাহ্যা।
শূদ্রী (শূদ্রের স্ত্রী)—শূদ্রস্য স্ত্রী শূদ্রী ইতি কথ্যতে।

ক্ষত্রিয় { ক্ষত্রিয়া (ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রী)—ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণস্য ন বিবাহ্যা।
ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী)—ক্ষত্রিয়ী যুদ্ধে পতিম্ অনুসরতি।

মহারাজ { মহারাজী (মহারাজের স্ত্রী)—দিলীপ-পত্নী সুদক্ষিণা মহারাজী।
মহারাজ্ঞী (মহতী রাজ্ঞী)—ভিক্টোরিয়া মহারাজ্ঞী আসীৎ।

পাণিগৃহীত { পাণিগৃহীতা (হস্তে ধৃতা)—বালকেন বৃদ্ধা পাণিগৃহীতা।
পাণিগৃহীতী (ভার্যা অর্থ)—সীতা রামস্ত পাণিগৃহীতী।

পতিবৎ { পতিবত্নী (জীবদ্ভর্তৃকা স্ত্রী)—নির্বাসিতা সীতা পতিবত্নী আসীৎ।
পতিমতী(যাহার প্রভু আছে এমন স্ত্রীলিঙ্গের পদ)পতিমতী পৃথ্বী।

পতি { পত্নী ('পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে'—বিবাহবশতঃ পতির যজ্ঞের ফলে অধিকারিণী স্ত্রী)—বশিষ্ঠস্য পত্নী অরুন্ধতী।
পতিঃ (অধিকারিণী অর্থে)—গ্রামস্ত পতিরিয়ম্।

অবশ্য সভাপতি স্থলে বিকল্পে সভাপতিঃ, সভাপত্নী।

কিঙ্কর { কিঙ্করা (স্ত্রী ভৃত্য)—কিঙ্করা প্রভুং সেবতে।
কিঙ্করী (ভৃত্যের স্ত্রী)—কিঙ্করস্য স্ত্রী কিঙ্করী উচ্যতে।

কবর { কবরা (বিচিত্রা)—তস্যাঃ কবরা কাঞ্চীমালা।
কবরী (বাঁধা চুল, কেশপাশ) তস্যাঃ কবরী পুষ্পশোভিতা।

ত্রিফল { ত্রিফলা (দ্বিগুসমাসে, তিনফলের সমাহার)—ত্রিফলা বৈদ্যাভিমতা।
ত্রিফলী (বহুব্রীহি, তিন ফল আছে যাহাতে)—ত্রিফলী সংহতিঃ।

ত্রিহায়ন { ত্রিহায়ণী (মূর্ধন্য ণ, তিনবছরের বালিকা) ত্রিহায়ণী বালিকা।
ত্রিহায়না (দন্ত্য ন, তিনবছরের বস্তু) ত্রিহায়না শালা (ঘর)।

দ্রষ্টব্য : অন্যান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত ইহার পূর্বেই বলা হইয়াছে। যেমন—স্থূরী, স্থলা স্থদন্তী ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন কর :—যুবা, রাজা, উদচ্, পারদৃশ্বা, কুসিদ, মনু, মৎস্য, বিদ্বান্, অগ্নি, অরণ্য, ইন্দ্র, যব, শ্বশুর, নব, সূর্য, পতি, মহারাজ।

২। পার্থক্য বল এবং দৃষ্টান্তসূচক বাক্য লিখ :—স্থলা, স্থলী (H.S. 1978); যবনী, যবনানী ; কবরা, কবরী : পাণিগৃহীতা, পাণিগৃহীতী ; শূদ্রা, শূদ্রী ; আচার্যা, আচার্যানী ; ত্রিহায়ণী ত্রিহায়না (H.S. 1978) ; নীলা, নীলী।

॥ বাচ্যপ্রকরণ ॥

॥ ২১ ॥

১। ভাষায় অর্থবহ পদগুলিকে বাক্যে পরিণত করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করা হয়। প্রকাশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভঙ্গী বা রীতিনীতি আছে। উহারই প্রতিপাদ্য বাচ্য। বাচ্য শব্দের অর্থ হইল বক্তব্য বিষয়। বাচ্য তিন প্রকার : কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য। কর্ম-কর্তৃবাচ্য নামেও এক প্রকার বাচ্য আছে।

কর্তৃবাচ্য (Active voice)

২। বাক্যে যে রীতিতে তিঙন্ত ক্রিয়ার প্রয়োগে **কর্তার কথাই প্রধানভাবে বলা হয়, উহা কর্তৃবাচ্য।** এই জন্যই বলা হয়, কর্তা বাচ্য বা অভিধেয়। 'বালকঃ গচ্ছতি' বলিলে যে যাইতেছে, সে যে একজন, এবং আমি তুমি ছাড়া সে যে অন্য কেহ প্রথমপুরুষ-ভুক্ত, তাহা বোঝা যায়। কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তার পুরুষ ও বচনের মিল রাখিতে হয়। সেখানে কর্তৃকারকে অভিধেয়ার্থে বা প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা এবং সকর্মক ধাতু হইলে কর্মে দ্বিতীয়া হয়। নিম্নের নিয়মটি মনে রাখা ভাল :—

কর্তৃবাচ্যপ্রয়োগে তু প্রথমা কর্তৃকারকে।
দ্বিতীয়ান্তং ভবেৎ কর্ম কর্ত্রধীনং ক্রিয়াপদম্॥

যেমন—মাতা চন্দ্রং পশ্যতি। বালকৌ চন্দ্রং পশ্যতঃ। তে চন্দ্রং পশ্যন্তি। ত্বং চন্দ্রং পশ্যসি। অহং চন্দ্রং পশ্যামি। বয়ং চন্দ্রং পশ্যামঃ।

৩। পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী ধাতুর সেই সেই রূপেই ব্যবহার হয়।

৪। **কর্তৃবাচ্যে** অতীতকাল-অর্থে **ক্তবতু** এবং **অকর্মক ধাতুতে ক্ত** প্রত্যয়েরও ব্যবহার করা হয়। ঐ **প্রত্যয়যুক্ত** পদ কর্তৃবাচ্যে **কর্তার বিশেষণ** এবং কর্তা অনুসারেই লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন হয়। আচার্যঃ গতবান্। অশ্বৌ ধাবিতবন্তৌ। মাতা গতবতী। মিত্রম্ গতবৎ। পিতা মৃতঃ। কন্যা জাতা।

কর্মবাচ্য (Passive voice)

৫। যে বাক্যের কর্মের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকে, কর্মের কথাই প্রধান বক্তব্য বিষয় হয়, তাহাকে **কর্মবাচ্য** বলে। বালক কর্তৃক চাঁদ দেখা হইতেছে —এই বাক্যে দেখা ক্রিয়ার কর্ম চাঁদ। তাহার সম্বন্ধেই প্রধানভাবে বলা হইতেছে। দেখিতেছে যে কর্তা, এখানে তাহা প্রধানভাবে বক্তব্য বিষয় নহে। কর্তা উক্ত নয়। উহা অনুক্ত। ব্যাকরণের মতে অনুক্ত **কর্তায় তৃতীয়া** হইবে। কিন্তু **কর্ম** প্রধানভাবে **উক্ত হওয়ায় উক্তকর্মে প্রাতিপদিকার্থে** প্রথমা হইবে। ফলে সংস্কৃত বাক্যটি হইবে- বালকেন চন্দ্রঃ দৃশ্যতে। এইরূপ দুগ্ধং শিশুনা পীয়তে। মাতা পুত্রেণ সেব্যতে।

নিম্নের নিয়ম মনে রাখিবে—

কর্মবাচ্যপ্রয়োগে তু তৃতীয়া কর্তৃকারকে।
প্রথমান্তং ভবেৎ কর্ম কর্মাধীনং ক্রিয়াপদম্।

৬। কর্মবাচ্যে সকল ধাতুই আত্মনেপদী হয়। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্—এই চারি বিভক্তিতে ধাতুর পর বিভক্তির পূর্বে য আগম হয়। যেমন—দৃশ্—দৃশ্+য+তে<দৃশ্যতে। গম্—গম্+য+তে=গম্যতে। জ্ঞা—জ্ঞা+য+তে=জ্ঞায়তে। সূত্র—সার্বধাতুকে যক্ (৪.১.৬৭)।

মনে রাখিবে ধাতু সকর্মক হইলে কর্মবাচ্যে প্রয়োগ করা চলে, নচেৎ নয়।

ভাববাচ্য (Verbal Voice)

৭। যে বাক্যে **ক্রিয়াগত ভাব** অর্থাৎ ক্রিয়ার ঘটনার কথাই প্রধান বক্তব্য বিষয়, তাহাকে **ভাববাচ্য** বলে। কর্তা সেখানে প্রধান বক্তব্য নয় বলিয়া অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া। কর্ম তো থাকেই না। কেবল **ক্রিয়া নিত্য প্রথম পুরুষ একবচনে** ব্যবহৃত হয়। তবে লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে ধাতুতে যফলা যোগ হয় এবং ধাতু আত্মনেপদী হয়। কেবল অকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রেই ভাববাচ্য হয়। তেন নৃত্যতে। বালকৈঃ হস্যতে। ময়া স্থীয়তে। শিশুনা শয্যতে। ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় স্থানে ক্লীবলিঙ্গে একবচন হয়। যেমন—তেন মৃতম্, বালকৈঃ হসিতম্।

৮। অকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রেই ভাববাচ্য হইতে পারে। নিম্নের অর্থগুলির বোধক ধাতুগুলি অকর্মক।

> সত্তালজ্জাস্থিতি-জাগরণং বৃদ্ধি-ক্ষয়ভয়-জীবনমরণম্
> নর্তননিদ্রা-রোদনবাসাঃ স্পর্ধাকম্পনমোদনহাসাঃ।
> শয়নক্রীড়া-রুচিদীপ্ত্যর্থা ধাতব এতে কর্মণি নোক্তাঃ॥

যথা—স ভবতি। তে তিষ্ঠন্তি। বৃদ্ধো ম্রিয়তে ইত্যাদি। বালকঃ শেতে। এইগুলি অকর্মক। ইহাদের সমার্থক ধাতুও ঐরূপ হইতে পারে।

৯। সকর্মক ধাতুও অন্য অর্থে, বা কর্মপদটি ধাতুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, বা কর্ম বলিবার ইচ্ছা না থাকিলে, অকর্মক হইতে পারে।

> ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তে ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ।
> প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্মণোঽকর্মিকা ক্রিয়া॥

অন্য অর্থে—যেমন, নদী বহতি। জীবনং ধারয়তি স্থলে জীবতি (কর্ম ধাতুর মধ্যে নিবিষ্ট), বা শবায়তে। কর্ম বিবক্ষার অভাব, যথা—মেঘো বর্ষতি, আচার্যঃ বদতি

১০। **কর্মকর্তৃবাচ্য**—সংস্কৃতের একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ। ভিদ্যতে বৃক্ষঃ (স্বয়মেব) বলিলে বোঝায় বৃক্ষটি আপনা আপনিই ভাঙিয়া যাইতেছে। কর্তার নিজগুণেই যেন আপনা হইতেই কর্মটি ঘটিয়া থাকে। অতএব কর্মটিই সেখানে কর্তা হইয়া যায়।' ক্রিয়াটি সেখানে সকর্মক হইলেও অকর্মক রূপে ব্যবহৃত। যেমন—পচ্যতে ওদনঃ (স্বয়মেব)। ছিদ্যতে বস্ত্রম্ (স্বয়মেব)। ভিদ্যতে বৃক্ষঃ।

ক্রিয়মাণন্তু যৎ কর্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি।
সুকরৈঃ স্বৈগুণৈঃ কর্তুঃ কর্মকর্তেতি তদ্বিদুঃ॥

(ক) কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুরূপ

ধাতু	লট্	লঙ্	লৃট্	লিট্
কৃ	ক্রিয়তে	অক্রিয়ত	করিষ্যতে	চক্রে
ক্রী	ক্রীয়তে	অক্রীয়ত	ক্রেষ্যতে	চিক্রিয়ে
গম্	গম্যতে	অগম্যত	গংস্যতে	জগ্মে
গৈ	গীয়তে	অগীয়ত	গায়িষ্যতে	জগে
গ্রহ্	গৃহ্যতে	অগৃহ্যত	গ্রহীষ্যতে	জগৃহে
চি	চীয়তে	অচীয়ত	চেষ্যতে	চিক্যে, চিচ্যে
জি	জীয়তে	অজীয়ত	জেষ্যতে	জিগ্যে
জ্ঞা	জ্ঞায়তে	অজ্ঞায়ত	জ্ঞাস্যতে	জজ্ঞে
দা	দীয়তে	অদীয়ত	দাস্যতে	দদে
দৃশ্	দৃশ্যতে	অদৃশ্যত	দ্রক্ষ্যতে	দদৃশে
প্রচ্ছ্	পৃচ্ছ্যতে	অপৃচ্ছ্যত	প্রক্ষ্যতে	পপ্রচ্ছে
ব্রূ বা বচ্	উচ্যতে	ঔচ্যত	বক্ষ্যতে	ঊচে
ভী	ভীয়তে	অভীয়ত	ভেষ্যতে	বিভ্যে
ভূ	ভূয়তে	অভূয়ত	ভবিষ্যতে	বভূবে
ভুজ্	ভুজ্যতে	অভুজ্যত	ভোক্ষ্যতে	বুভুজে
মুচ্	মুচ্যতে	অমুচ্যত	মোক্ষ্যতে	মুমুচে
শাস্	শিষ্যতে	অশিষ্যত	শাসিষ্যতে	শিশিষ্যে
শ্রু	শ্রূয়তে	অশ্রূয়ত	শ্রোষ্যতে	শুশ্রুবে
শী	শয্যতে	অশয্যত	শয়িষ্যতে	শিশ্যে
স্মৃ	স্মর্যতে	অস্মর্যত	স্মরিষ্যতে	সস্মরে

(খ) বাচ্য-পরিবর্তন (Change of Voice)

১১। মোটামুটি অর্থের বিশেষ পরিবর্তন না ঘটাইয়া এক বাচ্যের বাক্যকে আর এক বাচ্যে রূপান্তরিত করা যায়। ঐভাবে রূপান্তর করাকে **বাচ্যপরিবর্তন** বলে। কর্তৃবাচ্যের বাক্যে যদি কর্ম থাকে, তবেই উহাকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন করা যায়। নচেৎ ভাববাচ্যে পরিবর্তন করা হয়। পক্ষান্তরে কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন করা যায়।

১২। সকর্মক ক্রিয়া সত্ত্বেও যদি উহা অকর্মক রূপে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কর্ম যদি না থাকে, তবে সেই বাক্যকে ভাববাচ্যেই পরিবর্তন করা যায়।

(গ) বাচ্যপরিবর্তনের নিয়ম

কর্তৃবাচ্যে	কর্মবাচ্যে
( ) কর্তায় ও কর্তার বিশেষণে প্রথমা।	(১) কর্তায় ও কর্তার বিশেষণে তৃতীয়া।
(২) কর্মে ও কর্মের বিশেষণে দ্বিতীয়া।	(২) কর্মে ও কর্মের বিশেষণে প্রথমা।
(৩) ক্রিয়া কর্তার অনুরূপ।	(৩) ক্রিয়া প্রথমান্ত কর্মের অনুরূপ, লট্, লোট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে 'য' আগম হয়। সর্বত্র আত্মনেপদী।

ভাববাচ্যে—কর্তায় তৃতীয়া, কর্ম থাকে না। ক্রিয়া নিত্য প্রথম পুরুষ একবচন, আত্মনেপদী এবং লট্ প্রভৃতি বিভক্তিতে য আগম।

ক্ত, ক্তবতু—(১) কর্তৃবাচ্যে অতীতকাল বুঝাইতে ক্তবতু হয়। অকর্মক ও গমনার্থক ধাতুতে কর্তৃবাচ্যেও ক্ত প্রত্যয় হয়। এগুলি কর্তৃবাচ্যে কর্তার বিশেষণ। শিশুঃ চন্দ্রং দৃষ্টবান্। স মৃতঃ। তে গতাঃ। (২) কর্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। কর্তায় তৃতীয়া। ক্ত-প্রত্যয়যুক্ত পদ প্রথমান্ত কর্মের বিশেষণ। চন্দ্রঃ দৃষ্টঃ বালকেন। ভাববাচ্যে **নিত্য ক্লীবলিঙ্গ একবচন**—তেন হসিতম্।

কৃত্যপ্রত্যয়—কৃত্যপ্রত্যয় নিত্য **কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে** ব্যবহৃত হয়। কর্মে প্রথমা, কৃত্যপ্রত্যয়ান্ত পদ প্রথমান্ত কর্মের বিশেষণ, **কর্তায় তৃতীয়া বা বিকল্পে ষষ্ঠী**। যথা—আচার্যঃ শিষ্যেণ (শিষ্যস্য) বা পূজ্যঃ (কর্মবাচ্য)। ময়া স্নাতব্যম্ (ভাববাচ্য)। কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন করিতে হইলে কৃত্যপ্রত্যয় যুক্ত ধাতুতে লট্ বা বিধিলিঙ্ হয়। ময়া পিতা পূজ্যঃ, কর্তৃবাচ্যে হইবে—অহং পিতরং পূজয়েয়ম্। ময়া গন্তব্যম্ (ভাববাচ্যে), কর্তৃবাচ্যে—অহং গচ্ছেয়ম্

(ঘ) বাচ্যপরিবর্তনের দৃষ্টান্ত

	কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
লট্	সঃ শত্রুম্ জয়তি	তেন শত্রুঃ জীয়তে
	মুনিঃ শিষ্যান্ পৃচ্ছতি	মুনিনা শিষ্যাঃ পৃচ্ছ্যন্তে
	অহং যুবাম্ পশ্যামি	ময়া যুবাম্ দৃশ্যেথে
লোট্	বালকঃ চন্দ্রং পশ্যতু	বালকেন চন্দ্রঃ দৃশ্যতাম্
লঙ্	দশাননঃ অহরৎ সীতাম্	দশাননেন অহ্রিয়ত সীতা
বিধিলিঙ্	ব্রাহ্মণঃ বেদম্ পঠেৎ	ব্রাহ্মণেন বেদঃ পঠ্যেত
লৃট্	শিক্ষকঃ বিদ্যাং দাস্যতি।	শিক্ষকেণ বিদ্যা দাস্যতে
লিট্	পিতা কনিষ্ঠং পুত্রম্ উবাচ	পিত্রা কনিষ্ঠঃ পুত্রঃ উচে
ক্ত, ক্তবতু	বালকঃ চন্দ্রং দৃষ্টবান্	বালকেন চন্দ্রঃ দৃষ্টঃ
কৃত্যপ্রত্যয়	ধর্মঃ সর্বৈঃ পালনীয়ঃ	ধর্মং সর্বে পালয়েয়ুঃ
ক্ত, ক্তবতু	শ্যেনেন মূষিকঃ হৃতঃ	শ্যেনঃ মূষিকং হৃতবান্

ভাববাচ্যে রূপান্তর: অহম্ তিষ্ঠামি (কর্তৃবাচ্য)—ময়া স্থীয়তে (ভাববাচ্য)। সঃ মৃতঃ (কর্তৃবাচ্য)—তেন মৃতম্ (ভাববাচ্য)। ময়া গন্তব্যম্ (ভাববাচ্য)—অহং গমিষ্যামি (কর্তৃবাচ্য)।

(ঙ) দ্বিকর্মক ধাতুর বাচ্যপরিবর্তন

১৩। দুহ্, যাচ্ প্রভৃতি দ্বিকর্মক ধাতুর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। কর্মবাচ্য করিতে হইলে দুহাদি ১২টি ধাতুর **গৌণকর্মে** প্রথমা হয়, এবং নী, হৃ, কৃষ্, বহ্—এই চারিটি ধাতুর **প্রধান কর্মে** প্রথমা হয়—**প্রধানে নীহৃকৃষ্‌বহাম্।** অন্য কর্মটি পূর্বের মতই থাকিয়া যায়।

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
দুহাদি—গোপঃ গাম্ দুগ্ধম্ দোগ্ধি	গোপেন গৌঃ দুগ্ধম্ দুহ্যতে
ভিক্ষুকঃ ধনিনং ধনং যাচতে	ভিক্ষুকেণ ধনী ধনম্ যাচ্যতে
ন্যাদি—ভৃত্যঃ বালকম্ গ্রামম্ নয়তি	ভৃত্যেন বালকঃ গ্রামম্ নীয়তে
অশ্বঃ ভারম্ গৃহম্ বহতি	অশ্বেন ভারঃ গৃহম্ উহ্যতে।

১৪। **ণিজন্ত ক্রিয়ার** বাচ্যপরিবর্তন সম্বন্ধে নিয়মটি লক্ষণীয়। কর্তৃবাচ্যে প্রযোজক কর্তায় প্রথমা, প্রযোজ্য কর্মে সাধারণতঃ তৃতীয়া, অন্য কর্মে দ্বিতীয়া হয়। বাচ্যপরিবর্তনে প্রযোজক কর্তা এবং প্রযোজ্য কর্ম উভয় স্থলেই তৃতীয়া হইবে। রাজা অমাত্যেন ধনং দাপয়তি—কর্মবাচ্যে হইবে—রাজ্ঞা

অমাত্যেন ধনং দাপ্যতে। অবশ্য যেখানে প্রযোজ্য কর্মে দ্বিতীয়া হয়, সেখানে প্রযোজ্যকর্ম বা অন্য কর্ম—যে কোন একটাতেই প্রথমা হয়। গুরুঃ শিষ্যং ধর্মং বোধয়তি। কর্মবাচ্যে—গুরুণা শিষ্যঃ ধর্মং (বা শিষ্যং ধর্মঃ) বোধ্যতে।

অনুশীলনী

১। বাচ্য বলিতে কি বোঝ? উহা কয়টি এবং কি কি?

২। কর্তৃ, কর্ম ও ভাববাচ্যের বৈশিষ্ট্য কি কি বল?

৩। কর্মকর্তৃবাচ্য কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত সহ বুঝাইয়া দাও।

৪। নিম্নের বাক্যগুলির বাচ্যান্তর কর :– বিদ্যা বিনয়ং দদাতি। তে বনে তিষ্ঠন্তি। অহম্ তাম্ পশ্যামি। গচ্ছতু ভবান্। অস্তি নদীতীরে বিশালঃ তরুঃ। কঃ গ্রহীষ্যতি ধনম্? শিশবঃ অহসন্। তেন শূকরো দৃষ্টঃ। অহম্ তাম্ দ্রক্ষ্যামি। চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ। গোপঃ গাং দুগ্ধং দোগ্ধি।

॥ কৃৎ-প্রত্যয় ॥ ২২ ॥

ধাতুর উত্তর তিপ্, তস্, অন্তি প্রভৃতি তিঙ্ প্রত্যয় যোগে সমাপিকা ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করা হয়। ধাতুর পর তিঙ্ ভিন্ন আরও নানা অর্থে শতৃ, শানচ্, ক্ত্বা, ঘঞ্ প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করা হয়, এইগুলিকে **কৃৎপ্রত্যয়** বলে। পাণিনির সূত্র যথা—কৃদতিঙ্ (৩. ১. ৯৩)।

১। শতৃ ও শানচ্

১। করিতে করিতে, যাইতে যাইতে—এইরূপ অবস্থা বুঝাইতে কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী ধাতুতে শতৃ প্রত্যয় হয় এবং আত্মনেপদী ধাতুতে শানচ্ প্রত্যয় হয়। আর উভয়পদী ধাতুতে শতৃ বা শানচ্ যে কোন প্রত্যয়ই হয়। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি ক্রিয়া হইলেও ক্রিয়াবাচক বিশেষণ। অতএব বিশেষ্য অনুযায়ী ইহাদের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন হইবে। শতৃপ্রত্যয়ের অৎ থাকে, যেমন— √ধাব্+শতৃ =ধাবৎ, √গম্+শতৃ=গচ্ছৎ, √দৃশ্+শতৃ=পশ্যৎ।

২। লট্ অন্তি যোগে যে পদ হয়—ধাবন্তি, গচ্ছন্তি, তাহার অন্তি স্থানে 'অৎ' যোগে শতৃপ্রত্যয়ান্ত শব্দ গঠিত হয়। যেমন—গম্—গচ্ছন্তি>গচ্ছৎ। দৃশ্—পশ্যন্তি>পশ্যৎ। আপ্—আপ্নুবন্তি>আপ্নুবৎ। কৃ—কুর্বন্তি>কুর্বৎ। গ্রহ্—গৃহ্ণন্তি>গৃহ্ণৎ। পুংলিঙ্গের রূপ ধাবৎ শব্দের মত—গচ্ছন্ গচ্ছন্তৌ গচ্ছন্তঃ।

৩। কিন্তু লট্ অন্তি যোগে ধাতুর শেষে অন্তি না হইয়া যদি অতি হয়, তাহা হইলে শতৃযোগে অৎ ভাগান্ত শব্দের রূপ ভুক্তবৎ শব্দের মত হইবে। যেমন—জাগ্রৎ, শাসৎ, দদৎ, বিভ্রৎ। এই রকম শব্দ অবশ্য অল্প।

শতৃ যোগে স্ত্রীলিঙ্গের রূপের সংকেত

৪। ভ্বাদি, দিবাদি ও চুরাদিগণীয় ধাতুতে লট্ অন্তি যোগে যে পদ হয়, তাহার শেষের ই-কারকে দীর্ঘ ঈ করিলে স্ত্রীলিঙ্গ পাওয়া যায় ; যেমন গম্—গচ্ছন্তি > গচ্ছন্তী, নশ্—নশ্যন্তি > নশ্যন্তী, অর্চ্—অর্চয়ন্তি > অর্চয়ন্তী। এগুলির রূপ নদী শব্দের মত। দৃষ্টান্ত যথা :—হসন্তী বালিকা, নৃত্যন্ত্যঃ বালিকাঃ (বহুবচন)।

৫। তুদাদি ও অদাদিগণীয় আ-কারান্ত ধাতুতে স্ত্রীলিঙ্গে একবার শেষে ন্তী, আর একবার তী, দুই রকম হয়। ইচ্ছৎ > ইচ্ছন্তী, ইচ্ছতী। যান্তী, যাতী।

৬। অন্যগণের যাবতীয় ধাতুর উত্তর শতৃ যোগে স্ত্রীলিঙ্গে শেষে ন্তী হইবে না, তী হইবে। বলা যায়—ধাতুরূপ যাহাদের কঠিন, সেখানে শতৃ প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে শেষে তী হয় (ন্তী নহে) ; যথা—রুদ—রুদতী, শ্রু—শৃণ্বতী, কৃ—কুর্বতী, শাস্—শাসতী, দা—দদতী, হন্—ঘ্নতী।

শানচ্ প্রত্যয় যোগের সংকেত

৭। আত্মনেপদীতে ধাতুর লট্ তে যোগে যে রূপ হয়, তাহার পূর্বে অ-কার থাকিলে সেই তে-স্থানে মান হয়। সেবতে—সেবমান, বর্ততে—বর্তমান, দীপ্যতে—দীপ্যমান। কিন্তু 'তে'—এই অংশের পূর্বে যদি অ বাদে অন্য বর্ণ থাকে তবে আন যোগ হয়। শী—শেতে > শয়ান (শে + আন)। দা—দদান।

দ্রষ্টব্য—শানচ্ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে ণত্ববিধি মানিবে। ইহাদের স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত।

শানচ্ যোগে আন-ভাগান্ত শব্দ

কৃ—কুর্বাণ	জ্ঞা—জানান	যুজ্—যুঞ্জান
ক্রী—ক্রীণান	ধা—দধান	ব্রূ—ব্রুবাণ
গ্রহ্—গৃহ্ণান	ভুজ্—ভুঞ্জান	শী—শয়ান

দ্রষ্টব্য—আস্ ধাতু শানচ্ যোগে আসীন হয়। কর্মবাচ্যে ধাতুমাত্রেই আত্মনেপদীতে য-ফলা যুক্ত হয়। অতএব য-ফলা যোগের পর শানচ্ প্রত্যয় যোগ হইবে। যথা—ক্রিয়মাণ, উচ্যমান, দৃশ্যমান। ণত্ববিধি ঠিক রাখিবে।

২। স্যতৃ, স্যমান ; ক্বসু, কানচ্

১। ভবিষ্যৎকাল অর্থে শতৃ, শানচ্ যথাক্রমে স্যতৃ, স্যমান হয়। যথা—ভূ—ভবিষ্যৎ, দৃশ্—দ্রক্ষ্যৎ। স্যমান যোগে—ব্রূ বা বচ্—বক্ষ্যমাণ, জন্-জনিষ্যমাণ।

২। অতীত অর্থে ক্বসু ও কানচ্ হয়। ইহার ব্যবহার খুব কম। ক্বসু—স্থা—তস্থিবস (তস্থিবান্), বিদ্ + ক্বসু—বিদ্বস্ (বিদ্বান্)! কানচ্—যুধ্ > যুযুধান, বচ্—ঊচান, উপ-ই > উপেয়িবান্ (ক্বসু, পুংলিঙ্গে)।

অনুশীলনী

১। প্রত্যয়যোগে সাধিত শব্দগুলি লিখ :—গম্+শতৃ, গৈ+শতৃ, চি+শতৃ, শ্রু+শতৃ, কৃ+ শানচ্, বৃধ্+শানচ্, জন্+শানচ্, মন্+শানচ্, শী+শানচ্, আস্+শানচ্, কৃ+কর্মবাচ্যে শানচ্, বিদ্+ক্বসু।

২। **পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে** প্রথমার একবচনের পদ লিখ :—দৃশ্+শতৃ, হন্+শতৃ, শাস্+শতৃ, সহ্+শানচ্, ভী+শতৃ, লভ্+শানচ্, মৃ+শানচ্।

৩। শুদ্ধ কর :—চেষ্টন্ বালকঃ সাফল্যং প্রাপ্নোতি। ক্রন্দন্তী বালিকা দৃষ্টা।

৪। পার্থক্য নির্ণয় কর:—গচ্ছন্তি, গচ্ছন্তী; সন্তি, সতী; জাগ্রতি, জাগ্রতী।

৩। ক্ত্বা, ল্যপ্

১। করিয়া, খাইয়া যাইয়া—এই রকম অনন্তর অর্থে কোন একটা কাজের পর অন্য কাজ করা বুঝাইলে এবং কর্তা এক হইলে পূর্বকালীন ক্রিয়াবাচক ধাতুর পর ক্ত্বা হয়। ক্ ইৎ, ত্বা থাকে। ক্ত্বা প্রত্যয়ান্ত পদ অব্যয়। সূত্র—**সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে** (৩,৪,২১)। আমি স্নান করিয়া খাইব—অহং স্নাত্বা ভক্ষয়ামি। সে যাইয়া বলিবে—স গত্বা বদিষ্যতি। উভয় ক্রিয়ার কর্তা এক হওয়া চাই। রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—এই বাক্যে দৃষ্ট্বা ও বিদ্যতে ক্রিয়ার কর্তা পৃথক্। দৃষ্ট্বা স্থিতস্য জনস্য—এইরূপ অধ্যাহার করিতে হইবে।

২। নিষেধার্থক **অলম্** ও **খলু** শব্দের যোগে ধাতুর পর ক্ত্বা হয়; সেথানে অন্য সমাপিকা ক্রিয়ার দরকার হয় না—অলং রুদিত্বা, খলু পীত্বা।

ক্ত্বা প্রত্যয়ান্ত পদ

অদ্—জগ্ধ্বা	ছিদ্—ছিত্বা	পূজ্—পূজয়িত্বা	বস—উষিত্বা
ইষ্—ইষ্ট্বা, এষিত্বা	জি—জিত্বা	প্রচ্ছ্—পৃষ্ট্বা	বহ্—ঊঢ্বা
কুপ্—কুপিত্বা, কোপিত্বা	জ্ঞা—জ্ঞাত্বা	ভুজ্—ভুক্ত্বা	শী—শয়িত্বা
ক্রীড়্—ক্রীড়িত্বা	তৄ—তীর্ত্বা	ভ্রম্—ভ্রমিত্বা, ভ্রান্ত্বা	সহ্—সহিত্বা
কৃ—কৃত্বা	দহ্—দগ্ধ্বা	মন্—মত্বা	সোঢ্বা
ক্রম্—ক্রান্ত্বা, ক্রমিত্বা	দা—দত্ত্বা	মুচ্—মুক্ত্বা	সিচ্—সিক্ত্বা
ক্রী—ক্রীত্বা	দৃশ্—দৃষ্ট্বা	যজ্—ইষ্ট্বা	স্থা—স্থিত্বা
খন—খনিত্বা, খাত্বা	ধা—হিত্বা	যচ্—যাচিত্বা	স্পৃশ্—স্পৃষ্ট্বা
গৈ—গীত্বা	ধ্যৈ—ধ্যাত্বা	রুদ্—রুদিত্বা	স্বপ্—সুপ্ত্বা
গম্—গত্বা	নম্—নত্বা	লভ্—লব্ধ্বা	হন্—হত্বা
গ্রহ্—গৃহীত্বা	নৃৎ—নর্তিত্বা	বদ্—উদিত্বা	হা—হিত্বা
চিন্ত্বা–চিন্ত্বা	পঠ্—পঠিত্বা	বপ—উপ্ত্বা	হ্বে—হূত্বা

৩। নঞ্‌ ভিন্ন প্র, পরা প্রভৃতি অব্যয় এবং নমস্‌, আবিস্‌ প্রভৃতি অব্যয় পূর্বে থাকিলে এবং সেই অব্যয়ের সহিত সমাস হইলে ক্ত্বা স্থানে ল্যপ্‌ হয়। সূত্র—সমাসেহনঞ্‌পূর্বে ক্ত্বো ল্যপ্‌ (৭. ১. ৩৭)। ল্যপ্‌ এর ল্‌ ও প্‌ ইৎ, য থাকে। ল্যপ্‌ প্রত্যয়ান্ত পদ অসমাপিকা ক্রিয়া এবং অব্যয়।

(i) অন্য অব্যয় পূর্বে থাকিলে ল্যপ্‌ হয়, যথা—নমস্কৃত্য, তিরস্কৃত্য, আবিভূর্য়, তিরোধায় ইত্যাদি। (ii) উপসর্গ পূর্বে থাকিলে যথা—আগম্য প্রণম্য, পরিত্যজ্য, সমীক্ষ্য, অনুকৃত্য, সংগৃহ্য, আহূয়। (iii) কিন্তু নঞ্‌ পূর্বে থাকিলে ল্যপ্‌ হয় না, ক্ত্বা হয়, যথা—অকৃত্বা, অমুক্ত্বা।

ল্যপ্‌ প্রত্যয় যোগে পদ গঠনের সঙ্কেত

৪। (ক) ধাতু দীর্ঘ স্বরবর্ণান্ত হইলে সাধারণতঃ অন্তঃস্থ 'য়' যোগ হইবে যেমন, আ-দা—আদায়, নি-ধা—নিধায়, বি-জ্ঞা—বিজ্ঞায়. উদ্‌-স্থা—উত্থায়।

(খ) ধাতু হ্রস্ব-স্বরান্ত হইলে হ্রস্ব-স্বরের পর 'ত' হয়, পরে য-ফলা যোগ হয়, সূত্র—'হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্‌' (তুক্‌ আগম হয়) (৬. ১. ৬১)। কৃ—উপকৃত্য, জি—বিজিত্য, চি—সঞ্চিত্য, শ্রু—প্রতিশ্রুত্য. অধি-ই—অধীত্য, ধৃ—বিধৃত্য, প্র-ই—প্রেত্য, অতি-ই—অতীত্য।

(গ) ব্যঞ্জন-বর্ণান্ত ধাতু হইলে য-ফলা যুক্ত হয়। ব্যঞ্জন-বর্ণান্ত ধাতু যথা, গম্‌—উপগম্য, রুহ্‌—আরুহ্য, রুধ্‌—নিরুধ্য, রভ্‌—আরভ্য, সেব্‌—নিষেব্য।

(ঘ) যম্‌, গম্‌, রম্‌, নম্‌—এই কয় প্রকার ধাতুর স্থানে বিকল্পে য-ফলা যোগ বা 'ম্য' স্থানে 'ত্য' হয়। যেমন—সংযম্য, সংযত্য; আগম্য, আগত্য; বিরম্য, বিরত্য; প্রণম্য, প্রণত্য।

(ঙ) য-ফলা যোগের পূর্বে রূপান্তর:—অধি-শী স্থানে শয়্‌—অধিশয্য। আ-প্রচ্ছ—আপৃচ্ছ্য (বিদায় লইয়া—এই অর্থে)। সম্‌-গ্রহ্‌—সংগৃহ্য।

(চ) আ-হ্বে—আহূয়। প্র-বচ্‌—প্রোচ্য। অধি-বস্‌—অধ্যুষ্য। প্র-বস্‌—প্রোষ্য। প্র-বহ্‌—প্রোহ্য। অনু-বদ্‌—অনূদ্য।

(ছ) দীর্ঘ ঋ স্থানে ঈর্‌ হয়। বি-কৄ—বিকীর্য। উদ্‌-তৄ—উত্তীর্য। বি-দৄ বিদীর্য। বি-স্তৄ—বিস্তীর্য। (জ) নি শম্‌+ল্যপ্‌—নিশম্য (শুনিয়া)। নি-শম্‌+ণিচ্‌+ল্যপ্‌—নিশাম্য (দেখিয়া)। সম্‌-স্থাপি—সংস্থাপ্য।

অনুশীলনী

১। প্রত্যয় যোগে সাধিত পদ বল (Give the resulting form):—
বি-জি+ল্যপ্‌। হন্‌+ক্ত্বা। প্রচ্ছ্‌+ক্ত্বা। প্র-বচ্‌+ল্যপ্‌। গ্রহ্‌+ক্ত্বা।

ছিদ্+ক্ত্বা। ভুজ্+ক্ত্বা। প্র—বহ্+ল্যপ্। সম্—গ্রহ্+ল্যপ্। বি—হা+ল্যপ্। বহ্+ক্ত্বা। প্র—বস্+ল্যপ্। যজ্+ক্ত্বা। প্রচ্ছ্+ক্ত্বা। যজ্+ক্ত্বা। চিন্ত্+ক্ত্বা। সম্—চি+ল্যপ্। অধি—ই+ল্যপ্।

২। নিম্নের পদ লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—দৃষ্ট্বা, গত্বা, উষিত্বা, আহূয়, অবলোক্য, অবগম্য, বিজ্ঞায়।

৩। শুদ্ধ কর :—ধনম্ আবিষ্কৃত্বা উচ্চপ্রাপ্ত্বা স গর্বিতঃ ভবতি। রাজা অশ্বম্ আরোহিত্বা ধাবতঃ মৃগম্ অনুসসার। ব্রাহ্মণঃ ছাগং পরিত্যক্ত্বা স্নাত্বা গৃহং যযৌ। আত্মীয়ং ত্রিংস্তং সন্দর্শয়িত্বা ত্রাপায় চেষ্টস্ব। দেবং পূজয়ৎ প্রণত্বা কার্যং কুরু। শাস্ত্রম্ অধীত্বা জ্ঞানম্ লভন সুখী ভব। মহীং শাসন্ রাজা কীর্তিং লভিত্বা স্থিতঃ।

৪। ণমুল্

১। একটি কর্তৃপদ বিশিষ্ট দুইটি ধাতুর মধ্যে পূর্বধাতুর উত্তর পৌনঃপুন্য অর্থে ণমুল্ হয়। স্মৃ—স্মারম্, পী—পায়ম্, শ্রু—শ্রাবম্, হন্—ঘাতম্। নিত্যবীপ্সা-বশতঃ দ্বিরুক্তি হয়। যথা—শিবং স্মারং স্মারং স নমতি।

৫। তুমুন্ (Infi itive)

১। করিতে, যাইতে, খাইতে—এই প্রকার সাধারণতঃ নিমিত্তার্থ বোঝাইলে অন্য ক্রিয়ার নিমিত্তার্থক ধাতুর উত্তর তুমুন্ প্রত্যয় যোগ করা হয়। ভূ+তুমুন্—ভবিতুম্, দৃশ্+তুমুন্—দ্রষ্টুম্, গম্+তুমুন্—গন্তুম্।

সূত্রটি এইরূপ :—তুমুন্ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্ (৩. ৩. ১৬)—এক ক্রিয়ার নিকটে আর এক ক্রিয়া থাকিলে নিমিত্তবোধক ক্রিয়ার ধাতুতে তুমুন্ হয়। সে দেখিতে যায়—স দ্রষ্টুং যাতি। গমন কাজটি দেখার নিমিত্ত। তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া এবং ইহা অব্যয়।

২। আমি তাহাকে পড়িতে দেখিলাম—এই বাক্যে পড়া অবস্থায় দেখিলাম—এই অর্থ বুঝাইতেছে। কাজেই শতৃ বা শানচ্ যোগে বিশেষণ করিতে হইবে। বাক্যটি হইবে—অহং তং পঠন্তম্ অপশ্যম্।

৩। ইংরাজীতে noun (বিশেষ্যরূপে) infinitive-এর ব্যবহার আছে। যেমন—To err is human, to forgive is divine। এ সব স্থলে সংস্কৃতে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ ব্যবহার করিতে হইবে, তুমুন্ প্রত্যয় হইবে না। অনুবাদে বাক্যটি হইবে—ভ্রমঃ খলু মানুষস্বভাবঃ, ক্ষমা হি দৈবতধর্মঃ।

৪। অবশ্য ইষ্, শক্, অর্হ, যত্, ক্রম্ প্রভৃতি ধাতু সমাপিকা ক্রিয়ারূপে

ব্যবহৃত হইলে নিমিত্তার্থ না হইলেও তুমুন্ হয়। স ভোক্তুম্ ইচ্ছতি। অহম্ কর্তুম্ শক্নোমি। স রাজ্যং পালয়িতুম্ অর্হতি। স পঠিতুম্ আরভতে।

৫। **কালসময়বেলাসু তুমুন্**—কাল, সময়, বেলা ও অবসর প্রভৃতি কালবাচক শব্দের যোগে ধাতুর উত্তর তুমুন্ হয়। ভোক্তুম্ ইয়ম্ বেলা। অয়ম্ অবসরঃ যোদ্ধুম্। This is the time to read—অয়ং কালঃ পঠিতুম্।

৬। **কাম ও মনস্** শব্দ পরে থাকিলে তুমুন্-এর ম-এর লোপ হয়। যথা—গন্তুকামঃ, ভোক্তুকামঃ, দ্রষ্টুমনাঃ ইত্যাদি। সূত্র—'তুং কামমনসোরপি'।

তুমুন্ যোগে কয়েকটি পদ

অর্চ—অর্চিতুম্, ইষ্—এষিতুম্, কৃ—কর্তুম্, ক্রী—ক্রেতুম্, খাদ্—খাদিতুম্, গম্—গন্তুম্, গ্রহ্—গ্রহীতুম্, চি—চেতুম্, ছিদ—ছেত্তুম্, জি—জেতুম্, দৃশ্—দ্রষ্টুম্, বুধ—বোদ্ধুম্, ব্রূ বা বচ্—বক্তুম্, ভুজ—ভোক্তুম্, যত—যতিতুম্, যজ্—যষ্টুম্, বহ—বোঢ়ুম্, শী—শেতুম্, শাস্—শাসিতুম্, শ্রু—শ্রোতুম্, সহ—সহিতুম্, সোঢ়ুম্; স্পৃশ্—স্প্রষ্টুম্।

৭। ইচ্ছার ক্ষেত্রে কর্তা এক না হইলে তুমুন্ ব্যবহার করিবে না। সূত্র—**সমানকর্তৃকেষু তুমুন্** (৩, ৩, ১৫৮)। কেহ কেহ বলেন সর্বত্রই কর্তা এক হওয়া উচিত। পিতা পুত্রং গন্তুম্ আদিশতি—এরূপ প্রয়োগ ঠিক নয়। কারণ যাওয়ার কর্তা পুত্র এবং আদেশের কর্তা পিতা। গমনায় আদিশতি—এইভাবে শুদ্ধ প্রয়োগ করা উচিত।

অনুশীলনী

১। প্রত্যয়যোগে সাধিত পদ বল (Give the resulting form :—

সহ্+তুমুন্, গ্রহ্+তুমুন্, স্পৃশ্+তুমুন্, সৃজ্+তুমুন্, বহ্+তুমুন্, আ—হ্বে+ল্যপ, ধা+ক্ত্বা, স্থ+ণমুল্, অনু—বদ্+ল্যপ্

২। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

He is expert to sing and dance. The hermit boy went to collect wood in the forest to ignite fire for cooking. Hearing this from a boy crying aloud, myfatherrushed to him running. To tell a lie is wrong, nobody likes a man who tells a lie. This is the time to lie down in order that one may rise early in the morning. A commander of matchless valour fighting courageously deserves to win the battle.

৬। কৃত্য প্রত্যয়

১। তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্—এই পাঁচটি কৃত্য প্রত্যয়। উচিত, আদেশ, অনুজ্ঞা, যোগ্যতা বা ভবিষ্যৎ অর্থে কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয়গুলি হয়।

তব্যানীয়ৌ ণ্যদ্ যৎ ক্যপ্ পঞ্চৈতে কৃত্যসংজ্ঞকাঃ।
ভাবে কর্মণি চৈতে স্যুর্ক্বাপ্যতেঽত্র কুত্রচিৎ॥

কোথাও কোথাও কর্তৃবাচ্যেও হয়—যেমন প্রবচনীয়ঃ, ভব্যঃ (ভূ+যৎ)।

(ক) তব্য, অনীয়

২। দুর্জনের সঙ্গে থাকা বা যাওয়া উচিত নয়, ইহার অনুবাদ হইবে—ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং দুর্জনেন সমং কচিৎ। গুরুর আদেশ পালন করা উচিত—গুরোরাজ্ঞা পালনীয়া। তব্য ও অনীয় এই প্রত্যয়গুলির পদ কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে হয় বলিয়া এই [illegible] শব্দ কর্মবাচ্যে প্রথমান্ত কর্মের বিশেষণ। ভাববাচ্যে নিত্য ক্লীব[illegible]। কর্তায় তৃতীয়া বা বিকল্পে ষষ্ঠী।

৩। তব্য প্রত্য[illegible]াথাও ধাতুর পর ইট্ (ইকার) আগম হয়। যেমন, পঠ্—পঠিতব্য [illegible]বিতব্য। যাচ্—যাচিতব্য। ভূ—ভবিতব্য।

কিন্তু অনীয় প্রত্যয়[illegible]বেলায় সহজেই পদটি ঠিক করা যায়। সেব্—সেবনীয়, শী- শয়নীয়, ক্[illegible]ণীয়, শুচ্—শোচনীয়, দৃশ্—দর্শনীয়।

তব্য ও অনীয় যোগে আরও কয়েকটি শব্দ

অর্চ্—অর্চিতব্য (বা অর্চয়িতব্য), অর্চনীয়। কৃ—কর্তব্য, করণীয়। ক্রী—ক্রেতব্য, ক্রয়ণীয়। গম্—গন্তব্য, গমনীয়। গ্রহ্—গ্রহীতব্য, গ্রহণীয়। চি—চেতব্য, চয়নীয়। চিন্ত্—চিন্তয়িতব্য, চিন্তনীয়। জি—জেতব্য, জয়নীয়। জ্ঞা—জ্ঞাতব্য, জ্ঞানীয়। ত্যজ্—ত্যক্তব্য, ত্যজনীয়। দৃশ্—দ্রষ্টব্য, দর্শনীয়। পঠ্—পঠিতব্য, পঠনীয়। ব্রূ বা বচ্—বক্তব্য, বচনীয়। ভুজ্—ভোক্তব্য, ভোজনীয়। বহ্—বোঢ়ব্য, বহনীয়। শ্রু—শ্রোতব্য, শ্রবণীয়। স্পৃশ্—স্প্রষ্টব্য, স্পর্শনীয়। স্মৃ—স্মর্তব্য, স্মরণীয়। সহ্—সহিতব্য, সোঢ়ব্য ; সহনীয়। সৃজ্—স্রষ্টব্য, সর্জনীয়। হৃ—হর্তব্য, হরণীয়। হন্—হন্তব্য, হননীয়।

(খ) ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্

৪। ণ্যৎ—কর্ম ও ভাববাচ্যে ঋকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর ণ্যৎ হয়। সূত্র—'ঋহলোর্ণ্যৎ'। ণ্, ইৎ, য থাকে। অন্ত্যস্বরের ও উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু অ-ভিন্ন উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। ণ্যৎ যোগে(i) ঋকারান্ত যথা-

ঋ—আর্য, কৃ—কার্য, ধৃ—ধার্য, ভৃ—ভার্য ; স্ত্রীলিঙ্গে ভার্যা, সৃ—সার্য।
(ii) ব্যঞ্জনান্ত যথা, ছিদ্—ছেদ্য, ত্যজ্—ত্যাজ্য, ভিদ্—ভেদ্য, ভুজ্—ভোজ্য, ভোগ্য ; বুধ্—বোধ্য, ভক্ষ্—ভক্ষ্য, মন্—মান্য, যজ্—যাজ্য, যুজ্—যোজ্য। বচ্—বাক্য, বাচ্য ; বহ্—বাহ্য, হস্—হাস্য, হন্—ঘাত্য। অমা (সহ) বস্+ণ্যৎ—অমাবাস্যা (স্ত্রীলিঙ্গ)। বিকল্পে অমাবস্যা (নিপাতন)।

অর্থবিশেষে ণ্যৎপ্রত্যয় যোগে দ্বিবিধ পদ

বচ্	বাক্য (পদসমূহ বা কথা অর্থে) বেদস্য বাক্যং প্রমাণম্।
	বাচ্য (বলা উচিত) ন বাচ্যং সত্যমপ্রিয়ম্।
ভুজ্	ভোজ্য (খাদ্য অর্থে)—অন্নং ভোজ্যম্। সূত্র—ভোজ্যং ভক্ষ্যে।
	ভোগ্য (উপভোগ্য বা পালনীয়)—কর্মফলং হি ভোগ্যম্।
নি-যুজ্	নিযোজ্যঃ (শক্যার্থ, ভৃত্য)—নিযোজ্যাঃ বেতনেন প্রতিপালনীয়াঃ।
	নিয়োগ্য (প্রভু)—নিয়োগ[illegible] মাননীয়ঃ।

৫। যৎ—কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে [illegible] পর যৎ হয়। সূত্র—'অচো যৎ' (৩.১.৯৭)। য থাকে। ধাতুর [illegible] এ হয়, উবর্ণ স্থানে ও হয়, এবং অন্তস্থিত আকার স্থানে একার হয়।

(i) স্বরান্ত ধাতু : ক্ষি—ক্ষেয়, চি—চেয়, [illegible] নেয়, শ্রু—শ্রব্য, ভূ—ভব্য, গৈ—গেয়, দা—দেয়, পা—পেয়, মা—মেয়, ধ্যৈ—ধ্যেয়, স্থা—স্থেয়, হা—হেয়।

(ii) কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে শক্, সহ্ ও অ-উপধা-বিশিষ্ট প-বর্গান্ত ধাতু প্রভৃতির পরে যৎ হয়। সূত্র :—'পোরদুপধাৎ', 'শকিসহোশ্চ' (৩.১.৯৮-৯৯)। যথা—লভ্—লভ্য, গম্—গম্য, নম্—নম্য, রম্—রম্য, শক্—শক্য, সহ্—সহ্য।

(iii) উপসর্গহীন গদ্, মদ্, চর্ ও যম্ ধাতুর পর যৎ প্রত্যয় হয়। গদ্য। মদ্য, চর্য, যম্য। উপসর্গ থাকিলে ণ্যৎ হয়—যথা—প্রমাদ্য, বিচার্য, আ-পূর্বক চর্ ধাতু গুরু ভিন্ন অর্থে যৎ—আচার্য (ণ্যৎ—গুরু), কিন্তু আচর্য (গন্তব্য দেশ)।

যৎ-প্রত্যয় যোগে পদদ্বয়ের অর্থভেদ

ক্রয্য (ক্রী+যৎ)—ক্রয়ের জন্য প্রসারিত—আপণে ক্রয্যং দ্রব্যং দৃষ্টম্।
ক্রেয় (ক্রী+যৎ)—ক্রয়ের যোগ্য—ক্রেয়ম্ ইদং পুস্তকম্।
ক্ষয্য (ক্ষি+যৎ) শক্যার্থে—জ্ঞানস্য ফলং ন ক্ষয্যম্। সূত্র—'ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে'।
ক্ষেয় (ক্ষি+যৎ)—যোগ্যার্থে—পাপং ভোগেন ক্ষেয়ম্।
জয্য (জি+যৎ)—শক্যার্থে—বলাধিকঃ শত্রুঃ ন জয্যঃ।
জেয় (জি+যৎ)—জয়ের যোগ্য—অধর্মো ধর্মেণ জেয়ঃ।

৬। ক্যপ্‌,—কর্ম ও ভাববাচ্যে মাত্র কয়েকটি ধাতুর পর ক্যপ্‌ প্রত্যয় হয়। ক্‌ ও প্‌ ইৎ হয়, য থাকে। সেই ধাতুগুলি—যথা ই, স্তু, শাস্‌, বৃ, দৃ, ভৃ, জুষ্‌, খন্‌ প্রভৃতি। যথা—ই—ইত্য, শাস্‌—শিষ্য, স্তু—স্তুত্য, দৃ—দৃত্য, ভৃ—ভৃত্য।

(i) কৃ ধাতুতে বিকল্পে ক্যপ্‌ ও ণ্যৎ হয়, কৃ+ক্যপ্‌—কৃত্য, কৃ+ণ্যৎ—কার্য। ভৃ ধাতুর স্থলেও বিকল্পে—ভৃ+ক্যপ্‌—ভৃত্য, ভৃ+ণ্যৎ—ভার্যা (স্ত্রীলিঙ্গে)

(ii) উপধায় ঋকারান্ত ধাতুতেও ক্যপ্‌ হয়। কৃষ্‌—কৃষ্য; বৃধ্‌-বৃধ্য।

ক্যপ্‌ প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি বিশেষ্য পদ

(ii) বিদ্‌—বিদ্যা, শী—শয্যা। সৃ—সূর্য (নিপাতনে)। স্ত্রী-হত্যা—(স্ত্রী-হন্‌+ক্যপ্‌)। রাজন্‌+সু+ক্যপ্‌—রাজসূয় (নিপাতনে)। ব্রহ্মন্‌—ভূ+ক্যপ্‌—ব্রহ্মভূয় (ব্রহ্মের ভাব), মৃষা—বদ্‌+ক্যপ্‌—মৃষোদ্য, ব্রহ্ম—বদ্‌+ক্যপ্‌=ব্রহ্মোদ্য (যৎ যোগে—ব্রহ্মবদ্য)। গুপ্‌+ক্যপ্‌=কুপ্য (তাম্রাদিধন) অন্যত্র গোপনীয় অর্থে ণ্যৎ যোগে গোপ্য।

অনুশীলনী

১। প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর: ভবিতব্য, দেয়, কার্য, ভৃত্য, শয্যা, চেতব্য, শিষ্য, বাচ্য, বিদ্যা, ভার্যা, শক্য, তর্কিব্য, ভোগ্য, সোঢ়ব্য, রাজসূয়, শয়নীয়।

২। বাক্য উল্লেখে পার্থক্য দেখাও: (i) ভোগ্য, ভোজ্য। (ii) বাচ্য, বাক্য। (ii) ক্ষয্য, ক্ষেয়। (iv) আচার্য, আচর্য। (v) ক্রয্য, ক্রেয়।

৩। প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠিত কর:—গ্রহ্‌+তব্য, ধৃ+ণ্যৎ, শ্রু+যৎ, ছিদ্‌+ণ্যৎ, শ্রু+তব্য, সৃ+ক্যপ্‌, বহ্‌+তব্য, স্মৃ+অনীয়, চি+যৎ, গম্‌+তব্য, মৃষা—বদ্‌+ক্যপ্‌।

৭। ক্ত, ক্তবতু—নিষ্ঠা প্রত্যয়
(Past Participle)

১। ক্ত ও ক্তবতু প্রত্যয় সাধারণতঃ অতীত কাল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এই দুইটিকে নিষ্ঠা প্রত্যয় বলে। ক্‌ ইৎ, ত থাকে। ক্তবতু স্থলে তবৎ থাকে। এই পদগুলি বিশেষণ এবং প্রায়ই অতীতকালের অর্থে সমাপিকা ক্রিয়ারও কাজ করে।

২। (ক) প্রধানতঃ কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। কর্মবাচ্যে যেমন, রামেণ রাবণো হতঃ। ঘটাঃ নির্মিতাঃ কুম্ভকারেণ। কর্মবাচ্যে ইহা প্রথমান্ত কর্মের বিশেষণ। ভাববাচ্যে নিত্য ক্লীবলিঙ্গ একবচন: বৃদ্ধেন সুপ্তম্‌। বালকৈঃ হসিতম্‌।

(খ) গমনার্থক ধাতু ও অকর্মক ধাতু প্রভৃতিতে কর্তৃবাচ্যেও ক্ত প্রত্যয় হয়। সূত্র—'গত্যর্থাকর্মক' ইতি (৩.৪.৭২)। রামো বনং গতঃ। স স্থিতঃ।

৩। ভাববাচ্যে ক্ত হয় (verbal noun অর্থে), উহা ক্লীবলিঙ্গ। 'নপুংসকে ভাবে ক্তঃ' (৩.৩.১১৪)। জীবিতম্=জীবনম্, শয়িতম্=শয়নম্—এই অর্থে হয়।

৪। ক্তবতু প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যেই হয়। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ কর্তার বিশেষণ। কর্তা অনুসারে লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন হয়। রামঃ রাবণং হতবান্। বানরাঃ ফলানি ভক্ষিতবন্তঃ। পুংলিঙ্গে—বান্, বন্তৌ, বন্তঃ—এই ভাগান্ত রূপ হয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ যোগে নদী শব্দের মত রূপ। দৃষ্টবতী, পঠিতবতী ইত্যাদি।

ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ

অদ্—জগ্ধ, অন্ন	তন্—তত	যজ্—ইষ্ট	শুষ্—শুষ্ক
অস্—ভূত	তৄ—তীর্ণ	রুজ্—রুগ্ণ	শৄ—শীর্ণ
অস্ (দিবাদি)—অস্ত	ত্রৈ—ত্রাত	লভ্—লব্ধ	সহ্—সোঢ়
ই—ইত	দা—দত্ত	লিহ্—লীঢ়	সদ্—সন্ন
ইষ্—ইষ্ট	দৄ—দীর্ণ	লি—লীন	সন্জ্—সক্ত
কৃ—কৃত	ধা—হিত	বদ্—উদিত	স্থা—স্থিত
ক্ষি—ক্ষীণ	দিব্—দ্যূত, দ্যূন	বপ্—উপ্ত	সিচ্—সিক্ত
গুহ্—গূঢ়	পচ্—পক্ব	বস্—উষিত	সৃজ্—সৃষ্ট
খন্—খাত	পা—পীত	বহ—ঊঢ়	স্বপ্—সুপ্ত
গৄ—গীর্ণ	প্রচ্ছ্—পৃষ্ট	ব্যধ্—বিদ্ধ	সো—সিত
গৈ—গীত	ব্রূ বা বচ্—উক্ত	বিজ্—বিগ্ন	স্নিহ্—স্নিগ্ধ
ছিদ্—ছিন্ন	মা—মিত	রুহ্—রূঢ়	হ্বে—হূত
জন্—জাত	ম্লৈ—ম্লান	শাস্—শিষ্ট	হা—হীন

ক্তবতু যোগ করিলে ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের পর বৎ যুক্ত হয়,—যেমন গতবৎ, গীতবৎ, কৃতবৎ, উক্তবৎ।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য: (ক) নির্—বা+ক্ত=নির্বাণ, কিন্তু বাত অর্থাৎ বায়ু শব্দের বিশেষণ হইলে নির্বাত হয়। যথা—নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্। কিন্তু নির্বাতো বাতঃ। সূত্র–নির্বাণোঽবাতে (৮.২.৫০)। (খ) ধার বুঝাইলে ঋ+ক্ত=ঋণ, নচেৎ ঋ+ক্ত=ঋত (অর্থাৎ গত), বা ভাবার্থে সত্য। (গ) দিব্+ক্ত=দ্যূন (প্রশংসিত)—এখানে জিগীষা অর্থ নাই। সূত্র–'দিবোঽবিজিগীষায়াম্' (৮.২.৪৯)। সেরূপ অর্থে—দিব্+ক্ত=দ্যূতম্ (জয়ের অভিলাষে পাশা খেলা)।

(ঘ) কৈ+ক্ত=কায়, আ—দা+ক্ত= আদত্ত, বা আত্ত। (ঙ) ণিজন্তস্থলে—দম্ (ণিচ্)—দান্ত,দমিত। শম্(ণিচ্)—শান্ত, শমিত। জ্ঞা (ণিচ্)—জ্ঞপ্ত, জ্ঞাপিত। লভ্+ণিচ্—লম্ভিত। শো+ক্ত—শিত,শাত। অদ্+ক্ত—জগ্ধ, অন্ন(নিপাতনে)।

অনুশীলনী

১। প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন শব্দ বল: তৄ+ক্ত, অদ্+ক্ত, বস্+ক্ত, ব্যধ্+ক্ত, হা+ক্ত, ম্লৈ+ক্ত, কৈ+ক্ত, দিব্+ক্ত, ধা+ক্ত, ক্রুধ্+ক্তবতু, রুজ্+ক্ত, যজ্+ক্ত, শাস্+ক্ত, বচ্+ক্তবতু, পচ্+ক্ত, সো+ক্ত, শুষ্+ক্ত।

৮। অন্যান্য কৃৎপ্রত্যয়

১। ঘঞ্—ভাববাচ্যে অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (verbal noun) বোঝাইতে ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। ঘ্ এবং ঞ্ ইৎ, অ থাকে। ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ।

দৃষ্টান্ত: অদ্—ঘাস, ক্রুধ্—ক্রোধ, কুপ্—কোপ, খিদ্—খেদ, চি—চায়, তপ্—তাপ, ত্যজ্—ত্যাগ, তুষ্—তোষ, দহ্—দাহ, পচ্—পাক, পঠ্—পাঠ, বুধ্—বোধ, ভজ্—ভাগ, ভিদ্—ভেদ, ভুজ্—ভোগ, ভন্জ্—ভঙ্গ, মুদ্—মোদ, মুহ্—মোহ, লভ্—লাভ, দৃশ্—দর্শ, স্পৃশ্—স্পর্শ, হৃষ্—হর্ষ।

২। উপসর্গ না থাকিলে শ্রি, নী ও ভূ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ হয়। সূত্র—শ্রিণীভুবোঽনুপসর্গে—(৩.৩.২৪)। শ্রি—শ্রায়, নী—নায়, ভূ—ভাব। কিন্তু উপসর্গ থাকিলে শ্রি, নী ধাতুর পর অচ্ হয়। অচ্ যোগে পদগুলি হয় এইরূপ—প্রশ্রয়, প্রণয়। উপসর্গ যোগে ভূ ধাতুর পর অপ্ হয়—বিভব, প্রভব। 'প্রভাব' পদটির স্থলে বলিতে হইবে ভূ+ঘঞ্=ভাব, পরে প্রাদি তৎপুরুষ, প্রভাব—প্রকৃষ্ট ভাব।

৩। অচ্—ভাববাচ্যে ও অন্ত কারকের অর্থ বাচ্য হইলে ই-কারান্ত ও দীর্ঘ ঈ-কারান্ত ধাতু এবং অর্হ্ প্রভৃতি ধাতুর পর অচ্ হয়, অ থাকে। সূত্র—'এরচ্' (৩.৩.৫৬)। ধাতুর স্বরের গুণ হয়। যেমন—জি+অচ্—জি+অ—জে+অ>জয় (এ স্থানে অয়্)। অচ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। ক্ষি—ক্ষয়, চি—চয়, লী—লয়, নী—নয়। ভী—ভয় (ক্লীবলিঙ্গ)। অর্হ—অর্হ।

৪। অপ্—উ-বর্ণান্ত ও ঋ-কারান্ত ধাতুর পর ও গ্রহ্ প্রভৃতি ধাতুর পর অপ্ হয়। অ থাকে। অপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। স্তু—স্তব, ভূ—ভব, দ্রু—দ্রব, ভৃ—ভর, আ-হ্বে—আহব (যুদ্ধ)। মদ্+অপ্—মদ, হন্+অপ্—বধ, (কিন্তু হন্+ঘঞ্—ঘাত), গ্রহ্+অপ্—গ্রহ, নিঃ-চি+অপ্—নিশ্চয়।

৫। ক্তিন্—ভাববাচ্যে অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বুঝাইতে ধাতুর উত্তর ক্তিন্ হয়। ক্ ও ন্ ইৎ হয়, তি থাকে, ক্তিন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ। ঋধ্—ঋদ্ধি, কৃ—কৃতি, গম্—গতি, গৈ—গীতি, গ্লা—গ্লানি, তুষ্—তুষ্টি, তৃপ্—তৃপ্তি, দৃশ্—দৃষ্টি, নম্—নতি, বুধ্—বুদ্ধি, ভজ্—ভক্তি, ভুজ্—ভুক্তি, মা—মিতি, যজ্—ইষ্টি, যম্—যতি, বচ্—উক্তি, সৃজ্—সৃষ্টি, স্থা—স্থিতি, স্বপ্—সুপ্তি, হা—হানি।

৬। ল্যুট্—ভাববাচ্যে ধাতুর পর ল্যুট্ হয়। যু থাকে, এবং সেই যু স্থানে অন্ হয়। ল্যুট্প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং ইহা ক্লীবলিঙ্গ। করণ বা অন্য বাচ্যেও ল্যুট্ হয়, যথা শ্রু+ল্যুট্ - শ্রবণ অর্থে কর্ণ (করণবাচ্যে), শয়ন অর্থে শয্যা (অধিকরণ বাচ্যে)। সূত্র—করণাধিকরণয়োশ্চ (৩,৩.১১৭)।

দৃষ্টান্ত: কৃ—করণ, গম্—গমন, গৈ—গান, চি—চয়ন, ছিদ্—ছেদন, জ্ঞা—জ্ঞান, তুষ্—তোষণ, তৃপ্—তর্পণ, দৃশ্—দর্শন, ধ্যৈ—ধ্যান, নী—নয়ন, ভুজ্—ভোজন, ভ্রম্—ভ্রমণ, সৃজ্—সর্জন, স্মৃ—স্মরণ, হ্বে—হ্বান।

৭। অ, অঙ্, শ—(i) সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতু ও নামধাতুর পর ভাববাচ্যে স্ত্রীলিঙ্গে অ হয়। সূত্র:—অ প্রত্যয়াৎ (৩.৩.১০৩)। যেমন, জ্ঞা—সন্+অ= জিজ্ঞাসা। এইরূপ পিপাসা, মীমাংসা। নামধাতুর স্থলে যথা—পুত্রকাম্যা, তপস্যা।

গুরু স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনান্ত কতকগুলি ধাতুতে ভাববাচ্যে অ প্রত্যয় হয়, যথা—ঈহা, ঈক্ষা, আকাঙ্ক্ষা, সেবা, নিন্দা, ক্রীড়া, রক্ষা, ঈর্ষা। (ii) অঙ্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত—চিন্তা, পূজা, কথা, ক্ষমা, প্রভা, প্রমা, আভা, আজ্ঞা ইত্যাদি। (iii) শ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত—কৃ—ক্রিয়া, ইষ্—ইচ্ছা, চর্—চর্যা—এগুলি সব স্ত্রীলিঙ্গ।

৮। অণ্—কর্ম উপপদ পূর্বে থাকিলে ধাতুর পরে অণ্ হয়। কুম্ভ-কৃ+অণ্=কুম্ভকার। এইরূপ দ্বারপাল, পয়োবাহ, ভারবাহ।

৯। খচ্, খশ্—(i) প্রিয় ও বশ শব্দের পর বদ্ ধাতুতে খচ্ যুক্ত হয়। পূর্ববর্তী শব্দের শেষে ম্ যুক্ত হয়। যথা—প্রিয়ংবদ, বশংবদ। ক্ষেম, প্রিয় প্রভৃতি শব্দের পর কৃ ধাতুতে খচ্ হয়—প্রিয়ংকর, ক্ষেমংকর। অন্যান্য দৃষ্টান্ত: বিহায়স্—গম্+খচ্=বিহঙ্গম। পতিংবরা (বৃ+খচ্)। (ii) খশ্ যোগে নিম্নের শব্দগুলি সিদ্ধ—অরুন্তুদ—অরুস্—তুদ্+খশ্, অসূর্যম্পশ্যা (অসূর্য—দৃশ্+খশ্, স্ত্রীলিঙ্গে)। জনম্ এজয়তি যঃ=জনমেজয় (জন—এজ্+ণিচ্+খশ্)। পণ্ডিতম্মন্য (পণ্ডিত—মন্+খশ্)।

১০। ট—চর্ প্রভৃতির পর ট হয়। অ থাকে। দিবাকর, পুরঃসর, বনচর।

১১। ণ্বুল্—কর্তৃবাচ্যে হয়। কৃ—কারক, পচ্—পাচক, হন্—ঘাতক।

১২। ণিনি—কর্তৃবাচ্যে গ্রহাদি ধাতুর কতকগুলির উত্তর ণিনি হয়। ইন্ থাকে। গ্রহণ করে এই অর্থে—গ্রহ্+ণিন্—গ্রাহিন্। এইরূপ, শী—শায়িন্, মন্ত্র্—মন্ত্রিন্, স্থা - স্থায়িন, অধি-কৃ—অধিকারিন্, বি-দ্রুহ্—বিদ্রোহিন্।

শীল অর্থাৎ সেই কাজ করিতে অভ্যস্ত—এরূপ অর্থ বোঝাইতেও ণিনি হয়। যেমন সত্যং বদিতুং শীলম্ তস্য—এই অর্থে সত্য-বদ্+ণিনি—সত্যবাদিন্। এইরূপ মিথ্যাবাদিন্, পাপকারিন্, নরঘাতিন্ (হন্+ণিনি)।

১৩। যুচ্ (অন)—ণিজন্ত ধাতুর পর ভাববাচ্যে যুচ্ হয়। এই প্রত্যয়ের শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন.—ধারি—ধারণা, এইরূপ প্রেরণা, অর্চনা, বন্দনা, বেদনা।

১৪। ক, ড, কি—আ-কারান্ত ও হন্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক হয়। যথা নৃ-পা—নৃপ, প্রী—প্রিয়, ধন-দা—ধনদ, প্র-জ্ঞা - প্রজ্ঞ, দ্বার-স্থা—দ্বারস্থ। কারক উপপদের পর গম্, জন্ প্রভৃতি ধাতুর পর ড প্রত্যয় হয়, ড্ ইৎ, অ-থাকে, টি-এর লোপ, যথা—দূর-গম্+ড=দূরগ। অনু-জন্+ড=অনুজ।

এইরূপ অগ্রজ, তুরগ, বিহগ (বিহায়স্ স্থানে বিহ)।

উপসর্গ বা কর্মকারক উপপদ থাকিলে দা, ধা প্রভৃতি ধাতুতে কি প্রত্যয় হয়। ই থাকে। আ-ধা+কি—আধি। বিধি, এইরূপ জলধি। ইহারা পুংলিঙ্গ।

১৫। ক্বিপ্—সুবন্ত উপপদের পর ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ হয়। সব ইৎ হয়, ফলে হ্রস্ব স্বরের পর ত্ (তুক্) আগম হয়। ইন্দ্র-জি—ইন্দ্রজিৎ। ভূভৃৎ, সভাসদ্, পরিষদ্, উপনিষদ্—(সদ্+ক্বিপ) ইত্যাদি।

বিশেষ কয়েকটি কৃৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ

দুঃখভাক্—দুঃখ+ভজ্+ণ্বি। নর্তক—নৃৎ+ষ্বুন্। সহিষ্ণু—সহ্+ইষ্ণুচ্। ঈশ্বর—ঈশ্+বরচ্। নিন্দক—নিন্দ্+বুঞ্। তাদৃশ—তদ্-দৃশ্+কঞ্, কিন্তু তাদৃশ্—তদ্-দৃশ্+কিন্। শত্রুঘ্ন—শত্রু+হন্—টক্। গোবিন্দ—গো-বিদ্+শ।

অনুশীলনী

১। নিম্নের ধাতুগুলিতে ঘঞ্ ও ল্যুট্ প্রত্যয় যোগে কি পদ হয় বল:—

ত্যজ্, যজ্, স্পৃশ্, সৃজ্, পঠ্, দৃশ্, তুষ্, নী।

২। প্রকৃতিপ্রত্যয় বল—ত্যাগ, ভ্রমণ, শান্তি, প্রমোদ, ভাব, পিপাসা, প্রীতি, গ্রাহিন্, বুদ্ধি, হানি, সুপ্তি, উক্তি, ইষ্টি, শ্রবণ, মতি, লাভ, ক্রিয়া, তুরগ, পরীক্ষা, ইন্দ্রজিৎ, নৃপ, অর্চনা, মত্তি বধ, ঘাত, নয়, স্তব, সরসিজ, ঈশ্বর, সহিষ্ণু, প্রিয়ংবদ, পণ্ডিতম্মন্য, দুঃখভাক্।

॥ তদ্ধিত প্রত্যয় ॥

॥ ২৩ ॥

১। শব্দের উত্তর শিষ্ট প্রয়োগ অনুসারে যে সব প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। তাই বলা হয়—"তেভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ প্রয়োগেভ্যঃ হিতাঃ প্রত্যয়াঃ তদ্ধিতপ্রত্যয়াঃ।"

২। পুত্র কন্যা প্রভৃতি অপত্য অর্থে, অথবা দেবতা অর্থে, ভাব, বা কর্ম প্রভৃতি নানাবিধ অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ হয়। তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত যে সব শব্দ গঠিত হয়, উহাও প্রাতিপদিক। তাই বলা হয়—'কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ'। ইহাদের পর প্রয়োজন মত সুপ্ বিভক্তি যুক্ত হয়। তবে নির্দিষ্ট বিভক্তির অর্থেও কখনও কখনও তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, সেগুলি অব্যয়। যেমন—সপ্তমীর অর্থে ত্রল্—সর্বত্র, যত্র, কুত্র ইত্যাদি। পঞ্চমী অর্থে তসিল্—যতঃ, কুতঃ, সর্বতঃ, উভয়তঃ। এইরূপ—যথা, তথা, যদা, তদা। প্রকার অর্থে ধাচ্—দ্বিধা।

৩। তদ্ধিত প্রত্যয় নানাবিধ। প্রধান প্রধান কয়েকটির দৃষ্টান্ত দেখান হইবে। যেমন অণ্, ইঞ্, ষ্যঞ্, ঢক্, খ, খঞ্, ছ, ঠঞ্, মতুপ্ ইত্যাদি।

অণ্, ইঞ্, ষ্যঞ্

৪। আমরা ভগিনীর পুত্র না বলিয়া ভাগিনেয় বলি, পাণ্ডুর পুত্রকে পাণ্ডব বলি। অতএব দেখা গেল পুত্র কন্যা প্রভৃতি অপত্য অর্থ বুঝাইবার জন্য মূল শব্দের পর প্রসিদ্ধ প্রত্যয় যোগে রূপান্তর ঘটান হয়। শব্দের উত্তর বিহিত এই ধরণের প্রত্যয়গুলি তদ্ধিত প্রত্যয়। 'তাহার অপত্য' এই অর্থে শব্দের পর অণ্, ইঞ্, ষ্যঞ্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। অণ্ প্রত্যয়ের অ থাকে। ইঞ্ প্রত্যয়ের ই থাকে এবং ষ্যঞ্ প্রত্যয়ের য থাকে। ঞ্ বা ণ্ ইৎ হওয়ায় আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ অ আ স্থানে আ, ই ঈ এ ঐ স্থানে ঐ, উ ঊ ও ঔ স্থানে ঔ, ঋ-স্থানে আর্ হয়। পুত্র + অণ্ = পুত্র + অ = পৌত্র (আদি স্বর হ্রস্ব উ, উহার বৃদ্ধি হইল ঔ)।

৫। অপত্য অর্থে অণ্ প্রত্যয়যোগে: পুত্র—পৌত্র, দুহিতৃ—দৌহিত্র, ভরদ্বাজ—ভারদ্বাজ, গোতম—গৌতম, কুরু—কৌরব, ধৃতরাষ্ট্র—ধার্তরাষ্ট্র, ভৃগু—ভার্গব। এইরূপ শিব—শৈব, গঙ্গা—গাঙ্গ, পৃথা—পার্থ, যদু—যাদব, মনু—মানব। সংস্কৃত পদ হিসাবে উল্লেখ করিতে হইলে উপরের তদ্ধিতান্ত শব্দগুলিতে প্রথমা বিভক্তি যোগ করিতে হয়, যেমন—পৌত্রঃ, দৌহিত্রঃ, কৌরবঃ। স্ত্রীলিঙ্গে পৌত্রী, দৌহিত্রী ইত্যাদি।

৬। অকারান্ত শব্দের পর অপত্য অর্থে ইঞ্ হয়। সূত্র—অত ইঞ্ (৪,১,৯৫)। ইঞ্, ষ্যঞ্ প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে যথা—দশরথ + ইঞ্ =

দাশরথি, দ্রোণ+ইঞ্‌—দ্রৌণি। অর্জুন—আর্জুনি, বরুণ—বারুণি। যঞ্‌ প্রত্যয় যোগে যথা—গর্গ—গার্গ্য, চণক—চাণক্য। সূত্র—গর্গাদিভ্যো যঞ্‌ (৪.১.১০৫)। ণ্য প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত—আদিত্য, দৈত্য। ব্যাস শব্দে ইঞ্‌ ও অকঞ্‌ হয়—বৈয়াসকি।

৭। ঢক্‌—স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পরে ঢক্ (এয়ণ্‌) প্রত্যয় হয়—ঈয় থাকে। স্ত্রীভ্যো ঢক্ (৪.১.২০)। রাধা+ঢক্—রাধেয়। গঙ্গা—গাঙ্গেয়। কুন্তী—কৌন্তেয়। ভগিনী—ভাগিনেয়।

৮। অপত্য অর্থে আরও যে সব প্রত্যয় হয়, তাহার দৃষ্টান্ত:—যৎ প্রত্যয়—শ্বশুর—শ্বশুর্য, রাজন্—রাজন্য। ছ—স্বসৃ—স্বস্রীয়। ঘ—ক্ষত্র+ঘ =ক্ষত্রিয়। যজ্ঞ+ঘ=যজ্ঞিয়। খ—কুল+খ—কুলীন। ব্যৎ—ভ্রাতৃ+ব্যৎ—ভ্রাতৃব্য।

নানা অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়

(i) তেন প্রোক্তম্ (তাহার কর্তৃক কথিত হইয়াছে)—এই অর্থে অণ্ যোগে যথা, ঋষি+অণ্-আর্ষম্, মনু+অণ্—মানবম্। ব্যাস+ঠক্—বৈয়াসিকম্।

(ii) সঃ অস্য দেবতা (তিনি ইহার দেবতা)—এই অর্থে অণ্ যোগে: শিব—শৈবঃ; বিষ্ণু—বৈষ্ণবঃ, শক্তি—শাক্তঃ। অগ্নি—ঢক্ যোগে আগ্নেয়ঃ।

(iii) তত্র ভবঃ (উহাতে উৎপন্ন—এই অর্থে অণ্ যোগে—মথুরা—মাথুরঃ, শরৎ—শারদঃ, মনস্—মানসঃ। মাসে ভবঃ (মাসিকঃ)—ঠঞ্‌ প্রত্যয়। রাষ্ট্র+ঘ—রাষ্ট্রিয়ঃ। আদি+যৎ—আদ্যঃ। পার+খ—পারীণঃ।

(iv) তস্য অয়ম্ (তাহার ইহা)—এই অর্থে অণ্ যোগে, পৃথিবী—পার্থিবঃ, দেব—দৈবঃ, গঙ্গা+গাঙ্গঃ, শরীর—শারীরঃ।

(v) অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে (সেই সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থ বুঝাইতে) অণ্‌-যোগে যথা—ভগবৎ—ভাগবতম্ (পুরাণম্)। ছণ্—জৈমিনি—জৈমিনীয়ং (সূত্রম্)।

(vi) তদধীতে—উহা পড়ে এই অর্থে অণ্ যোগে বৈয়াকরণঃ, স্মার্তঃ।

(vii) সমূহ অর্থে—(অণ্ যোগে)—ভিক্ষাণাং সমূহঃ—এই অর্থে ভৈক্ষম্। তল্ যোগে জনানাং সমূহঃ—জনতা। বুঞ্‌ যোগে—রাজকম্।

(viii) স্বার্থে অণ্ যথা—বন্ধু—বান্ধব, চোর—চৌর।

(ix) তস্য ভাবঃ (তাহার ভাব)—এই অর্থে অণ্ যোগে: কুমার—কৌমারম্। শিশু—শৈশবম্। সুষ্ঠু—সৌষ্ঠবম্। লঘু—লাঘবম্। স্ত্রীলিঙ্গের দৃষ্টান্ত:—মধুর—মাধুরী; চতুর—চাতুরী, মিত্র—মৈত্রী।

(x) তেন নির্বৃত্তম্ এই অর্থে ঠক্—কায়—কায়িকম্, অঙ্গ-আঙ্গিকম্।

(xi) তদৈ প্রভবতি এই অর্থে—কর্মণে প্রভবতি—কার্মুকম্ (উকঞ্ যোগে)।

(xi) অপত্য প্রভৃতি নানা অর্থে ছ প্রত্যয় হয়, ছ স্থানে ঈয়ণ্ হয়, ঈয় থাকে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু আদি স্বরের বৃদ্ধি হয় না। স্বস্+ছ—স্বস্রীয় (অপত্যার্থে), মানব+ছ—মানবীয়। পিতৃষস্+ছ—পিতৃষস্রীয়। বায়ু+ছ (তস্য ইদম্ অর্থে)—বায়বীয়ম্। যুষ্মদ্+ছ—যুষ্মদীয় তব অয়ম্—এই অর্থে ত্বদীয়ঃ। মদীয়ঃ। অস্মদ্+ছ=অস্মদীয়ঃ। স্ব—স্বকীয়ঃ (ক আগম) যজ্ঞ+ছ-যজ্ঞীয়ঃ (যজ্ঞায় হিতঃ এই অর্থে)। পর্বত+ছ=পর্বতীয়ঃ (মনুষ্যঃ)।

(xii) বিশিষ্ট প্রয়োগে—অনপেতার্থে যৎ—ন্যায্য, পথ্য, ধর্ম্য। অব্যয়াৎ ত্যপ্—অমা (অর্থাৎ সহ)+ত্য=অমাত্য। এইরূপ তত্রত্য। ট্যুল্—সায়ং ভব—এই অর্থে - সায়ন্তন। এইরূপ পুরাতন, নব—নূতন। সর্বজনে সাধুঃ—সার্বজনীনঃ (খ), সভায়াং সাধুঃ—সভ্যঃ (য)।

৯। ত্ব, তল্ কোন বিশেষণ পদ হইতে বিশেষ্য করিতে হইলে আমরা সাধারণতঃ ত্ব বা তা যোগ করিয়া থাকি। এসব স্থলে তস্য ভাবঃ (তাহার ভাব)—এই অর্থে ত্ব বা তল্ প্রত্যয় হয়। তল্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ, অতএব আকার যোগ হয়। কিন্তু ত্ব-প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিত্য ক্লীবলিঙ্গ। ত্ব বা তল্ প্রত্যয়যোগে আদিস্বরের বৃদ্ধি হয় না। দৃষ্টান্ত যথা—মনুষ্য—মনুষ্যত্বম্, মনুষ্যতা। চপল—চপলত্বম্, চপলতা। দরিদ্র—দরিদ্রত্বম্, দরিদ্রতা। অলস—অলসত্বম্, অলসতা। প্রভু—প্রভুত্বম্, প্রভুতা। সৎ—সত্বম সত্তা।

সমূহ অর্থেও তল্ প্রত্যয় হয়। বন্ধূনাং সমূহঃ—বন্ধুতা। গুণবাচক শব্দের ভাবার্থে ষ্যঞ্ ও হয়—দারিদ্র্যম্, সারল্যম্, আলস্যম্ ইত্যাদি।

১০। ইমনিচ্ঃ 'তস্য ভাবঃ' (তাহার ভাব) এই অর্থে কতকগুলি শব্দের পরে ইমনিচ্ প্রত্যয় হয়। ইচ্, ইৎ, ইমন্ থাকে। ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। নীলস্য ভাবঃ—নীল+ইমনিচ্—নীলিমন্। প্রথমার একবচনে নীলিমা। এইরূপ ইমনিচ্ যোগে যথা—গুরু—গরিমন্, মধুর—মধুরিমন্, মহৎ—মহিমন্, লঘু—লঘিমন্, দীর্ঘ—দ্রাঘিমন্, বহু—ভূমন্, প্রিয়—প্রেমন্।

মত্বর্থীয় প্রত্যয়

১১। মতুপ্—ধন আছে যাহার, বুদ্ধি আছে যাহার—এই সব অর্থে আমরা ধনবান্, বুদ্ধিমান্ প্রভৃতি পদের ব্যবহার করি। এইগুলি মতুপ্ প্রত্যয় যোগে সিদ্ধ। তৎ অস্য অস্তি (উহা তাহার আছে)—এই অর্থে কখনও

প্রশংসায় শব্দের পর মতুপ্ প্রত্যয় হয়। মৎ থাকে। পুংলিঙ্গে রূপ যেমন, মতিরস্য অস্তি—মতিমান্, বুদ্ধিরস্য অস্তি—বুদ্ধিমান্। শ্রীমৎ শব্দের মত। এইরূপ ধীমান্, পিতৃমান্ ইত্যাদি। অস্ত্যর্থে ইনি প্রত্যয়ও হয়—গুণিন্, ধনিন্ ইত্যাদি। পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে গুণী, ধনী।

কিন্তু যব প্রভৃতি ভিন্ন অ-বর্ণ অর্থাৎ অ আ, এবং ম্ যে সকল শব্দের অন্ত্যবর্ণের বা অন্ত্যবর্ণের ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ (উপধা), সেই সব শব্দের পর মতুপ্ এর ম-স্থানে ব হয়। সূত্র—মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ (৮.২.৯)। ফলে জ্ঞান+মতুপ—জ্ঞানবৎ। অকারান্তের পর মতুপ্ হওয়ায় ব, এইরূপ ধনবৎ, বিদ্যাবৎ। পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে ধনবান্। লক্ষ্মীবৎ (এখানে উপধা বর্ণে ম্ থাকায় মতুপ্ এর ম স্থানে ব হইল)। কিন্তু যব প্রভৃতির শেষে 'ম'ই হইবে, যেমন—যবমান্, ভূমিমান, কুকুদ্মান্, গরুত্মান্।

কিন্তু পঞ্চম বর্ণ ভিন্ন বর্গীয় বর্ণের পর মতুপের ম্ স্থানে ব্ হয়। সূত্র—ঝয়ঃ (৮.২.১০)। ইহাদের ভ-সংজ্ঞা বশতঃ পদ-সংজ্ঞা না হওয়ায় সন্ধিতে তৃতীয় বর্ণ হয় নাই। তড়িৎ+মতুপ্—তড়িত্বৎ। বিদ্যুৎ+মতুপ্—বিদ্যুত্বৎ। পুং প্রথমার একবচনে—বিদ্যুত্বান্।

১২। ময়ট্—সোনানির্মিত বস্তুকে আমরা স্বর্ণময় বলি। তেমনি মৃন্ময়, দারুময় শব্দ ব্যবহার করি। এই সব ক্ষেত্রে (i) বিকার অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। স্বর্ণস্য বিকারঃ—স্বর্ণময়ঃ। মৃন্ময়ঃ (ঘটঃ)। মৃন্ময়ী প্রতিমা। হিরণ্য+ময়ট্—হিরণ্ময় শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ। (ii) অবয়ব বুঝাইলেও ময়ট্ হয়। কাষ্ঠময়ঃ (হস্তী)। (iii) ব্যাপ্তি অর্থে ময়ট্—জলময়ং জগৎ। রোগময়ং শরীরম্।

১৩। বিকল্পে বিন্—অস্ভাগান্ত শব্দ এবং মায়া, মেধা ও স্রজ্ শব্দের পর অস্ত্যর্থে বিকল্পে বিন্ ও মতুপ্ হয়। যশস্বী, যশবান্। মেধাবী, মেধাবান।

মত্বর্থীয় প্রত্যয়যোগে পদের অর্থভেদ

উদন্বান্—উদক+মতুপ্। সমুদ্র অর্থে মতুপ্ যোগে নিপাতনে। চন্দ্রস্য এষ মহান্ উদন্বান্।

উদকবান্—উদকমস্য আস্ত এই অর্থে। উদকবান্ এষ ঘটঃ।

রাজন্বান্—সৌরাজ্যে। ইহা নিপাতনে। যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ স রাজন্বান্ দেশঃ (শোভন নৃপযুক্ত)।

রাজবান্—রাজা অস্য অস্তি। ইদানীম্ অয়ং রাজবান্ দেশঃ।

অর্থী—দরিদ্র বাচক। অবিদ্যমান অর্থে ইনি প্রত্যয় হয়। 'অর্থাচ্চাসন্নিহিতে' (বার্তিক)। **অর্থী** ধনং যাচতে।

অর্থবান্—অর্থঃ অস্য অস্তি (মতুপ্ প্রত্যয়)। **অর্থবান্** হি জনঃ অর্থং চিন্তায় রক্ষাৎ।

বর্ণী—ব্রহ্মচারী অর্থে ইনি প্রত্যয়। সূত্র—'বর্ণাদ্ ব্রহ্মচারিণি' (৫.২.১৩৪) অথাহ বর্ণী বিদিতো মহেশ্বরঃ (কুমারসম্ভব)।

বর্ণবান্—বর্ণযুক্ত পদার্থ—পুষ্পশোভিতঃ বর্ণবানয়ং বৃক্ষঃ।

বিশিষ্ট অর্থে কয়েকটি তদ্ধিতান্ত পদ

দ্বারে নিযুক্তঃ—দৌবারিকঃ (ঠক্), কিন্তু দ্বারি নিযুক্তঃ—দ্বারিকঃ (ঠক্)। রথং বহতি—রথ্যঃ (যৎ)। দণ্ডম্ অর্হতি—দণ্ড্যঃ (যৎ)। যজ্ঞম্ অর্হতি—যজ্ঞিয়ঃ (ঘ)। গ্রামে ভবঃ—গ্রামীণঃ (খ)। সর্বকালে ভবঃ—সার্বকালিকঃ (ঠঞ্)। দক্ষিণা ভবঃ—দাক্ষিণাত্যঃ (ত্যক্)। পশ্চাৎ ভবঃ—পাশ্চাত্ত্যঃ (ত্যক্)। ধর্মং চরতি—ধার্মিকঃ (ঠক্)। তুল্যার্থে বতি—বিপ্রবৎ, জলবৎ। অল্পার্থে ক—বৃক্ষকঃ, ঘৃতকঃ। ঈষৎ অর্থে কল্পপ—অমৃতকল্পঃ।

দ্রষ্টব্য ঃ অপত্যং পুমান্ বলিলে পুংলিঙ্গ একবচন হইবে, অপত্যং স্ত্রী—বলিলে স্ত্রীলিঙ্গ হইবে—দৌহিত্রী। এক কথায় লিখিবার সময় লিঙ্গ ঠিক রাখিবে। যেমন—বায়োরিদম্ বায়বীয়ম্। বিষ্ণুঃ দেবতা অস্য—বৈষ্ণবঃ। বিশেষ কিছু উল্লেখ না থাকিলে শুধু প্রত্যয় যোগে প্রাতিপদিক শব্দ দিলেও চলিবে, যেমন, সুমিত্রা—সৌমিত্রি, ধন—ধনবৎ ইত্যাদি।

তরপ্, তমপ্, ঈয়সুন্, ইষ্ঠন্

১৪। দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে শব্দের উত্তর তরপ্ বা ঈয়সুন্ প্রত্যয় হয়। মহৎ শব্দের পর তরপ্ যোগে শব্দটি হয়—মহত্তর। ঈয়সুন্ যোগে শব্দটি হয়—মহীয়স্ (পুংলিঙ্গে মহীয়ান্)। তরপ্ প্রত্যয়ের তর থাকে, উহা অকারান্ত শব্দ। পুংলিঙ্গে নর শব্দের মত। স্ত্রীলিঙ্গে আকার যোগ (টাপ্)—যেমন বুদ্ধিমত্তরা কন্যা। বলীয়স্ শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে—বলীয়ান্ বলীয়াংসৌ বলীয়াংসঃ। স্ত্রী লিঙ্গে ঈযোগ, নদীশব্দের মত, বরীয়সী মহিলা।

১৫। বহুর মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে শব্দের উত্তর তমপ্ বা ইষ্ঠন্ প্রত্যয় হয়। বলবত্তম, বা বলিষ্ঠ। তমপ্ প্রত্যয়ের তম থাকে। উহা পুংলিঙ্গে নর শব্দের মত। স্ত্রীলিঙ্গে আকার যোগ—টাপ্। বুদ্ধিমত্তমা কন্যা। ইষ্ঠন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ অকারান্ত। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ যোগ। কনিষ্ঠঃ পুত্রঃ। কনিষ্ঠা কন্যা।

ঈয়সুন্ ও ইষ্ঠন্ প্রত্যয় যোগে শব্দের দৃষ্টান্ত

শব্দ	ঈয়সুন্‌যোগে	ইষ্ঠন্‌যোগে	শব্দ	ঈয়সুন্‌যোগে	ইষ্ঠন্‌যোগে
অন্তিক	নেদীয়স্	নেদিষ্ঠ	বহু	ভূয়স্	ভূয়িষ্ঠ
অল্প	অল্পীয়স্	অল্পিষ্ঠ	বহুল	বংহীয়স্	বংহিষ্ঠ
উরু	বরীয়স্	বরিষ্ঠ	বলিন্	বলীয়স্	বলিষ্ঠ
ক্ষুদ্র	ক্ষোদীয়স্	ক্ষোদিষ্ঠ	মৃদু	ম্রদীয়স্	ম্রদিষ্ঠ
গুরু	গরীয়স্	গরিষ্ঠ	যুবা	যবীয়স্, কনীয়স্	যবিষ্ঠ, কনিষ্ঠ
দীর্ঘ	দ্রাঘীয়স্	দ্রাঘিষ্ঠ	বৃদ্ধ	বর্ষীয়স্, জ্যায়স্	বর্ষিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ
দূর	দবীয়স্	দবিষ্ঠ	লঘু	লঘীয়স্	লঘিষ্ঠ
প্রশস্য	শ্রেয়স্	শ্রেষ্ঠ	সাধু	সাধীয়স	সাধিষ্ঠ
প্রিয়	প্রেয়স্	প্রেষ্ঠ	মহৎ	মহীয়স্	মহিষ্ঠ
স্থির	স্থেয়স্	স্থেষ্ঠ	স্থূল	স্থবীয়স	স্থবিষ্ঠ
পৃথু	প্রথীয়স	প্রথিষ্ঠ	পটু	পটীয়স	পটিষ্ঠ

অনুশীলনী

১। নিম্নের প্রত্যয়গুলির যোগে কি শব্দ হয় লিখ :

দুহিতৃ + অণ্, ভৃগু + অণ্, মনু + অণ্, সভা + য, (H.S.'80) বিদ্যা + মতুপ্, রাষ্ট্র + ঘ, হিরণ্য + ময়ট্, গুরু + ইমনিচ্, জন + তল্, সুভু + অণ্, শরৎ + অণ্, বায়ু + ছ, প্রভু + তল্, বিদ্যুৎ + মতুপ্, মহৎ + ইমনিচ্ লক্ষ্মী + মতুপ্, বিষ্ণু + অণ্, অন্তিক + ঈয়সুন্, দূর + ইষ্ঠ, যুষ্মদ্ + ছ, যব + মতুপ্, গুরু + ঈয়সুন্, মরুৎ + মতুপ্।

২। পার্থক্য নির্ণয় কর : দাশরথিঃ, দাশরথঃ। উদন্বান্, উদকবান্। অর্থী, অর্থবান্। রাজন্বান্, রাজবান্।

৩। তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে এক কথায় বল :—(i) শিশোঃ ভাবঃ, (ii) শিবঃ দেবতা অস্য, (iii) পাণ্ডোরপত্যং পুমান্, (iv) বন্ধূনাং সমূহঃ, (v) ঋষিণা প্রোক্তম্, (vi) অলসস্য ভাবঃ, (vii) শরদি ভবঃ, (viii) শ্বশুরস্য অপত্যং পুমান্, (ix) সায়ং ভবম্, (x) ন্যায়াৎ অনপেতম্, (xi) কর্মণে প্রভবতি, (xii) সভায়াং সাধুঃ, (xiii) মৃদো বিকারঃ, (xiv) শ্রীরস্য অস্তি, (xv) অয়ম্ অনয়োরতিশয়েন প্রিয়ঃ, (xvi) বর্ণেণ নির্বৃত্তম্, (xvii) ব্যাকরণম্ অধীতে, (xviii) সুমিত্রায়াঃ অপত্যং পুমান্, (xix) সভায়াং সাধুঃ, (xx) দ্বারে নিযুক্তঃ।

———

॥ সমাস প্রকরণ ॥

(Compounds)

॥ ২৪ ॥

১। 'সমাস' কথাটির অর্থ সংক্ষেপ। সম্-অস্ (ক্ষিপ্ত) + ঘঞ্ = সমাস। দুই বা দুইয়ের অধিক পদগুলিকে একপদে সংক্ষিপ্ত করার নাম সমাস। এই জন্য ব্যাকরণে প্রসিদ্ধি আছে—**একপদীভাবঃ সমাসঃ**। কিন্তু তাই বলিয়া যে কোন পদসমূহেরই সমাস হয় না। পদগুলির মধ্যে সমাসের পূর্বে কি বাক্যদশায়, এবং সমাসের পরে কি মিলিত অবস্থায় সঙ্গত অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তি বা **সামর্থ্য** থাকা চাই। এই জন্যই পাণিনি সূত্র করিয়াছেন —**সমর্থঃ পদবিধিঃ**।

বাক্যে পদগুলির মধ্যে পরস্পর **সাপেক্ষতা** বা নির্ভরতা থাকে। **আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি** যুক্ত পদসমূহকেই বাক্য বলে। আকাঙ্ক্ষা বলিতে পরস্পর নির্ভরতা, যোগ্যতা বলিতে সঙ্গতি বা অর্থবোধে বাধার অভাব, এবং আসত্তি বলিতে সান্নিধ্য বা নৈকট্য বোঝায়। রাজ্ঞঃ—এই পদ শুনিবামাত্র আকাঙ্ক্ষা জাগে রাজার কী? উত্তরে পাওয়া যায়—পুরুষঃ (ভৃত্য বা নিযুক্ত কর্মচারী)। এরূপ অর্থবোধে বাধাও নাই এবং 'রাজ্ঞঃ' পদের পর 'পুরুষঃ' পদের উচ্চারণের মধ্যে বিলম্ব বা ব্যবধানও নাই। অতএব **রাজ্ঞঃ পুরুষঃ**—এই বাক্যে পদগুলির মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা রূপ সামর্থ্য আছে তাহাকে **ব্যপেক্ষা-সামর্থ্য** বা পরস্পর নির্ভরতা বলে। উহাদের সমাস হইলে পরস্পর-নির্ভরতাযুক্ত সেই পদগুলি সমাসে মিলিত হইয়া এক বিশেষ অর্থে পরিণত হয়। সমাসবদ্ধ বা সমস্ত পদটি তখন হয় **রাজপুরুষঃ**। সমাসে এই মিলিত অর্থ বোঝাইবার শক্তি বা সামর্থ্যকে বলা হয় **একার্থীভাব-সামর্থ্য**।

বিগ্রহবাক্য ও সমাসের মধ্যে তফাৎ এই যে রাজ্ঞঃ পুরুষঃ—এই বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিযুক্ত পরস্পর সম্পর্কিত দুইটি পদের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ অর্থের গুরুত্ব আছে। কিন্তু সমাসে পৃথক্ পৃথক অর্থের আর গুরুত্ব থাকে না। মিলিত একটি বিশেষ অর্থের বোধ হয়। এই জন্যই 'রাজ্ঞঃ' পদের সম্বন্ধবাচক ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয়। সমাসকে বলে **একার্থীভাব**। সমাস একটি **বৃত্তিবিশেষ**। ব্যাকরণের বৃত্তিতে বলা হয়—**পরার্থাভিধানং বৃত্তিঃ**—যে সমন্বয়ে সমন্বয়ঘটক অংশগুলির নিজ নিজ অর্থ ছাড়াও অন্য একটি মিলিতার্থের বোধ হয়, তাহাকে

বৃত্তি বলে। তাই 'রাজপুরুষঃ'—এই সমাসবদ্ধ পদে 'রাজাধীন লোক'—এই মিলিতার্থেরই বোধ হয়। 'রামলক্ষ্মণৌ'—সমাসবদ্ধ এই পদটিতে রামলক্ষ্মণ এই দুই জনের মিলিত একটি বিশেষ অর্থের বোধ হয়। ইহাই একার্থীভাব। পাণিনির **সমর্থঃ পদবিধিঃ** সূত্রের ইহাই অর্থ যে পদসম্বন্ধের বিধানে সামর্থ্য থাকা চাই।

সন্ধি বর্ণবিধি, কিন্তু সমাস পদবিধি। বর্ণবিধির ক্ষেত্রে সাপেক্ষতা বা অর্থের নির্ভরতা নাই। পরস্পর সম্পর্কিত নহে এমন পদেও সন্ধি হইবে। 'তিষ্ঠতু দধ্যশান ত্বং শাকেন' (থাকুক দধি, খাও তুমি শাক দিয়া)—এই বাক্যে 'দধি' পদের সঙ্গে 'অশান'—এই পদের সম্বন্ধ নাই, তবুও সন্ধি হইতে বাধা হয় নাই। কিন্তু সমাসরূপ পদবিধির বেলায় সামর্থ্য থাকা চাই। আবার দেখ—'প্রাসাদঃ রাজ্ঞঃ পুরুষো গচ্ছতি'—(রাজার প্রাসাদ, লোকটি যাইতেছে)—এখানে রাজ্ঞঃ পদের পর পুরুষঃ পদ আছে, কিন্তু 'রাজ্ঞঃ' পদের সঙ্গে 'প্রাসাদঃ' পদেরই সম্বন্ধ—অতএব 'রাজ্ঞঃ' পদের পরবর্তী 'পুরুষঃ' পদের সহিত সমাস হইবে না।

১। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা মনে রাখিবে। বাক্যে প্রত্যেকটি পদের পৃথক্‌ভাবে অর্থের প্রাধান্য থাকে, সেখানে বিশেষ্য ও বিশেষণ পৃথক্‌ভাবে বসিতে পারে। যেমন 'ঋদ্ধস্য (অর্থাৎ সমৃদ্ধ) রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' (রাজার লোক)। এখানে তিনটি পদ অবশ্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু রাজপুরুষঃ—এই সমাস করিবার পর পৃথক্‌ভাবে 'ঋদ্ধস্য' এই বিশেষণ সমাসের অংশভূত 'রাজা'—এই বিশেষ্য পদের সঙ্গে অন্বিত হইবে না। কারণ 'রাজপুরুষঃ' পদটি আছে মিলিতার্থে; উহার এক অংশের সঙ্গে (রাজপদের সঙ্গে) সমাসের বাহিরের বিশেষণ পদের সম্পর্ক সম্ভব নহে। সমাস করিতে হইলে পরস্পর সাপেক্ষ সব পদগুলিরই সমাস করিতে হয়। তাই 'ঋদ্ধরাজপুরুষঃ' বলা চলে, কিন্তু ঋদ্ধস্য রাজপুরুষঃ বলা যায় না। কোন সাপেক্ষ পদকে বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্টাংশের সমাস করা চলে না। **সমাসবহির্ভূত অবস্থায় সমাসের এক অংশের সাপেক্ষ বিশেষণ** যেন না থাকে।

অবশ্য কারক বা সম্বন্ধ পদের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও সমাসের বহির্ভূত পদের সহিত সাপেক্ষ সম্পর্ক থাকিলেও সমাস হইতে বাধা নাই, যদি উহাতে অর্থবোধ হয়। যেমন, 'দেবদত্তস্য গুরোঃ কুলম্'—দেবদত্তস্য গুরুকুলম্। 'রথাৎ পতিতঃ সারথিঃ'—রথাৎ পতিতসারথিঃ। এই সম্বন্ধে নিয়মটি **এইরূপ সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ**—সমাসের বাহিরের পদের সহিত সাপেক্ষতা ও নির্ভরতা সত্ত্বেও গমকত্বহেতু অর্থাৎ অর্থের বোধকতা থাকায়

সমাস হইতে পারে। কিন্তু সম্বন্ধ পদ ছাড়া বা কারক পদ ছাড়া অন্যত্র অর্থাৎ বিশেষণ স্থলে সমাসরূপ বৃত্তির এক অংশের সহিত বাহিরের কোন পদের সম্পর্ক হইবে না। তাই বলা হয়—

প্রতিযোগি-পদাদন্যৎ যদন্যৎ কারকাদপি।

বৃত্তিশব্দৈকদেশস্য সম্বন্ধস্তেন নেষ্যতে ॥

৩। সমাসে কোন পদের অর্থ প্রধান, উহা বুঝিতে পারিলেই মোটামুটি ভাবে সমাস সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। রামলক্ষ্মণৌ গচ্ছতঃ—এই বাক্য হইতে বুঝা যায়, রাম ও লক্ষ্মণ—উভয়ে একই সঙ্গে গচ্ছতঃ ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অতএব উভয় পদের অর্থ প্রধান। উভয় পদের অর্থ প্রধান হইলে উহাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। 'রাজপুত্রঃ গচ্ছতি' বলিলে রাজসম্বন্ধী পুত্রই যাইতেছে বোঝায়, রাজা যায় না। এখানে পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য নাই, বরং 'পুত্রঃ' এই পরপদের অর্থই প্রধান। উহাকে তৎপুরুষ বলে। 'দশাননঃ রামেণ হতঃ'—বলিলে দশ আনন অর্থাৎ মুখ—এই দুই পদের কোন অর্থই প্রধান নয়, কারণ দশ বা আনন নিহত নয়, দশ আনন আছে যাহার—এমন একজন অর্থাৎ রাবণ নিহত হইয়াছে। এই জাতীয় সমাসকে বহুব্রীহি সমাস বলে। দুর্ভিক্ষম্ বলিলে ভিক্ষার অভাব বোঝায়। অভাবের অর্থই প্রধান। কিন্তু পদটিতে পূর্বের অংশে 'দুঃ' পদে সেই অভাবের কথা বলা হইয়াছে। ইহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

৪। উপরের আলোচনা হইতে জানা গেল যে সমাসে চার প্রকার অর্থের প্রাধান্য—পূর্বপদের, পরপদের, উভয় পদের ও অন্য পদের। এই অনুসারে সাধারণভাবে সমাসকে চারিটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়। তাই বলা হয় **সমাসশ্চতুর্বিধ ইতি প্রায়োবাদঃ**। সেই চারটি সমাস হইল ঃ—

(i) অব্যয়ীভাব—পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য, (ii) তৎপুরুষ—পরপদের অর্থের প্রাধান্য, (iii) দ্বন্দ্ব—উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য, (iv) বহুব্রীহি—অন্য পদের অর্থের প্রাধান্য। কর্মধারয় সমাস তৎপুরুষের অন্তর্গত। কারণ উহাতে পর-পদের অর্থই প্রধান, তবে পূর্ব পদটি সাধারণতঃ বিশেষণ—এই যা তফাৎ। যেমন নীলম্ উৎপলম্ (নীল পদ্ম)—নীলোৎপলম্। দ্বিগু সমাস কর্মধারয়ের অন্তর্ভুক্ত, উহাতে পূর্বে সংখ্যাবাচক বিশেষণ থাকে। যেমন ত্রিভুবনম্। কিন্তু পূর্বের এই চারিটি সমাসকে প্রায় চতুর্বিধ বলায় ইহাদের যে ব্যতিক্রম আছে তাহাও বোঝা যায়। অতএব পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে এই বিভাগ অবশ্য সর্বত্র সঙ্গত নয়।

যেমন পূর্বং ভূতঃ—ভূতপূর্বঃ, ইহা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, কিন্তু এই সমাসে পূর্ব পদের অর্থ প্রধান। শাকপ্রতি—শাকস্য লেশঃ—ইহা অব্যয়ীভাব হইলেও এখানে পর পদার্থ প্রধান। দ্বৌ বা ত্রয়ঃ বা—দ্বিত্রাঃ—ইহা বহুব্রীহি হইলেও ইহাতে অন্য পদার্থ প্রধান নহে। দন্তৌষ্ঠম্—এই সমাহার দ্বন্দ্বে সমষ্টিগত অর্থের প্রাধান্য, উভয়ার্থের প্রাধান্য নয়। তাই অন্য প্রকারে সমাস ষড়্‌বিধ বলা হয়। নিম্নের কারিকাটি লক্ষণীয়—

সুপাং সুপা তিঙা নাম্না ধাতুনাথ তিঙাং তিঙা।
সুবন্তেনেতি বিজ্ঞেয়ঃ সমাসঃ ষড়্‌বিধো বুধৈঃ॥

(১) সুবন্তের সহিত সুবন্ত সমাস—রাজপুরুষঃ। (২) সুবন্তের সহিত তিঙন্তের—পরি (সুবন্ত অব্যয়)+অভূষয়ৎ—পর্যভূষয়ৎ। (৩) সুবন্তের সহিত নাম অর্থাৎ প্রাতিপদিক শব্দের সমাস—কুম্ভকারঃ (কার—ইহা প্রাতিপদিকমাত্র, উপপদ তৎপুরুষের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। (৪) সুবন্তের সহিত ধাতুর—অজস্রম্। (৫) তিঙাং তিঙা, অর্থাৎ তিঙন্তের সহিত তিঙন্তের—খাদতমোদতা (খাও ও ফুর্তি কর—এমন ক্রিয়া)। (৬) তিঙন্ত পদের সহিত সুবন্ত পদের সমাস—কৃন্তবিচক্ষণা (ক্রিয়া) [হে বিচক্ষণ! কাটিয়া ফেল]। ভট্টোজীদীক্ষিত কৃত এই ছয় প্রকার বিভাগ বিজ্ঞান-সম্মত সন্দেহ নাই। ইহাতে সমাসের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু প্রাচীন যে শ্রেণীবিভাগ—উহা অর্থগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যের বিবিধ পরিচয় দেয়, এবং অর্থের প্রাধান্য অনুসারে মূল বিভাগ চারিটি বুঝিবার পক্ষেও সহজ। স্থলবিশেষে ব্যতিক্রম থাকিলেও কোন্ পদের অর্থের প্রাধান্য—উহা বুঝিতে পারিলেই সাধারণ ভাবে সমাস স্থির করা যায়।

সমাসের সাধারণ নিয়ম

৪। (ক) সমাস করার সময় যাবতীয় পদগুলির বিভক্তি লুপ্ত হয়। তাই বলা হয় **সুপো ধাতুপ্রাতিপদিকয়োঃ** (২.৪.৭১)—সমাসাদিরূপ প্রাতিপদিকের অবয়বের যাবতীয় সুপ্ বিভক্তির লোপ হয়। নদ্যাঃ তীরম্—সমাসে সুপ্ লোপে শব্দটি হইল নদীতীর। যেহেতু সমাসবদ্ধ শব্দটি প্রাতিপাদিক, উহাতে নূতন করিয়া শেষে সুপ্ বিভক্তি যুক্ত হইবে। ফলে নদীতীরম্।

(খ) সমাসে সন্ধি নিত্য। বিদ্যায়াঃ আলয়ঃ—বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়, পরে সুপ্ প্রত্যয় যোগে বিদ্যালয়ঃ।

(গ) কোন কোন স্থলে সমাসের পর সমাসান্ত অতিরিক্ত প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন, নদী মাতা যস্য—নদীমাতৃকঃ (দেশঃ)।

(ক) অব্যয়ীভাব

৫। **পূর্বপদার্থপ্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ**—অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদে সাধারণতঃ অব্যয় থাকে, এবং ঐ পূর্ব পদের অর্থই প্রধান হয়। কণ্ঠস্য সমীপে—উপকণ্ঠম্। পূর্ব পদের অব্যয়টি বিশিষ্ট অর্থের দ্যোতক। ব্যাসবাক্যে অব্যয়গুলির অর্থ দ্বারা বিগ্রহ করা হয় এবং সেই অর্থ বুঝাইবার জন্য অব্যয়ীভাব সমাসে উহা প্রয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ পূর্বে অব্যয়, নিয়মটি এইরূপ—**অব্যয়ং বিভক্তি-সমীপ** ইত্যাদি। বিভক্তির অর্থে, বা সামীপ্য, সমৃদ্ধি, অভাব, যোগ্যতা, বীপ্সা (দ্বিরুক্তি), সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ের সহিত পরবর্তী সুবন্ত পদের যে সমাস হয়,—উহাই অব্যয়ীভাব। অব্যয়ীভাব অকারান্ত হইলে পঞ্চমী ভিন্ন অন্য স্থানে উহা অম্-ভাগান্ত হয়, তৃতীয়া ও সপ্তমীতে বিকল্পে অম্ হয়—যথা দুর্ভিক্ষে। অব্যয়ীভাব **নিত্য ক্লীবলিঙ্গ**। শেষের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়—উপনদি।

(i) বিভক্তির অর্থে—হরৌ—এই সপ্তমীর অর্থে অধিহরি। (ii) **সামীপ্য** অর্থে—নগরস্য সমীপে—উপনগরম্। নদ্যাঃ সমীপে—**উপনদি** (হ্রস্ব হইল) এবং ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া এখানে ইহা ই-কারান্ত বারি শব্দের মত রূপ। (iii) **সমৃদ্ধি** অর্থে—মদ্রাণাং সমৃদ্ধিঃ—সুমদ্রম্। (iv) **অভাব** অর্থে—ভিক্ষায়াঃ অভাবঃ দুর্ভিক্ষম্। মক্ষিকাণাম্ অভাবঃ—নির্মক্ষিকম্। (v) **যোগ্যতা** অর্থে—রূপস্য যোগ্যম্—অনুরূপম্। (vi) বীপ্সায়—অহনি অহনি—**প্রত্যহম্**। (vii) সাদৃশ্যে—হরেঃ সাদৃশ্যম্—সহরি। (viii) অনতিবৃত্তে অর্থাৎ অতিক্রম না করিয়া এই অর্থে অব্যয়পদের সহিত সমাস হয়। শক্তিম্ অনতিক্রম্য—**যথাশক্তি**। বিধিম্ অনতিক্রম্য—যথাবিধি। (ix) **যৌগপদ্যে**—চক্রেণ যুগপৎ—সচক্রম্। (x) সাকল্যে—তৃণমপি অপরিত্যজ্য—সতৃণম্।

৬। **মাত্রা** (লেশ) অর্থে সুবন্ত পদের সহিত 'প্রতি' শব্দের সমাস। শাকস্য লেশঃ—**শাকপ্রতি**। সূপপ্রতি। **আঙ্** অব্যয়ের সহিত পঞ্চম্যন্ত পদের বিকল্পে সমাস—আমুক্তি। বংশবাচক পদের সহিত সংখ্যাবাচক শব্দের সমাস—দ্বৌ মুনী বংশ্যৌ—দ্বিমুনি। ত্রয়ঃ মুনয়ঃ বংশ্যাঃ **ত্রিমুনি** (ব্যাকরণম্)।

৭। কতকগুলি ক্ষেত্রে ব্যাসবাক্যে পূর্বপদে অব্যয় না হইলেও নাম বা সংজ্ঞা বুঝাইলে অব্যয়ীভাব হয়। যেমন, উন্মত্তা গঙ্গা যত্র—উন্মত্তগঙ্গম্ (দেশের নাম)। সূত্র—**অন্যপদার্থে চ সংজ্ঞায়াম্** (২.১.২১)।

দ্বিপাতনে: তিষ্ঠন্তি গাবো যস্মিন্ কালে দোহায় সঃ—তিষ্ঠদ্গু।

অব্যয়ীভাবে সমাসান্ত প্রত্যয়—টচ্

৮। সমাস হইলে সমাসের শেষে সমাসান্ত প্রত্যয় হয়। উহা ছাড়া সমাস পূর্ণ হয় না। অব্যয়ীভাবে সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয় হয়। ট্, চ্ ইৎ, অ থাকে। 'অব্যয়ীভাবে শরৎপ্রভৃতিভ্যঃ' (৫.৪.১০৭), যেমন, শরদঃ সমীপম্—উপশরদম্ (টচ্ যোগে)। অক্ষি প্রতি—প্রত্যক্ষম্ (টচ্ যোগে)। অক্ষোঃ পরম্—পরোক্ষম্। অক্ষোঃ সমীপে—সমক্ষম্। প্রতিপরিসমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ (গণসূত্র)। রাজ্ঞঃ সমীপম্—উপরাজম্ (টচ্ যোগে), সূত্র—অনশ্চ (৫.৪.০৮) অর্থাৎ অন্ ভাগান্ত শব্দে টচ্ হয়। গিরেশ্চ—গিরেঃ সমীপম্—উপগিরম্ (টচ্ যোগে), এখানে বিকল্পে টচ্ হয়, আর একটি পদ হইবে—উপগিরি। এইরূপ উপনদম্, উপনদি।

(খ) তৎপুরুষ

৯। যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান, তাহাকে তৎপুরুষ বলে—**উত্তরপদার্থ-প্রধানস্তৎপুরুষঃ**। এই সমাসে ব্যাসবাক্যে **পূর্বপদে** দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী—ইহাদের মধ্যে **যে কোন বিভক্তি** থাকে, এবং **পরপদে প্রথমা বিভক্তি** থাকে। পূর্বপদের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির নাম অনুসারেই দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ—এই প্রকার নাম হয়।

১০। তৎপুরুষ সমাসে পরপদের লিঙ্গ অনুসারেই সমাসবদ্ধ পদটির লিঙ্গ হয়। দ্বন্দ্ব সমাসেও এই নিয়ম। সূত্র—**পরবল্লিঙ্গং দ্বন্দ্ব-তৎপুরুষয়োঃ** (২.৪.২৬)। বিদ্যায়াঃ আলয়ঃ—বিদ্যালয়ঃ। নদ্যাঃ কূলম্—নদীকূলম্।

(i) **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ**—শ্রিত, অতীত, গত, প্রাপ্ত প্রভৃতি পদের সহিত দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস হয়। কৃষ্ণং শ্রিতঃ (অর্থাৎ কৃষ্ণের আশ্রিত)—কৃষ্ণশ্রিতঃ। সুখম্ আপন্নঃ—সুখাপন্নঃ। গৃহং গতঃ—গৃহগতঃ। মুহূর্তং সুখম্ (সূত্র—**অত্যন্ত-সংযোগে চ** (২.১.২৯)। বর্ষভোগ্যঃ—বর্ষং ভোগ্যঃ। 'গম্যাদীনামুপসংখ্যানম্' (বার্তিক)। গ্রামং গমী—গ্রামগমী। অন্নং বুভুক্ষুঃ—অন্নবুভুক্ষুঃ। নিন্দা অর্থে খট্বারূঢ়ঃ—দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, ইহা নিত্যসমাস, বিচারবুদ্ধিহীন—এই অর্থে।

(ii) **তৃতীয়া তৎপুরুষ** পূর্ব, সদৃশ, সম ও ঊনার্থ শব্দের সহিত তৃতীয়ান্ত পদের সমাস হয়। মাসেন পূর্বঃ—মাসপূর্বঃ। মাত্রা সমঃ—মাতৃসমঃ। মিত্রেণ সদৃশঃ—মিত্রসদৃশঃ। বিদ্যয়া হীনঃ—বিদ্যাহীনঃ। কর্তায় ও করণে তৃতীয়ার সহিত কৃদন্ত পদের সমাস হয়। চৌরেণ হৃতঃ—চৌরহৃতঃ। শরেণ বিদ্ধঃ—শরবিদ্ধঃ। সূত্র—**কর্তৃকরণে কৃতা বহুলম্** (২.১.৩২)।

(iii) **চতুর্থী তৎপুরুষ**—যূপায় দারু (যূপ তৈয়ারীর নিমিত্ত কাঠ)। মনে রাখিবে তাদর্থ্যে চতুর্থী তৎপুরুষ তখনই হইবে, যখন প্রকৃতি-বিকৃতিভাব বুঝাইবে, অর্থাৎ নিমিত্তবোধক বস্তুটিকে যখন উপাদান রূপে লইয়া রূপান্তর করা হইবে তখনই। তাদর্থ্যে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস যথা—কুণ্ডলায় হিরণ্যম্—কুণ্ডলহিরণ্যম্। কিন্তু রন্ধনায় স্থালী—এখানে তাদর্থ্যে হইলেও প্রকৃতিবিকৃতিভাব হয় নাই। অতএব চতুর্থী তৎপুরুষ হইবে না। **অশ্বঘাসঃ**—ব্যাসবাক্য অশ্বায় ঘাসঃ হইবে না। অশ্বস্য ঘাসঃ—এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ হইবে। **চতুর্থী তদর্থার্থ-বলিহিত-সুখরক্ষিতৈঃ** (২.১.৩৬) এই সূত্রে বলি, হিতপ্রভৃতি উল্লেখই ইহার প্রমাণ। তাদর্থ্য বলিতেই বলি ও হিত পদের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদের সমাস হইতে পারিত। তবুও উহাদের পৃথক উল্লেখ হইতেই বুঝা গেল যে সমাসে তাদর্থ্য পদের অর্থ প্রকৃতি-বিকারভাবই। চতুর্থী তৎপুরুষের অন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত—লোকায় হিতম্—লোকহিতম্। ভূতায় বলি—ভূতবলিঃ। আবার ব্রাহ্মণায় ইদম্—**ব্রাহ্মণার্থম্**, এখানে কিন্তু সমাসের শেষে 'অর্থ' শব্দ' যুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ব্যাস বাক্যে ইদম্ বলা হয়। অন্য পদের সাহায্যে ব্যাসবাক্য হয় বলিয়া ইহাকে **নিত্য সমাস** বলে। তাই বলা হয় 'অর্থেন নিত্য-সমাসো বিশেষ্যলিঙ্গতা চেতি বক্তব্যম্'—বিশেষ্য পদ অনুসারে লিঙ্গ হয়। যেমন—ব্রাহ্মণার্থং ধনম্, পুত্রার্থঃ যাগঃ।

(iv) **পঞ্চমী তৎপুরুষ**—ব্যাঘ্রাৎ ভয়ম্—ব্যাঘ্রভয়ম্। সূত্রঃ—**পঞ্চমী ভয়েন** (২.১.৩৭)। ভয় পদে ভীতি, ভী প্রভৃতি স্থলেও এইরূপ হইবে। অপেত, মুক্ত, পতিত প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে পঞ্চম্যন্ত পদের সমাস হইবে। সুখাৎ অপেতঃ—সুখাপেতঃ। বৃক্ষাৎ পতিতঃ—বৃক্ষপতিতঃ। বন্ধনাৎ মুক্তঃ—বন্ধনমুক্তঃ।

(v) **ষষ্ঠী তৎপুরুষ**—সুবন্ত পদের সহিত ষষ্ঠ্যন্ত পদের সমাস খুবই ব্যাপক। রাজ্ঞঃ পুত্রঃ—রাজপুত্রঃ। মম গৃহম্—মদ্গৃহম্। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে কুক্কুটী প্রভৃতি শব্দের পুংবদ্ভাব হয়। যেমন কুক্কুট্যাঃ অণ্ডম্—কুক্কুটাণ্ডম্। ছাগ্যাঃ দুগ্ধম্—ছাগদুগ্ধম্। সূত্র—'কুক্কুট্যাদীনামণ্ডাদিষু' (বার্ত্তিক)। ইক্ষূণাং ছায়া—**ইক্ষুচ্ছায়ম্**—**'ছায়া বাহুল্যে'** সূত্রে নপুংসক। কৃদ্ যোগে কর্তায় বা কর্মে যে ষষ্ঠী উহাদের সমাস হয়—রাজাদেশঃ, পয়ঃপানম্। স্ত্রীণাং সভা—**স্ত্রীসভম্** (সঙ্গতিঃ)।

(vi) **সপ্তমী তৎপুরুষ**—শাস্ত্রেষু প্রবীণঃ—শাস্ত্রপ্রবীণঃ। তর্কে পণ্ডিতঃ—তর্কপণ্ডিতঃ। ন্যায়ে নিপুণঃ—ন্যায়নিপুণঃ। স্থাল্যাং পক্কঃ—স্থালীপক্কঃ। নিন্দার্থে—তীর্থে কাক ইব—তীর্থকাকঃ। **গেহেশূরঃ**—ইহা অলুকসমাসও বটে।

ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস নিষেধ

১১। (ক) বহুর মধ্যে উৎকর্ষ বুঝাইলে নির্ধারণে ষষ্ঠী হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে 'ন নির্ধারণে' (২. ২. ১০)—এই সূত্রবশতঃ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইবে না। কবীনাং কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ। তবে **পুরুষোত্তমঃ** পদের ব্যাসবাক্যে বলা হয়—পুরুষাণাম্ উত্তমঃ (সে ক্ষেত্রে নির্ধারণে ষষ্ঠী না বলিয়া **শেষে ষষ্ঠী** হিসাবে তৎপুরুষ বলা হয়)। (খ) তৃচ্ ও অক (ণ্বুল্, বুঞ্) প্রত্যয়ান্ত শব্দের সহিত ষষ্ঠী সমাস হয় না, কিন্তু 'যাজকাদিভিশ্চ' সূত্রে ব্যতিক্রমের উল্লেখ থাকায় যাজকাদি শব্দের তালিকাভুক্ত প্রসিদ্ধ কয়েক পদে ষষ্ঠী তৎপুরুষ হইবে। যথা—বেদপাঠকঃ, সীতাভর্তা, বিশ্বভর্তা। তবে 'ত্রিভুবনবিধাতা'—এক্ষেত্রে বলিতে হইবে শেষে ষষ্ঠী বশতঃ সমাসে বাধা নাই। কারকষষ্ঠী স্থলেই নিষেধ প্রযোজ্য। এইরূপ অন্যত্রও সমাস হইলে **শেষে ষষ্ঠী** হিসাবে অথবা সুপ্ সুপা রূপে সমাস হইয়াছে বলা যাইবে। (গ) **পূরণগুণ** (২. ১. ১১)—সূত্রে পূরণবাচক ও গুণবাচক শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠী সমাস নিষেধ। কিন্তু উহার ব্যতিক্রম যথা—'গুণাত্তরেণ তরলোপশ্চেতি বক্তব্যম্'। সর্বেষাং শ্বেততরঃ—সর্বশ্বেতঃ, তরপ্ যুক্ত গুণবচনের সহিত ষষ্ঠ্যন্ত পদের সমাস হয়, তরপ্ প্রত্যয়ের লোপ হয়। এইরূপ সর্বশুক্লা।

গুণ পদের সহিত সমাসনিষেধ নিত্যবিধি নয়। তাই বলা হয়—'অনিত্যোঽয়ং গুণেন নিষেধঃ'—'তদশিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ'—ব্যাকরণের এই প্রয়োগ হইতেই ইহা বোঝা যায়। অতএব অর্থগৌরবম্—এই ষষ্ঠী সমাস শুদ্ধ বলা যায়।

অন্যান্য তৎপুরুষ

১২। পূর্বপদে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি না থাকিলেও নঞ্, বা প্র, পরা প্রভৃতি অব্যয়, বা কু শব্দ থাকিলে অন্যান্য তৎপুরুষ হয়।

নঞ্ তৎপুরুষ

১৩। সুবন্ত পদের সহিত নঞ্—এই অব্যয়ের সমাস হয়। ইহা নঞ্ তৎপুরুষ। সূত্র—নঞ্ (২,২.৬)। পূর্ব পদে নঞ্-এর ন লোপ পায়, অ থাকে। 'নলোপো নঞঃ' (৬.৩.৭৩)। যথা—ন সুরঃ—অসুরঃ। ন ব্রাহ্মণঃ—অব্রাহ্মণঃ। ন সুখম্—অসুখম্। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে নঞ্-স্থানে অ-র পর ন্ হয়। যথা—ন উদয়ঃ—অনুদয়ঃ।

কয়েক স্থলে অবশ্য নিপাতনে ন-ই থাকে। ন ক্ষত্রম্—নক্ষত্রম্, ন অকম্ (যত্র)—নাকঃ, ন স্ত্রী পুমান্—নপুংসকম্ (নিপাতনে সিদ্ধ)। এইরূপ—নগঃ।

নঞের অর্থ ছয় প্রকার। সাদৃশ্য, অভাব, ভিন্নতা, অল্পতা, অপ্রশস্ততা ও বিরোধ। যথাক্রমে-দৃষ্টান্ত—অব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণসদৃশ), অসুখম্ (সুখের অভাব)

অঘটঃ (ঘটভিন্ন), অকেশী (অল্পকেশী), অকালঃ (অপ্রশস্ত কাল), অসুরঃ (সুরবিরোধী)।

তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

উপপদ তৎপুরুষ

১৪। **উপপদমতিঙ্** (২.১.১৯)—(তিঙন্ত বাদে) বিভক্তিহীন কৃদন্ত শব্দের সহিত সুবন্ত উপপদের যে সমাস হয়, উহা উপপদ সমাস। উপপদ-শব্দের 'উপ' বলিতে সমীপে, উপপদ বলিতে সমীপস্থ পদ ('সমীপোচ্চারিতং পদম্')। অণ্, ড, ণিনি প্রভৃতি কতকগুলি নির্দিষ্ট কৃৎপ্রত্যয় ধাতুর পরে বসে বটে, কিন্তু সেই ধাতুরও পূর্বে একটা না একটা কারক পদ উপপদ হিসাবে থাকে। যেমন 'কুম্ভং করোতি'—এই অর্থে কর্মবাচক কুম্ভ শব্দের পর কৃ-ধাতুতে অণ্ যোগে 'কুম্ভকার' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ পঙ্কে জায়তে যৎ—এই অর্থে পঙ্কজ (ড প্রত্যয় যোগে)। সত্যবাদী—ণিনি প্রত্যয় যোগে। মনে রাখিবে পূর্বে উপপদ না থাকিলে ঐ সব কৃদন্ত শব্দ পৃথকভাবে বসে না। কুম্ভস্য কারঃ (ষষ্ঠী) বা পঙ্কে জঃ (৭মী)—এই ভাবে তৎপুরুষ বলা যাইবে না। অতএব সেস্থলে কারকবাচক **সুবন্ত উপপদের** সহিত **বিভক্তিহীন** কৃদন্ত শব্দ 'কার' বা 'জ'—এই ধরণের কৃদন্ত শব্দের সমাসকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। উপপদ সমাসের ব্যবহারযোগ্য ব্যাসবাক্য বলিতে গেলে অর্থবোধক বাক্যেরই কল্পনা করিতে হয়। যথা—কুম্ভং করোতি যঃ সঃ—কুম্ভকারঃ। পঙ্কে জায়তে যৎ—পঙ্কজম্। এই সব স্থলে 'যঃ' 'সঃ' থাকিলেও বহুব্রীহি সমাস বলিবে না। কারণ এখানে অর্থ মাত্র বুঝাইতে করোতি, জায়তে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ দিয়া বোঝান হইল।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিবে অচ্, অপ্ প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্বে যে উপপদ থাকিবেই, এমন কোন কথা নাই। যেমন ধর, কর, হর প্রভৃতি শব্দ। ফলে জলধরঃ, মহীধরঃ, দুঃখকরঃ, শোকহরঃ—এই পদগুলিকে ষষ্ঠী তৎপুরুষের প্রয়োগ বলিয়াই মনে করিতে হইবে। জলস্য ধরঃ, মহ্যাঃ ধরঃ—এইরূপ ব্যাসবাক্য হইবে। কেবল যেখানে পূর্বে উপপদ থাকিলে বিশেষ বিশেষ কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত হয়, সেখানেই উপপদতৎপুরুষ বলিতে হইবে।

কুতৎপুরুষ, গতিতৎপুরুষ ও প্রাদিতৎপুরুষ

১৫। নিন্দার্থক কুশব্দ, গতি নামক পারিভাষিক শব্দ এবং প্রাদি শব্দ সমূহ সুবন্ত পদের সহিত সমাসবদ্ধ হয়। সূত্র—**কুগতিপ্রাদয়ঃ** (২. ২. ১৮)।

(ক) **কুতৎপুরুষ** যথা—কুৎসিতঃ জনঃ—কুজনঃ, কুৎসিতঃ অশ্বঃ—**কদশ্বঃ**, কুৎসিতম্ অন্নম্—কদন্নম্, (স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কু শব্দ স্থানে কৎ হয়)। পথিন্ ও অক্ষ শব্দ পরে থাকিলে কুশব্দ স্থানে কা হয়। যথা—কুৎসিতঃ পন্থাঃ—**কাপথম্**, কুৎসিতঃ অক্ষঃ—কাক্ষঃ। ঈষৎ অর্থেও কা হয়—কালবণম্। **ঈষৎ উষ্ণম্**—কাঞ্চম্, কদুষ্ণম্, কবোষ্ণম্। 'বিভাষা পুরুষে' সূত্রে বিকল্পে—কুৎসিতঃ পুরুষঃ—কাপুরুষঃ, কুপুরুষঃ। ইহাদের ব্যাসবাক্যে কু শব্দের ব্যাখ্যা রূপে কুৎসিতঃ পদ প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া ইহারা নিত্যসমাসেরও দৃষ্টান্ত। **কুৎসিতঃ রাজা**—কিংরাজা (সূত্রঃ—**কিং ক্ষেপে**), **কিমঃ ক্ষেপে** সূত্রে সমাসান্ত নিষেধ। কুৎসিতঃ সখা—**কিংসখা**, এখানেও সমাসান্ত প্রত্যয় নিষিদ্ধ।

(খ) **গতি তৎপুরুষ**—প্র, পরা প্রভৃতি অব্যয়, চি ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ, ও অলম্, অন্তর্, পুরস্, তিরস্, সৎ, সাক্ষাৎ, আবিস্, নমস্ প্রভৃতি অব্যয় ধাতুর সহিত যুক্ত হইলে উহাদিগকে **গতি** বলে। ধাতুর সহিত **গতি** নামক বিশিষ্ট শব্দের যে সমাস তাহাই গতিসমাস। যেমন, **প্রবিশ্য**, পরাভূয়, **স্বীকৃত্য** (চি প্রত্যয়ের স্থলে), অলংকৃত্য, সৎকৃত্য, নমস্কৃত্য। গতিসমাস হওয়াতেই সমাসে (নঞ্ তৎপুরুষ ছাড়া) ক্ত্বা স্থানে ল্যপ্ হয়। এখানেও নিত্য সমাস।

(গ) প্র, পরা প্রভৃতি কুড়িটি অব্যয় 'গত' অর্থাৎ প্রগত প্রভৃতি অর্থে প্রথমান্ত পদের সহিত প্রাদিসমাস নিষ্পন্ন করে। প্রগতঃ আচার্যঃ—**প্রাচার্যঃ**, প্রগতঃ পিতামহঃ—প্রপিতামহঃ, সুগতঃ জনঃ—সুজনঃ। দুষ্টঃ জনঃ—দুর্জনঃ। প্রকৃষ্টঃ ভাবঃ—প্রভাবঃ। প্র প্রভৃতি ব্যাসবাক্যে ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইলেও সমাসে প্র প্রভৃতি অব্যয় কিন্তু ক্রিয়ার সহিত যুক্ত নয়। **প্রাদয়ো গতাদ্যর্থে প্রথময়া** (বার্তিক)। ক্রান্ত প্রভৃতি অর্থে দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত 'অতি' এবং 'উৎ' প্রভৃতি অব্যয়েরও প্রাদিসমাস হয়। অতিক্রান্তঃ মালাম্—অতিমালঃ। উৎক্রান্তঃ বেলাম্—উদ্বেলঃ। (**অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া**।) **নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে পঞ্চম্যা** বার্তিক)—নিষ্ক্রান্তঃ কৌশাম্ব্যাঃ—**নিষ্কৌশাম্বিঃ**।

একদেশী তৎপুরুষ

১৩। অংশ বা অবয়ববাচক পূর্ব, অপর প্রভৃতি শব্দের সহিত ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত অবয়ববিশিষ্ট শব্দের সমাসকে একদেশী তৎপুরুষ বলে। পূর্বং কায়স্য—**পূর্বকায়ঃ**। পূর্বম্ অহ্নঃ—**পূর্বাহ্নঃ**। পূর্বং রাত্রেঃ—পূর্বরাত্রঃ। এইদৃষ্টান্তে অহ্নঃ মধ্যম্—মধ্যাহ্নম্, পশ্চিমঃ রাত্রেঃ—পশ্চিমরাত্রঃ—ইহাও একদেশী তৎপুরুষ। সমাংশবাচী অর্ধ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, উহার সহিত একদেশী সমাস হয়। যথা—

অর্ধম্ (ঠিক অর্ধেক) রাজ্যস্য—অর্ধরাজ্যম্। সূত্র—**অর্ধং নপুংসকম্** (২.২.২) এইরূপ অর্ধং গৃহস্য—অর্ধগৃহম্। অবয়ববাচী শব্দের পূর্বনিপাত। কিন্তু গ্রামস্য অর্ধঃ (পুংলিঙ্গ)—ইহা অংশবাচী মাত্র—গ্রামার্ধঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

সমাসান্ত প্রত্যয়

১৭। (i) তৎপুরুষ সমাসে **রাজন্, অহন্ ও সখি** শব্দের উত্তর টচ্ হয়। সূত্র—**রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্** (৫.৪.৯১)। অ থাকে। দেবানাং রাজা—দেবরাজঃ। **উত্তমম্ অহঃ—উত্তমাহঃ।** রামস্য সখা—রামসখঃ। এগুলি নর শব্দের মত।

(ii) সর্ব, পুণ্য, সংখ্যা বা একদেশবাচক শব্দ পূর্বে থাকিলে তৎপুরুষে উত্তর পদে রাত্রি শব্দে সমাসান্ত অচ্ যুক্ত হয়। পূর্বং রাত্রেঃ—পূর্বরাত্রঃ। (iii) সমাসে পথিন্ শব্দে অ হয়—রাজপথঃ (iv) মহৎ শব্দ স্থানে পূর্বপদে মহা আদেশ হয় **বিশেষণ হইলে।** মহান্ দেশঃ—মহাদেশঃ। (v) নঞ্ তৎপুরুষে বা বহুব্রীহিতে রাজন্ ও সখি শব্দে সমাসান্ত প্রত্যয় হয় না। অরাজা, অসখা।

(গ) কর্মধারয়

১৮। কর্মধারয় সমাস তৎপুরুষেরই একটা প্রকারভেদ। ইহাতে তৎপুরুষের মত পরপদের অর্থ প্রধান। সূত্র যথা—**তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণঃ কর্মধারয়ঃ** (১.২.৪২)। যে তৎপুরুষে দুই সমাসঘটক পদের আধার একই অর্থাৎ সমানাধিকরণ অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণ-ভাবাপন্ন দুইটি পদ থাকে, উহা কর্মধারয়। নীলং পদ্মম্—নীলপদ্মম্ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তাই বলা হয় প্রায়ই পরবর্তী বিশেষ্য পদের সহিত পূর্ববর্তী বিশেষণ পদের যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে কর্মধারয় বলে। সূত্র—**বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্** (২.১.৫৭)। ইহা বিশেষ্য বিশেষণের সমাস। ব্যাসবাক্যে বিশেষ্যের মতই বিশেষণের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন হয়। কর্মধারয় সমাসে পরপদে প্রথমা বিভক্তি এবং পূর্বপদেও অনুরূপ প্রথমা বিভক্তি এবং একই লিঙ্গ ও বচন। কিন্তু দ্বিতীয়াদিতৎপুরুষে সমাসঘটিত পদগুলির বিভক্তি বিভিন্ন। কারণ আধার সেখানে বিভিন্ন—উহা ব্যধিকরণ তৎপুরুষ সমাসের স্থল। কর্মধারয়ের দৃষ্টান্ত যথা—নীলম্ উৎপলম্—নীলোৎপলম্। সুন্দরগৃহম্। পুষ্টমৃগঃ।

১৯। কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদের স্ত্রীলিঙ্গ প্রায়ই পুংলিঙ্গ হয়। যথা—কৃষ্ণা চতুর্দশী—কৃষ্ণচতুর্দশী, পাচিকা স্ত্রী—পাচকস্ত্রী। পূর্বপদে মহৎ শব্দ বিশেষণ হইলে মহা হয়। মহান্ দেবঃ—মহাদেবঃ। মহান্ রাজা—মহারাজঃ।

২০। (ক) দুইটি গুণবাচক শব্দের মধ্যেও ইচ্ছামত একটিকে বিশেষ্য এবং

আর একটিকে বিশেষণ—এইরূপ কল্পনা করিয়া কর্মধারয় সমাস করা যায়। যঃ হৃষ্টঃ সঃ পুষ্টঃ—হৃষ্টপুষ্টঃ। এইরূপ খঞ্জকুব্জঃ, নীললোহিতঃ।

(খ) বিশেষ্যপদের সহিত পূর্বকালবোধক বিশেষণ শব্দের কর্মধারয় সমাস হয়। পূর্বং স্নাতঃ পশ্চাৎ অনুলিপ্তঃ—স্নাতানুলিপ্তঃ। পূর্বং বদ্ধঃ পশ্চাৎ তাড়িতঃ—বদ্ধতাড়িতঃ।

(গ) পরবর্তী নঞ্ বিশিষ্ট ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত একই ক্ত-প্রত্যয়ান্ত অন্যপদের কর্মধারয় হয়। কৃতং চ তদকৃতং চ—কৃতাকৃতম্।

৩১। **নিপাতনে সিদ্ধ কর্মধারয়**—অন্যঃ রাজা—**রাজান্তরম্** (নিত্য সমাসও বটে), চিৎ এব—**চিন্মাত্রম্**, ইহাও নিত্যসমাস, কারণ ব্যাসবাক্য অনঞ্ পদের সহায়তা লইতে হইয়াছে। **কৃষ্ণসর্পঃ পদটি কর্মধারয়, কিন্তু নিত্য সমাস**; কারণ উহার ব্যাসবাক্য হয় না। কৃষ্ণসর্পঃ বলিতে কেউটে সাপ বুঝায়। যাহার ব্যাসবাক্য হয় না, বা অন্য পদের সাহায্যে ব্যাসবাক্য করিতে পারা যায় তাহাকে **নিত্য সমাস** বলে। সব রকমের সমাসেই নিত্য সমাস দেখা যায়।

অন্যান্য কর্মধারয়

২২। তুলনামূলক কর্মধারয় তিন প্রকারের। তুলনা করিতে হইলে তিনটি বস্তুর দরকার। উপমেয়, উপমান ও সামান্য বা সাধারণ ধর্ম। যাহার তুলনা করা হয় উহা উপমেয় (যেমন মুখ), যাহার সহিত তুলনা করা হয় সে উপমান (চন্দ্র)।

(ক) **উপমান কর্মধারয়**—উপমান অর্থাৎ যাহার সহিত তুলনা করা হয় এবং সাধারণ ধর্ম—এই দুইয়ের যে সমাস, উহা উপমান কর্মধারয়। উপমান পূর্বে বসে। **উপমানানি সামান্যবচনৈঃ** (২.১.৫৫)। ঘন ইব শ্যামঃ—ঘনশ্যামঃ (মেঘের মত শ্যামবর্ণ)। শঙ্খ ইব ধবলঃ—শঙ্খধবলঃ, এইরূপ অনলোজ্জ্বলঃ। এখানে উপমান বিশেষণ রূপে গণ্য তৎসদৃশ অর্থে উহা গৌণ-প্রয়োগ। ব্যাসবাক্যে ইব শব্দ উহারই পরিচয় দেয়।

(গ) **উপমিত কর্মধারয়**—সাধারণ ধর্মের অপ্রয়োগে কেবল উপমেয় ও ব্যাঘ্রাদি উপমান—এই দুই পদের সমাস হইলে উহাকে উপমিত কর্মধারয় বলে। ইহ উপমানের সহিত উপমেয়ের সমাস। পূর্বপদে উপমেয় থাকে। সেই অনুসারে ইহার নাম উপমিত সমাস। সূত্র—**উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে** (২.১.৫৬)। পুরুষঃ ব্যাঘ্রঃ ইব—পুরুষব্যাঘ্রঃ। নরঃ সিংহঃ ইব—নরসিংহঃ। মুখম্ চন্দ্র ইব—মুখচন্দ্রঃ। এই সমাসে উপমেয় বিশেষ্য, উপমান রূপ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শব্দের লাক্ষণিক অর্থ হইল ব্যাঘ্রসদৃশ—উহা

বিশেষণ এবং উহা পরে বসে। লক্ষ্য কর উপমিত সমাসে বিশেষ্যরূপ উপমেয়ই কিন্তু পূর্বে বসে। ইহা কর্মধারয় সমাসের পূর্বনিপাত-বিধির ব্যতিক্রম।

(গ) **রূপক কর্মধারয়**—উপমেয়ের ও উপমানের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ বুঝাইতে রূপক কর্মধারয় হয়। অন্য ব্যাকরণে বলা হয়—**রূপকমভেদে**। শোকঃ এব অগ্নিঃ—শোকাগ্নিঃ। মুখমেব চন্দ্রঃ—মুখচন্দ্রঃ। বিদ্যা এব রত্নম্—বিদ্যারত্নম্। রূপক কর্মধারয়ে উপমানের অর্থ প্রধান। কিন্তু উপমিত কর্মধারয় সমাসে উপমেয়ের অর্থই প্রধান। ক্রিয়া প্রভৃতি অন্যান্য পদের অর্থ যদি উপমানের অর্থের উপরই জোর দেয়, তবে উহা রূপক সমাস হইবে। পাণিনি রূপককর্মধারয়ের জন্য পৃথক কোন সূত্র করেন নাই। কিন্তু **ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ** সূত্রে এই ধরণের এবং আরও নানা তৎপুরুষ সমাসের বৈচিত্র্য দেখা যায়। মুখচন্দ্রঃ উদেতি—এই বাক্যে 'উদেতি' পদ চন্দ্রের পক্ষেই খাটে। অতএব উপমান যে চন্দ্র, তাহারই প্রধানতা দেখান হইতেছে। তাই ইহা রূপক সমাস, মুখই চন্দ্র, উহা উদিত হইতেছে। কিন্তু স মুখচন্দ্রং স্পৃশতি—এই বাক্যে স্পৃশতি পদ হইতে বোঝা গেল ইহাকে যখন স্পর্শ করা হইতেছে, তখন উহা চাঁদ নয়, মুখই। তবে মুখটি চন্দ্রের মত, অতএব উহা উপমিত সমাস। ব্যাসবাক্যে এব হইবে।

(ঘ) **ময়ূরব্যংসকাদি** যথা—ইহারা নিপাতনে সিদ্ধ। ময়ূরো ব্যংসকঃ (ধূর্তঃ) =ময়ূরব্যংসকঃ (বিশেষণের পরনিপাত হইল)। উদক্ চ অবাক্ চ—উচ্চাবচম্ (দ্বন্দ্ব না হইয়া তৎপুরুষ), নিশ্চিতং চ প্রচিতং চ—নিশ্চপ্রচম্। নাস্তি কিঞ্চন যস্য সঃ—অকিঞ্চনঃ (বহুব্রীহি নহে, তৎপুরুষ)। এইরূপ, অকুতোভয়ঃ, অন্যো রাজা—রাজান্তরম্। চিৎ এব—চিন্মাত্রম্।

উত্তরপদলোপী কর্মধারয়

২৩। **উত্তরপদলোপী কর্মধারয়**—সমাসঘটক দুইটি পদের মধ্যে প্রথম পদের উত্তরস্থিত অংশের লোপ হয়, উহারই পরিচয় দিবার জন্য বলা হয় উহা উত্তরপদলোপী কর্মধারয়। ইহাকে ব্যাকরণের সংজ্ঞায় **শাকপার্থিবাদিবৎ** সমাস বলে। **শাকপ্রিয়ঃ** (অর্থাৎ শক্তিপ্রিয়) পার্থিবঃ (রাজা)—সমাসে হয় শাক-পার্থিবঃ, শাক শব্দের পর 'প্রিয়' পদটি যুক্ত ছিল, সমাসে লোপ হইয়াছে। এইরূপ ময়ূরাসনম্—ময়ূরচিহ্নিতম্ আসনম্। ছায়াতরুঃ—ছায়াপ্রধানঃ তরুঃ। দেবপূজকঃ ব্রাহ্মণঃ—দেবব্রাহ্মণঃ। প্রথম শব্দের উত্তর অন্য একটি পদযোগে বিশেষণ করা হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ ইহাকে মধ্যপদলোপী বলে। কিন্তু দুইটি বিভক্তিযুক্ত পদের একটির অংশকে মধ্যপদ বলা ঠিক নয়।

(ঘ) দ্বিগু

২৪। দিক্ ও সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে থাকিলে সাধারণতঃ **দ্বিগু সমাস** হয়—**সংখ্যাপূর্বো দ্বিগুঃ** (২. ১. ৫২)। ঐরূপ সমাসে সমাহার অর্থাৎ মিলিত সমষ্টি বোঝায়। ফলে উহা একবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন—পঞ্চানাং বটানাং সমাহারঃ—**পঞ্চবটী**। ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ—**ত্রিলোকী**। উত্তরপদ অকারান্ত হইলে দ্বিগুসমাস স্ত্রীলিঙ্গ হয়। তবে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ—**ত্রিভুবনম্**। চতুর্মুখম্, চতুর্যুগম্। ইহা ক্লীবলিঙ্গ।

উত্তরপদ পরে থাকিলে বা তদ্ধিতার্থ বিষয়েও দ্বিগু হয়—উহার দৃষ্টান্ত—পঞ্চ গাবঃ ধনং যস্য—পঞ্চগবধনঃ। **তদ্ধিতার্থ দ্বিগুঃ**—ষণ্ণাং মাতৃণাম্ অপত্যং পুমান্—ষাণ্মাতুরঃ। পঞ্চভিঃ ক্রীতঃ গৌঃ—পঞ্চগুঃ।

(ঙ) বহুব্রীহি

২৫। যে কয়টি পদ মিলিত হইয়া সমাস উৎপন্ন করে, তাহাদের অর্থ প্রধান-রূপে না বুঝাইয়া যেখানে অন্য একটি পদের অর্থ প্রধান হয়, তাহাকে **বহুব্রীহি** বলে। তাই বলা হয়—**অনেকমন্যপদার্থে** (২.২.২৪)। ইহাও বলা হয়—**অন্য-পদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ**।

বহুব্রীহি সাধারণতঃ প্রথমান্ত সমানাধিকরণ বা বিশেষ্য বিশেষণ পদের সমাস, এবং ইহা অন্যপদার্থপ্রধান। প্রথমা ব্যতীত অন্য বিভক্তির অর্থেও বহুব্রীহি হয়—অবশ্য সেই সমাসে অন্য পদার্থ প্রধান হয়, যেমন—আহিতঃ অগ্নিঃ যেন—আহিতাগ্নিঃ, বীরাঃ পুরুষাঃ যস্মিন্—বীরপুরুষকঃ (গ্রামঃ)।

বহুব্রীহিসমাস-নিষ্পন্ন পদটি বিশেষণ; অতএব বিশেষ্যের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন অনুসারেই ইহার লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন হইবে। যেমন—দীর্ঘৌ বাহূ যস্য সঃ—দীর্ঘবাহুঃ (বীরঃ)। দীর্ঘ দুই বাহুকে না বুঝাইয়া দীর্ঘ দুই বাহুবিশিষ্ট লোক বা বীরকে বুঝাইতেছে। নির্মলং জলং যস্যাঃ—নির্মলজলা (নদী)।

২৬। বহুব্রীহিতে পূর্ব পদটি বিশেষণ হইলে উহাকে **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি** বলে। যেমন পীতম্ অম্বরম্ (অর্থাৎ বস্ত্র) যস্য সঃ—পীতাম্বরঃ। লম্বৌ কর্ণৌ যস্য সঃ—লম্বকর্ণঃ। কিন্তু পূর্বপদটি বিশেষ্য হইলে এবং পূর্ব ও উত্তর পদের বিভক্তি একই রকম না হইলে উহাকে **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি** বলে। দণ্ডঃ পাণৌ যস্য সঃ—দণ্ডপাণিঃ। নীলঃ কণ্ঠে যস্য সঃ—নীলকণ্ঠঃ। বীণাপাণিঃ বলিলে বীণা যাহার পাণিতে (অর্থাৎ হাতে) আছে এমন কাহাকেও বোঝায়। এখানে দুই বিশেষ্য পদের সমাসের দৃষ্টান্ত।

২৭। **ব্যতিহার বহুব্রীহি**—তৃতীয়ান্ত ও সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে কার্যবিনিময়ে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। দণ্ডৈশ্চ দণ্ডৈশ্চ প্রহৃত্য ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তম্—**দণ্ডাদণ্ডি**। এইরূপ কেশেষু কেশেষু গৃহীত্বা যুদ্ধম্—কেশাকেশি।

২৮। **প্রাদি বহুব্রীহি**—ধাতুনিষ্পন্ন উত্তরপদের সহিত প্রাদি নিপাতের বহুব্রীহি সমাসে ধাতুনিষ্পন্ন উত্তরপদের লোপ হয়। বিগতঃ ধবঃ (পতি) যস্যাঃ সা—**বিধবা**। 'প্রাদিভ্যো ধাতুজস্য বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ' (বার্তিক)।

২৯। **নঞ্‌ বহুব্রীহি**—যথা, অধনঃ—অবিদ্যমানং ধনং যস্য সঃ। মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, যথা—শাস্ত্রজ্ঞানম্ এব ধনম্ যস্য সঃ—শাস্ত্রধনঃ।

দ্রষ্টব্য: স্ত্রীপ্রত্যয় যোগে যাহাদের স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়, তাহারা ভাষিতপুংস্ক শব্দ। বহুব্রীহিতে পূর্বপদে প্রায়ই তাহাদের লিঙ্গের পুংবদ্ভাব হয়। সুন্দরী বুদ্ধিঃ যস্য সঃ—সুন্দরবুদ্ধিঃ। রূপবতী ভার্যা যস্য সঃ—রূপবদ্ভার্যঃ।

অন্যান্য কয়েকটি বহুব্রীহির দৃষ্টান্ত

সুন্দরী ভার্যা যস্য সঃ—সুন্দরভার্যঃ। পুত্রেণ সহ বর্তমানঃ—সহপুত্রঃ, সপুত্রঃ সহ স্থানে বিকল্পে স হয় ('বোপসর্জনস্য' সূত্রে বিকল্পে স)। নদী মাতা যস্য সঃ (দেশঃ)—নদীমাতৃকঃ (সমাসান্ত কপ্‌ হইয়াছে)। চিত্রাঃ গাবঃ যস্য সঃ—চিত্রগুঃ। সীতা জায়া যস্য—**সীতাজানিঃ**। যুবতিঃ জায়া যস্য—**যুবজানিঃ**। পাচিকা ভার্যা যস্য—পাচিকাভার্যঃ। সু (শোভনঃ) গন্ধঃ যস্য সঃ—সুগন্ধঃ বায়ুঃ। নিত্যসম্বন্ধ বুঝাইলে সুগন্ধিঃ। কল্যাণী প্রিয়া যস্য—কল্যাণীপ্রিয়ঃ। **দৃঢ়া ভক্তিঃ** যস্য সঃ—**দৃঢ়ভক্তিঃ** (প্রিয়াদিগণে পঠিত) বলিয়া পুংবদ্ভাবের ব্যতিক্রম। দ্বৌ বা ত্রয়ঃ বা—**দ্বিত্রাঃ**। পঞ্চ বা ষট্‌ বা—**পঞ্চষাঃ**।

বহুব্রীহি সমাসে সমাসান্ত প্রত্যয়

৩০। (ক) নদী প্রভৃতি শব্দ এবং ঋকারান্ত শব্দের পর কপ্‌ হয়। নদী মাতা যস্য—নদীমাতৃকঃ। মৃতা পত্নী যস্য সঃ—মৃতপত্নীকঃ। সূত্র—নদ্যৃতশ্চ (৫.৪.১৫৩) (খ) বহুব্রীহিসমাসে অক্ষি শব্দের পর সমাসান্ত টচ্‌ হয়। টচের অ থাকে। কমলে ইব অক্ষিণী যস্য সঃ—কমলাক্ষঃ। (গ) ধনুস্‌ শব্দের পর অনঙ্‌ হয়। 'ধনুষশ্চ' (৫.৪. ৩২)—পুষ্পং ধনুঃ যস্য সঃ—পুষ্পধন্বা। (ঘ) গন্ধ শব্দের পর ইৎ হয়, যথা সুগন্ধি, স্বাভাবিক গন্ধের স্থলেই ইৎ হয়। (চ) জায়া শব্দের স্থানে নিঙ্‌ হয়। '**জায়ায়া নিঙ্‌**' (৫.৪.১৩৪)—প্রিয়া জায়া যস্য সঃ—প্রিয়জানিঃ। **নিত্যমসিচ্‌ প্রজামেধয়োঃ** (৫.৪.১২২)—নাস্তি প্রজা যস্য সঃ—**অপ্রজাঃ**। এইরূপ দুর্মেধাঃ। ধর্ম শব্দের পর অনিচ্‌ হয়—সমানঃ ধর্মঃ যস্য সঃ—সমানধর্মা।

(চ) দ্বন্দ্ব

৩১। দুই বা বহুপদের সমুচ্চয় বুঝাইলে দ্বন্দ্ব সমাস হয়—**চার্থে দ্বন্দ্বঃ**। (২,২,২৯)। ভীমশ্চ অর্জুনশ্চ—ভীমার্জুনৌ।

দ্বন্দ্ব সমাস দুই প্রকার—(i) **ইতরেতর দ্বন্দ্ব**, (ii) **সমাহার দ্বন্দ্ব**। ইতরেতর দ্বন্দ্বে পরস্পর সংযোগে প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধান থাকে, এবং সমাসবদ্ধ পদের শেষের লিঙ্গ অনুসারে লিঙ্গ প্রযুক্ত হয়-এবং সমাসের পদে মিলিত পদার্থের সংখ্যার উপর বচন নির্ভর করে। রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ—রামলক্ষ্মণৌ। ধর্মঃ অর্থঃ কামশ্চ—ধর্মার্থকামাঃ। ইতরেতর দ্বন্দ্বের আরও দৃষ্টান্ত—**মাতা চ পিতা চ**—মাতাপিতরৌ, মাতরপিতরৌ। জায়া চ পতিশ্চ—জায়াপতী, দম্পতী, জম্পতী। **দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ**—দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দিবস্পৃথিব্যৌ। '**দেবতাদ্বন্দ্বে চ**'—বিশেষ যথা—ইন্দ্রশ্চ বরুণশ্চ—ইন্দ্রাবরুণৌ, অগ্নীষোমৌ। বাক্ চ মনশ্চ—**বাঙ্‌মনসে**। দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ—দ্যাবাভূমী।

৩২। **সমাহার** দ্বন্দ্বে একত্র মিলিত সমষ্টি বুঝায় এবং উহা ক্লীবলিঙ্গ ও একবচন। **সমূহঃ সমাহারঃ**। কয়েকটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই **সমাহার দ্বন্দ্ব** হয়। সমাহার দ্বন্দ্ব নিত্য **ক্লীবলিঙ্গ, একবচন**। (i) প্রাণী, তূর্য ও সেনার অঙ্গ বুঝাইলে উহাদের সমাহার দ্বন্দ্ব হয়—**প্রাণিতূর্যসেনাঙ্গানাম্** (২.৪ ২)—পাণী চ পাদৌ চ—তেষাং সমাহারঃ পাণিপাদম্,, রথিকাশ্চ অশ্বারোহাশ্চ—রথিকাশ্বারোহম্। (ii) নিত্যবিরোধ বুঝাইলেও ইহা হয়—**যেষাঞ্চ বিরোধঃ শাশ্বতিকঃ**। নিত্য বিরোধ স্থলে বহুবচনে—অহয়শ্চ নকুলাশ্চ—অহিনকুলম্। (iii) লিঙ্গভেদে নদীবাচক শব্দের সমাহার দ্বন্দ্ব হয়—গঙ্গা চ শোণশ্চ—গঙ্গাশোণম্। (iv) **ক্ষুদ্রজন্তবঃ** (২,৪,৮)—বিকল্পে সমাহার—দংশাশ্চ মশকাশ্চ (সমাহারে)—দংশমশকম্ (v) **গবাশ্বপ্রভৃতীনি চ**—গাবশ্চ অশ্বাশ্চ—গবাশ্বম্।

অলুক্ সমাস

৩৩। সমাসের পূর্ব পদে কোন কোন স্থলে বিভক্তি লুপ্ত হয় না। এই জাতীয় সমাসকে অলুক্ সমাস বলে। ইহা পৃথক্ সমাস নহে। যে কোন সমাসই অলুক্ সমাস হইতে পারে। বনেচরঃ—উপপদ তৎপুরুষ (অলুক্)। এইরূপ অন্তেবাসী, সরসিজম্, যুধিষ্ঠিরঃ (সপ্তমী তৎপুরুষ,—অলুক্), আত্মনেপদম্ (চতুর্থী তৎপুরুষ—অলুক্)। দাস্যাঃপুত্র (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), ইহা অলুক্—গালাগালি অর্থে। মনসাদেবী (নাম বুঝাইতে)। গেহেশূরঃ। কণ্ঠেকালঃ (বহুব্রীহি)।

নিত্য সমাস

৩৪। যে সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না, উহা নিত্যসমাস। **অবিগ্রহো নিত্যসমাসঃ অস্বপদবিগ্রহো বা**—যেমন, কৃষ্ণসর্পঃ (কেউটে সাপ) ইহা কর্মধারয়। আবার এমন সমাস আছে, যেখানে অন্য পদের সাহায্যে ব্যাসবাক্য করা হয়। উহাও নিত্য সমাস, যেমন **অন্যঃ দেশঃ**—দেশান্তরম্। তস্মৈ ইদম্—তদর্থম্। 'অর্থেন সহ নিত্যসমাসঃ'। **চিৎএব**—চিন্মাত্রম্ ইহাও কর্মধারয়। খট্টারূঢ়ঃ—নিত্য সমাস নিন্দা অর্থে, কিন্তু ইহা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ। দেখা গেল নিত্যসমাস একটি পৃথক্ সমাস নহে। যে কোন সমাসই নিত্যসমাস হইতে পারে।।

সুপ্ সুপা বা সহসুপা সমাস

৩৫। সুবন্ত পদের সঙ্গে সুবন্ত পদের সমাস হয়। উহাকে সুপ্ সুপা সমাস বলে। যেখানে অন্য কোন সমাসের নিয়ম খাটে না, সেই খানেই সুপ্ সুপা বলা হয়। ক্রিয়া-বিশেষণের সহিত যথা, পূর্বং ভূতঃ—ভূতপূর্বঃ। পরমং পূজ্যঃ—পরমপূজ্যঃ। পরস্মৈ পদম্—পরস্মৈপদম্

একশেষ বৃত্তি

৩৬। **একশেষ**—সমাসের মত ইহা একটা **পৃথক্ ধরণের বৃত্তি**। সমার্থক এবং একই আকৃতি বিশিষ্ট দুই বা বহুপদের একই বিভক্তিতে একার্থে বৃত্তি হইলে, একটি মাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে। উহাকেই একশেষ বলে। **সরূপাণাম্ একশেষ একবিভক্তৌ** (১.২.৬৪)। দেবশ্চ দেবশ্চ—দেবৌ। তরুশ্চ তরুশ্চ তরুশ্চ—তরবঃ। দ্বন্দ্ব সমাসে কিন্তু সমাসঘটক পদগুলি ভিন্নাকৃতি ও ভিন্নার্থক এবং উহাদের সমন্বয়ে একটি মাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে না। রামশ্চ রামশ্চ—রামৌ (একশেষ)। কিন্তু রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ—রামলক্ষ্মণৌ। একশেষ সমাস নহে বলিয়া করশ্চ করশ্চ—করৌ হইল (সমাহার দ্বন্দ্বের মত করম্ হইল না)। ইহাতে সমাসান্ত প্রত্যয়ও হয় না—পন্থানঃ হইবে। একশেষে অবশ্য পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে পুংলিঙ্গের পদই অবশিষ্ট থাকে—সূত্রঃ **পুমান্ স্ত্রিয়া**—হংসী চ হংসশ্চ—হংসৌ। মাতা চ পিতা চ—পিতরৌ। সূত্র—**পিতা মাত্রা** (১.২.৭০)। স চ সা চ—তৌ। স চ দেবদত্তশ্চ—তৌ।

সমাসে অর্থভেদ

মহাবাহুঃ—মহান্তৌ বাহু যস্য সঃ (বহুব্রীহি)। এষ রাজা মহাবাহুঃ। অথবা কর্মধারয়, মহান্ বাহুঃ—বীরস্য মহাবাহুঃ আর্তত্রাণায়। মহৎ শব্দ বিশেষণ হইলে মহা আদেশ হয়। সূত্রঃ— **আন্মহতঃ সমানাধিকরণ-জাতীয়য়োঃ।**

মহদ্বাহুঃ—মহতঃ বাহুঃ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। মহদ্বাহুঃ দানে ব্যাপৃতঃ ভবতি।

প্রিয়সখঃ—প্রিয়ঃ সখা (কর্মধারয়, সমাসান্ত টচ্ যোগ হইয়াছে)। কৃষ্ণঃ অর্জুনস্য প্রিয়সখঃ। সূত্র—'রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্'।

প্রিয়সখা- প্রিয়ঃ সখা যস্য সঃ (বহুব্রীহি) (সমাসান্ত টচ্ হয় নাই)। অর্জুনঃ প্রিয়সখা ইতি তস্য মহান্ হর্ষঃ।

মহারাজঃ— মহান্ রাজা (কর্মধারয়)। আসীৎ শূদ্রকো নাম: মহারাজঃ।

মহারাজা—মহান্ রাজা যস্য সঃ (বহুব্রীহি, সমাসান্ত টচ্ হয় নাই)। ধন্যঃ মহারাজা অঙ্গদেশঃ।

কিংসখা—কুৎসিতঃ সখা (কুতৎপুরুষ) 'কিমঃ ক্ষেপে' সূত্রে সমাসান্ত টচ্ হয় নাই। স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপম্ (কিরাতার্জুনীয়)।

কিংসখঃ—কেষাং সখা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), সমাসান্ত টচ্। শ্রীকৃষ্ণঃ কিংসখঃ ?

সুগন্ধিঃ—সমবায় অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ বুঝাইতে সমাসান্ত ইৎ হইয়াছে। এষ সুগন্ধিঃ কুসুমচয়ঃ। ক্লীবলিঙ্গে সুগন্ধি হয়—সুগন্ধি পুষ্পম্।

সুগন্ধঃ— সংযোগ সম্বন্ধে গন্ধযুক্ত। সুগন্ধঃ পবনো বাতি।

উন্নতমনঃ—উন্নতং মনঃ (কর্মধারয়) যস্য উন্নতমনঃ স পূজ্যঃ।

উন্নতমনাঃ—উন্নতং মনঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহি)—উন্নতমনাঃ সর্বস্মিন্ প্রীণাতি।

দৃঢ়ভক্তিঃ—কর্মধারয়, দৃঢ়া ভক্তিঃ। ব্রজবাসিনাং শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তিঃ।

দৃঢ়াভক্তিঃ— দৃঢ়া ভক্তিঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহি)—দৃঢ়াভক্তিরসৌ জনঃ।

পূর্বাহ্নঃ— পূর্বম্ অহঃ (কর্মধারয়)—সোমবারঃ মঙ্গলবারস্য পূর্বাহ্নঃ।

পূর্বাহ্ণঃ—অহ্নঃ পূর্বম্ (একদেশী)— পূর্বাহ্ণো বৈ পূজায়াঃ কালঃ।

বটচ্ছায়ম্—বটানাং ছায়া (ছায়া বাহুল্যে)—বটচ্ছায়ম্ আশ্রিতঃ আশ্রমঃ।

বটচ্ছায়া—বটস্য ছায়া, এষা বটচ্ছায়া নদ্যাং প্রতিবিম্বিতা।

সুন্দরবুদ্ধিঃ—সুন্দরী বুদ্ধিঃ (কর্মধারয়)—সুন্দরবুদ্ধিঃ প্রশংসনীয়া।

সুন্দরীবুদ্ধিঃ—সুন্দর্য্যাঃ বুদ্ধিঃ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), সুন্দরীবুদ্ধিঃ প্রশংসনীয়া।

স্ত্রীসভম্—স্ত্রীণাং সভা সঙ্ঘঃ—অদেব স্ত্রীসভং যত্র স্ত্রীণাং সমাবেশঃ।

স্ত্রীসভা—স্ত্রীশালা ইত্যর্থঃ—বহুস্তম্ভশোভিতা ইয়ং স্ত্রীসভা।

অনুশীলনী

১। সমাস কাহাকে বলে দৃষ্টান্ত সহ বুঝাইয়া দাও।

২। সমাসশ্চতুর্বিধ ইতি প্রায়োবাদঃ—এই উক্তির সার্থকতা বল।

৩। সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য দেখাও।

৪। নিম্নের ব্যাসবাক্যগুলিকে সমাসে পরিণত করিয়া সমাসের নাম বল :—গিরেঃ সমীপম্, অক্ষ্ণঃ পরম্, মদ্রাণাং সমৃদ্ধিঃ, শক্তিম্ অনতিক্রম্য, কুৎসিতঃ অশ্ব, কালম্ অতীতঃ, বাণেন হতঃ, ঈষৎ উষ্ণম্, সরসি জায়তে যৎ, লোহিতং পদ্মম্, মৃগ্যাঃ ক্ষীরম্, রাজ্ঞঃ পুত্রঃ, মহান্ রাজা, দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ, নদ্যাঃ সমীপম্, শোকস্য দেশঃ, কুৎসিতঃ পুরুষঃ, গঙ্গা চ শোণশ্চ, দ্বৌ বা ত্রয়ো বা, যুবতিঃ জায়া যস্য সঃ, কেশেষু গৃহীত্বা ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তম্, বাক্ চ মনশ্চ। অহয়শ্চ নকুলাশ্চ, অক্ষঃ রাজা, অনল ইব উজ্জ্বলঃ, পঞ্চানাং পাত্রাণাং সমাহারঃ, ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ, প্রগতঃ আচার্যঃ, যুধি স্থিরঃ, বীরঃ সিংহ ইব।

৫। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম বল :—আমুক্তি, প্রত্যক্ষম্, দস্যুভীতিঃ, ত্রিলোকী, পিতৃহীনঃ, তরুচ্ছায়ম্, পূর্বকায়ঃ, ভূতবলিঃ, অশ্বঘাসঃ, চিত্রনিপুণঃ, দ্বিজার্থম্, কৃষ্ণসখঃ, চিত্রগুঃ, নরশার্দূলঃ, মিত্রাবরুণৌ, খাদতমোদতা, ছায়াতরুঃ।

৬। বাক্যে প্রয়োগ কর :—নিত্যসমাস, অলুক্ সমাস, সমাহার দ্বন্দ্ব।

৭। একশেষ কাহাকে বলে ? ইহা সমাস কিনা বুঝাইয়া দাও।

৮। কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে এবং সমাহার ও ইতরেতর দ্বন্দ্বে পার্থক্য কি তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৯। বাক্যের সাহায্যে নিম্নের দুই দুইটি পদের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইয়া দাও :—(i) সুগন্ধিঃ সুগন্ধঃ, (ii মহাধনম্ মহদ্ধনম্, (iii) পূর্বাহ্নঃ পূর্বাহঃ, (iv) স্ত্রীসভম্, স্ত্রীসভা, (iv) কিংসখা কিংসখঃ।

॥ অশুদ্ধি সংশোধন ॥

॥ ২৪ ॥

অশুদ্ধ প্রয়োগকে শুদ্ধ করিতে নিম্নের কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা দরকার।

১। **ণত্ব ষত্বের ভুল**—ব্যাধঃ, মৃগাণ্ হন্তি (এখানে দন্ত্য ন্ হইবে।) নরানাম্, মৃগেন, বা লতাসু—এ সব ভুল (মূর্ধন্য হইবে)।

২। **সন্ধির ভুল**—দ্বিবচননিষ্পন্ন ঈ, ঊ এবং এ-কারান্ত পদের বা অমী

পদের শেষ বর্ণের সহিত স্বরসন্ধি হয় না। অতএব সাধিমৌ, যুক্তেতৌ, যাচেতেঽর্থম্ সেবেতেঽর্ভকৌ, অম্যখাঃ—সব ভুল। সো বালকঃ—সন্ধির ভুল—অ-ভিন্ন বর্ণ পরে থাকিলে বিসর্গের লোপ হয়। 'পিতো রক্ষ' ভুল (পূর্বের স্বর দীর্ঘ হইবে)—পিতা রক্ষ।

৩। **শব্দরূপের ভুল**—স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিতীয়ার বহুবচনে স্বরান্ত শব্দের শেষ স্বর প্রায়ই দীর্ঘ ও পরে বিসর্গ হয় (দন্ত্য ন্ নহে)। মাতৄন্, দুহিতৄন্—সব ভুল (মাতৄঃ, দুহিতৄঃ হইবে)। শ্রী ও লক্ষ্মী শব্দের ১মার একবচনে শ্রীঃ, লক্ষ্মীঃ। মহিমন্, সবিতৃ—এসব পুংলিঙ্গ, উহাদের বিশেষণ পুংলিঙ্গ হইবে—**অপারঃ মহিমা**। ক্লীবলিঙ্গে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের ১মা ও ২য়ার একবচন ম্ যোগ হয় না। 'অন্নম্ স্বাদুম্' নহে, '**স্বাদু**' হইবে। ভগবৎ, যশস্, নভস্, মনস্, কর্মন্, তপস্ প্রভৃতি শব্দ ব্যঞ্জনান্ত, অকারান্ত নহে (ভগবানস্য নহে, ভগবতঃ হইবে)। 'মনে' ভুল, **মনসি** হইবে, নভে নহে, নভসি। ব্যঞ্জনবর্ণে ষষ্ঠীর বহুবচনে **আম্** যুক্ত হয়—বণিজাম্, সুহৃদাম্ হইবে, সুহৃদানাম্ নহে। গুণিন্ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে আম্ যোগে—গুণিনাম্। ইন্-ভাগান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ একবচনে প্রথমায় হ্রস্ব ই-কারান্ত হইবে। যেমন, যশঃ **স্থায়ি**। মে, তে (অর্থাৎ যুষ্মদ্ শব্দের 'তে') বাক্যের প্রথমে বসে না। অম্বা শব্দের সম্বোধনে অম্ব।

৪। **অব্যয়ের ভুল**—অব্যয়ের রূপ বদলায় না। মিথ্যাম্, দিবায়াম্, প্রাতে—সব ভুল। মিথ্যা, দিবা, প্রাতঃ—এই রূপই থাকিবে। ইহাদের বিশেষণ ক্লীবলিঙ্গ—'মিথ্যা বক্তব্যা' ভুল, 'বক্তব্যম্ হইবে'। 'রম্যম্ প্রাতঃ' হইবে।

৫। **লিঙ্গ ও বচনের ভুল**—'**মিত্র**' শব্দ বন্ধু অর্থে ক্লীবলিঙ্গ। স্ত্রী অর্থে '**কলত্র**' ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু '**দার**' শব্দ পুংলিঙ্গ বহুবচন। প্রাণবাচক শব্দ বহুবচন ও পুংলিঙ্গ। বর্ষা, সমা (বৎসর) ও সিকতা শব্দ বহুবচনান্ত। অপ্ শব্দ বহুবচনান্ত ও দিশ্, আপদ্, বিপদ্—সব স্ত্রীলিঙ্গ। দক্ষিণস্যাং দিশি, ঈদৃশ্যাম্ আপদি হইবে। পশ্চিম শব্দ সর্বনাম নহে—অতএব পশ্চিমায়াং দিশি হইবে। সংখ্যাবাচক পঞ্চন্ হইতে অষ্টাদশন্ শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার সব লিঙ্গে একই রকম রূপ—পঞ্চ ফলানি, নব গ্রহাঃ। শরণ, পাত্র, ভাজন, আস্পদ প্রভৃতি অজহল্লিঙ্গ অর্থাৎ নিত্য ক্লীবলিঙ্গ। শ্রীহরিঃ শরণম্। পিতা ভক্তিপাত্রম্। সংখ্যাবাচক ঊনবিংশতি প্রভৃতি শব্দ, শত ও সহস্র—এই সব শব্দ বিশেষণ হইলে নিত্য একবচন। 'বিংশতয়ঃ স্ত্রিয়ঃ' ভুল (বিংশতিঃ স্ত্রিয়ঃ হইবে)। বিশেষণ হইলে 'শত' ও 'সহস্র' শব্দ নিত্য ক্লীবলিঙ্গ ও একবচন—শতং বা সহস্রং নরাঃ।

৬। **ধাতুরূপের ভুল**—কতকগুলি ধাতুর লট্ অন্তি যোগে শেষে তি হয় (অন্তি নহে), যথা—শাসতি, বিভ্যতি, জাগ্রতি, দদতি, দধতি। আবার লট্ অন্তে যোগে 'তে' হয়, যেমন—শেরতে, আসতে, উপাসতে (উপাসন্তে নহে), কুর্বতে, ক্রীণতে। 'আপনি' অর্থে ভবান্ 3rd Person, ক্রিয়া তদনুরূপ।

৭। **শতৃ শানচের ভুল**—পরস্মৈপদী ধাতুতেই শতৃ হয়। শানচ্ হয় আত্মনেপদী ধাতুতে। প্রবহমানা নদী হইবে না, প্রবহন্তী হইবে।

৮। **লট্ লোট্ প্রভৃতি লকারের ভুল**—আজ নয় এমন অতীতে লঙ্ হয়। তাই 'অদ্য বৃষ্টিরভবৎ' ভুল (অদ্য বৃষ্টিরভূৎ হইবে) [ভূতসামান্যে লুঙ্]। পরোক্ষে লিট্ হয়—নিজের দৃষ্টির বাহিরে যাহা ঘটে, তাহাকে বলে পরোক্ষ। অতএব উত্তমপুরুষে লিট্ সাধারণতঃ হয় না, '(অহং) বালকং দদর্শ' ভুল, শুদ্ধ হইবে 'অহং বালকম্ অপশ্যম্')।

৯। **কারক ও বিভক্তির ভুল**—উপ-অনু-অধি-আ বস বা অধি পূর্বক শী, স্থা, আস্ ধাতুর **অধিকরণে কর্ম**—এই নিয়মের ব্যতিক্রমে ভুল হইবে (বনম্ উপবসতি, শয্যাম্ অধিশেতে হইবে)। সবেগম্, সযত্নম্—ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া, বিশেষ্য হইলে ৩য়া, যেমন—বেগেন, যত্নেন। প্রতি ও নিকষা শব্দ যোগে ২য়া, 'মম প্রতি' ভুল, 'মাং প্রতি' হইবে। প্রয়োজনার্থে ৩য়া। দা-ধাতুর যোগে এবং রুচ্যর্থ ধাতুর যোগে সম্প্রদান—এই সব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। 'মাং ধনং দেহি' ভুল (মহ্যম্ হইবে), 'মম রোচতে' ভুল (মহ্যম্ হইবে)। বহিঃ শব্দের যোগে ৫মী—গৃহাৎ বহিঃ (গৃহস্য বহিঃ ভুল), ভী-ধাতুর যোগে ৫মী এবং একটির অপেক্ষা ভাল বা মন্দ বুঝাইলে অপেক্ষা অর্থে ৫মী, **কিন্তু বহুর মধ্যে নির্ধারণে** ৬ষ্ঠী বা ৭মী। 'কবিভ্যঃ কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ' ভুল (কবীনাম্ বা কবিষু হইবে)। 'ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাম্'—এই কারকষষ্ঠী নিষেধের নিয়ম লক্ষণীয়,—জলস্য পিপাসুঃ বা ধনস্য লিপ্সুঃ—ভুল, জলম্—এইরূপ ২য়া হইবে। 'তব দুষ্করম্' ভুল ('ত্বয়া দুষ্করম্' হইবে)।

১০। **কৃৎপ্রত্যয়ের ভুল**—উপসর্গ বা অব্যয় পূর্বে থাকিলে ধাতুর পর ক্ত্বা স্থানে ল্যপ্ হয়। প্রণত্বা, আরোহিত্বা, আবির্ভূত্বা ভুল (প্রণম্য, আরুহ্য, আবির্ভূয় হইবে)। কর্তা এক না হইলে তুমুন্ প্রয়োগ ভুল—'পুত্রং বনং গন্তুম্ আদিশতি' হইবে না, ['পুত্রং বনগমনায়' হইবে]। গন্তুং পশ্যতি স্থলে 'গচ্ছন্তং পশ্যতি' হইবে। 'অন্নং ভোজনং করোতি' ভুল—কৃদ্‌যোগে কর্মে ষষ্ঠী হইবে। ('অন্নস্য ভোজনম্' বা সমাসের নিয়মে 'অন্ন-ভোজনম্' করোতি হইবে।

১১। **তদ্ধিতের ভুল**—মতুপ্ যোগে অকারান্ত এবং আকারান্ত শব্দের

পর বৎ হয়, যেমন—ধনবান্, বিত্তাবান্। অন্ত বর্ণের পর মৎ—যেমন, শ্রীমান্, মতিমান্। কাজেই রুচিবান পদ ভুল। ব্যতিক্রম—লক্ষীবান (লক্ষীমান্ ভুল)।

১২। আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী ধাতুর ভুল লক্ষণীয়।

১৩। **সমাসের ভুল**—অব্যয়ীভাব সমাস ক্লীবলিঙ্গ। অতএব ইকারান্ত উকারান্ত শব্দে বিভক্তির চিহ্ন লুপ্ত থাকে। যেমন, যথাশক্তি, উপগিরি হইবে, উপগিরিম্ নহে। সমাসান্ত টচ্ ও ড প্রত্যয় যোগে শব্দগুলি নর শব্দের মত অকারান্ত—মহারাজঃ, প্রিয়সখঃ, রাজসখঃ। সমাহার দ্বন্দ্ব ক্লীবলিঙ্গ একবচন—পাণিপাদম্। অহিনকুলম্।

অনুশীলনী

১। কারণ দেখাইয়া শুদ্ধ কর :—

(i) অম্বে মাম্ আপো দেহি। (ii) মহারাজঃ ত্রয় কন্যাঃ। (iii) বর্ষায়াং নদী সবেগেন গচ্ছতি। (iv) মে ধনস্য কিং প্রয়োজনম্। (v) অপারা হি সম্রাটস্য (সম্রাজ্ শব্দ) মহিমা। (vi) শৈলগুহাসু অধিশয়ন্তে সিংহাঃ। (vii) অমাশ্বা বাজপথা ধাবন্তি। (viii ধনস্য লিপ্সুঃ সো বাণিজ্যায় গতঃ (x) গুণীনাং গুণাঃ চিরস্থায়ী। (x) পেচকাঃ দিবায়াং ন জাগ্রন্তি। (xi) মে মনে সুখং নাস্তি। (xii) যথাশক্তিং কর্মং কুরু। (xiii) দিবি দেবাঃ অধ্যাসন্তে। (xiv) মাতা প্রাণেনাপি পুত্রং বিপদাৎ ত্রায়তে। (xv) মহারাজঃ দশরথস্য প্রিয়সখা ইন্দ্রঃ। (xvi) নরপত্যুঃ পুত্রাঃ দেবম্ উপাসন্তে। (xvii) এষো বীরো মিথ্যাং ন বদতি। (xviii) লক্ষ্মী নারায়ণং সেবতি। (xix বিংশতয়ঃ স্ত্রীয়ঃ নদ্যাস্তীরে সন্তি। (xx) প্রজান্ শাসন্তি রাজানঃ।

সন্দিগ্ধ শিষ্ট প্রয়োগের বিশুদ্ধি পরীক্ষা

১। **উপর্যুপরি সর্বেষাম্ আদিত্যঃ**—উপর্যুপরি শব্দের ক্ষেত্রে সামীপ্যার্থে দ্বিরুক্তি হইলে দ্বিতীয় অংশকে আম্রেড়িত বলে এবং উহার যোগে দ্বিতীয়া হয়। 'দ্বিতীয়াম্রেড়িতান্তেষু'—ইহার উহাই তাৎপর্য। কিন্তু কেবল বীপ্সার্থে দ্বিরুক্তি হইলে ষষ্ঠী হইতে বাধা নাই—ইহাই বামনের মত। অতএব সেই হিসাবে এখানকার প্রয়োগ শুদ্ধ বলা যায়। উপর্যুপরি বুদ্ধীনা চরন্তীশ্বরবুদ্ধয়ঃ—এখানেও এইরূপ যুক্তি খাটিবে।

২। **বদন্ত্যপর্ণামিতি তাং পুরাবিদঃ**—অপর্ণাম্—এখানে ইতি অব্যয়ের দ্বারা অভিহিত অর্থ বুঝাইতে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা হওয়া উচিত ছিল। তবে বাক্যটির অন্বয় এইভাবে করা যাইতে পারে—পুরাবিদ ইতি (জনাঃ) তাম্ অপর্ণাম্

বদন্তি। আরও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়—'কীর্তয়িষ্যন্তি মনুষ্যাঃ শতাব্দীমিতি মা' ভক্তঃ।'

৩। **প্রণম্য শিতিকণ্ঠায়**—এখানে ক্রিয়াযোগে সম্প্রদানে চতুর্থী বলা যায়—'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্'। অথবা শিতিকণ্ঠম্ অনু-কূলয়িতুম্—সে স্থলে 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ' সূত্রে চতুর্থী।

৪। **মুখেন ত্রিলোচনঃ**—বামনের মতে হানির মত অঙ্গের আধিক্যকেও বিকার বলা যায়। অতএব 'যেনাঙ্গবিকারঃ' সূত্রে তৃতীয়া। 'হানিবদাধিক্য-মপি অঙ্গানাং বিকারঃ।' অথবা উপলক্ষণে তৃতীয়া 'ইত্থম্ভূতলক্ষণে'—এই সূত্রে।

৫। **প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্**—দিবাকরম্ উদ্দিশ্য—এই পদ অধ্যাহার করিয়া অন্বয় করা যায়। অথবা শরণাপত্তি রূপে প্রাপ্ত্যর্থ-বোধক প্র-নম্ ধাতুর কর্তার ক্রিয়ার ঈপ্সিততম হিসাবে কর্মে দ্বিতীয়া।

৬। **নৃসিংহায় নমস্কুর্মঃ**—এখানে নমস্-কৃ ধাতুর যোগে নৃসিংহম্ হওয়া উচিত ছিল—'উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী'—এই নিয়ম অনুসারে। কিন্তু তাহা হয় নাই। বুঝিতে হইবে—নৃসিংহম্ অনুকূলয়িতুম্—'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ' সূত্রে চতুর্থী হইয়াছে।

৭। **মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্**—মাঙি লুঙ্ হওয়া উচিত ছিল। বুঝিতে হইবে এখানে 'মা' (মাঙ্ নহে)—এই অন্য অব্যয়ের ব্যবহার হইয়াছে।

৮। **ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ**—এখানে ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ ত্রিলোকী, তস্যাঃ নাথঃ—এই অর্থে ত্রিলোকীনাথঃ হওয়া উচিত ছিল। অতএব বলিতে হইবে ইহা ত্রয়াণাং লোকানাং নাথঃ—উত্তরপদ দ্বিগু। অথবা ত্র্যবয়বঃ লোকঃ—শাকপার্থিববৎ সমাস। তস্য নাথঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ।

৯। **রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে**—সমানকর্তৃক ক্রিয়ার স্থলেই পূর্বকালে ক্ত্বা বা ল্যপ্ হয়। এখানে স্থিতস্য জনস্য—এই পদ অধ্যাহার করিয়া শুদ্ধি রক্ষা করা যায়।

১০। **প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী**—দশরথস্য অপত্যং পুমান্ বলিতে ইঞ্ যোগে দাশরথি হয়। সেই হিসাবে 'দাশরথয়ে' হওয়া উচিত ছিল। বুঝিতে হইবে—দশরথস্য অয়ম্ এই অর্থে দাশরথঃ হইয়াছে। সম্প্রদানে চতুর্থী।

অনুশীলনী

নিম্নের প্রয়োগ কয়টি শুদ্ধ কিনা আলোচনা কর :—

(i) তাবদ্ ভয়স্য ভেতব্যম্ (ii) বামুপেত্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে, (ii) একাদশীম্ উপবসন্তি বিপ্রাঃ, (iv) প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী, (v) মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্ (iv) মুখেন ত্রিলোচনঃ, (vii) উপর্যুপরি সর্বেষাম্ আদিত্যঃ।
